২৮ নং নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

ইন্দ্রজাল কক্ষপুট।

এই ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে মনুষ্য আকাশে গমনাগমন করিতে পারে, দর্শকগণের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া বহুরূপী হইতে পারে শত বৎসর মাটীর মধ্যে বাস করিতে পারে নদীর জলের উপর দিয়া গমন করিতে পারে আরও মনুষ্যগণ সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, পক্ষী প্রভৃতির রূপ ধারণ ও তাহাদের স্বর বুঝিতে পারে, অনাহারে, শরীর, ধারণ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের গণনা স্থির করিতে পারে মারণ উচাটন স্তম্ভন মোহন বশীকরণ মার ইত্যাদি শিখিতে পারে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

উপহার—মন্দা মেয়ে ও রমণীহার।

শ্রীভগবতান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত।

অর্থাৎ।

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাক্রমে নানা লীলাস্থলী বিবরণ।

ইহাতে ভগবানের বৃন্দাবন ধাম প্রাকট্যকরণ, দন্তবক্র বধ ও কুরুক্ষেত্রে ব্রজবাসীগণের সহিত মিলন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বিরাজস্থলি খেলা ও শঙ্খচূড় বধ কথন, কুসুম সর বিবরণ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ ও গোবর্দ্ধন পূজা, কাম্যবন বিচরণ ও গোপীদিগের অতিত রাসমণ্ডলীতে কৃষ্ণের নর্ত্তন, রাজা পরীক্ষিতের শ্রোতৃত্ব শুকদেবের মীমাংসাসম্বলিত ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ১৲ এক টাকা। উপহার—৪ খানি, ১ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ২ রাধাকৃষ্ণ বিলাস, ৩ ভক্তিতত্ত্বসার, ৪ নারদসংবাদ।

জ্বালা পেট গরম হওয়া; শীঘ্র চুলপাকা, টাকপড়া, মরামাস; খুস্কি প্রভৃতি ত্বরায় নিবারিত হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুলের চাকচিক্য বাড়ে; কেশ ঘন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন ব্যবহার করিলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও উৎসাহময় থাকে, অথচ কত সুলভ দেখুন ॥৵০ দশ আনা মূল্যের একটিন চম্পক-কুসুমে বার শিশি অপূর্ব্ব মনঃপ্রাণ তৃপ্তিকর মহোপকারী তৈল প্রস্তুত হয়। সুতরাং সাধারণের পক্ষে এমন সুবিধা আর কি আছে, মফঃস্বলের দোকানদারেরাও এই চম্পক কুসুম দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈলের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন। আবার প্রত্যেক টিনের সহিত এক শিশি [illegible] এসেন্স দেওয় হয়। ইহা তৈলের সহিত মিশাইলে তৈলের গুণ ও সৌগন্ধ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়।

বহু খ্যাতনামা মাননীয় ব্যক্তির প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশ আবশ্যক বোধ করি না; কারণ প্রত্যেকেরই [illegible] হয়।

মূল্য [illegible] ১০ আনা, [illegible] টিন ১৸০ টাকা, [illegible]

জয়মঙ্গল [illegible]।

[illegible] পরীক্ষিত।

[illegible] বোতল ॥৵০ [illegible] শিশি ।৵০

দাদের মলম।

যত দিনের যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন ১।২ দিবসে বিনা যন্ত্রণায় নির্দ্দোষ আরোগ্য হইবে। এমন কি, সে স্থানে কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। মূল্য ১ কৌটা মাশুল সহ । আনা, ৩ কৌটা ।৵০ আনা, ডজন ১।০ টাকা, মাশুলাদি ।৵০

পত্র লিখিবার ঠিকানা ঘোষ এণ্ড কোং ধন্বন্তরী আশ্রম।
১ (ত) নং নিত্যগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

বারাণসী—বাণেশ্বর ঘোষ এণ্ড সন্স

শিবসংহিতা।

শিবসংহিতা যোগশাস্ত্র প্রভাবে পরমাদ্ভুত কার্য্য সাধনের ক্ষমতা ধরে, ইহার প্রভাবেই পূর্ব্বমত পূজ্যপাদ ঋষিগণ অতুল ক্ষমতার আধার হইয়া বিশ্বধামে তাঁহাদিগের পবিত্র নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এই শাস্ত্রের প্রসাদেই তাঁহারা দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথন করিতেন এবং যদৃচ্ছাবশতঃ কামচারীরূপে কি নভোমার্গে কি ভূগর্ভে কি জলধিতলে সর্ব্বত্রই অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেন ॥ যোগশাস্ত্র প্রভাবেই তাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, ভয় প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। মূল্য ১৲ টাকা উপহার ১ খানি সংসার রত্নমালা।

মুক্তীযোগ সারসংগ্রহ।

চিকিৎসা শিক্ষার সহজ উপায় চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের আবশ্যক। জাতক, চরক, নিদান প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা মধ্যা উপহার···১ নাড়ীজ্ঞান নির্ণয়. ২ চিকিৎসার্ণব।

শ্রীরাম জাদুতে ছমত বা লছিবের পনন।

জাদুর তছবির সমেত।

আগুনের তামাসা, জমিনের তামাসা, ভোজ বাজির তামাসা, আছমানের তামাসা, পানির তামাসা, জাদুটোনা, ছিটে, ফোটা, চিজের গুণ তামাসা, আএছুন ও বাঙ্গালীদের যত রকম তামাসা আছে তাহা সমস্ত লেখা আছে।

মূল্য ॥৹ আট আনা।

আসল বৃহৎ তন্ত্রসার। ৪ ২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাগীশ কৃত।

কলিযুগে মানবগণের মুক্তিলাভের পন্থা একমাত্র তন্ত্রসার

এহাতে মুল এবং অনুবাদ এবং ৬ খানি চক্র উদ্ধৃত আছে, এক্ষণ সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব। মুল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উপহার···১ খানি অধিকরণ কৌমুদী।

নারদ পুরান।

এই নারদপুরাণ পুস্তক খানি ভক্তিসহকারে পাঠ করিলে সংসার তাপি হৃদয় ও সুধাধারে শিক্ত হইতে থাকে, সুতরাং ইহা যে ভক্তির সাগর, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মূল্য ২৲ দুই টাকা স্থলে ১৲ এক টাকা।

উপহার···১ খানি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান।

আয়ুর্বেদোক্ত পরীক্ষিত মুষ্টীযোগ

ও প্যাটেন্ট ঔষধাবলী।

নিদানাধ্যায়, চিকিৎসাধ্যায় প্রকীর্ণ অংশ অর্থাৎ পরিভাষায় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল এবং পাচন চিকিৎসা ও ডাক্তারী মতে প্যাটেন্ট ওষধ প্রস্তুত প্রণালী পরিবেশষ্ঠিত করিলাম। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উপহার···১ খানি মুষ্টিযোগ।

সচিত্র শিবাক্ত রতিশাস্ত্র।

ইহা বাজে লোঠকান বটতার পুস্তক নহে। চারিজাতি পুরুষ ও চারিজাতি নারীর সুন্দর চিত্রসহ এবং কামকাস ও কোন স্ত্রী কোন পুরুষের সন্তোষ থাকে, তাহা এই পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

ইহাতে নরী রোগ চিকিৎসা অর্থাৎ রোগ ও অকস্মাৎ যে সময়ে গর্ভ বেদনাদির ঔষধ বহু যত্নে মুদ্রিত করা হইল। মূল্য ১৵০ আঠার আনা।

উপহার···প্রেমপত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

শরণং

গোবিন্দলীলামৃত।

শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দং সন্মোহানন্দমন্দিরং।
বন্দে বৃন্দাবনধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতং ॥

মোহজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালু কৃত্ব যঃস্বপ্য কারোহপ্রমোত্তং।
স্বপ্রেমসম্পৎ সুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মমুং প্রপদ্যে।

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণ কমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা যা সাধ্যা।
প্রেমসেবা ব্রজচরিত পরৈর গাঢ়লোভৈক্য লভ্যা।
সা স্যাং প্রাপ্তাযায়াতাং প্রার্থয়িত মধুনা মানসীমস্য সেবাং।
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমসুচরিতং নৈতিকং তস্য নৌমি।

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে পবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং।
প্রাতঃসায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবেচারয়ন গাঃ।
মধ্যাহ্নেচাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে।
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নং।

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপে করিয়া। লিখি মাত্র আপনার মন বুঝিয়া ॥

যথা রাগঃ। গোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির কন্দ, শ্রীরাধিকা সঙ্গানন্দময়। বন্দ বৃন্দাবনাধীশ, বাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ, সর্ব্বানন্দ যাহার আশ্রয় ॥ অজ্ঞান মত্ততা ক্ষিতি, দেখি কৃপা কৈল অতি, নিজ প্রেমসুধা অদভুত। দিয়া মাতাইল যেই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই, তার পদে প্রণতি বহুত ॥ শ্রীরাধিকা প্রাণবন্ধু, পাদপদ্য নখইন্দু ব্রহ্মা শিব শেষ অগোচর। প্রেমসেবা সাধ্য যেই, গাঢ় লোভে মিলে সেই, ব্রজবাসি চরিত তৎপর ॥ রাগ পথে পথি হৈয়া ব্রজভাবে প্রবেশিয়া, যে লভিল নৈষ্ঠিক সেবন। মানসের সেবা সেই, বিস্তার

করিয়া এই, প্রণমিয়া তাহার চরণ ॥ নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশয়ে গোষ্ঠ নিতে গোদাহন ভোজনাদি লীলা। প্রাতঃ-কালে সায়ংকালে, খেলে সব সখা মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা ॥ মধ্যাহ্নে রজনী কালে রাধা সঙ্গে সুবিহারে, বৃন্দা-বনে সেই মহানন্দে অপরাহ্নে গোষ্ঠ যান, প্রদোষে সুহৃদ স্থান, সেই কৃষ্ণ রাখ রসকন্দে ॥ আমি যে অপটু অতি, তটস্থ বুদ্ধের গতি, অতি অপাত্র আভা হাড়ি যেন। কৃষ্ণ-লীলারস সার, তাহে চাহি রাখিবার, বৈষ্ণবের হাস্য সুবর্দ্ধন ॥ কৃষ্ণলীলা মৃতার্ণবে, বিহরে বৈষ্ণব সবে, নিরবধি হিত দাতা-গণ। অদোষ দরশি চিত, সদা করে পরহিত, শুনি ইহা হর্ষিত মন ॥ শ্রীরূপ নমটরাজ, কৈল যে ছুটক কায, কৃষ্ণ-লীলামৃত রসময়। ব্রজের বৈষ্ণবগণ, তাহে আছে নিগমন, সবে হয় রসের অলয় ॥ তার আগে মোর বাণী, হাস্য প্রকাশন মানি, ভগু প্রায় বচন আমার। যদি মন্দবাক্য অতি, তথাপি বৈষ্ণব তথি, হইবেন হরিষ নিস্তার ॥ ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণ কথা উক্তি যাহে, তাতে সর্ব্ব পাপ বিনাশয়। বর্ণনে গোবিন্দলীলা, নন্দ বাক্য আর্য্যশীলা, সাধুগণ সদা আদরয় ॥ মোর শুষ্ক মরুস্থলে, বাণীখিন্ন রূপচয়, গোকুল উন্মুখা বাক্য-গণ ॥ বৈষ্ণবের কর্ণনদী, প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্টস্নিগ্ধ হইবে তখন ॥ না জানি শ্লোকার্থগণ, যৈছে তৈছে সঙ্ঘটন, কার শুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া। গোবিন্দলীলামৃত সার, নিগূঢ়ার্থগণ তার, পাণ্ডি-তেহো না ইহা বুঝিয়া ॥ আমি অতি তুর্চ্ছমতি; না জানিয়ে স্থান স্থিতি, ভাল মন্দ বিচার উর্দ্দেশে। শুনি কৃষ্ণ গুণ তথি বিহ্বল হইল মতি গায় যদুনন্দন হরিষে ॥

এবে কহি গুরুবর্গ বৈষ্ণব বন্দনা। যাতে সর্ব্ব সুখোদয় মঙ্গল ঘটনা ॥ বন্দনা করিব মাত্র এই মোর সাধ। ক্রম বিপর্য্যয় না লইবে অপরাধ ॥

যথা রাগ। বন্দ গুরুপদতল, চিন্তামনিময় স্থল, সর্ব্ব গুণখনি দয়ানিধি। আচার্য্য প্রভুরসুতা, নাম শ্রীল হেমলতা,

তাঁহার স্মরণে সর্ব্ব সিদ্ধি অজ্ঞান অন্ধকারে, পতন দেখিয়া॥ মোরে, জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি॥ তাহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈতে প্রকাশিতে, দূরে গেল অন্ধকারাবলি॥ বন্দ শ্রীআচার্য প্রভু,আমার প্রভুর প্রভু, তার পদে কোটি পরিনাম। বন্দ গোপাল ভট্ট নাম,রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম, পরাপর গুরু কৃপাধাম॥ বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, পরমেষ্ঠী গুরুতিহ হয়। যিহো কৃষ্ণ প্রেমবন্যা ,দিয়া কৈল ক্ষিতি ধন্যা, অনন্ত প্রণতি তার পায়॥ বন্দ তার ভক্তগণ, তার গুণ অনুক্ষণ, রোদন মিশালে যেই গায়। নাজানয়ে নিশি দিশি, গৌরপ্রেমরসে ভাসি, কল্পতরু সম কৃপাময়॥ বন্দ নিত্যানন্দ রায়, গৌর প্রেম যার গায়, অনেক প্রণাম করি তারে॥ বন্দ তার ভক্ত ততি, সদয় হৃদয় অতি, প্রেমের সাগর যে হো তারে॥ আচার্য্য অদ্বৈত পায়, প্রণাম করিয়ে তায়, গৌরচন্দ্র বিনা স্মৃতি নাই। বন্দ তাঁর ভক্ত যত, যে লয় আশ্চর্য্য মত,যাতে হৈতে গৌরচন্দ্র পাই। বন্দ রূপ সনাতন, সর্ব্বদা বিহ্বল মন, রাধাকৃষ্ণলীলা রসরঙ্গে। বহু শাস্ত্রগণ আনি, প্রকাশিল সার জানি, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গে॥ বন্দ ভট্ট রঘুনাথ, বন্দ দাস রঘুনাথ, বন্দ তায় শ্রীজীব গোসাঞি। বন্দ রায় রামানন্দ, গদাধর প্রেমকন্দ বন্দ যার স্বরূপ গোসাঞি বন্দ শ্রীমুকুন্দ দাস, বন্দ নরহরি দাস আর শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডেতে যারবাস, গৌরপ্রেম সুখোল্লাস, যারশীল ভুবন বন্দন॥ ঠাকুর পণ্ডিত পায়, বন্দনা করহো তাঁয়, সদা রহে প্রেমানন্দপূর। গৌরাঙ্গ জীবন যার, কে কহিবে গুণ তার যার নামে পাপ হয় দূর॥ বর্ণিতে বিলম্ব হয়, গ্রন্থ বাড়ে অতিশয় না জানিয়ে বন্দনার ক্রম। আপন পবিত্র কাযে, নাম গাই গ্রন্থ মাঝে, নাশাইতে মনের বিভ্রম॥ সকল বৈষ্ণবগণ দৃশ্যাদৃশ্য যত জন, সবার চরণ ধূলী যত॥ আপন মস্তকে করি, হরষিত হৈয়া ধরি, প্রত্যেক বন্দিব আর কত॥ আচার্য্য প্রভুরগণ, পরিবার যত জন, প্রণমহ সবার চরণে। আমি অতি দুপামর, মোরে কৃপা-

দৃষ্টি কর, দন্তে তৃণ কর নিবেদনে ॥ পতিত তারণ কাযে, সবে আইল ক্ষিতি মাঝে সবে হয় দয়ার সাগর। সংসার সাগরানলে পড়িয়া কাকুতি করে. এ যদু নন্দনে কর পার ॥

শ্রীগুরু শ্রীপদদ্বন্দ করিয়া বন্দন। সংক্ষেপে কহিব কিছু কৃষ্ণলীলাক্রম ॥ বুদ্ধিহীন মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য বড়। ভাল মন্দ বিচারেণ না জানিয়া দড়॥ তথাপিহ চিত্ত মোর করে ধকধকি। মনের প্রবোধ লাগি যত্নমতে লিখি ॥ বৈষ্ণব গোসাঞি পায় কোটি নমস্কার। অদোষ দরশি চিত্ত সদাই যাহার ॥ যদি মুঞি অতিশয় জড় অতি ছার। না জানিয়ে শুদ্ধ সত্ত্ব সত্ত্বের বিচার ॥ তথাপিহ অন্য নহে লিখি কৃষ্ণ গুণ। আস্বাদনে বাড়ে সুখ পাপ হয় ন্যূন ॥ নিজদোষ কত মুঞি লিখিব নিস্তার। চলিতে না পারো এত পাতকের ভার ॥ কৃষ্ণলীলা এজন লিখিতে সাধ করে। বিচার পরো লজ্জার সাগরে ॥ অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিতে না পারে। ব্রহ্মা শিবসনকাদি চিন্তয়ে অন্তরে ॥ নারদ প্রহ্লাদ আদি অনন্ত ভকত। ব্যাস উদ্ধব আদি আর কত শত ॥ ইহার না পায় অন্ত হেন লীলা যার। মুই ক্ষুদ্র কীট হৈয়া কি পারিব আর ॥ শুকদেব ঠাকুর যেই লীলা রসময়। কিছু প্রকাশিল তিঁহো ভাগবতে কয় ॥ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এই সবার জ্ঞান। ব্রজবাসী জনের প্রেমভক্তি অনুপম ॥ কে কহিতে পারে তাহা বিনা ব্রজবাসী অহর্নিশি রহে যেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥ সর্ব্ব সুখস্থল কৃষ্ণের বৃন্দাবন ধাম। সুখময় সঙ্গে সব তাঁহারি সমান ॥ ইচ্ছা লীলা করে কৃষ্ণ মায়া বন্ধহীন। পিতা মাতা দাস সখা ভাবেতে প্রবীণ ॥ প্রেয়সী সহিতে সুখ বিলাস অপার। গোবিন্দলীলামৃতে এই লীলার বিস্তার ॥ উপপতি ভাব কৃষ্ণের রাধিকাদিগণে। পরপত্নী ভাব ইহা সবাজ্ঞানজ্ঞানে। পরকীয়া বিলাস কৃষ্ণের রাধিকাদি লৈয়া। রসিকেশ্বর খেলে রসলোভি হৈয়া। কৃষ্ণের প্রেয়সী সবে কেহ নহেপর। রসের কারণে হয় লীলা স্বতন্তর সাধন জানিতে ইহা জানিবে সর্ব্বথা। কিন্তু ব্রজবাসী জনে পরকীয়া তথা ॥ এইমত নিত্যলীলা যার নাহি নাশ।

রসিক ভকত যাহা পাইতে করে আশ ॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি ইহার নিত্যতা। অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি। অতএব ব্যক্ত কৈল সেসব চরিতি ॥ তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার। প্রকাশিল যেহো কৃষ্ণ লীলার আগার ॥ প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ। এ সব সংপূর্ণ হয় বৈষ্ণব প্রসাদ ॥ উজ্জ্বল কৃষ্ণ ভক্তি যেহো তার প্রাণধন। প্রেমময় লীলা এই সর্ব্বোত্তম ॥ অত্যন্ত নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে। আনন্দ বিষাদ ভয় পূর্ণ হৈল চিতে ॥ অথবা কৃষ্ণের লীলা অনন্ত অপার। কে আছে এমন যেই করে অন্ত তার ॥ একদিনের লীলাক্রম সংক্ষেপে করিয়া। লিখে মন যুঝা ইব এই মোর হিয়া ॥ কিন্তু এই পরিবার সঙ্গে অনুক্ষণ। প্রকটা প্রকট লীলা নাহি বিশ্রমন ॥ প্রকটেও পরকীয়া অপ্রকটেও সেই। পরিবার ভিন নহে নিত্যরূপ যেই ॥ গুহ্যাতিগুহ্য এই পরকীয়া রস। সদা কৃষ্ণ আস্বাদয় হৈয়া যার বশ ॥

তথাহি।

মধুরাশ্চর্য্য মাধুর্য্য মানন্দমৃত সাগরং।
পরকীয়া মহাভাবা নমস্যা মদ্রসিক্ততা ॥

পাষণ্ড লাগিয়া সদা ভয় লাগে চিত্তে। পাষণ্ড না রহে যথা গোবিন্দ চরিতে ॥ তবে যদি তর্কে করে উপহাস সর্ব্বথায় গলে সে বান্ধিল যমপাশ ॥ কৃষ্ণভক্তগণের যে করয়ে বিদ্বেষ। নিন্দা কৈলে পিতৃসনে পায় ঘোর ক্লেশ ॥ বহু জন্ম নরক ভোগয়ে সেই পাপী। ঐ কৃষ্ণে কৃষ্ণ ভক্ত পরম প্রতাপী ॥ এই কথা শাস্ত্রে শুনি বাড়িল আহ্লাদ। আরম্ভ করিনু গ্রন্থ ভাঙ্গিল বিবাদ ॥ না লইও প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমা বিনু মোর অন্য গতি নাই। শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম এইমাত্র জানি। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানি ॥ তার পদে বিশ্বাস লবনাহিক আমার তথাপিহ লোভ বাড়ে চরিত তাঁহার ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিয়া বন্দন। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু কৃষ্ণলীলা ক্রম ॥ কাম ক্রোধ

লোভ মোহ মদ অভিমান। ইহাতে জড়িত চিত্ত নাহি সমাধান॥ ইহা সমাধান বিনু নহে কৃষ্ণ ভক্তি ভক্তিহীন জনের লীলা বর্ণনে কি শক্তি। চিত্তপ্রবোধ মাত্র যে তেঁহ করি। যাতে সুখী হয় মন সেই অনুসারি॥ যেই লীলা ব্রহ্মা শিব শেষ অগোচর। ব্রজ দাসী জনে মাত্র সম্বন্ধ গোচর॥ বিধি ভক্তে না মিলয়ে সেই কৃষ্ণলীলা। রাগাত্মিকা জনে মাত্র করে নানা খেলা॥ কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান কভু নাহি করে। দেখিলে সে জীয়ে সব না দেখিলে মরে॥ আত্মসুখ দুঃখে কার নাহিক বিচার কৃষ্ণসুখ লাগি সবে করয়ে আচার॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহিলে কি হয়। যার যার মনে উপজয়ে সেই সে বুঝয়॥ বড় রসময় কথা লোকে অগোচর। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ পর॥ পরম লালসা মূল্যে সেই প্রেম মিলে। অগোচর কথা মহাজনে বলে॥ দন্তে তৃণ ধরি মুঞি কহ বার বার। যত্ন করি এই গ্রন্থ করিবে বিচার॥ পয়ার বলিয়া মনে না করিবে হেলা। শ্লোক প্রবন্ধে কহে এইমত খেলা॥ শ্লোকের অর্থের কথা কিছুই না জান। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মান॥ অত্যন্তনিগূঢ় কথা বহির্মুখ স্থানে। যত্ন করি রাখিবে ইহা করিয়া গোপনে। আপন সপ্রাণ বিনে অন্যে না কহিবে। এই মোর নিবেদন বিচার করিবে॥ বৈষ্ণব চরণে মোর একান্ত শরণ। এই সে ভরসা সবে সংসার তারণ॥ আমি লিখি কহি মাত্র অভিমান করি। যেই কহনি কৃষ্ণ তাহা উঠয়ে উচ্চারি॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দবিলাসে॥

তথাহি।

রাত্র্যন্তে ত্রস্ত বৃন্দেরিত বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীর শারী;
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈ রতিসুখশয়নো দুঃখিতৌ তৌ সখাভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিত রতিললিতৌ কক্খটাগীঃ শশাঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌস তৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ত তল্পৌ স্মরামি॥

অস্যার্থঃ। রাত্রি শেষে শুক শারী আদি পক্ষীগণ। বৃন্দার নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন সে ধ্বনি

শুনিঞা। রসের আবেশে তবু রহিলা শুইয়া॥ নানা পাদ্য হৃদ্য আর অহৃদ্য বচন। কহি শুক শারী জাগাইল দুই জন॥ শয্যায় উঠিল বসি কিশোর কিশোরী। আনন্দে মগন দোহে দোহা মুখ হেরি॥ এই কালে সখীগণ করিল প্রবেশ। দরশনে বাড়ি গেল আনন্দ বিশেষ॥ নানা পরিহাস কথা নানান চাতুরী। নিগমন হৈলা দেখি সে রস মাধুরী॥ কক্খটী কহিলা তবে জটীলা আইলা। তার বাক্যে রাধাকৃষ্ণ সখি চমকিলা॥ তবে দোঁহে গেলা নিজ নিজ গৃহ মাঝে। তৃষিত অন্তরে দোহে সুতে নিজ শেজে॥ রসের অলসে দুহু সুখে নিদ্রা যায়। হেম মণি মরকত জনু একঠায়॥ সেবা পরা যেই সেই সময় জানিয়া যার সেই সেবা হয় করে হর্ষ হইয়া॥ নিশাঅবসানে পক্ষ জাগিল সকলে। লুক হৈয়া আছে সব নিজ নিজ স্থলে॥ রাধাকৃষ্ণ জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে। বৃন্দা আজ্ঞা বিনে শব্দ করিতে না পারে। তবে বৃন্দাদেবী যবে আজ্ঞা দিল তারে। ক্রীড়াল নিকুঞ্জে বেড়ি সবে শব্দ করে॥ দ্রাক্ষা বৃক্ষে শারী আর দারিব বৃক্ষে কীর। কোকিলা কোকিলী ডাকে আম্রবৃক্ষে স্থির॥ পিলু বৃক্ষে কপোত আর পিয়রে ময়ুর। লতাতে ভ্রমরী গুঞ্জে ভূবিতাম্রচুড়॥ ভ্রমরার শব্দ যেন মদনের শঙ্খ। ভ্রমর ঝঙ্কৃতি রতি ঝল্লরী প্রবন্ধ। কুসুমিত কুঞ্জে শয্যা কুসুম রচিতে। মকরন্দ লুব্ধ অলি ফিরে চারি ভিতে॥ পিকশ্রেণী গান যেন মন্মথের বীনা। তার পরে শব্দ মধুর সপ্তরবীণা॥ কোকিলার গান যেন বিপঞ্চির ধ্বনি। কোকিলীর কাছে গান মন মোহে শুনি॥ আম্রের মুকুল খাজা কণ্ট তুষ্ট হৈয়া। গান করে রাধাকৃষ্ণ প্রবোধ লাগিয়া॥ কন্দর্প ব্যাঘ্ররাজ কপোত ফুৎকার। মানমৃগী লাজ-বুক ভাঙ্গে গোপীকার॥ গোপীগণ ধৈর্য্য ধর্ম্মচর্য্যা দূর করে। ঐচ মধুরধ্বনি কপোত আচরে॥ ময়ুরময়ুরী কথা কহে রসময়। রাজা ধৈর্য্য ধরাধর কে আছে চালয়॥ কৃষ্ণ বিনে অন্যে কেহ নারে চলিবারে। কৃষ্ণ মত্তহস্তী বশ করে প্রেমডোরে॥ রাধা বিনু কৃষ্ণ আর কারো বশ নয়। কেকা কেকা শব্দ তারা এই

কথা কয়॥ হ্রস্ব দীর্ঘ লুপ্ত উচ্চারে যেথান পারা। কুহুকুহু গদ্দছলে কহে তাম্র চূড়া॥ এই মত পক্ষীগণের কোলাহল হৈতে। জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দুহু আদিতে॥ দৃঢ় আলিঙ্গন ভঙ্গে ঃতর হইয়া। কপট নিদ্রার ছলে রহিলা শুইয়া॥ সুবর্ণ পিঞ্জ-রে আছে গৃহের শারিকা। অতি সুপণ্ডিত সেই দয়িত রাধিকা॥ নীকেলী সাক্ষী সেই সব লীলা জানে। কহিতে লাগিল কিছু ধুর বচনে॥ জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোলকেরবন্ধু। জয় বৃন্দাবন নাথ জয় রসসিন্ধু॥ রসভরে শ্রান্ত কান্তা জাগিয়া জাগাও। শশিকল্প শয্যা ছাড়ি নিজ গৃহে যায়॥ উদয় হইল পূর্ব্বে তৎ-কাল অরুণ।তরণী নিচয়ে যেই বই কত অকরুণ॥ অতএব যমুনার তটশয্যা হৈতে। নিভৃতে উচিত হয় নিজ ঘরে যাইতে॥ কমলবদনী তুয় কিছু দোষ নাই। নিশান্তে শয়ন অঙ্গ অলস ঘুচে যাই॥ তোমার সুখের বৈরি অরুণ উদয়। চন্দ্রাবলী সখি প্রায় মোরমনে লয়॥ রজনী গমন কৈল প্রভাত হইল। সূর্য্যের মণ্ডল উদয় শীঘ্র করিল॥ শীতল পরশয্যা শয়ন ছাড়িয়া। স্বগৃহে শয়ন কর তৎকাল যাইয়া॥ তবে কবিরাজ কহে কৃষ্ণ জাগা-ইতে। প্রগাঢ় গরিমা প্রেম লাগিলা কহিতে॥ বিচক্ষণ নাম তার বাক্যপটুবড়। দীপ্ত প্রসব কথা পদ্যকথা দড়॥ কৃষ্ণ প্রবোধন দক্ষ উদ্ভুটব চনে। অতি হৃষ্ট হয় কৃষ্ণ সে কথা শ্রবনে॥ জয় জয় গোকুল মঙ্গল সর্ব্বমূল। জয় ব্রজ রমণীর প্রাণ সমতুল॥ জয় ব্রজঙ্গনা অলি কমল বিরাজ। জয় জয় অতুত্যানন্দ জয় ব্রজরাজ॥ জয় জয় লতাগণ সকল আনন্দ। জয় বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্ব রসকন্দ॥ প্রাতঃকালে হৈল জানি সব ব্রজবাসী। তৃষিত নয়নে তোমা দেখিবারে আসি সকল গোষ্ঠের তুমি জীবনে ত্রিবন। তোমা না দেখিলে প্রাণ না যায় ধরণ॥ দেখ পূর্ব্বদিকে কৃষ্ণ নায়িকা সমানে সূর্য্যের মণ্ডল যেন নায়ক শমনে॥ দেখিয়া পাইল লজ্জা আপন অন্তর। তৎকাল উত্থান কৈল অরুণ অমর॥ অতএব কুঞ্জশয্যা নিদ্রা তেয়াগিয়া। ঘরে-তে গমনকর প্রিয়ারে লইয়া॥ সূর্য্যের উদয়মনে চমৎকার পাঞা

। চন্দ্রের মণ্ডপ গেল বনিতা লইয়া ॥ রজনী চলিয়া গেল আপন আলয়। বিহঙ্গ বনিতা সঙ্গে নদী তটাশ্রয় ॥ চক্রবাকী এক নেত্র চক্রবাকে ধরে। আর এক নেত্রধরে অরুন উপরে ॥ সূর্য্যের কিরণে পেঁচা তরুর কোটরে ॥ প্রবিষ্ট হইলে করি অনুবন্ধ করে ॥ অতএব কৃষ্ণকুঞ্জে নিদ্রা তেয়াগিয়া। ঘরেতে গমন কর কান্তারে লইয়া ॥ বৃন্দা পটাঞাছে শারী পদ্য কথা সার। রাধিকাতে স্নেহ বড় কহে বার বার ॥ কলবাক সুধীমান প্রেমোফুল্ল তনু। পটুবাক্য কহে অতি বেদধ্বনি জনু ॥ জিহ্বারঙ্গ স্থলে বাণী নৃত্য করাইতে। স্নেহ মধু মত্ত হৈয়া লাগিলা কহিতে ॥ নিজ নিজ ঘরে দোহে করহ গমন। এই মনে করি কহে মধুর বচন ॥ ব্রজপথে ব্রজবাসি যাবৎ না যায়। তাবৎ রাধিকা শীঘ্র যাহ নিজালয় ॥ সুন্দর বদনি ত্যজ ত্বরিত শয়ন তৎকাল গমন কর আপন ভবন ॥ উদয় পর্ব্বতে সূর্য্য গমন করিল। ত্বরিতে কিরণ তাঁর উদয় হইল ॥ অলস নিকুঞ্জ ছাড়ি নিজ ঘরে যাহ। প্রাতঃকালোচিত কৃত্য করিবার চাহ ॥ কৃষ্ণকে জাগাই রতি অলথল অঙ্গ। অতিশীঘ্র ত্যজ ধনি নিদ্রা সুখারঙ্গ ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিয়াছেন দুহেঁ। অগোচর। দুহঁ দুহাঁ ত্যাগ ইচ্ছা না হয় অন্তর ॥ কৃষ্ণাজানুপরি রাই নিতম্ব আলম্ব। বক্ষঃস্থল কুচযুগ সুখে সুখালম্ব ॥ কণ্ঠে ধরি ভুজলতা কৃষ্ণ ভুজে ধীর। রহিয়াছে যেন মেঘে বিদ্যুল্লতা স্থির ॥ গোষ্ঠ গমনমনা কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা অন্তরে। রাই অঙ্গ সঙ্গ গাঢ় আলিঙ্গন করে ॥ সঙ্গ ভঙ্গ কাতর মন বিশৃঙ্খল মন। কপট নিদ্রার ছলে করেন শয়ন ॥ দক্ষ নামে কীর কৃষ্ণ লীলা তে রচয়। লক্ষ ২ শ্লোকপড়ে পণ্ডিত সে হয় ॥ প্রফুল্লিত পাখা কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দে। কহিতে লাগিল তিহো নানা পদ্য ছন্দে ॥ যাবৎ জননী তোমার ঘরেতে যাইয়া। এই সব কর্ম্ম করে সচকিত হইয়া ॥ তোমার নিদ্রাভঙ্গ ভয় দধির মন্থনে। দাসীকে নিষেধ করে করিয়া যতনে ॥ তাবত নিভৃতে তুমি যাহ নিজ ঘরে। সেখানে শয়ন করে আনন্দ অন্তরে ॥ কালিন্দী ইত্যাদি করি যত গাভীগণ। সবেই করিছে তব পথ

নিরীক্ষণ ॥ শুধ্ব কর্ণ উর্দ্ধমুখে স্তন দুগ্ধ ভরে। পীড়া পায় তবু বৎস অহ্লান না করে ॥ তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দুর। তৃষার্থ বাছারে পীয়ে তবে দুগ্ধপূর ॥ প্রাতঃকৃত্য করি পৌর্ণমসী ঠাকুরাণী। যাবৎ তোমার মন্দিরে। প্রবিষ্ট না হয় তাবৎ যাহ নিজঘরে ॥ কীরবাক্য শুনি গোষ্ঠ গমনেসত্বর। উঠিলেন শয্যা হইতে শ্যামগসুন্দর ॥ অঙ্গে অঙ্গে প্রিয় অঙ্গ লইয়া। প্রিয় অঙ্গ শোভা দেখে শয্যাতে বসিয়া ॥ পূর্ব্বেই জাগিয়াছেন সব সখী-গণ। বৃন্দা সঙ্গে দেখে কুঞ্জছিদ্রে আনন ॥ প্রাতঃকাল হইল দেখি সশঙ্ক হইয়া। দেখয়ে দোহার শোভা নয়ন ভরিয়া ॥ রাধি কার রতিভরে উদ্বহ কপালিনী। সুন্দরী নাম তার ময়ার রমণী ॥ ময়ুরের সাঙ্গ ছাড়ি শীঘ্র তাহা আইলা রতিমতি রাঙ্গনে সে আসিয়া ॥ কদম্বের বৃক্ষ হৈতে ময়ুর নামিল। তাণ্ডবিক নাম তার নাচিতে লাগিল ॥ কৃষ্ণেতে তাহার প্রেম কহনে ন যায়। কৃষ্ণবর্ণ দেখি নাচে আনন্দ হিয়ায় ॥ রঙ্গিণী হরিণী নাম রাধার সহচরী। কুঞ্জ দ্বারে আইলা নিজ পতি পরিহরি। চঞ্চল নয়নে দেখে দুহু মুখ শোভা। মাধুর্য্য দেখিয়া বাড়ে হৃদয়ের শোভা ॥ সুরঙ্গ হরিণী আইলা কৃষ্ণ প্রাণ যার। কুঞ্জদ্বারে দেখে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার ॥ তবে সখীগণে দেখি দুহুকা সুসমা অন্যান্য কহে কথা মাধুর্য্য ঘটনা।

×———×

যথা রাগঃ।

ত্রিপদী। তবে কৃষ্ণ উঠিবৈসে, মৃদু২, মন্দ হাসে, করি নিজ বাহু প্রসারণ। রাইকে আনিয়া কোলে, আখি ভবে হর্ষ জলে, মাধুরী দেখিয়ে দুনয়নে ॥ সখি হে দেখ রাধামাধব তিরীত। সব রাত্রি বিহরিলা, তথাপি তৃষিত ভেলা প্রতিক্ষণ নবীন আরতি ॥ ধ্রু ॥ ছলে রাই নিদ্রা যায়, চক্ষ নাহি প্রকাশয়, জাগিয়া আছয়ে অনুমানি ॥ কৃষ্ণনিরীক্ষয়ে শোভা, সঘন নয়ন লোভা, ধনী চক্ষ প্রকাশে তখনি ॥ প্রভাতে কমল পায়, মুখ-

পদ্ম মনোহর, তাতে চক্ষু খঞ্জন যুগল। তাহাতে ঘূর্ণায়মান, রসের অলস কাম, আলকে অলকা ভৃঙ্গচল॥ কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি, দিয়া আপনার আখি, ভ্রমর যুগল মত্তরাজ। পান করে মুখ শোভা, মকরন্দ মনোলোভা, অতিশয় সতৃষ্ণায় কাজ॥ তবে রাই উঠিবেসে, বাহু দুই পরকাশে, অঙ্গলী মোড়িয়া অঙ্গ মোড়ে। বদনে উঠায়ে হাই, দর্শন কিরণ ধাই, দেখি কৃষ্ণ হরিষ বিহ্বলে॥ তবে পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র, হাসে মৃদু মন্দ২, রাই লঞা আপনার কোলে। উত্তান নয়নে রাখি, দেখে শোভা দিয়ে আখি, নিগমন আনন্দ হিল্লোলে॥ রাই মিথ্যা করি কান্দে হাসে মৃদু মন্দ ছন্দে, কেশ অর্দ্ধ খসে অগ্রভাগে। বিমর্দ্দতি পুষ্পমালা, চন্দন কুঙ্কুম ধুলা মণিহার ছিণ্ডি রহে অঙ্গে॥ অলসে ঘূর্ণিত আখি, মিলি ক্ষণে মৃদু দেখি, এই মত বদন শুসমা। একে কেলিশ্রান্ত অঙ্গ, তাহাতে লাবণি ভঙ্গ, দেখি কৃষ্ণ আখি নাহি ক্ষমা॥ স্বর্ণ পদ্ম জিনি অঙ্গ, আছে কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ, সুরত অলস ভেল তায়। নবীন তমাল জিনি, কৃষ্ণ অঙ্গ সুসাজনি, তাহে রাই স্বর্ণলতা প্রায়॥ দামিনী জলদে যদি, স্থির রহে নিরবধি, তবে রাধাকৃষ্ণের শুসমা॥ ব্যগ্রত হইয়া কহি, দিতে আর স্থান নাহি, তবে সে কহিয়ে সেই সমা॥ মকর কুণ্ডল দোলে, কৃষ্ণের শ্রবণমূলে, চর চর গণ্ডের লাবনি। মুখে মৃদু মন্দ হাসি, উগরে অমিয় রাশি মদালয়ে নয়ন মোহিনী॥ ললাটে অলকা লোল, যেনভৃঙ্গ পঁাতে তোল, মুখপদ্ম শোভা মধুপানে॥ মুখ দর্শনেতে ক্ষত, অঞ্জান মলিন যত, ওষ্ঠাধর ভৈগেল রঞ্জনে॥ এই রূপে করে সুকৃষ্ণ, দেখি ধনী পাইল সুখ, পুঃন উনমনা বিলাসিতে। নয়নে২ দুহু, অবলোক লহু লহু, লজ্জা পাঞা করিল কুঞ্চিতে॥ তাহাতে ঈষৎ হাসি, দেখি রাই মুখশশী, গোবিন্দের অতি তৃষ্ণা হৈল। পুঃন বিলাসের লাগি মনে মনোমথ জাগি, তাহে তাহা আরম্ভ করিল। নিজবাম হস্ত তলে, ধরে রাই বেনীমূলে, চিবুক ধরয়ে অন্য করে রাই হাস্তগণ্ড শোভা, দেখি কৃষ্ণ হঞা লোভা হাসি হাসি চুম্বয়ে কপোলে॥ কৃষ্ণা পরস, কেবল অমিয় রস, পাইয়া

আনন্দ সিন্ধু মাঝে। মগন হইল ধনী, ভুলায় নয়ন পানি, অলস কুঞ্চিত চক্ষু লাজে॥ নহি নহি কহে ধনী, আনন্দে গদগদ বাণী, মুচকি মুচকি হাসে তায়। দেখিয়া সখীর আঁখি, হইল পরম সুখী, এ যদুনন্দন দাসে গায়॥

পয়ার। প্রাতঃকালে হৈল দেখি শঙ্ক সখীগণে। প্রবিষ্ট হইয়া কুঞ্জে সহাস্য বদনে॥ কেহ কেহ আগে চলে কেহ কেহ মাঝে। এইরূপে হরিষে সখী হাসাবার কাযে একত্র আছয়ে দোঁহা নিগূঢ় বিলাসে।হেনই সময়ে তাঁহা সবেই প্রবেশে॥ সখীগণের হাস্য দেখি রাধা সুবদনী। চঞ্চল নয়ন ভেল কৃষ্ণ ইহা জানি॥ দ্বিগুণ ধরিল তারে ভুজলতা দিয়া। কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে রাই রহিল লাগিয়া॥ ত্বরাতে উঠিল ধনী পীতবস্ত্র লঞা। আচ্ছাদন কৈল বপু সেই বস্ত্র দিয়া॥ কৃষ্ণ পার্শ্বে রাই রহে লজ্জা পাইয়া সখীমুখ নিরক্ষয় চঞ্চল হইয়া॥ তবে সবসখী দেখি দুহু সুসমা। সে সব শোভার মাত্র তাঁরাই উপমা॥ দুহুক অধরে শোভে দশনের চিহ্ন। বিলাসে অলস দৃষ্টি দুহু পরবীণ॥ নখাঙ্কুশ শোভে ভাল দুহু কলেবর। পত্রাবলী বিগলিত কৈল শ্রম জল॥ শ্লথ বস্ত্র কুন্তল টুটল দুহুকার। পুষ্পমালা ছিড়িয়াছে যত রত্নমালা॥ এই শোভা দেখি সবে হরিষ পাইল। সেই সে সুখের সাক্ষী যেহা তাদেখিল॥ তবেত শর্য্যায় শোভা দেখি সখীগণ। বিপরীত কেলি কথা কহিল তখন॥ মধ্যে কৃষ্ণ অঙ্গ তাতে কুঙ্কুম লাগয়। দুই পার্শ্বে রাধাপদ যাবক শোভয়॥ সিন্দুরে চন্দনকণা কাজ্জ-বিন্দু। নানা চিত্র কৈল যেন তল্প পূর্ণইন্দু॥ পুষ্পাসব মান আর তাম্বুলের রাগ। অঞ্জন শোভয়ে আর কুঙ্কুমের দাগ॥ শ্রীরাধিকার অঙ্গে যেন কৃষ্ণ অঙ্গ চিহ্ন। এইমত পুষ্প শয্যা বিলাসের সীম॥ অল্প্যক্ষরে সখীকাছে কহয়ে গোবিন্দ। শুনিয়া মগন ধনী। লজ্জার আনন্দ॥ আপনার বক্ষ কৃষ্ণ ইঙ্গিতে দেখায় রাই ভব। লাবণ্য দেখিবারে চায়॥ অন্য উপদেশ কহে চাতুরী বচন। দেখ দেখ সখীগণে আর বিলক্ষণ॥ চন্দ্র যদি দিবা ছাড়ি করিল গমনে। ভয়ে শত চন্দ্র রেখা দেখয়ে গগণে॥ সখী আগে কৃষ্ণ

কথা শুনি বিনোদিনী। কুঞ্চিত চঞ্চল চক্ষু হর্ষিত বয়ানী॥ বিক সিত গণ্ডস্থল ভ্রূভঙ্গি কছিয়া। হানিল কটাক্ষ বাণ কৃষ্ণে নিরক্ষিয়া॥ হইয়া উল্লাস আর বাস্প মুকুলিত। স্বেদ আর্দ্র অরুণান্ত লজ্জায় পুরিত॥ শঙ্কা চাপল্য আর চকিত ভঙ্গুর। ঈষাস্মের আদি সব ভাবের অঙ্কুর॥ এইমত রাধা দৃষ্টি ক্ষণেকে হইল। দেখিয়া গোবিন্দ মনে আনন্দ বাড়িল॥ প্রাতঃকালে ঐছে দুহু অঙ্গের মাধুরী। নানা রঙ্গ ভঙ্গি কত বচন চাতুরী॥ সখীগণ সঙ্গে মগ্ন সুখাব্ধি তরঙ্গে। বিস্মৃতি হইল গোষ্ঠ গমন প্রসঙ্গে॥ তবে বৃন্দাদেবী চিত্তে সঙ্কোচ পাইলা। শুভাখ্যা শারীখেদৃষ্টে ইঙ্গিত করিলা। ইঙ্গিতজ্ঞা বড় সেই শারী সুপণ্ডিতা। কহে গুরু পতি হাস্য নিবারণ কথা॥ গোষ্ঠ হৈতে তুয়া পতি ক্ষীরভাণ্ড লৈয়া। আইলেন উঠ রাধে যাও পূজ গিয়া॥ এই কথা যাবৎ তোমার পতির জননী। নাহি কহে তাবৎ হও ত্বরিত গমনী॥ কুঞ্জশয্যা ছাড়ি যাও আপন আলয়। কালোচিত কর্ম কর যেই যাযা হয়॥ তারা নিজ পতি লঞা রজনী বিলাস। করি লুকাইয়া গিঞা সংপ্রতি আকাশ॥ চন্দ্রপথ অরুণ কৈল রবির কিরণে। রাজপথে হৈয় এবে জনের গমনে। কুঞ্জপথ ছাড়ি এবে শুনহ সরলা। ঘর পথে যাইতে দেখি এই ভাল বেলা॥ শুন শুন ওহে কৃষ্ণ কি তুয়া চরিত। লোক লজ্জা ধর্ম্ম কর্ম্মে নাহি মান ভীত॥ পতি কটুমতি অতি শাশুড়ী দুর্জ্জনা। শঙ্কাপঙ্কে থাকে ধনী সঘন মগনা ননদী কণ্টকী আর দুর্জ্জনের বাণি। প্রাতে নাহি ছাড়ি রাধা কি বিচার জানি॥ শারীকা বচন শুনি রাধা বিনোদিনী। সঙ্কোচ হইল মনে প্রাতঃকাল জানি॥ মন্দর পর্ব্বত ক্ষীর সমুদ্র পতনে॥ ক্ষুব্ধ হয় তাতে ইচ্ছে মহা মীনগণে। ঐছন রাধিকা মন ঘুরয়। বিচ্ছেদ দুঃখিত শয্যা হইতে উটয়॥ চঞ্চল নয়ন যুগ দেখিয়া রাধার। তৎকাল উঠিলা কৃষ্ণ জানিয়া বিচার॥ অতি সুক্ষ্ম নীলবস্ত্র অঙ্গেতে ধরিয়া চলিলেন নিজ গৃহে বিমনা হইয়া॥ দুহু বস্ত্র পরিবর্ত্ত দোঁহার হইলা। হস্ত অবলম্বী কৃষ্ণ বাহিরে আইলা॥ বাম হস্ত পদ্মে

রাধার হস্ত পদ্ম ধরি। দক্ষিণ হস্তেতে বেণু ধরয়ে মুরারি॥ এই মত দুহু উপমা কি হয়। বিদ্যুৎমালা সঙ্গে যেন মেঘের উদয়॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গারে কেহু হাতেতে ধরিল। স্বর্ণদণ্ড বিজন অন্য কোন সখী নিল॥ দর্পণ লইল কেহ মলয়জ পাত্র। কুঙ্কুমের পাত্র কেহ তাম্বুলের পাত্র॥ পিঞ্জরস্থ শারীকা লইল কোন সখী। হরষিত হঞা সবে চলে গৃহমুখী॥ শিন্দুরের পাত্র তবে লয় অন্য জন। অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ॥ কাঞ্চনের তলা তার ঢাকনি নীলমণি। কুচযুগ শোভেযেন প্রথম গুর্ব্বিণী॥ আলিঙ্গনে ছিন্ন যেই মুকুতার হার। কুড়ায়ে অঞ্চলে বান্ধে কোন সখী আর॥ বিহরেতে খসিয়াছে তারঙ্ক শয্যায়। লঞা রাই কর্ণে রতি মঞ্জরী পুরায়॥ শয্যা মধ্যে কঙ্কলিকা লইয়া ত্বরিত। প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে করিয়া গোপিত॥ শ্রীরূপমঞ্জরী দিল রাধিকারে করে। তাহা পাঞা রাই সুখী তার মুখ হেরে॥ চর্ব্বিত তাম্বুল ছিল শয্যার সমীপে। গুণমঞ্জরীকা সখী লইল নিভৃতে॥ ভক্ষণ করিলা সবে আনন্দিত হঞা। এই রূপে সুখে মগ্ন হৈল তার হিয়া। কুঙ্কুম চন্দন পঙ্ক আর পুষ্পমালা। শয্যাতে পড়িল যেই লইল মঞ্জুলা॥ তাহা আনি দিল সেই প্রতি সখী অঙ্গে। এইমত কুঞ্জ দ্বারে সবে আইলা রঙ্গে॥ মেঘাম্বর দেখি সবে কৃষ্ণের শরীরে। পীতাম্বর দেখে রাধা বিনোদিনী ধরে॥ অন্যান্যে হাসে হস্তে আচ্ছাদিয়া মুখ। চঞ্চল চক্ষের ভঙ্গি কথা রস সুখ॥ সখী পরিহাস ভঙ্গি দেখি রাধাকৃষ্ণ। অন্যান্য প্রফুল্ল মুখ দেখি নেত্র তৃষ্ণ॥ উথলিল প্রেমসুখ সমুদ্র তরঙ্গ। নিগমন ভেল দুহু ছুই স্তব্ধ অঙ্গ॥ ঘনশ্যাম বর্ণ কৃষ্ণের সুক্ষ্ম নীলবাস। লেখা নাহি যায় অঙ্গ বস্ত্র এক ভাস॥ গৌর অঙ্গ রাধিকার শীতবস্ত্র চীর। পরিচয় নহে অঙ্গ বস্ত্র ভেল মিল॥ শঙ্খ মধ্যে দুগ্ধ যৈছে নহে ভিন্ন জ্ঞান। ঐছন দুহুক অঙ্গে বস্ত্র সন্নিধান॥ রাধাকৃষ্ণলীলা-মৃত আস্বাদ করিতে। বিঘ্ন কৈল প্রাতঃকাল অরুণ উদিতে॥ জানিয়া ললিতা সখী নিন্দয়ে অরুণা। না জানয়ে রস কথা না জানে করুণা॥ পতি সঙ্গ প্রাতে লীলা করে শ্রেষ্ঠ নারী। ভঙ্গ

পাপে হৈল পান গলিত তাহারি॥ তথাপিও প্রতি দিন করে রস ভঙ্গ। জানিল দুস্ত্যজ্য নিজ স্বভাব তরঙ্গ॥ শুনিয়া ললিতা দেবীর উপহাস বাণী। কহিতে লাগিলা তবে রাধা বিনোদিনী ॥ অরুণে এরুণ দৃষ্টি আকাশে করিয়া। মৃদু মন্দ বাক্য কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ পদ হীন তথাপিহ আকাশ লঙ্ঘিয়া। উদয় করয়ে অতি প্রভাতে আসিয়া।। দুই উরু অরুণের থাকিত বা যবে। রজনী বলিয়া নাম না থাকিত তবে॥ মনোরম প্রাতঃকালের শোভা দেখি হরি। প্যান কৈল রাধিকার বদন মাধুরী।। হর্ষ উন্মাদে গোষ্ঠ গমন পাসরি। কহিতে লাগিল কৃষ্ণরাধামুখ হেরি ।। দেখ রাধে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক রাগ। অন্য কান্তা সঙ্গে কান্ত কান্তা অনুরাগ॥ দেখিয়া যেমন হয় অরুণ বয়ান। এই মত পূর্ব্বদিগ অরুণ সন্ধান।। অন্য দিগ সঙ্গে করি সূর্য্য আইলা প্রাতে। দেখিয়া করায় ঈর্ষা পূর্ব্বদিক তাতে॥ নলিনীর উপহাস লাজে কুমদিনী। সঙ্কোচ হইল পত্র ম্লান অনুমানি। কহয়ে নলিনী শুন ওহে কুমদিনী। চন্দ্র তুয়া কান্ত এবে খাইল বারুনী ।। পড়িয়া রহিল গিয়া সেই অস্তাচলে। তমোহস্তা শ্রান্ত হৈয়া কাছে ঐছে করে ।। তমো ক্ষয় চন্দ্র দেখিয়া কোকিল চকিত। পুনঃ দেখে পূর্ব্বদিগে অরুণ উদিত ।। কুহু শব্দে অমাবশ্যা ফুক-রয়ে নীত। নিজ বর্ণ অন্ধকার কুহু একমিত ।। রাহু সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসের কারণে। ডাকে পিক কুহু২ তেঞি সেকারণে।। আর দেখ বৃক্ষ লতা প্রফুল্লিত হৈল। ইহার কারণ শুন মনে যে লইল ।। নিজ কান্ত বসন্তকাল সঙ্গ হৈল যবে॥ আনন্দ পাইল সব তরুলতা তবে।। কপোত ফুৎকার সহ বনের শীকার। কহিতে বাড়য়ে সুখ কৃষ্ণের অপার॥ কুমুদিনী সঙ্গে অলি রজনী বঞ্চিয়া। প্রভাতে বিলাস চিহ্ন অঙ্গেতে করিয়া।। আসিয়া করয়ে নতি নলিনীর কোষে। অন্য কান্তা ভুক্ত কান্ত যেন কৈল দোষ ॥ অরুনের ছটা লাগে অরুণ এনলে। দ্বিগুণ অরুণ ভেল দেখ মনোহরে॥ দেখ চক্রবাকী মনে আনন্দ পাইয়া। চঞ্চুতে চুম্বয়ে চক্রবকি অনুমিয়া॥ কলম্বন নাম হংস নিজ হংসী ত্যজি। শব্দ

করি যায় নদীতটে যাই ভঙ্গি॥ তুণ্ডকরি নাম হংসী স্বামী ভুক্ত শেষ। মৃনাল ভক্ষবে শব্দ করয়ে বিশেষ॥ তুয়া মুখপদ্মে বৃষ্টি করিয়া একান্ত। যাইতে উৎকণ্ঠা করে যথা নিজ কান্ত॥ মলয় পবন বহে পদ্মগন্ধ লৈঞা। লতিকা কুমারী নৃত্য শিখায় গুরু হঞা॥ শীতল জলের সঙ্গে করয়ে বিহার। রমণীর মনঃস্বেদ আয়াস বিদার॥ এই মত রাধাকৃষ্ণ বাক্যের বিলাস। সহঁচরী সঙ্গে মগ্ন কিছুরল বাস॥ বনেশ্বরী চিত্তে প্রাতে হৈল চমৎকার॥ ককখটীকে কহে দৃষ্টি ইঙ্গিত আকার॥ বৃন্দার ইঙ্গিত কথা কক্খটি ভাল জানে। কক্খটি বানরী কহে সুপদ্ম বখানে॥ রক্ত বস্ত্র ধরি এই জটিলা আইলা। প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী সতীং বন্ধ্যা হৈল॥ উর্দ্ধ প্রসর্পণে হেন সূর্য্যের কীরণ। এইমত ক্রোধ রূপে ত্বরিত গমন॥ জটিলা কুটিলা দুহু নাম শুনাইতে। পড়িলেন রাধাকৃষ্ণ শঙ্কার পঙ্কেতে॥ বস্ত্র শ্লথ কেশ শ্লথ মালা ছিন্ন গলে। ভয় পাঞা সখীগণ ইতঃস্তত বলে॥ বামে চন্দ্রাবলীগণে করি এক দৃষ্টি। ডাহিনে সভয় কান্তা নিরক্ষয়ে ইষ্টি॥ সম্মুখে বৃন্দগণ আর পশ্চাতে জটিলা। সশঙ্ক হইয়া কৃষ্ণ এমত চলিলা॥ রাই সনে জটিলার হৈল আগমন। দ্রুতগতি ইচ্ছা হয় সঙ্কোচিত মন উন্নত নিতম্ব আর পীন স্তন ভার। হৃদয় সঙ্কোচ তাহে স্তম্ভের সঞ্চার॥ তৎকাল চলিতে নারে আকুল পাথারে। কেশ বস্ত্র শ্লথ তাহা ধরে নিজ করে॥ ভয়ে অনুরাগে ধূম্র চঞ্চল লোচন। আগে রূপমঞ্জরী চলে লোক নিবারণে॥ তার আগে যায় রতি মঞ্জরী সহায়। ভয়ে দৃষ্ট চঞ্চল চক্ষু সৈন্য আগে যায়॥ ইতঃস্তত ক্ষেপে নেত্র সেনাপতি রাজ। এইরূপে গেলা নিজ নিকেতন মাঝ॥ নিজ নিজাঙ্গনে সবে চকিত হইয়া। পাদ বিক্ষেপণ করে মন্থর করিয়া॥ গুরুজন গৃহদ্বারে সভয় চঞ্চলা। নয়নে নিরখে আর গমন মন্থর। এইরূপে গেলা সবে না জানিল পরে। নির্ভয়ে প্রবেশ কৈল নিজ ঘরে॥ নিজ২ শয্যাতে রাধাকৃষ্ণের শয়ন। অন্যান্য তৃষ্ণাপুনঃ মিলনের মন॥ সখীগণের শয়ন কৈল নিজ নিজ ঘরে। অলসে আকুল ঞেহা সতৃষ্ণ অন্তরে॥ প্রশ্নে

যেন হরি করেন শয়ন। সেখানে শয়ন করে যেন দেবগণ। গোবিন্দ চরিতামৃত কথা অনুপম ॥ অপূর্ব্ব রহস্য শুনি জুরায় মন কাম ॥ বিশ্বাস করিয়া যেই করয়ে শ্রবণ। ইহাতেই মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস। সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস ॥

ইতিঃ গোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গঃ।

— × × × —

রাধা স্নান বিভূষিতাং ব্রজপয়াহুতাং সখিভিঃ।
প্রগেতগদে বিহিতান্ন পাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং ॥
কৃষ্ণংবুদ্ধমবাপ্ত ধেনুসদনং বির্ব্যূ গোদোহনং সুস্নাতং
কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রমে ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাময়। পতিত পাবন প্রভু সদয় হৃদয় ॥ জয় জয় ব্রজবাসী কৃষ্ণভক্তবৃন্দ। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ নিত্য সথানন্দ ॥ শুন সব লোক এই অদ্ভুতের কথা। রাধাকৃষ্ণ বিলাসের সুধাময় গাঁথা ॥

যথা রাগঃ। রাধাস্নত বিভুষণ, নানা চিত্র বিলোপন, ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞার পালন। সঙ্গে কবি সখীগণ, গেলা তাঁহার ভবন, প্রাতে কৈল কৃষ্ণের বন্দন ॥ কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা, গেলা ধেনুশালা যথা, কৈলা তাহা গোদাহন কাযে। সব সখীগণ মেলা, নানান কৌতুক কলা, পুনঃ আইলা স্নানদেবী মাঝে ॥ তাহা স্নান কাম, সঙ্গে ধর্ম্ম সখা যান, ভোজন করয়ে রসময়। শয়ন হইল তবে, দাসগণ পদসেবে, নানান কৌতুক ভাব হয় ॥ রাই নিজ সখা সনে, কৃষ্ণের শেষান্নসনে, ভোজন করিলা বহু রঙ্গে। তাহাতে বিশেষ যত, বিস্তরি কহিব কত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ছন্দে ॥

পয়ার। প্রাতঃকালে নিত্য কৃত্য করি পৌর্ণমাসী। অচ্যুত জননী স্থানে মিলিলেন আসি ॥ আসি দেখে নন্দালয় [illegible]
[illegible] পৌর্ণমাসী [illegible]

পূরিত স্থল নানা রত্নময। গব্যের মন্থন বিন্দু লগিয়াছে গায় ॥ দুগ্ধফেণ শয্যা কোমল নির্ম্মল। তাতে শুইয়াছেন কৃষ্ণ শ্যামল সুন্দর ॥ শ্বেত দ্বীপপ্রায় সেই আলয় দেখিয়া। রইয়াছেন পৌর্ণমাসী হরষিত হঞা ॥ ব্রজেশ্বরী দেখি পৌর্ণমাসী আগমন। অভ্যুত্থান করি তথা করিল গমন ॥ ব্রজেশ্বরী যায়ে তারে প্রণাম করিল। কৃষ্ণের মাতাকে তেহ আলিঙ্গন কৈল॥ আশীর্ব্বাদ করি তারে পৌর্ণমাসী বলে। পতি পুত্র রেনুগণের পুছয়ে কুশলে ॥ তেহো কহেন কুশল সব তোমার প্রসাদে। চল পুত্র দেখি ভাগি মনের বিবাদে ॥ এত বলি দোঁহে অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে। কৃষ্ণ শয্যালয় গেল দর্শন লাগিয়ে ॥ হেনই সময়ে সব কৃষ্ণ সখী-গণে। আসিয়া ডাকেন কৃষ্ণে রহিয়া অঙ্গনে ॥ গোভদ্র ভদ্রসেন সুবল স্তোক কৃষ্ণ। অর্জ্জুন শ্রীদাম আর উজ্জ্বল সতৃষ্ণ ॥ দাম কিঙ্কিণী আর সুদামাদি সখা। সবেই আইল তার কে করিবে লেখা ॥ বলরাম অঙ্গনে তোমার এখন শয়ন। প্রভাত হইল প্রভু না হয় চেতন ॥ সখাগণ বাক্যে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হৈল। জানিলেন সব নথা অঙ্গনে আইল। হিহি হিহি শব্দে মধুমঙ্গল উঠিলা। গমন সুখলনে কৃষ্ণ নিকটে আইলা ॥ নিকটে যাইয়া বটু উচ্চ করি ডায়ক। উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ চলহ গোষ্ঠকে ॥ তার বাক্যে গত নিদ্রা কৃষ্ণের হইল। ঘূর্ণ পূর্ণচক্ষে তবু উঠিতে নারিল ॥ ক্ষীরোদক শায়ী যেন রতন মন্দিরে। অনন্ত রতন শয্যায় যোগ নিদ্রা ছলে ॥ প্রলয়কাল অবসানে বেদমাতা যায়ে। চেতন করায় তারে স্তবন করিয়ে ॥ এইমত ইহা এই ব্রজেশ্বরী মাতা। জাগয়েন কৃষ্ণচন্দ্র সুস্নেহ মমতা ॥ পর্য্যঙ্ক উপরে দিল নিজ বাম কর। অঙ্গভার দিল সেই হস্তের উপর ॥ অন্য হস্ত পদ্মনালে কৃষ্ণ প্রতি অঙ্গ। ওমুখ দর্শনে বাড় প্রেমের তরঙ্গ ॥ নয়নে আনন্দ জল বহে অভিরাম। স্তন দুগ্ধ ধারায় সেই শয্যাকৈল স্নান ॥ বাৎসল্যে ব্যাকুলা হয়ে গদ গদ বানী। উঠপুত্র মুখপদ্ম দেখুন জননী ॥ তোমার নিদ্রার অঙ্গ ভয়ে তুয়া [illegible]

নিজ মুখ প্রক্ষালন। সখা সঙ্গে যায়ে কর গাভীর দোহন ॥ বলরামের নীলবস্ত্র কেনে তে মার অঙ্গে। এত বলি নীল বস্ত্র নিরগয়ে রঙ্গে ॥ অঙ্গে হৈতে নীলবস্ত্র ধনিষ্ঠাকে দিলা। নখক্ষত অঙ্গ দেখি কহিতে লাগিলা ॥ দেখ পৌর্ণমাসী অঙ্গ অতি সুকোমল। তুলনা না করি নীল নলিনীর দল ॥ ক্ষমুর হয়েছে অঙ্গ কণ্টকের চিহ্ন। চঞ্চল বালক সনে খেলে রাত্রি দিন ॥ নানা ধাতু রাগ চিহ্ন অঙ্গে লাগিয়াছে। হাহা কি করিব ইহার উপায় কি আছে ॥ সেই ভয়ে জননীর ছিত্রপদ বাণী। লজ্জা সচকিত ভবে কৃষ্ণ তাহা শুনি ॥ কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি শ্রীমধুমঙ্গল ॥ কহিতে লাগিল কিছু মাতার গোচর। সত্য মাতা কত কেলি চঞ্চলা হইয়া। বনে বনে ভ্রমেণ কৃষ্ণ ফুল উঠাইয়া ॥ কুঞ্জের ভিতরে কত করে নানা খেলা আমার নিষেধ কথায় হাসে করি হেলা ॥ এমম বচন কৃষ্ণ শুনিয়া সকল। মাতার আগে করে বাল্য প্রকাশের ছল ॥ ঈষৎহাসিয়া যত্নে চক্ষু প্রকাশয়। পুনঃ চক্ষু মেলে পুনঃ নিদ্রালস হয় ॥ তবে পৌর্ণমাসী শুনি ব্রজেশ্বরী বাণী। দেখি কৃষ্ণ বাল্য চেষ্টা মনে অনুমান ॥ ব্রজেশ্বরীর ভাবান্তবাচ্ছাদন করিতে। হাসি পৌর্ণমাসী কিছু লাগিলা কহিতে ॥ নিয়ন্তর সখা সঙ্গে রিহার করিতে। শ্রান্ত হয়ে শুয়ে আছে এইত প্রভাতে ॥ তাহাতে তোমার তায় কিবা দোষ। কিন্তু তোমার দরশনে সবার সন্তোষ ॥ ধেনু গণ দুগ্ধ ভরে স্তনে পায় পীড়া। তৃষিত আছয়ে বৎস ত্যজি নিজ ক্রীড়া ॥ সঙ্কর্ষণ অঙ্গনেতে সখাগণ লঞা। আছয়ে তোমার সবে মুখ নিরখিয়া ॥ অতএব উঠ কৃষ্ণ গোদাহন কাল। জাগিয়া করহ যত প্রাতঃকৃত্য আর ॥ এই মত কত কব প্রণয় বচনে। জাগাইল কৃষ্ণচন্দ্র উঠিলা তখনে ॥ দুই হস্তে মুষ্টি বান্ধি অঙ্গ বিমোড়ন। রসালস অঙ্গ করে জৃম্ভা বিসর্পন ॥ দশানাংশু যেন চন্দ্র চন্দ্রিকামোহন। নূতন তমাল তনু মদন মোহন। পালঙ্কের একদিকে বসিলেন আসি। পদাম্বুযুগল তবু পৃথিবী পরশি ॥ জৃম্ভা বিসর্পণ করে গদগদ বচনে।

নের পুঞ্জ । খসিল কুসুমাবলী সব মনোরঞ্জ ॥ স্নেহ ভরে ব্রজে-
শ্বরী সেইত কুন্তল । সম্বরণ করি বান্ধে ঝুটি মনোহর ॥ নিকটে
স্বর্ণের ঝারি জল সুশীতল ॥ মুখ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥
মাতা নিজ পটাঞ্চলে বদন মুছিল । আলসে ঘূর্ণিত চক্ষু দেখি
সুখ পাইল ॥ মধুমঙ্গলের কর ধরি বামকরে । ডাহিনে ধরিল
বংশী অতি মনোহরে ॥ মাতা পৌর্ণমাসী সঙ্গে শয্যালয় হৈতে ॥
অঙ্গনে আইল কৃষ্ণ অতি হরষিতে ॥ দেখি সখীগণ সব আইল
ধাইয়া । হরি অঙ্গ পরশ কৈল হরষিত হঞা ॥ কহে আসি কর-
স্পর্শে কেহন পটান্ত । কেহ অঙ্গ দর্শনে শুশান্ত ॥ প্রেমোৎসাহ
সবাকার বয়ান ॥ এইমত বেড়িব সখা কমল বয়ান ॥ ব্রজেশ্বরী
কহে হরি গোষ্ঠকে যাইঞা । তৎকাল আইল ঘরে গাভী দোয়া-
ইয়া । কৃষ্ণ বলে শীঘ্রমাতা অসিতেছ ঘরে । এই কহি সখা
সঙ্গে নানা লীলা করে ॥ এত বলি ব্রজেশ্বরী গেলা নিজ ঘর ॥
পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ লঞা গেলা নিজ স্থল ॥ তবে হরি সখা সনে
গাভী দোহাইতে । গোষ্ঠকে চলিলা হরি অত্যন্ত ত্বরাতে ।
কহিতে লাগিল কিছু মধুমঙ্গল সে বটু । পরিহাস করে সেই
বাক্য অতি পটু ॥ গগণে ঘটনা কৈল নয়ন যুগল । কহে হরি
দেখ অদ্ভুত সকল ॥ আকাশ দীঘিতে সব তারা মৎস্যগণ ।
আদিত্য দৈবর্ত্ত তার করিতে বন্ধন । কিরণের জাল যবে প্রসা-
রণ কৈল । সঙ্কোচ পাইয়া তার মৎস্য লুকাইল ॥ আর দেখসূর্য্য
ব্যাধ মৃগের কারণে । জাল ফেলাইল সেই আপম কিরণে ॥
তাহা দেখি চন্দ্র নিজ মৃগ তারা হৈতে । প্রবিষ্ট হইল গিয়া
পর্ব্বত গুহাতে আর এক অশ্চর্য্য দেখি চমৎকার হৈল । আক-
শ রমণী গর্ভে চন্দ্র নিকসিল ॥ অঙ্গের ভূষণ তারা ত্যজিল এখন
কপোত ফুৎকতি ছলে করয়ে ক্রন্দন ॥ শুন চন্দ্রমুখ তোমার
চন্দ্রমুখ হেরি । আকাশ ত্যজিয়া চন্দ্র গেলা গিরোপরি ॥ চন্দ্র
চন্দ্র কৈল এই তোমার বদন । দেখিয়া হাসয়ে সব নলিনীগণ ॥
[illegible]পি চন্দ্র [illegible] অদ্বিতের স্থল তথাপিও [illegible]

স্থল ॥ গোপাল পাল যে পশুপালের বালক। গোপাল মানাতে তারা ভেল প্রবেশক ॥ এই মত মধুমঙ্গল করে পরিহাস। হাসে হরি সব সখী পরম উল্লাস ॥ রামমধুমঙ্গল আর সকল গোপাল। মধ্যে করি যায় কৃষ্ণ আনন্দ বিশাল ॥ কৈলাস গণ্ড শৈল যেন মণ্ডলীর মাঝে মহা ঐরাবত যেন কৃষ্ণ চন্দ্র সাজে ॥ ধবল ধবলী মধ্যে হরি প্রবেশিলা। তাহাতে সুন্দর শোভা অতিশয় কৈলা ॥ শ্বেতপদ্মবনে যেন মত্ত ভৃঙ্গ ঘুরে। হিহি গম্ভীর শব্দে প্রিয় গোপ ফুকারে ॥ গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলী শ্যামলী। কালিন্দী ধূম্রাতংগী যমুনা কমলী ॥ হংসী ভ্রমরী নাম হরিণী। রুক্মিণী রম্ভা চম্পা করি কৃষ্ণ করে হিহি ধ্বনি ॥ দুই জানু মধ্যে কৃষ্ণ ধরয়ে দোহানি। পাদপদ্ম অগ্রে ভর করিয়া আপনি ॥ দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে। বাছুরে পিয়ায় স্তন হরিষ অন্তরে ॥ লালয় করয়ে যত ধেনু বৎস্যগণে। অঙ্গ মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গকণ্ডুয়ণে ॥ এই রূপে করে কৃষ্ণ গোদোহন লীলা। বৎস চারণ আর সখা সঙ্গে খেলা। তবে ওথা শ্রীরাধিকা করিয়া শয়ন। রসাল সে নিদ্রা আর কুঞ্জ পথশ্রম ॥ মুখরা জাগিয়া যায় নাত্নী জগাইতে। জটিলা আইসে তথা দেখা হইল পথে। স্বভাব কুটিলা এভিমন্যুর জননী। পুত্রের সম্পত্ত বাঞ্ছে দিবস রজনী ॥ মুখরাকে কহে যত পৌর্ণমসী আজ্ঞা ॥ নীতিকর্ম্মে পৌর্ণমাসী অতি বড় বিজ্ঞা ব্রজেশ্বরী অজ্ঞা তুমি সদাই পালিবে। অগ্রে বধূ প্রাতঃকালে স্নান করাইবে ॥ বস্ত্র আভরণ তার অঙ্গে পরাইবে। গোকটি বৃদ্ধের লাগি সূর্য্য পূজাইবে ॥ এই সব আজ্ঞা তার তে ময় নাতিনী। শয়নেই রহিয়াছে প্রভাত রজনী ॥ অতএব যাঞা তারে জাগাও আপনি। করাও মঙ্গল যতে পুত্র হয় ধনী ॥ তাহাকে কহিয়া তবে বধূ প্রতি কহে। উঠ বাছা স্নান কর যেন দিন নহে। বাস্তু পূজা কর সূর্য্য পূজা উপহার। করিয়া তৎকাল যাও পূজা করিবার ॥ এত কহি গেলা তেঁহো আপন নিলয়। মুখরা আইলা নাতনী শয়ন আলয় ॥ আসি কহে উঠে পুত্রি প্রভাত হইল। দেখ তোমার গুরুকুল

সবাই জাগিল ॥ মুখরার দৃষ্টে রাধা অমৃত প্রদীপ। অতি স্নেহ মানে কোটী আপনার জীব ॥ অমৃত আস্বাদি কথা কহে ধীরে ধীরে। উঠ পুত্রী পাসরিলে আজি রবিবারে॥ স্নান মঙ্গল করি পূজার দ্রব্য লঞা। পূজ গিয়া সূর্য্য নিজ অভীষ্ট লাগিঞা।

যথা রাগ। রতন মন্দিরে, রসাল সভরে, শয়নে আছয়ে রাই। মুখরা বচনে, জাগিয়া বিশাখা, জাগায়ে তাহারে যাই ॥ অতি ত্বরা ডাকি, কণে উঠ সখি, ঘুচাই অলস কায়। তার বাণী শুনি, মৃগাক্ষী সুধনী, জাগে ঘুমে দিঠীরাজ ॥ রাজহংসী যেন, নদীতে শয়ন, তরঙ্গে চালয়ে ঘন। রতন পালঙ্কে, রাই এই রঙ্গে, হিল্লোল এহুই নয়ান হেনকালে রতি, মঞ্জরী সুমতী, জানে অবসর কাল ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী, পদযুগ ধরি, সেবন করয়ে জান ॥ কতেক প্রকার করি বারেবার, জাগায় সকল সখী। উঠী ত্বরা করি, বাসলা সুন্দরী, ক্ষিতিতলে পদ রাখী ॥ হেনই সময়ে, মধুরা দেখয়ে, উড়নি পিয়াল বাস। বিশাখাকে কহে, কিবা দেখি শুহে, দেখিয়া লাগিয়ে ত্রাস ॥ হাহা পরনাদ, করিয়া বিবাদ একি পরমাদ হায়। দেখি হেমকান্তি, বসনের ভাতি, তোমার সখীর গায় ॥ সন্ধ্যাকালে কালি, উরে বনমালী, দেখি আসে পীতবাস। সতীকুল হঞা, সে রূপে ভুলিঞা, ধরম করিল নাশ। মুখরা বচন, করিয়া শ্রবন, বিশাখা চকিত হঞা। দেখি পীতবাস, আছে রাই পাশ, একি কহে ধীর হঞা ॥ মুকরাকে তবে, কহে শুন এবে, স্বভাব অন্ধতা তুয়া। একে আর দেখ, আনে আন লেখ, নাহি কহ বিচারিয়া॥ রাইর বরণ, দ্রবহেম সম, পিন্ধন এ নীলবাস। তাহাতে বিহানে, রবির কিরণে, সে যেন পিয়লবাস॥ গবাক্ষ জালেতে, দেখয় বিদিত, রবির কিরণ লাগে। ইহার কারণে, তোমার মরমে, শঙ্কা উঠি কেন জাগে ॥ শুদ্ধমতি জনে, হেন কহ কেনে, অবোধ জরতিমাত। এ যদুনন্দন কহয়ে বিভ্রম, বড়ই প্রমাদ অতি ॥

শুনিয়া বিশাখা বাক্য মুখরালজ্জিতা ॥ নিজালয়ে গেল গৃহ কর্ম্ম আকুলিতা ॥ ললিতা প্রভৃতি আর যত সখিচয়। রাধিক

নিকটে অ ইলা হৈতে নিজালয় ॥ স্নান দেবী কাছে আইল যত সখীগণ। স্নানদ্রব্য লঞা করে পথ নিরীক্ষণ ।। রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা। উঠিয়া রাধিকা আসি বসিলেন তথা ।। খসাইল অঙ্গভূষা ললিতা আসিয়া। হরিগ পাইল অঙ্গ সুসমা দেখিয়া ॥ সুবর্ণ লতার পুষ্প পল্লব তোটন। প্রণয়ে তেন রাধাঙ্গ ভূষণ ।। মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী নাম রজমের কন্যা। বস্ত্র লয়া রাধা আগে ধরে অতি ধন্যা ।। তবে মুখ প্রক্ষালন কৈল সুবদনী। দন্ত ধাবন লৈল আম্র পাত্র আনি ।। গন্ধ চূর্ণে পরিপূর্ণ মাজিল দশন পদ্মরাগ স্ফটিক মণি নিন্দি মনোরম ॥ স্বর্ণ জিহ্বা শোধনি নিজ করে ধরি। শোধন করিল জিহ্বা কৃষ্ণ সুখকারী ।। সুবর্ণ ভৃঙ্গার জল দাসীগণে দিল। গণ্ডূষে মুখ প্রক্ষালন কৈল ।। সুক্ষ্মজল বামে মুখ মার্জ্জন করিল। স্নান যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈল ।। স্বর্ণ কুম্ভ পূর্ণ জল সুগন্ধি শীতল। স্নানবেদী বেঢ়ী তাহা আছে বহুতর ।। মণিবেদী উপরে মৃদু কাঞ্চন আসন। তাহার উপরে সুক্ষ্ম মুঞ্জল বসন ।। তাহাতে বসিলা রাধা সুবদনী। স্নানযোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি ॥ সুগন্ধা নাম নাপিতের কন্যা। মর্দ্দন উদ্বর্ত্তন কেশ সংস্কারে ধন্যা ॥ নারায়ন তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিল। অতি স্নিগ্ধ উজ্জল উদ্বর্ত্তন দিল ।। আমলকী সুগন্ধে কৈল কেশর সংস্কার। ক্ষালন করিতে পুনঃ দিল জলধার ।। সুক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া জল যুচাইল তায়। এইরূপে উজ্জল কৈল কেশের সংস্কার ।। মন্দ গন্ধ সুবাসিত জলকুম্ভ শ্রেণী। জলপূর্ণ স্বর্ণ ঘটী সখীগণে আনি ।। সে জল লঞা সবে স্নান করাল ॥ প্রত্যক্ষ গামছা দিঞা অঙ্গ মোছাইল।। অতি সুক্ষ্ম জলবাসে কেশ সম্মার্জ্জিল। সুক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র তবে পরিধান কৈল ।। ভূষণ বেদিরোপরি আসিয়া বসিয়া। প্রভাত কালের যোগ্য ভূষা সখী কৈলা তরুণ বয়েস অঙ্গ অনঙ্গমোহন। ভাব দ্বার অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ শোভন ।। স্বস্তিদাক্ষ নাম রত্ন কাকই লঞা। ললিতা করয়ে বেশ কেশ বিনাইয়া ।। ধূপধূন দিঞা সেই কেশ শুকাইল। স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ সুগন্ধিত কৈল সহজে সুগন্ধি

কেশ অগুরের অন্ধ। আহাতে দিলেন আর অনেক সুগন্ধ ॥ বেণী বিনাইঞা দিল শঙ্খচূড়মণি। কাল সর্প ফণে যেন শোভে দিনমণি ॥ বকুলের দিব্য মালা মুকুতার মালা। তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা ॥ সমষ্টি করিয়া পুনঃ স্বর্ণসূত্রে দিঞা। মূলেতে বান্ধিল পট্য জাদতেতে দিয়া ॥ সুক্ষ্ম রক্তবস্ত্র ধনী ভিতরে পড়িল। তাহার উপরে নীলবসন ধারিল ॥ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সুক্ষ্মতর। মেঘাম্বর নাম তার অতি মনোহর ॥ আশ্চর্য্য কোচার শোভা নাহিক উপমা। যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রজরামা ॥ সমৃষ্টী করিয়া মধ্যে স্বর্ণসূত্রে দিয়া। রক্ত পট্টাজদ দিল সুছান্দ করিয়া। স্বর্ণসুত্রে করি মণি কিঙ্কিণীর জাল। রত্নবন্ধ জাল তাতে শোভয়ে বিশাল ॥ নিতম্ব দেশেতে তার করিল যোজনা। যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা ॥ চন্দন কর্পূর আর অগুরু কাশ্মীর। পঙ্ক করি লঞা আইলা বিশাখা সুধীর ॥ পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ দেশে। লেপন করিল সেই পরম হরিষে ॥ উরজের দুই পাশে মৃগ মদ চিত্র। লিখিয়া দেখেন শোভা পরম বিচিত্র ॥ কস্তুরীর পত্রাবলী লিখন কপোলে। সুন্দর সিন্দুর বিন্দু রচিলেক ভালে ॥ তার তলে চন্দনের বিন্দু যে রচিল। তার মধ্যে পুনঃ কস্তুরীর বিন্দু দিল ॥ কামযন্ত্র নাম সেই ললাটে তিলক। তাহা দেখি কৃষ্ণ হয় সর্ব্বাং-গে পুলক ॥ সিথির উপরে দিল সিদুরের রেখা। মদন কাপনি কিবা নবঘন লেখা ॥ তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই বক্ষঃস্থলে। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উপরে ॥ পুষ্প গুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন পল্লব। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব ॥ মীন পুষ্প পল্লব আর নবচন্দ্ররেখা ॥ কন্দর্পের বান গুণ ধনুকের দেখা ॥ রাধিকার ভ্রূধনুভঙ্গির তরাসে। কাম নিজ বাণ থুইল ধনী কুচ কোষে ॥ রক্ত বস্ত্র মুক্তা রচিত অনেক রতন। দিব্য চুণী দিল কুচে করিয়া যতন ॥ ইন্দ্রধনু প্রায় সেই সুবর্ণ পর্ব্বতে রক্ত সন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে ॥ সুবর্ণের তালপত্র রচয় করিঞা কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিয়া আশ্চর্য্য তাড়ঙ্ক

তার কি শোভা ॥ স্বর্ণ দিল নীলমণি পদ্ম কলিতে যেন মধুকর লোভা ॥ সুবর্ণের চক্রী উর্দ্ধ শ্রবনেতে দিল। প্রভাতের সুর্য্য যেন উদয় করিল ॥ চতুর্দ্দিকে মুক্তা তার মধ্যে নীলমনি। রত্নমণি উপরে শোভে হীরার সাজনী ॥ আশ্চর্য্য শলাকা শোভে কহিল না হয়। যাহা দরশনে কৃষ্ণের মনো উল্লাসয় ॥ তবেত বিশাখা আনি মৃগমদ বিন্দু। চিবুকেতে দিঞা হেরে রাই মুখইন্দু ॥ কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর ॥ স্বর্ণ পদ্মদল আগে যৈছে মধুকর ॥ সুবর্ণ বেসরে শোভে মুকুতাব ফল। নাসা অগ্র ভাগে সেই করে ঝলমল ॥ বোট সংগে শুক মুখে নেয়ালের ফল। ঐছন যেমন তেন নাসার উপর ॥ সুদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত অঞ্জল। কি কহিব সেই শোভা অতি মনোরম ॥ কৃষ্ণমুখ চন্দ্র সুধাপানের লালসা। চকোর রহিল যেন করি বহু আশা ॥ নির্ম্মল স্বর্ণের পাতি বিশাখা আনিয়া। রাধিকার কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া ॥ হরিকরে আছে শঙ্খ চিহ্ন মনোহর। আচ্ছাদিল কম্বু কণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ ডর ॥ স্বর্ণহংস দিল রাধা কণ্ঠের উপরে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে ॥ মধ্যে স্থূল সুক্ষ্ম আগে নীলরত্ন মণি। স্বর্ণসুত্র ছিল তাতে হীরার খেচনি ॥ অতি সুক্ষ্ম মুক্ত ফলে গুচ্ছ নিরমিয়া। হিয়ার উপরে দিল হরষিত হঞা ॥ দুই গুচ্ছের মধ্যে২ দিল স্বর্ণকঁঠি। স্বর্ণকঁঠির দুই পার্শ্বে দিল মণিকঁঠী ॥ তবে রত্নমালা দিল হিয়ার উপরে। গোল কঁঠী সব সেই অতি মনোহরে ॥ ইন্দ্র নীলমণি আর পদ্ম রাগমণি। হেম মণি স্থূল মুক্তা প্রবাল গাঁথনি ॥ তবেত হৃদয়ে দিল মুক্তাগুহ্য মাল। মধ্যে স্বর্ণকঁঠিপার্শ্বে যুগল প্রবাল ॥ রাসে নৃত্য গান কৈল রাধা বিনোদিনী। সুখী হঞা কৃষ্ণ দিল গুঞ্জমালা আনি। গুঞ্জমালা নহে সেই হৃদয়ের রাগে। সমর্পন কৈল কৃষ্ণ অতি অনুরাগে ॥ সেই মালা আনি ধনী ধরিল হিয়ায়। তাহার পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগায় ॥ তবে একাবলী হার নায়ক সহিতে। স্থূল তারা বলি যেন অম্বর উদিতে ॥ চতুষ্কি

আনিয়া তার হৃদয়েকে দিল। সুবর্ণ শিকলিদিয়া চতুষ্কি গাঁথিল ॥ ইন্দ্র নীলরত্নে সেই চতুষ্কি রচিল। পদ্মরাগ হীরামণি কনকে খচিজ ॥ পদ্মথোপ পৃষ্ঠদেশে ক্রমে নাম্বিয়াছে। আকণ্ঠ হইতে শোভে নিতম্বের কাছে ॥ নিতম্ব পর্ব্বত হৈতে বেণী ভুজঙ্গিণী। মস্তকে উঠীতে কৈল সোপান সাজনি ॥ স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বিশাখা আনিয়া। কাল পদ্মডোর রত্নমালাতে রচিয়া ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহা সুখ পায়। হেন সে অংগদ শোভা কহনে না যায় ॥ নীলরত্ন বলয়া তয়ে দিল দুই করে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে ॥ রক্ত পদ্মমৃণালে যেন মধুবিগলিত। তাহাতে রচিল যেন ভ্রমর বেষ্ঠীত ॥ সুবর্ণ কঙ্কণ দিল তাহার উপরে। মুক্তাবলি শোভে তাহে অতি মনোহরে ॥ সুর্য্যেমণ্ডলে যেন চন্দ্রবিম্বগণ। উদয় সময়ে যেন শোভা এই মন ॥ সুবর্ণ মাদুলি অতি শোভিয়াছে করে। পট্টথোপ নাম্বিয়াছে তাহার অন্তরে ॥ অনেক রতনে কৈল থোপের সাজনি। এই রূপে হস্তে মণি বন্ধের বন্ধনি ॥ অদ্ভুত রত্নমুদ্রিকা অঙ্গুলিতে দিল। বিপক্ষ মর্দ্দননাম তাহাতে লিখিল ॥ আশ্চর্য্য কটক দিল চরণ যুগলে। নানারত্ন অংশ তাতে করে ঝলমলে ॥ তার ধ্বনি যেন মত্তহংস ধ্বনি করে। শুনি কৃষ্ণ হংস মতি শ্রুতি ধৃতিহরে ॥ মৃদু পাদপদ্মে দিলরতন মঞ্জরি। কালিন্দীরহংসে পাঠেযায় ধ্বনি ধীরি ॥ পায়ের অঙ্গুলে রত্ন উজঝাটিকা দিল। তাহা দেখি বিশাখার বিস্ময় জন্মিল ॥ নর্ম্মদা মালির কন্যা দিল নীলপদ্ম। কৃষ্ণ মনোহরে যাহা হেরি শোভাপদ্ম ॥ সেই পদ্ম হস্তে দিল বিশাখা আনিঞা পত্মদৃশা দুহস্তে সপিলা আসিয়া ॥ নর্ম্মদা মালির কন্যা দিল পুষ্পমালা। হাসিয়া বিশাখা তাহা ধনী গলে দিলা। নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার। মণি দরশন দিল আগেতে তাহার ॥ দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী। কৃষ্ণ সুখ যোগ্য বেশ মনে অনুমানি। কৃষ্ণের মিলন লাগি হইয়া চঞ্চল। নারী বেশ কান্ত প্রাপ্তি এই তার ফল ॥ সংক্ষেপে কহিল এই রাধিকার বেশ। অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিশেষ ॥ গোবিন্দ

চরিতামৃত সুধ সুধাময়। শুনিতে মধুর ধার তাপ বিনাশয় ॥ শুদ্ধ প্রেম ভক্তিগণ করয়ে উদয়। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা সে মিলয় ॥ পাঁষণ্ড না শুনে যেন করিবে কায। এই ভিক্ষা মাগে [ঞি বৈষ্ণব সমাজ ॥ রাধকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। গো-বিন্দ চরিত্ত কহে যদুনাথদাস ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে স্নান ভুষাদি
বিলাস দ্বিতীয় স্বর্গঃ।

....

তাবদ্গোষ্ঠেশ্বরী গোষ্ঠং গতে গোকুল নন্দনে।
সর্ব্বান্ গৃহজনানাহ তদ্ভক্ষোৎ পাদনাকুলা ॥

জয় জয় চৈতন্য গোসাঞি। তোমার চরণ বিনু আর গতি নাই ॥ অতঃপর কহি কিছু রন্ধনের কথা। অত্যন্ত আশ্চর্য্য এই রসময় গাঁথা ॥ তথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ ভোজন লাগিয়া। করেন সামগ্রী চেষ্টা উৎকণ্ঠিত হঞা ॥ যদ্যপিহ নিজ নিজ কার্য্যে দাস দাসী। ব্যগ্র আছে তথাপিহ ব্রজেশ্বরী আসি ॥ কহিতে লাগিলা দাসী আহ্বান করিয়া ॥ কৃষ্ণস্নেহ পরি পাকে সপিতা হইয়া ॥ রন্ধন সামগ্রী কর শীঘ্র হয় যাতে ॥ এখনি আসিবে কৃষ্ণ গোষ্ঠে তে হইতে ॥ প্রাতঃকালে দেখিয়াছ বড় কৃশঅঙ্গ। অতএব শীঘ্র কর রন্ধন প্রবন্ধ ॥ শাক মুলফুল ফল অদ্রেকাদি করি। আম্র-চূর্ণ ছাকাশুণ্ঠি দরিদ্র্যাদি করি ॥ মরিচ কর্পূর চিনি জিরা ক্ষীর সার। তিন্তিড়ী হিঙ্গুত্রিজাত সুমথিত আর ॥ সৈন্ধব বটিকা আর নারিকেল শস্য তৈল গোধুম চুর্ণ লইবে অবশ্য ॥ ঘৃত দধি আর তুলসী ধান্যের তণ্ডুল সকল লইয়া যাহ রন্ধনের তুর ॥ বকুলা গাভীর দুধ আছয়ে প্রচুর। ব্রজেন্দ্র পাঠান যাহা পায়সানুকুল ॥ এই সব দ্রব্য লইয়া যাও পাকস্থলে। সেই সেই কার্য্য তারা যত্ন করি করে ॥ বাৎসল্যে প্রেনিত চিত্ত সদা নেত্র ঝরে। রো হিণীকে ডাকিতবে ব্রজেশ্বরী বলে। রামকৃষ্ণ পৃষ্ঠেহাই লাগিল

উদর। দেখিয়াছে প্রাতঃকালে বড়ই দুর্ব্বল ॥ বলিষ্ঠ বালক সঙ্গে বাহুযুদ্ধ খেলা। নানা পরিশ্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈয়া গেলা ॥ তাতে কালি রাত্রে কিছু না কৈল ভোজন। দুর্ব্বল ভ্রমে লয়ে সব সখীগণ ॥ ক্ষীণ মূর্ত্তি দেখি মনে লাগিয়াছে ডর। ভালমতে কর পাক যাতে নিষ্ঠতর। আদি শীঘ্র গিয়া তুমি করহ রন্ধন। অপূর্ব্ব পিষ্টক আকি উত্তম ব্যঞ্জন ॥ হেন সে করিবে পাক যেন রামকৃষ্ণ। পরম রুচিতে ভুঞ্জে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ এত কহি দাসীগণে দিল তার সঙ্গে। রন্ধন সামগ্রী লৈয়া গেলা তেঁহো রঙ্গে ॥ কৃষ্ণ রুচি দ্রব্য লাগি ব্যগ্র ব্রজেশ্বরী। মিষ্টান্ন করিতে আন রাধিকা সুন্দরী ॥ উপনন্দের পুত্র হয় সুভদ্র আ-খ্যান। তার পত্নী কুন্দলতা আইলা তাঁর স্থান ॥ ব্রজেশ্বরী পাদ পদ্মে করেন প্রণাম। তিহো কহে আইস বাছা বাড়ুক কল্যাণ ॥ তারে কহে ব্রজেশ্বরী আইলা কুন্দলতা। তুমি যাঞা আন গিয়া বৃষভানু সুতা। অমৃত মধুর তার হস্তের রন্ধন। রুচি জন্মা ইয়া কৃষ্ণ করিবে ভোজন ॥ দুর্ব্বাসা মুনির বর পূর্ব্বে আছে তারে। সুধা সম হয় সেই যেই পাক করে ॥ যে তাহা ভুঞ্জয়ে আর আয়ুবৃদ্ধি হয়ে। এত সব লাভ আর করি পাকে নহে ॥ শাশুড়ীকে বল তার আমার সম্বাদ। আনহ ত্বরিতে রাই ঘুচুক বিবাদ ॥ এইমত প্রতিদিন কুন্দলতা দ্বারে। আনায় রাধিকা তেঁহো রন্ধনের তরে ॥ ব্রজেশ্বরীর বাক্যে আনন্দিত কুন্দলতা। পরম আনন্দে ভেল তনু প্রফুল্লিতা ॥ রাধিকা ভ্রমরী মধুসূদনের সঙ্গ। করিতে বাড়ীল তায় উৎকণ্ঠা তরঙ্গ ॥ তৎকাল আইলা তেঁহো জটিলার স্থানে। যশোদা সন্দেশ কথা কহিল যতনে ॥ ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা শুনি জটিলা চিন্তিত। কৃষ্ণকে মধুর শঙ্কা করে বিপরীত। কহিতে লাগিল তেহো কুন্দলতা প্রতি। ছিদ্রদ্বেষি লোক দেখি শঙ্কা পাই অতি। বধু মোর সাধ্বী গুণ গরিমা প্রচুরা। সৌন্দর্য্য নবীন বয়া মাধুর্য্য মধুরা ॥ বড়ই চঞ্চলা সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ লঙ্ঘিতে না পারি ব্রজেশ্বরীর বচন ॥ এইত কারণে চিত্ত না চলে আমার। নিশ্চয়করিতে নারি হৃদয় বিচার ॥

এত শুতি কহে কুন্দলতা তারে বাণী। যে কহিনু সেই সত্য শুনহ জননী ॥ ব্রজেন্দ্র নন্দন ধর্ম্ম স্বরূপ সর্ব্বথা। খল লোকে তোমারেত কহে এই কথা ॥ সূর্য্যোয় উদয় যেম কৃষ্ণের চরিত। ধর্ম্ম পদ্ম গণ সদা করে প্রফুল্লিত ॥ অধর্ম্ম কিমির গণ সব নাশ করে। খল লোক মূক যার বৃক্ষের কোটরে ॥ ব্রজবাণী চক্র-বাণী আনন্দ বাড়ায়। এইমত কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধূর্য্য ময় ॥ কিন্তু কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য আলয়। জগত যুবতী চিত্ত সদা আকর্ষয় ॥ তোমার নবীনবধূ পালন উচিত। কৃষ্ণ প্রতি ভুমি কিছু না করিও ভীত ॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ না দেখি যেমন। এব মত মত লৈয়া যাব ব্রজেশ্বরী স্থানে ॥ পুনর্ব্বার আমি তোমায় করি সমর্পণ। তবে নিজ গৃহে আমি করিব গমন। এত শুনি সুখী হঞা জটিলা কহয় সাধ্বী প্রগলভা তুমি সবে ইহা কয় ॥ অবলা আমার বধূ সমার্পনু তোরে। চঞ্চল কৃষ্ণের নেত্র যেন নাহি পড়ে ॥ এত কহি বধূ প্রতি কহিতে লাগিলা। যাও ব্রজেশ্বরী স্তামে তোমা বোলাইলা তৎকাল আসিহ পুনঃ কুন্দলতা সঙ্গে। সূর্য্য পুজিবারে যাবে হে আছে নির্ব্বন্ধে ॥ শুনিয়া রাধিকা মনে উল্লাস হইলা। অনিচ্ছায় প্রায় হইয়া কহিতে লাগিলা ॥ যাই-তে নারিব গৃহে আছে প্রয়োজন। ঘরে ঘরে ফিরে কেবা কুলা ঙ্গনাগণ ॥ জটিলাহ পুনঃ কহে আগ্রহ করিয়া। যাও বাছা ব্রজে শ্বরী আজ্ঞা পাল গিয়া ॥ তবে কুন্দলতা তারে আগ্রর করিয়া। কহিতে লাগিলা রাই হস্ত আকর্ষিয়া। আমি তুয়া সঙ্গে যাব কেন কর তর। চল যাঞা যাব ব্রজেশ্বরীর গোচর ॥ শুনিয়া উঠিলা রাই আনন্দ অন্তর। প্রফুল্ল হইল তনু অতি মনোহর ॥ কৃষ্ণের ভক্ষণ দ্রব্য লডডুকাদিগণ। রাধা লইল ললিতা দেবী করিয়া যতন ॥ আউলারে অঙ্গ যে আনন্দ আবেশে। মন্থর গমনে চলে অত্যন্ত হরিষে ॥ রজনী বিলাস চিহ্ন অঙ্গেতে দেখি য়া। উপহাস করে কুন্দলতা যে হাসিয়া ॥

যথা রাগঃ। দেখিয়া রাধিকা বুক, কুন্দলতা পায় সখি, পরিহাস করিতে লাগিলা। চিরদিন তুয়া প্রতি, গোষ্ঠেতে

গমন সতী, নখচিহ্ন কেবা বুকে দিল ॥ তুহু ধনী সতী কুলনারী। অন্তর সহিতে হাস, সবা গদ গদ ভাষ, সব তনু ভোগ চিহ্ন-ধারী ॥ ধ্রু ॥ অধর হয়েছে ক্ষত, সাধ্বী হঞা এ চরিত, দেখি মনেলাগয়ে তরাস। শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত হঞা ধনী কুঞ্চিত নয়ন মৃদু হাস ॥ ললিতা কহয়ে শুন, কারণ আছয়ে পুনঃ কাহে কহ সন্দেহ বিচারি। করক ফলের ভ্রমে, রাধিকা যুগল স্তনে, বৈসে কীর নখাঙ্ক তাহারি ॥ অধর বান্ধুলী শোভা, বিম্ব ভ্রমেদশনে দংশিল। তাহার আছয়ে চিহ্ন সন্দেহ না করে ভিন্ন, সেই সে কারণে ক্ষত হৈল ॥ শুনিয়া রাধার দুহু বাণী কৃষ্ণলীলা মনে জানি কম্প হৈল সুখময় অঙ্গে। পুনঃ কুন্দলতা হাসে রস ময় পরকাশে, কহে বাক্য আনন্দ তরঙ্গে ॥ কুন্দলতার দেবর, মধুসুদন নাম ধর, শুন পদমিনী মধুপিল। পুনঃ আসিবেন এথা, শুনহ আমার কথা, বৃথা কম্প তেহেঁ কেন ভেল ॥ পদ্মা কহে পদ্মছলে, এমতি রাইরে বোলে. শুনি চিত্তে আনন্দ বাড়ায়। কহয়ে ললিতা তবে, শুন কুন্দলতা এবে, এ লাগি পদ্মিনী কম্প নয় ॥ সৎপত্মিনী মৃদু অতি, ভ্রমরা উন্মত্ত মতি, চঞ্চল দেখিয়া তনু কাপে। নেত্রে অনুরাগ সদা, জানিয়া তাহাতে রাধা, এ যদুনন্দন মন জপে ॥ ২৬৪৩৭

পয়ার ॥ এই মত নর্ম্ম ভঙ্গি করি চলে যায়। চলিতে না পারে রাই উল্লাস গায় ॥ ভাবের উদ্ভাবে ভেল বিভাবিত চিত। গাঢ় অনুরাগ ভেল হৃদয়ে উদিত ॥ কৃষ্ণ দরশনে তেন লালসা তরলিত চিত্তে আঁইল ব্রজেশ্বরীঘর ॥ আসিয়া করিল ব্রজেশ্বরীকে প্রণতি। উঠাইঞা কোলে কৈল মাতা শুদ্ধমতি ॥ মস্তকে আঘ্রচুম্ব লঞা চুম্ব দেই মুখে। মাতাধিক স্নিগ্ধ স্নেহ অশ্রু বহে সুখে ॥ চিবুক ধরিয়া মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ। মুখ শোভা দেখি আর্ত্তি বাড়িল দ্বিগুণ ॥ নয়ন পুতলী মাঝে রাখে হেন সাধ। নয়নের জলে কার দরশন বাদ ॥ এই মত রাধা সঙ্গে যত সখীগণ। কুশল শুধাঞা সব কৈল আলিঙ্গন ॥ কৃষ্ণের ভোজন কার্যে সদা ব্যগ্রতা মাতা। কহিতে লাগিল পুনঃ সন্দেহ মমতা ॥

সবেই কহেন রাধে তুয়া মিষ্ট পকে। আশ্চর্য্য করিয়া কর কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে॥ লবণ সংযোগ যেই তাহা যাঞা হয় ঘৃত পাক। যেবা হয় তাহা ভিন্ন ধর শর্করা মিশ্রিতে যেবা তাহা কর আর। সকল রন্ধন কার্য্যে যে জান প্রকার॥ রোহিণী দেবীকে লঞা পাক কর তুমি আপনে যেকরে আর যে কহিরে আমি॥ অমৃত কেলি কর্পূর কটক প্রমাণ। নির্ম্মান করহ স্বাদু নাহি যাহা সম॥ পায়ুষ কর্পূর এলাচি মিশ্রিত। অপূর্ব্ব করিয়া পানা কর মনোনিত॥ এই সব তোমা বিনু কেহ বেত্তা হয়। অতএব সজ্জাকর যাতে যাতে ভাল হয়॥ ললিতা রসালা তুমি করহ যতনে। সিখরিণীকর বিশাখা নিবমানে॥ শশিরেখা বাছা আর চম্পক লতিকা। ছেনা করযাতে যোগপাকের অধিকা। ভুজবিদ্যা চিত্রাকর দোহে মিশ্রিপানা। রঙ্গদেবী বাছা কর খণ্ডের মণ্ডমা॥ ক্ষীরসা করহ তুমি সুদেবী জননী। বাসন্তী করহ শুভ্র অতি মৃদু:ফণী॥ মঙ্গলা করহ তুমি জিলেবি বিধান। কাদম্বরী কর চন্দ্রকান্তি নিরমান॥ নাসিকা করহ পিঠা চালু চূর্ণ করি কৌমুদিনী কর তুমি সুমিষ্ট সস্ফুলি চন্দ্রমুখী কর বহু প্রকার বটক। ইন্দুলেখা মদালসা করহ পিষ্টক॥ দধি বড়া যত্নে কর মাধুর্য্যের সার। সুমুখা রচনা কর আর মণি নজি। কাঞ্চন লতিকা ঝরি করমিষ্ট অতি॥ মনোরমা কর তুমি লাড্ডু মনোহর। মৌক্তিকাক্ষ লাড্ডু কর বাছা রত্ন মালা॥ মাধবী তিলেব লাড্ডু সর্জ্জ কর তুমি। তিলখণ্ড পাটি কর অমৃতের খনি॥ তিলের লাড্ডু কর কর ভাল মতে।চিকণ করিয়া কৃষ্ণ রুচি হয় যাতে॥ ঘৃতে ভাজা চিড়া আর ঘৃতভ্রষ্ট যব। চিনিপাকে বৃন্দা কর মোদকানুভব॥ রম্ভা মনোজ্ঞা দোহে দধি ছাতু লঞা। সুবর্ণ কুণ্ডিতে তাহা একত্র করিয়া॥ অনুপান কদলক আর আম্ররস। সিতা ঘন দুগ্ধ দিয়া করহ সুরস॥ সুগন্ধা গাবির দুধে দধি উত্থাপিত। আমি মথিয়াছি প্রাতে সেই নবনীত॥ কিলিম্বা যাপুমি দৃত কর তার। পরম সুগন্ধিহবে তেমন প্রকার॥ অম্বিকা করহ তুমি দুধ আবর্ত্তন। ধবলীর দুধ সেই অতি মিস্টতম॥ দুধ

কৃষ্ণ খাবে যার যেই নয় ॥ আম্রতক ৫
আমলকী চৈঠী আর বিবিধ প্রকার ॥ রুচকাদি
সহিতে। আম্রকাদি কাছে কৃষ্ণ রুচির নিমিত্তে ॥ ৫
য়া সেহ তুলসীর স্থানে। রঙ্গণ মালিকা হয় পাত্র করি
আনি২ দাসী করে কর সমর্পণে। এ সব আচার কৃষ
কারণে ॥ তিন্তিড়ীকারস মিশ্রি সহিতে আছয়। রসাল
ধাত্রী পূর্ণ কুম্ভ হয় ॥ ইন্দু লেখা কর তাহ কাঞ্চন ভা
আনি২ দিবে কৃষ্ণ বসিলে ভোজনে সন্দেশ ভিয়ান লাগি
মিষ্ট হস্তা। অতি শীঘ্র যাও তুমি দুগ্ধ শালা যথা ॥ ভারি
দুগ্ধ আনি ধরিয়াছে তাতে। দুগ্ধ আবর্ত্তনকর ভাল হয় যাতে ॥
ওয়া শ্রীরাধিকা যাঞা রন্ধন মন্দিরে। প্রবিষ্ট হইতে পাদ প্রক্ষা
লন করে।হেমঝারি জলভরি ধনিষ্ঠা আনিলা। রন্ধন করিতে
গৃহে প্রবেশ করিলা ॥ রোহিণীর পদে যাই কৈলা নমস্কারে
তেঁহো নব বধূ প্রায় আলিঙ্গন করে ॥ রন্ধনে প্রবেশ তবে
ব্রজেশ্বরী কৈলা সবা নিয়োজন। যার যেই কার্য্য সেই করয়ে
যতন ॥ তবে দাসগণে কহে কৃষ্ণের জননী ॥ সন্ধ্যাকালে কালি
যেই জল ভারি আনি ॥ ভারিগণে রাখিয়াছে চন্দ্রের কিরণে।
শীতল হঞাছে জল সুগন্ধ পবনে ॥ পয়োদ যাইয়া তাহা সংস্কার
কর। কর্পূর কুঙ্কুমমাগুরুচন্দন তাতে ধর। চন্দ্রকান্ত শিলামণি
বেদীর বপরে। আনিয়া২ তাহা রাখ থরে থরে ॥ বারিদ করহ
তুমি জল সুবাসিত। কৃষ্ণ পান করে যাহা তাতে করে হিত ॥
ঘটগণে অগুরু ধূম বাসিত করিয়া। মল্লিকা কর্পূর লঙ্গ রাখ
দিয়া ॥ নারায়ন তৈল কৈল কল্যানদ বৈদ্য। অশেষ দোষ নাশে
বপুপুষ্টী হয় সদ্য। সুগন্ধ নাপিত পুত্র তৈল আন এথা। মর্দ্দন
করাবে কৃষ্ণ সুখ হয় যথা ॥ সুগন্ধ কর্পূর দুই নাপিত তনয়।
আমলকী কলকে কেশ উদ্বর্ত্তন হয় ॥ তৎকাল আনহ দোহে
কৃষ্ণ অঙ্গ বেশ। সংস্কার কযিতে চাও করিয়া বিশেষ ॥ শারন্ন

[illegible]হ তুমি বস্ত্র কোচাইয়া। সুক্ষ [illegible] যার [illegible]
॥ হেমকান্তি কে যে হয় যুগ্ম পট্টবাস। আনোক্ত [illegible]
ভোজন বিলাস ॥ পাগজামা নিমা আর নবীন পটুকা। [illegible]
হেমাকণ চিত্র বর্ণে যে অধিকা ॥ চারি রূপ বস্ত্র এই ব্রজযোগ্য
হয়। তৎকাল কোচাহ তাহা যাতে শোভাময় ॥ নটবর বেশ
বস্ত্র খণ্ড বিখণ্ডিত। অত্যন্ত সুসুক্ষ্ম বস্ত্র ভুবন মোহিত ॥ শিয়া
বস্ত্র সজ্জা কর রৌচিক সৌচিক। যার শোভা ঝলমল করে
অলৌকিক ॥ সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত করহ বকুল। কৃষ্ণবেশ করি-
যেহো অনুকুল ॥ কুঙ্কুম চন্দন আর অগুরু কস্তুরী। কর্পূরের
সঙ্গে তাহা রাখ এক করি ॥ সুবাস বিলাস দোহে করহ যতন
। স্নান কৈলে কৃষ্ণে অঙ্গে করিবে লেপন ॥ চতুঃসম অরে এই
বড়ই সুগন্ধ। সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে যরে অনুবন্ধ ॥ পুষ্প হাস সহ
মম মধুগন্ধ বাঞ্ছা। পুষ্পমালা কর কৃষ্ণ সদা যাতে ইচ্ছা ॥ চম্পে
র মাধবী লতা কাঞ্চন যুথিকা। কালাগুরু দ্রবে কর বাসিত
অধিকা ॥ রত্নাবলী খচিত হেম ভুষা সব আন। রত্নে গড়াইল
যাহা রঙ্গণ কঙ্কণ ॥ সৌরী মালিন আর মরকন্দ ভঙ্গ। কোষা-
লয় হৈতে আন আভরণ বৃন্দ। পুষ্যা নক্ষত্র আজি শুভ করিবার
। ভাল দিন আজি কৃষ্ণ ভুষা করিবার ॥ শানীক আনহ তুমি
নীলকণ্ঠ পাখা। গুঞ্জহারআন মণি সিতারাম গাথা ॥ তাম্বুল রচ
হ তুমি হেমবর্ণপাণ। সুক্ষ্মবস্ত্রে মাজিরাখ মিষ্টি অনুপম ॥ কা-
তারিতে ত্যাগ কর তাজ্য ভাগ যত। সুবর্ণে সম্পুঠে তাহা কর
শুভমত ॥ বহুক্ষণ দুধে ভিজা আছয়ে কর্পূর। জাতি দিয়া কটে
তাহা ধাত্রী পত্র তুল ॥ কর্পূর বাসিত করি রাখহ ত্বরিত। মবি
লাস এই কার্য্য করহ ললিত ॥ রসাল বিলাসকরি বিরাট প্রবন্ধ
। বস্ত্রে ছানাচুর্ণ জাতে খদির লবঙ্গ ॥ এই সব কার্য্যে মাতা
সভা নিয়োজিয়া। কৃষ্ণ আগমন পথে রহে দৃষ্টি দিয়া ॥ এইকা-
লে ভারি আইলা দুগ্ধ ভার লঞা। তারে পুছে কৃষ্ণকোথা যতন
করিয়া ॥ কেহ কেহ সখা সঙ্গে করেনানা খেলা ॥ ইহা শুনি

ব্রজেশ্বরী নিজ দাসে বলে। রক্তক তৎকাল যাঞা আনহ কৃষ্ণ-রে ॥ তারে পাঠাইয়া মাতা পাকশালা গেলা। যতেক ব্যঞ্জন তাহা দেখিতে লাগিলা ॥ রোহিণীকে কহে কহ কোন কোন ব্যঞ্জন। উত্তম করিয়া কৈলা দেখাহ এখন ॥ শুনিয়া রোহিণী কহে রাধা প্রসাসিয়া। অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনসব দেখহ আসিয়া ॥ চিক্কণ পায়স দেখ বেদীর উপরি। কলসিতি ভরা এই দেখ সারি সারি ॥ রাধিকা হস্তের পাক মধুমিষ্ট গুণ। অত্যন্ত সুগন্ধি রস পুষ্টির কারণ ॥ রম্ভাপীঠা ক্ষীরাপীঠা বিবিধ প্রকার। সঙ্কলিতা আদি করি যত দেখ আর ॥ পীযষ গ্রন্থকেলি অমৃতকেলি আর। রাধিকা করিলা সঞ্জা অদৃশ্য আমার ॥ মাষবড়া এই দুই প্রকর। সিতা লবন যোগে চারি পরকার। চক্রাম্র আম্রতক তিন্তিড়ী যোগ করি ॥ হইলা অনেক অম্ল দেখি ব্রজেশ্বরী। ঈষদাম্ল মধুরাষ বড়াম্ল আর ॥ দ্বাদশ প্রকার হৈল অম্লরস ভাল। বোঝা কলার থোড় নবীন মুকুল ॥ মানকচু আলু আদি নাহি যায় তুল ॥ জালি কুষ্মাণ্ডের চাকি চোলা পক্ক দিয়া। ঘৃতে ভাজা ধরা আছে পৃথক করিয়া ॥ বটিকা সংযোগ আর ফল ফুল দিয়া। ত্রিজাত মরিচ তাতে সুপক্ক করিয়া ॥ অলাবুকাকড়ি অ র ফলাদি যতেক। রাইদধি যোগে হৈল সংস্কার যতে ॥ পুষ্পের কলিকাগণ আনিকত২ ঘৃতে ভাজা দধিক্রিয়া কৃষ্ণ অভিমত। ফুলবড়ি ঘৃতে ভাজা দধির সংযোগে। দ্বিবিধ হইলা এই কৃষ্ণ যোগ্য ভোগে ॥ পটোলেব ফল কত ঘৃতে ভাজা গেল। পৃথক পৃথক তাহা পাত্রেতে রাখিল ॥ মান আলু কচু আর কুষ্মাণ্ড বটীকা। তাহাতে সুকতা চূর্ণ আছয়ে অধিকা ॥ তপুর্ব্ব সুক্তানি দেখ সুধা বিনিন্দিতা। তাতে হস্ত পরশিলা বৃষভানু সুতা ॥ দুগ্ধ তুমি হৈলা সিতা মরিচাদি দিয়া। এই যোগে কুষ্মাণ্ড দুগ্ধ দেখহ আসিয়া ॥ দধিওল ধাত্রিওল অপূর্ব্ব করিলা। ঘৃতে ভাজা দধি-দ্বিবিধ হইলা। মৃদুরম্ভা গর্ভখণ্ড কুষ্মাণ্ডের খণ্ড। সিতাদধি যোগে অম্ল মাধুর্য্যের খণ্ড ॥ লালিতা সুলপা মেথি সুমহুরি। পটোল বাস্তুক শাক প্রকারণ্য করি ॥ নটিয়া শুসনি শাক যোগ

ভেদ দিয়া। পাকঙ্গ পিড়িংশাক পৃথক করিয়া ।। কঁচা আম তিন্তিড়ী দিয়া কলম্বী ললিতা। যোগভেদ সাধুভেদ অমৃত বঞ্চিতা ।। মোঠ মদগ মাষ সুপ বিবিধ প্রকার। অম্ল তকুপ নিন্দে সে মিষ্টিত ইহার ।। গোধুমের রুটি হৈল পুর্ণচন্দ্রাকার। অতি মৃদু অতি শুভ্র মাধুর্য্যের সার ॥ সুক্ষ্ম শাল্য সুতণ্ডুল সুক্ষ্ম বাসে করি। জালে জাল দিতে আছে আছে কৃষ্ণ মুখ হেরি ॥ শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব প্রস্তুত হইল। যেবা নাই হয় হেই জানিতে হইল ॥ এরূপে রোহিণী ক্রমে সব দেখাইলা। দেখি শুনি ব্রজেশ্বরী বহু সুখ পাইলা ।। সৌরভ্য সদ্বর্ণ দেখি ব্রজেশ্বরী মাতা। জিজ্ঞাসে কেমনে হৈল হইয়া বিস্মিতা ।। কহেন রোহিণী দেবী সবিস্ময় চিত্ত। কি কহিব রাধিকার কৌশল রচিত ।। সেই সব সামগ্রী মাত্র কন্য কিছু নয়। গন্দর্ব্বা পরেশ সব সুধাময় হয় ॥ তবে ব্রজেশ্বরী স্নেহ রাধিকা দেখিলা। গায়ে ঘর্ম্ম শ্রান্ত দেখি ব্যথা বড় পাইলা ।। দাসীগণে কহে শীঘ্র ব্যজন করিতে। অবনতা মুখী রাই হৈলা লজ্জাতে ।। তবে ব্রজেশ্বরী মালা গেলা দুগ্ধ ঘরে। তাহা দেখি আইলা মাতা লঘু বহির্দ্বারে ।। ব্যগ্রা হঞা ফিরে মাতা কৃষ্ণ স্নেহ ভরে। এমত স্নেহের কথা কে কহিতে পারে ।। এইত করিল কৃষ্ণ রন্ধনের কর্ম্ম। যাহা শুনি তৃপ্ত হন শ্রবনের মর্ম্ম ।। সংক্ষেপে লিখিল ইহা কে করে বিস্তার। গোবিন্দলীলামৃতে আছে এসম প্রচান। কৃষ্ণদাস কবিরাজে ব্রজেতে বসতি। সাক্ষাতে দেখিয়া তেহো বিস্তারিল অতি ।। তাঁহার চরণে করি প্রণতি অপার যাহা হৈতে হৈল গোবিন্দলীলার প্রচান ।। তাহার শ্লোকের অর্থ কিছু নাহি জান। যেই উঠে মনে তাহা সত্য করি মান ।। অপটু তটস্থ বুদ্ধি অশুদ্ধ হৃদয়। হেন জনার কিবা করিবেক উদয় ॥ গোবিন্দচরিতামৃত কথা সুধাময়। ভাগ্যবান জান যেই সেই আস্বাদয় ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে রন্ধন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রন্ধন বিলাস নাম তৃতীয় সর্গঃ।

অথ ব্রজেন্দ্রেন কৃতাগ্রহোৎকবৈঃ কৃষ্ণঃ স গোষ্ঠাৎ প্রতিহাং নিজোন্মুখীং। স্তন্যাশ্রু পয়োধিরাম্বা রামং মিলন্তী পুরতো দদর্শঃ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরায়। কৃপাকরি প্রেমভক্তি দেহ নিজ পায় ॥ কর্ম্মদোষে পড়িয়াছো এ ভব সংসারে। তোমা বিনু মোরে কেহ উদ্ধারিতে নারে ॥ অধমের অধমমুক্তি তোমা জ্ঞান বলে। তোমা পাসরিয়া মোরে সংসার আনলে ॥ হাহা কৃপাময় প্রভু কৃপা কর মোরে। যেখানে সেখানে রহো না পাসরি তোরে ॥ সেই অশ্রু পড়ে মাতাব স্তনে দুগ্ধ ঝরে। বসন ভিজিল তাতে কৃষ্ণ সেহ ভরে ॥ বিলম্ব দেখিয়া তথা ব্রজেন্দ্রঠাকুর। পাঠাইলা আনিতে কৃষ্ণ আগ্রহ প্রচুর ॥ মাতা আগে কৃষ্ণ যবে দিলা দরশন। দুঃখ গেল মাতা হইল আনন্দিল মন ॥ আইসং বাছা ব্যজ কেন এত। শীতল হইল অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া পাও আইসহ সকাল। মোরে দুঃখ দিতে কর এই ব্যবহার ॥ এত কহি কৃষ্ণঅঙ্গেরে সমাস্জয়। বাৎসল্যে ব্যাকুলা হওয়া অনেক লালয় ॥ তবে সবসখীগণে কহে ব্রজেশ্বরী। এথাই ভোজন আজি আইস স্নান করি ॥ তোমা সবা বিনুকৃষ্ণ না করে ভোজন। বড়ই চঞ্চল সদা খেলাইতে মন ॥ এই লাগি শীঘ্র আইস এই ঘরে। কহিয়া বিদায় দিল বলাইবটুরে ॥ তারা সব নিজ গৃহে সবে চলিগেলা। গোবিন্দ লইয়া মাতা নিজ গৃহে আইলা ॥ বল্লভিগণের নেত্র তৃষিত চাতকী। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ধারে কৈল তারে সুখী ॥ গোবিন্দনয়নে যেন তৃষিত চকোর। বল্লভী মুখেন্দু সুধাপানে হৈলী ভোর ॥ ইহা আচরিয়া কৃষ্ণ আইলা নিজ ঘরে। আসিয়া বসিলা স্নানবেদীর উপরে ॥ ভৃত্যগণ আসি অঙ্গভূষণ খসায়। শরাঙ্গ আসিয়া স্নানবসন যোগায় ॥ সে সব পড়িয়া কৃষ্ণ বসিলা আসনে। পত্রী আসি কৈল পাদপদ্ম প্রক্ষালনে ॥ পত্রক আনিয়া দেন ভৃঙ্গারের পানি। পাখলে বাসিত জলে কৃষ্ণপদ পানি ॥ সুক্ষ্ম জলবাসে কৈল পাদ শর্ম্মাজ্জন। সুগন্ধ নাপিত পুত্র আইলা তখন ॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে

করায় মর্দ্দন। নানান প্রবন্ধ করি অতি বিচক্ষণ॥ সুগন্ধ আনিয়া দিলা অঙ্গে উদ্বর্ত্তন। শীতল নির্ম্মল তনু হৈলা মনোরম॥ সহজে শীতল অতি নিরমল তনু। নবীন২ এক কৈল কেহুজনু॥ ধাত্রী ফল কলকে কৈলা কেশর সংস্কার। কর্পূর সেবক তাহা রচিয়াছে ভাল॥ শীতল সুগন্ধি জলে পুনঃ পাখালিলা। পয়োদ সেবক সূক্ষ্ম বসেন মার্জিলা॥ সুবাসিত জল স্বর্ণ ঘটিতে ঢালিয়া। স্নান করাইল কৃষ্ণে আনন্দ পাইয়া॥ মৃদু জললাসে অঙ্গ কেশ সম্মার্জ্জিলা। কাঞ্চনের দুতিগন্ধ বস্ত্র পরাইল॥ দাসগণ এই সেবা করে এই খানে। তবে আসি বৈসে কৃষ্ণ রতন আসনে॥ অগুরুর ধুমে তবে কেশ শুকাইয়া। কঙ্কতি শোধিয়া কেশ জুট বানাইলা॥ কুমুদ আনিয়া বান্ধে দিয়া চিত্রদান। রোচনা তিলেক ভালে দিয়া অনুপান॥ কঙ্কণ টঙ্কণ নাম দিলা দুই ভুজে॥ সুবর্ণ অঙ্গদ সেই অদ্ভুত সাজে। কর্ণে দুই স্বর্ণ মকর কুণ্ডল। চরণে মঞ্জীর দিল অতি মনোহর॥ সুবর্ণনূপুর সেই হংসধ্বনি- করে। তারা মণিহার দিলা হিয়ার উপরে॥ প্রেমকন্দ ভৃত্য এই ভূষণ পয়ার। স্নেহেতে ব্যাকুল, মালা তাহা নিরক্ষর॥ অতি শীঘ্র করি মাতা কহে দাসগণে। বটুসখা সঙ্গেরাম আইলা সেই ক্ষণে॥ স্নান লেওন তারা করিয়া আইলা। সখা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনে বসিলা॥কাঞ্চনের বেদী সেই সৌরভ পুরিতে। কাঞ্চন আসন পতি আছয়ে তাহাতে॥ তাহার নিকটে হেন ভৃঙ্গারের জলে। ভিজাগুরুবাসে তাহা বান্ধিলা সকলে॥ আসন উপরে কৃষ্ণ বসিলেন সঙ্গে। ভোজন করেন তথা সখাগণ সঙ্গে॥ শ্রীদাম সুবল দোহে বৈসে কৃষ্ণ নামে। শ্রীমধুমঙ্গলরাম বসিলা দক্ষিণে॥ এইরূপে কৃষ্ণে বেড়ি বৈসে সখাগণ। অনেক বসিলা তার কেকরে গণন॥ স্বণপাত্রে পানা আনি ব্রজেশ্বরী মাতা। পরিবেশন করেন কৃষ্ণে অধিক মমতা॥ কৃষ্ণসঙ্গে বসিয়াছে যত সখাগণ। ভার ভার মাতা আনে পক্কান্নাদিগণ॥ ব্রজেশ্বরী লঞা তাহা ক্রমে পরিবেশে। ভোজন করেন কৃষ্ণ পরম হরিষে।

খণ্ডো ষুবা লাড়ু আর গঙ্গাজল নাম। রাধিকা আ... 'স্ত
করিয়া বিহান॥ রাধিকা ইঙ্গিতে রঙ্গদেবী তাহা আনে।
করি দিলা লয়ে ব্রজেশ্বরী স্থানে॥ বড়স্বর্ণ পাত্রে তাহা ব্রজেশ্বরী
লঞা। সবাকে দিলেন তাহা বণ্টন করিয়া॥ তাহা আস্বাদনে
কৃষ্ণ পরম হরিষে। কত ব্যাখ্যা করে তার হাস পরিহাসে॥
নয়ন অঞ্চলে দেখে রাইমুখ। তাহা দেখী সখীগণ পায় বহু সুখ
তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া ব্রজেশ্বরী মাতা। দেখাঞা দেখাঞা ভুঞ্জান
অধিক মমতা॥ এই দ্রব্য ভাল ইহা কর আস্বাদন। এই দ্রব্য-
খানি দেখ বড় বিলক্ষণ॥ এই দ্রব্যখানি হয় অতি সুশীতল।
এই দ্রব্য আছে দেখ মিষ্টতা বিস্তর॥ এইখানে সকল খাও
অতি মনোরম। এইরূপে প্রতিদ্রব্য করান ভক্ষণ॥ যে সখার
যে যে দ্রব্যে বড় রুচি জানে। কৃষ্ণ তাহা তারা দেন নিজ পাত্র
হনে॥ কৃষ্ণ মন্দরুচিদেখি যত করে মাতা। তাহা দেখি বটুকহে
পরিহাস কথা॥ বিস্তর না দিহ কৃষ্ণে শুনহ জননী। আমাকে
সকল দেও ভুঞ্জি সব আমি॥ ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণে করিব আলি-
ঙ্গন। সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টতা কৃষ্ণের হইবে তখন॥ মন্দরুচি হয় কৃষ্ণে
পক্কান্ন ভোজনে। লঘু পাক অন্ন তারে করাহ ভোজনে॥ শুনি
হাসি কৃষ্ণ নিজ পাত্রেতে হইতে। বটুর পাত্রে পকান্ন দিলা
অঞ্জলি সহিতে পূর্ণ পাত্র দেখি বটু আনন্দ পাইলা। আপনার
বামকক্ষ বহু বাজাইলা॥ সকলি খাবার তরে অনুবন্ধ কৈলা।
এত কহি গ্রাস দুই ত্রস্তে২ খাইলা॥ মাতাকে কহয়ে মিষ্ট দধি
দেহ মোরে। মাতা গৃহে গেলা দধি আনিবার তরে॥ ছল কথা
উটাইয়া কহে সখাগণে। দেখ সখাগণ আর বিলক্ষণে॥ দধি-
চোর বানর আইল পকান্ন খাইতে। শুনি সবসখা ফিরি লাগিলা
দেখিতে॥ হেনকালে নিজপাত্রের পকান্ন লইয়া। সখাপাত্রে
দিলা আ... খাইল কহিঞা। এইকালে মাতা যদি দধি লঞা
আইল। তাঁরে কটু কহে মাত পাত্র শূন্য হৈলা॥ বিনাদধি
সবমুঞি করিনু ভক্ষণ। পরমান্ন আনিমাতা দেহত এখন॥ হেন

পাত্রে নবরন্ধাদলের মারুতে। শীতল করিয়া রহি আও দলে। নীতে॥ অন্ন পরমান্নআদি রাধিকা লইয়া। রোহিণীর হাতেদিল যতন করিয়া॥ তবেত রোহিণীদেবী পরিবেশেকত। শাকআদি অন্ন শেষ করেছিলা যত॥ গোধুমরোটীকা আনি পরিবেশে সকল। রম্ভার উগদ পত্র হইতেও কোমল॥ ঘৃতসিক্ত সুগন্ধিত বড়ই চিকন। অভিরুষ্ট হয়েকৃষ্ণ করেন ভক্ষণ॥প্রাতঃকালে রসা লাদি ললিতা আনিল। মাতাকে আনিয়া তাহা ধনিষ্ঠিকা দিল॥ মাতা তাহা দিল ক্রমে সবাকে বাঁটিয়া। ভোজন করেন কৃষ্ণ আনন্দ পাইয়া॥ কৃষ্ণমুখমধুরমা দেখি সুবদনী। হরিষে ব্যাকুল চিত্ত কিছুই না জানি॥ অমৃত উদ্ভব লাড়ু চারি মত হয়। ভুঞ্জে কৃষ্ণ সখাসনে আনন্দ হৃদয়॥ চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করি লা। কত মর্ম্ম ভঙ্গি হাস্য তাহাতে মাখিলা॥ রাধিকার হস্ত-স্পর্শে সর্ব্বান্ন ব্যঞ্জনে। ভোজন করেন কৃষ্ণতেমৃতআস্বাদনে॥ স্বাদু পায়ে নিজে নেত্রভৃঙ্গ পাঠাইয়া। রাই মুখদদ্ম মধুপিয়ে হৃষ্ট হয়॥ নিগুঢ়ে করেন কৃষ্ণমনের সঞ্চার। দেখি ব্রজেশ্বরী মনে আনন্দ অপার॥ রাধিকাহ নিজ নেত্র কটাক্ষ প্রণালী। পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণ লাবণ্য সকলি॥ লাবণ্য অমৃতে তাহা কৈল অতি পুষ্ট। আচ্ছাদন ভাবেল্লাস হয়ে বড় তুষ্ট॥ রোহিণীদেবীকে ধনি অন্তঃ পট করি। নাচান খঞ্জন আঁখি কৃষ্ণ মুখ হেরি॥ রোহিণীকে সমর্পয়ে মিষ্ট মনুরান্নে। দেখি মন্দরুচি ভেল কৃষ্ণের পাকান্নে। অর্দ্ধ অর্দ্ধ ছাড়ি কৃষ্ণ ভোজন করয়। দেখি তার মন্দ রুচি মাতা ব্যগ্র হয়॥ যত্ন করি আনাইনু বৃষভানু সুতা। শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন হৈলা অমৃত নিন্দিতা॥ যতনে নির্ম্মাণ কৈলা সামগ্রী সক ল। ক্ষুধাও না খাও প্রাণ করিছে বিকল॥ মোর দিব্য লাগে বাছা করহ ভোজন। ঘুচাও জননী দুঃখ আর যত জন॥ কৃষ্ণ কহে যথেষ্ঠ ভোজন কৈনু মাতা। ক্ষুধা গেল এবে হৈল উদর পূর্ণিতা। অনেক শপথ মাতা তবু দেন তারে। শুনি পুনঃ মন্দ মন্দ ভোজন আচারে॥ রসাল পকান্ন দ্রব্য আর শিখরিণী। দধি ছাতু আর যত সবদ্রব্য আন॥ ব্যঞ্জনাদি যত আর দধিদুগ্ধ ফল

পূয়া বড়া আদি যত দিলেন সকল ॥ অশ্রুযুক্ত নেত্র ব্রজেশ্বরী স্নেহ রূপা। ভোজন করান কৃষ্ণে অমৃত স্বরূপা ॥ ভোজন করিলা কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে। সুবাসিত জল পান কৈলা বহু রঙ্গে ॥ আচমন লাগি স্বর্ণ ডাবর আনিলা। সসাস মৃত্তিকা আর থরিকাদি দিলা ॥ দাসগণ আসি কৃষ্ণের এইসেবা কৈলা। দিব্য সুবাসিত জলে আচমন কৈলা ॥ সূক্ষ্ম জলবাসে চন্দ্রবদন মাজিলা। ন মন্ত্র দিয়া কৃষ্ণ উদর শোধিলা ॥ এলাচ লবঙ্গ তাতে কর্পূর মিশ্রিত। খদির গোলিকা চূর্ণ কর্পূর সহিত ॥ বিড়া তাম্বুল আনি দিলা। সেই স্থানে কৃষ্ণ তাহা মুখ বাস কৈলা ॥ অত্যন্ত সুপক্ক পাণ স্বর্ণ বর্ণ সম। ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ আনন্দিত মন ॥ শত পদান্তরে আছে শয়ন আলয়। রতন পালঙ্কে কৃষ্ণ বিশ্রাম করয় ॥ ব্যজন করেন তথা দাসগণ আসি। ও মুখে দরশে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসি ॥ ময়ূর পাখাশ বায়ু কোন দাস করে। তাম্বুল যোগান কেহ আনন্দ অন্তরে ॥ কেল কেহ পাদপদ্ম করে সম্বাহন। কেহ সুখে করে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ ॥ হর্ষজলে কৈল কেহ সর্ব্বাঙ্গ স্নপন। কেহ আনন্দিত করে মধুর আলাপন ॥ হেথা শ্রীরাধিকা পাক আলয় হইতে। পাদ প্রক্ষালন করি গেলা প্রকোষ্ঠেতে। গবাক্ষ দ্বারেতে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ। হর্ষ ঘর্ম্ম জলে কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্নপন ॥ দাসীগণ করে অতিশীতল বাতাস। এইকালে ব্রজেশ্বরী আইলা তার পাশ ॥ ব্রজেশ্বরী মনে রাই রন্ধন করিতে। শ্রমজলে হঞাছেন সর্ব্বাঙ্গ পূরিতে ॥ রোহিণীকে কহে দেবী দুঃখীত হইয়া। ভোজন করাহ শীঘ্র রাধিকা লইয়া ॥ তবে ধনিষ্ঠা দ্বারে রামের জননী। অন্ন ব্যঞ্জন পাঠায় করিয়া সাগানি ॥ ধনিষ্ঠা গোপনে আনে কৃষ্ণের শেষান্ন। একত্র করিয়া দিল মিষ্টান্নে পক্কান্ন। লজ্জাতে রাধিকা তাহা না করে ভোজন। পটাঞ্চলে ঝাপি ধনী রাহিলা বদন ॥ দেখি স্নেহে ব্যাকুলিতা কৃষ্ণের জননী; অধিক বাৎসল্যে কহে অতি মিষ্ট বাণী ॥ আমাকে এতেক লজ্জা কর কেন তুমি। এমতি জানিহ আমি তোমার জননী ॥ কৃষ্ণকে দেখিতে যত সুখ পাই সাক্ষাতে আজি করহ

ভোজন। দেখিয়া জুবায় যেন আমার নয়ন ॥ নিছনি যাইরে তোমার রূপ গুণ কাযে। আমার শপথ যদি আর কর লাজে। ললিতা বিশাখা বাছা চম্পক লতিকা। তোমা সবা প্রতি মোর বাৎসল্য অধিকা ॥ লজ্জা ছাড়ি সবে মেলি করহ ভোজন। তে-মরা ভোজনকৈলে স্থির হয় মন ॥ এই মত বাৎসল্যে শত শত দিব্য দিলা। সুমিষ্ট বচনে মিষ্টান্ন খাওয়াইলা ॥ ভোজন করিয়া তারা আচমন কৈল। তাম্বুল কর্পূর মাল্য সবাকারে দিল কৃষ্ণের বিবাহ দিতে বাঞ্ছা ব্রজেশ্বরী। নববধূ লাগি রত্ন অলঙ্কার করি ॥ রাখিছিলা তাহা এবে ব্রজেশ্বরী মাতা ॥ আনায় ধনিষ্ঠা দ্বারে অতি হরষিতা ॥ তাম্বুল চন্দন পাণ নুতন অম্বর। হেমপাত্রে করি দেন রাইর গোচর ॥ নবীন বধুর প্রায় করেন লালন। ব্রজেশ্বরী সেই কথা না যায় কথন॥ তবে রাত্রে পরিবর্ত্ত যে বস্ত্র হইল। নীলবস্ত্র বিশাখারে ধনিষ্ঠীকা দিল ॥ বিশাখাত পীতবাস সুবলেরে দিল। এই রূপে হাস্যরসে কতক্ষণ গেল ॥ ওথা কৃষ্ণে গন্ধ মাল্য অম্বর ভূষণ। পরাইল দাসগণ আনন্দিত মন ॥ চন্দন কর্পূর আদি সঙ্গেতে রচিল। ধাতু চিত্র ভুষ কৈলা সব পরাইল ॥ বিবহা মুকুট আর মুদ্রিকা কুণ্ডল। গুঞ্জহ রত্ন মালা ধরিলা তরল ॥ কৌস্তুভ ধরিল আর নুপুর কিঙ্কিণী আদি বিবিধ ভূষণ॥ ভূষিত হইলা অঙ্গ অতি মনোরম। স্থূল মুক্তাহার গলে দিল যত্ন করি ॥ রাই অঙ্গ প্রতিবিম্ব যাতে দেখে হরি। বামোদরে শৃঙ্গ আর দক্ষিণে মুরলী ॥ নানা রত্নে বন্ধ সেই ছন্দে বন্দ ধরি। পীতবর্ণ লগুড়িকা বাম হস্তে কৈলা ॥ দক্ষিণ হস্তেতে নীলকমল ধরিল। বংশী বিশাল আর দলযষ্টি ধরি ॥ সখার সঙ্গেতে আছে নর্ম্ম ভঙ্গি করি। বনেতে যাইতে ভেল উৎকণ্ঠা অপার ॥ ধেনুবৎস্য ক্ষুধার্ত্ত মহীষ্যাদি আর ॥ এই যে কহিল কৃষ্ণ ভোজন বিলাস। বেদগুহ্য কথা এই রসময় ভাষ ॥ মুহুর্ত্ত গোবিন্দলীলা সমুদ্র গভীর। কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্তাধীর ॥ গোবিন্দচরিতামৃত পরামৃত রসে। সদাই বিহরে কৃষ্ণ ভকতি পিয়াসে ॥ বহির্ম্মুখগণে যেন ইহা নাহি

শুনে। এ লাগি বিনয় করি বৈষ্ণব চরণে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। গোবিন্দচরিত কহে যদুনন্দন দাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ভোজন বিলাস
নাম চতুর্থ স্বর্গঃ ।। ৪ ।।

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিন মনুসৃতং গোষ্ঠলোকানু
জাতাং, কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ত
তৎকুণ্ডতীরং। রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনা
মার্য্যায়ার্কার্চ্চ নায়ৈ, দৃষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিত নিজ
সখীভি র্বর্ত্মে নেত্রং স্মরামি ॥

জয় জয় রাধাকান্ত ভকত প্রকান্ত। জয় জয়ব্রজবাসীসর্ব্ব স্বপ্রান্ত ।। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপানিধি। জয় জয় গৌর ভক্ত সুখের অবাধ ।। সবে কৃপা করো মোরে মো বড় অধম। যে উঠয়ে লিখি মনে নাহিক নিয়ম ॥ গোবিন্দলীলামৃত যে শ্লোকার্থগণ। পরশিতে না পারিয়ে তার এক কোণ ॥ শুনহ অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহার। বনের গমন রঙ্গ করিয়া বিস্তার ॥ শৃঙ্গধ্বনিগণে ঘোষসন্তোষ করিয়া। ব্রজসুন্দরীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া ।। বাহিরে আইলা কৃষ্ণ সঙ্গে সব সখা। যতেক হইল তার কে করিবে লেখা। গোময় উপলাপুঞ্জ পর্ব্বত আকার। দেখিতে পর্ব্বত জ্ঞান হয় সবাকার ।। ঋতুগামী লাগি যন্ত্র মণ্ডেতে সংগ্রাম। কোন খানে এই রূপ অতি অনুপাম ॥ গোপদাসী শত শত গোময় কুড়ায়। সহ স্য বদনে তবে কৃষ্ণ-লীলা গায় ॥ শত শত গোপ করে বৎস্য আবরণ। গাভী সনে বনে বৎস্য যায় তেকারণে॥ বৃদ্ধ গোপীগণ করে গোময় উপল।। সবে কৃষ্ণ কথা কহে হঞা এক মেশা ॥ ধেনুগণ রহে সেইস্থল মনোরম। চৌদিকে আবৃত অতি সুন্দর গঠন ॥ অনেক বৃক্ষের তলে বৎস্যের আবাস। খসিচূর্ণ মৃদু স্থান দেখিতে উল্লাস ।। ব্রজ ধন জন পূর্ণে হৈলা সেই স্থলে। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হইল আনন্দ অন্তরে ॥ গধালয় দেখে যেন দেব নদী প্রায়। গোদুগ্ধে পিচ্ছল স্থল সেই যেন পায়। দুধ ভাণ্ডশ্রেণী যেন কচ্ছপ ভাসায়॥

গোপী মুখ যেন সব পদ্মষণ্ডময় ॥ শ্বেতাকৃষ্ণ বৎস্য সব হেন হংস কোক। জলজন্তু প্রায় সব আবরণ লোক ॥ ধবলার পাতি যেন স্রোত বহি যায়। গোধনের পুচ্ছ সব সেয়ালির প্রায় ॥ এইমত স্থান দেখি কৃষ্ণ সুখী হইলা ॥ ব্রজেন্দ্র ঠাকুর কৃষ্ণ অনুব্রজী আইলা ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে চলে সব ব্রজবাসী যত। ধেনুগণ হৈলা কৃষ্ণ অঙ্গ অনুগত ॥ গোরজে ভরিল সব এ ভূমি আকাশ। ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র চিত্তে বিস্ময় বিকাশ ॥ মহীষের পাতি দেখি কহয়ে যমুনা। ধবলার পংক্তি কহে গঙ্গার ঘটনা ॥ গো বৃকঃ দেখিয়া কহে এই সরস্বতী। সব দেবগণ মনে ত্রিবেণীর গতি ॥ যেখানে যেখানে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পড়ে। যেখানে যেখানে ব্রজভূমি সেবা করে ॥ হৃদয় কমল নিজ করে পরকাশে। তাতে পদধরি কৃষ্ণ চলেন হরিষে ॥ কৃষ্ণ পাদ স্পর্শে ভূমি আনন্দ পাইলা। পরম হরিষে অঙ্গে লোমাঞ্চ হইলা ॥ তৃণ আদি রোম সব নবীন হইলা। খুরে ক্ষত অঙ্গ ভূমি সোসর হৈগেলা ॥ বৃদ্ধ যুবা বালকাদি যত ব্রজ-বাসী ॥ ব্রজাচল হইতে কৃষ্ণসিন্ধু মধ্যে আসি। প্রতি রূপ জলে শোভে নেত্র পদ্মগণ ॥ পরম সংভ্রম গতি সেই স্রোত সম। তবে ব্রজেশ্বরী স্তন নয়নাশ্রু বয়। অম্বা কিলিম্বা সঙ্গেধাত্রী যত হয় ॥ রোহিণী ঠাকুরাণী আইলা সেই সঙ্গে। সবার নয়নে বহে অশ্রুর তরঙ্গে ॥ মঙ্গলা শ্যামালা ভদ্রা পালী চন্দ্রাবলী। নিজ সখী সঙ্গে সব আইলা যুথেশ্বরী ॥ ব্রজের বসতী স্থল শূন্য হৈল সব। পতি দূরে গেল যেন নারী অনুভব ॥ ব্রজের বসতি স্থল নিঃশব্দ হইলা। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে সব বিহ্বল হইলা ॥ জন গতি হীন হৈলা সম্পন্দন আলাপ। গোরজে মলিন অঙ্গ বিরহের তাপ ॥ গ্রীবা ফিরি দেখি কৃষ্ণ রহিলেন যবে। সকল গোধন স্থির হঞা রহে তবে ॥ দেখ কৃষ্ণ মাতা পিতা আইসে ধাইয়া। অড়াকার তারা পাছে অভদ্র লাগিয়া ॥ অনন্ত শঙ্কাতে ভীত নন্দ যশোমতী। অশ্রুজলে পূর্ণ নেত্র চলে শীঘ্রগতি ॥ দেখি মাতা পিতা কৃষ্ণ মহাদুঃখী হৈলা। তা সবারে দেখি কৃষ্ণ চলিতে নারিলা ॥ ব্রজাঙ্গনার নেত্রগণ ভ্রমরীর পাতি। কৃষ্ণ মুখ পদ্মে

আসি পড়ে মধু মাতি॥ লজ্জা রূপ মহাবায়ু লঙ্ঘন করিয়া। কৃষ্ণ মুখ মধু পিয়ে হরষিত হৈয়া॥ যৈছন ভ্রমরী মধু তৃষার্ত্ত হইয়া। পান করে পদ্মমধু বাতাস লঙ্ঘিয়া॥ রাই মুখ পদ্মে নাচে নয়ন খঞ্জন। দেখি কৃষ্ণ মনে কহে যাত্রা বিলক্ষণ॥ অতি সুমঙ্গল মানি আনন্দ হইলা। যাহা লাগি যাত্রা কৈল সে ফল পাইলা॥ কৃষ্ণের সখার মাতা সবেই আইলা। অশ্রুনেত্রে দেখি কৃষ্ণ স্নেহেতে বিহ্বলা॥ নিজ নিজ পুত্র সব কেহ নাহি দেখি। সবে নিমগন হৈলা কৃষ্ণ স্নেহ সুখে॥ এরূপে বেষ্টিত সব ব্রজ-বাসীগণ। তবে ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ করেন লালন॥ বিমনা হঞাছে যদি ব্রজেশ্বরী মাতা। তথাপি সত্বরে করে কৃষ্ণ শুভ চিন্তা॥ অত্যন্ত স্নেহেতে যদি হস্তাদি অবশে। তথাপিহ হস্ত লালে শ্রীঅঙ্গ পরশে॥ মাতা কহে শত সম আছে গোপগণে। বড়ই নিপুণ তারা গোধনচারণে॥ তথাপিহ বাছা তুমি আগ্রহ করিয়া। গোধন পালন কর বনে প্রবেশিয়া॥ অতি মৃদু তনু তাতে এবাল্য বয়েসে। নিচ্ছিদ্র পাদুকা তাতে হয় মাহাক্লেশ॥ সমস্ত দিবস বনে করহ ভ্রমণ। কৈছে রহে তুয়া মাতা পিতার জীবন॥ এই ছত্র পাদুকা পুত্র কর অঙ্গীকার। এরূপ আগ্রহ মাতা করে বার বার॥ শুনি কৃষ্ণ কহে তারে সব নীতকর্ম্ম। সছত্র পাদুকা নহে গোচরণ ধর্ম্ম॥ গো গতি যেন তেন আপনার গতি। গো রক্ষণ ক্রিয়া এই অতি শুদ্ধমতি। ধর্ম্ম হৈতে আয়ু বৃদ্ধি ধনাদি বাড়য়। ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম রক্ষাও করয়॥ তবে যদি বোল বনে শঙ্কা বড় দেখি। ধর্ম্মের রাখিবে আমা তারে যদি রাখি॥ এইমত কৃষ্ণ কথা সদগুণ্য শুনিঞা। কহে পিতা মাতা মনে হরষিত হঞা॥ অনিষ্ট আশঙ্কা তবু না যায় দোঁহার। গোপগণে কহে মামা রক্ষা করিবার। সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র বাছারে বলাই॥ কৃষ্ণ সহ পিন্ধু আমি তোমা সবা ঠাঞি॥ বালক চঞ্চলমতি অতি সুকোমল। নিরন্তর নীতশিক্ষা করাবে সকল॥ একা যেহ কোন বনে না করে গমন। স্বতন্ত্র করয়ে মোরে কহিও তখন॥ খড়্গ ধনুর্দ্ধর বাছা বিজয়াদিগণ। প্রমত্ত হইবে কৃষ্ণ রক্ষার

কারণ॥ তবে মাতা কৃষ্ণ অঙ্গহস্তে পরশিয়া। ঈশ্বরের নাম মন্ত্র পড়ে কৃষ্ণ হৈয়া॥ নৃসিংহ রাজের তবে রক্ষা বন্ধমণি। বান্ধিলা কৃষ্ণের করে অতি যত্নে আনি॥ তবে কৃষ্ণ পিতা মাতার আজ্ঞা লাগিয়া। প্রণতি করিলা তার চরণে ধরিয়া॥ তারা দোঁহে উঠাইয়া কৃষ্ণে কৈলা কোলে। স্নান করাইলা তাঁরে নয়নের জলে॥ স্তনে দুধ বহে মাতা বাৎসল্যের ভবে। কত চুম্ব দেন কৃষ্ণ বদন কমলে॥ শিরে ঘ্রাণ লয়ে মাতা হস্তে মুখ মাজে। কাঁপছে সর্ব্বাঙ্গ দেহে পরিপূর্ণ কাযে॥ পৃথিবী আকাশ আর দশদিগ পথে। নরসিংহ রক্ষা তোমা কর ভালমতে॥ সর্ব্বত্রে মঙ্গল হঞা পুনঃ আইস গৃহে। এত কহি হস্ত দেন দোঁহে কৃষ্ণ দেহে॥ যেমতে বাৎসল্যে স্নেহ কৈল ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বর এই মত কৈলা বহু বেরি॥ অন্য কলম্বা উপমাতাও এনতি। বহুত লালন কৈলা রোহিণী সুমতী॥ গোপ গোর শ্রেণী কৃষ্ণ এমতি লাগিল। যৈছে কৃষ্ণে কৈলা তৈছে রামে স্নেহ কৈলা॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ব্রজাঙ্গনা যত। তৃষিত নয়ন যেন চাতকের মত॥ কটাক্ষ অমৃত ধারে তাহারে সিঞ্চিলা। বনে যাইতে নেত্রধারে আদেশ মাগিলা॥ তারাও কাতর দৃষ্টে দিলা অনুমতি। এই মতে কৈলা কৃষ্ণ তা সবা পিরিতী॥ গোপাঙ্গনা মনোছুখি হরিণী সকল। সঙ্গে নিয়া দিল নিজ রুচি সুপল্লব॥ কটাক্ষ শৃঙ্খল দিয়া সে সব বান্ধিলা। চারণ লাগিয়া কৃষ্ণ নিজ সঙ্গে নিলা॥ রাধিকার অনুমতি শ্রীকৃষ্ণ লইতে। তাঁরে কহে আপনার নয়নের পথে॥ দণ্ড দুই তিন নেত্র মুদিত হইয়া। রহিলে সুবুদ্ধি চিত্তে দুঃখ তেয়াগিয়া॥ আপনার কুঞ্জে তুমি আসিবে সর্ব্বথা তথাই হইবে দোঁহা মিলনের কথা॥ এমত কাতর কৃষ্ণ করে অনুনয় প্রার্থিক কাতর নেত্রে তাহা নুমোদয়॥ কটাক্ষ বাণেতে কৃষ্ণ বিন্ধিল রাধিকা। রাধিকা কটাক্ষে কৃষ্ণে বিন্ধিলা একা॥ শূন্যে শূন্যে যায় বাণ অতি বিচক্ষণ। অলক্ষিতে যাঞা বিন্ধে দোঁহার মরম॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহনে না যায়। বাণে বাণে ঠেকিলেও ছেদন না হয়॥ রাধা চিত্তমীন

কৃষ্ণ নিজ কান্তি জালে। বদ্ধ করি নিলা সঙ্গে গমনের কালে॥ কৃষ্ণ চিদ্রহংস হঞা রাধা সুবদনী। কটাক্ষ পিঞ্জর মাঝে রাখিলেন আনি॥ ধেনুগণ আগে চলে পাছে ব্রজবাসী। সব মিত্র সঙ্গে কৃষ্ণ বনেতে প্রবেশি॥ পুনর্ব্বার ফিরে কৃষ্ণ সুস্থির হইল। পিতা মাতা ব্রজবাসী প্রবোধ করিলা॥ অতঃপর স্থির হঞা সবে যাহ ব্রজে। যাইয়া করহ গৃহে নিজ নিজ কাজে॥ মাতা যাঞা রসালাদি শীঘ্র পাঠাইবে। বনশ্রমে সখাগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা হবে॥ পিতা গৃহে যাইয়া গেড়ুয়া সজ্জা করি। পাঠাইবে মোর ঠাই ব্যাজ পরিহরি॥ গো সকল আছে মোর অপেক্ষা করিয়া। দেখ মাতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া॥ তবে মাতা কহে শুন পুত্র মহামতি। ভক্ষসজ্জা পাঠাব করিহ তাতে প্রীতি॥ মধ্যাহ্নে ভক্ষণ করি অপরাহ্ন কালে। আসিহ তৎকালে গৃহে সব সঙ্গ মিলে॥ কৃষ্ণ কহে তোমরা স্নান ভোজন করিয়া। সুখে থাক শুনি যদি দুঃখ তেয়াগিয়া॥ তবে সে ভক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দে করিব। তবে সে সখাকে আমি ঘরেতে আনিব॥ ইহা না শুনিলে মাতা যে পাঠাবে তুমি। না খাইব না আসিব ঘরে তবে আমি॥ কায়মনোবাক্যে পিতা মাতা দুই জনে। কৃষ্ণের কল্যাণ আশিস করেন যতনে॥ অশ্রুজলে স্তনদুগ্ধে করাইল স্নান। পুনঃ পুনঃ চুম্বে মুখ দেখেন বয়ান॥ বিয়োগ উদয় কৃষ্ণ রবির প্রতাপে। ব্রজাঙ্গনা দুঃখ দেখি নিজ দৃষ্টি আপে॥ কটাক্ষ শীতল ধারা পান করাইলা। বিমলা হইয়া কৃষ্ণ বনেতে চলিলা॥ কৃষ্ণ দরশনে যত ব্রজবাসীগণ। সর্ব্বেন্দ্রিয় ইচ্ছা হয়ে হইতে নয়ন॥ কৃষ্ণ বনে গেল এবে সে সব নয়ান। অন্ধ প্রায় হৈলা সবে মলিন বয়ান॥ জড় প্রায় হৈলা সবে চলিতে না পারে। এ সব বিচার সব করেন অন্তরে॥ জঙ্গম হৈল [illegible] কজন্ম দোখ ভাল। জঙ্গম ছাড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিল॥ ইহা লাগিয়া সব বৃক্ষের আকার। শুদ্ধ হঞা রহে সবে নাহিক সঞ্চার॥ আভিরীরগণ হৈলা শুষ্ক নদী প্রায়। কৃষ্ণের বিরহানলে সকল শুকায়॥ মন মীন কৃষ্ণ তুণ্ড চিলে লঞা গেল। মুখপদ্ম ম্লান

নেত্র অলি দুঃখ হৈল ।। তনুহংস বিচ্ছেদের পঙ্কেতে পড়িয়া । এইমত ব্রজাঙ্গনা সবেই রহিলা ॥ অভ্যাস কারণে সবে ঘরেতে আইলা। দেহ মীন হীন সবে চেষ্টা হীন হৈলা ॥ মূর্চ্ছাপ্রায় যুথেশ্বরীগণ সখী সঙ্গে ।প্রতিমায় প্রতিমা চলে হেন গতি রঙ্গে ॥ রাই সখীগণ সনে কুন্দলতা লঞা। ঘরেতে আইলা অতি বিমনা হইয়া ॥ না দেখিয়া কৃষ্ণ যদি ব্রজবাসীগণ। জ্ঞান শূন্য হঞা আছে নাহিক চেতন ॥ তথাপিহ ঘরে আছে যার যে যে কর্ম্ম। জীবন্মুক্ত হৈছে দেহ সংসারের কর্ম্ম। ওথা পথে জটিলা করে উপলা নির্ম্মাণ। রাধিকার পথে রাখি আপন নয়ান ॥ কৃষ্ণ অদর্শনে রাই অচেতন হৈয়া। ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হিলন হিলন করিয়া ॥ চলিয়া আইসে রাই দেখে কুন্দলতা। রাইকে চেতন কৈল কহি নানাকথা ॥ হেনকালে কুন্দলতা দেখিল জটীলা। কুন্দলতা জটীলাকে কহিতে লাগিলা ॥ তোমার বধূকে লও শুন বৃদ্ধমাতা। তোমার বধুর গুণ কি কহিব কথা ॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ নয়ন গোচরে। নাহি হয় হেন রূপে সমর্পিল তোরে ॥ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে সপ্ত সমুদ্রেরে। ইহার যত্তেক রত্ন মূল্য যদি ধরে ॥ এক অলঙ্কারের মূল্য তবু নাহি হয়। এত অলঙ্কার দিলা নাহি সমুচ্চয় ॥ রন্ধনে নিপুনা দেখি বধূ যে তোমার। ব্রজেশ্বরী দিলা রত্ন মণি অলঙ্কার ॥ ধর্ম্ম অর্থ লাভ পাইলা জটীলা আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করে কুন্দলতাকে স্বচ্ছন্দ ॥ পুত্রবতী হও বাছা সর্ব্বত্র কুশল। নিছনী যাইয়া তোমার সুশীল সকল ॥ সাধ্বী প্রগল্‌তা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জান। তোমাতে প্রতীত মোর নিজ মন যেন ॥ পৌর্ণমাসী করিয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম। পতির ধন বাড়ে যদি পত্নী পালে ধর্ম্ম ॥ ধর্ম্ম হৈতে অর্থ হয় মহাজনে বলে। সত্য করি আজি তাহা জানিল কমলে ॥ পৌর্ণমাসী আজ্ঞা ধর্ম্ম বধূ যে পালিলা। একারণে এত অর্থ প্রত্যক্ষ পাইলা ॥ অতএব বধূ কৈল তোহে সমর্পণে। সূর্য্যপূজা করাইয়া আনিবে এখানে।। এত পুত্র হয় মোর অকলঙ্ক কুল। কলঙ্ক না হয় যাতে সেই কার্য্য মূল ॥

তবে কহে শুন রাধে আমার বচন। পূজার সামগ্রী কর করিয়া যতন॥ অরুণ কহিল ঘৃত দধি দুগ্ধ আর। পক্কান্ন করহ যাঞা বিবিধ প্রকার॥ অক্ষতু কর্পূর লও সুরক্ত চন্দন। পদ্মমালা জবাপুষ্প করহ রচন॥ সখীগণ সঙ্গে করি নিজ কুণ্ডতীরে। অতি শীঘ্র যাহ সূর্য্য পূজা করিবারে॥ গগ কন্যা পাও কিবা বিপ্রপূজ্য বটু। তারে মঞা যাও শীঘ্র সেই কার্য্যে পটু॥ এত কহি ললিতাকে কহেন জটীলা। সাধ্বী প্রাগলতা তুমি হঞা এক মেলা॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ তুমি যে দিগে পাইবা। যত্ন করি সেই দিগে তৃণাঞ্জলি দিবা॥ বধূর রক্ষার ভার দিল দুই জনে। উপলা করিতে এবে করিয়ে গমনে॥ এক রাশি গোময় আছে দিনবহু হৈলা। তাহা শুনি কুন্দলতা ললিতা কহিলা॥ গৃহ কর্ম্ম কর তুমি আনন্দে যাইয়া। আমরা আছি যে রাই রক্ষার লাগিয়া॥ নেত্রতারার রক্ষা পক্ষ যেন করে। এমতি আমরা দোঁহে রাখিব রাধারে॥ জটীলার বাক্য মধু সবে পান করি। আনন্দে আইলা গৃহে মনে ধৈর্য্য করি॥ রাধিকা আসিয়া রত্ন পালঙ্ক উপরে। বসিলেন দাসীগণ ব্যজনাদি করি॥ কেহ পাদ প্রক্ষালয় কেহ মাজ্জয়। বিশ্রাম শয়নে কেহ পাদ সম্বাহয়॥ তাম্বুল যোগায় কেহ আনন্দ অন্তরে। নানা সেবা করি সব শ্রম কৈলা দূরে॥ নর্ম্মদা মালীর কন্যা বৃন্দা হস্তে দিয়া। পাঠাইলা বহু পুষ্প রাইর লাগিয়া॥ মল্লিকা রঙ্গনপুষ্প আর আর কর্ণিকার। জাতি যুথি আর নব মল্লিকা অপার॥ বকুল চম্পক আর পুন্নাগ কেশর। অম্বুজ লবঙ্গ আদি সৌরভ উৎকর॥ ভ্রমরের অপযশ নানা পুষ্পচয়। আনিয়া ধরিলা সেই রাধিকা আলয়॥ আপনার হস্তে তবে রাধা গুণমণি। বৈজয়ন্তী মালা কৈলা সুগুণ গাথনি॥ কৃষ্ণঅঙ্গ কামালয়ে জয়ের কারণে। নিজ নিপুণতা রাই প্রকাশে তখনে॥ তাহাতে কর্পূর দিলা অগুরুস্ব স্বত্ব। যাহার সৌরভে কৃষ্ণে করায় উমত্ত॥ স্বর্ণবর্ণ পাকা পানে বীড়া যে বান্ধিল। এলাচ কর্পূর জাতি ফল তাতে দিল॥ খোদির গোলিকা চূর্ণ কর্পূর সহিতে। সুবর্ণ সংপুট

আনি ভরিলা তাহাতে ॥ তুলসী কস্তুরী প্রতি কহে তবে ধনি। বাল্যক্রীড়া লঞাযাহ যথা ব্রজমণি ॥ সুবলবৃন্দার সনে বিচার করিয়া। তৎকালে আনিহ স্থল সঙ্কেত জানিয়া ॥ তাহারে বিদায় দিয়া তবে সুবদনী। পক্কান্নাদি সজ্জা করে সুধা নিম্মস্থনি ॥ কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্ত করে যাহা হৈতে। আশ্চর্য্য পকান্ন করে সহচরী সাথে ॥ কর্পূরকেলী আর অমৃতকেলী নাম। অদ্ভুত লড্ডুকা কৈলা অমৃত সমান।পাঠাইলা নিজ সখী কৃষ্ণ অন্বেষণে। আপনে আছেন কৃষ্ণ কর্ম্মে নিমগণে ॥ তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মুখ দরশন। লাগি রাধা চকোরিণী চিত্ত উচাটন ॥ কৃষ্ণ অদর্শনে ক্ষণ কোটী যুগ নামে। এসব প্রেমের কথা কে কহিতে জানে ।। এইত কহিল কৃষ্ণের বনেতে গমন। যাহা হৈতে পাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা অতি মনোরম। শুনিলে যুড়ায় মন কর্ণের মরম ॥ পঞ্চস্বর্গে বৃন্দাবন গমন বিহার। এ যদুনন্দনে কহে অমৃতে সার ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বন গমনং নাম

পঞ্চম স্বর্গঃ ॥ ৫ ॥

....

প্রবিষ্টোথ বনং পশ্চাৎ পশ্যন্ বলিতকন্দরং।
উর্দ্ধিজঙ্ঘে হরির্বীক্ষ্য নিরত্তান্ ব্রজবাসিনঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসধাম। তোমার চরণার বিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ শুনঃ সাধুলোক গোবিন্দ চরিত। চৈতন্য থাকিতে কেন এ রসে বঞ্চিত ॥ এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের বনের বিহার। অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা লাগে চমৎকার ॥ বনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে প্রবিষ্ট হইলা। ফিরি দেখে ব্রজবাসী সব ঘরে গেলা ॥ দেখিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হরি। অঙ্কুশ পাদ ত্যাগে যেন হস্তি মত্ত করি ॥ ব্রজবাসী বৃন্দ নেত্র শৃঙ্খল হইতে। মুক্ত হঞা গেল বনে সখার সহিতে ॥ ব্রজবাসী নেত্রে কৃষ্ণ চিত্রপট ছিলা। সে বন্ধন ছিড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিলা ॥ অনেক প্রকার করে বিহার মাধুরি। সখাগণ সনে কত বচন চাতুরি ॥ কোন সখা

নৃত্য করে কোন সখা গায়। কেহ দাসে কুঁদে কেহ গড়াগড়ি যায়॥ কেহ নম্র বিচারয়ে কেহ হর্ষ ভরে। বন্ধন ঘুচিলে যেন মত্ত করিবরে॥ মাতার নিকটে কৃষ্ণ রহেন সে রূপে। কোন সখা রহে সখা কাছে সেই রূপে। কেহত হইলা যেন অঙ্গনার প্রায়। চঞ্চল নয়ন করি কৃষ্ণ মুখ চায়॥ কার বাক্যে অন্যথা করয়ে কেহ আর। কেহ লতা আড়ে রহে ব্রজ স্ত্রী আকার॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশে। চঞ্চল নয়ন করি অল্প অল্প হাসে॥ কোন সখা হৈল যেন গোধন আকারে। ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধকর্ণ মহী ধরে করে॥ বিনত হইযা কেহ পড়েন ভথাই। কেহ শব্দ পড়ে কেহ সে সব খণ্ডাই॥ দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ করে কেহ ভুজে ভুজে। লগুড় ফিরায় কেহ দেখি মনোরঙ্গে। কেহ নৃত্য করে কেহ হাসয়ে অপার। এইরূপে করে কৃষ্ণ সন্তোষ বিস্তার॥ বৃন্দাবনে যবে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলা। দেখি বৃন্দাদেবী চিত্তে আনন্দ হইলা॥ বিষন্ন আছয়ে বন বৃক্ষের বিচ্ছেদে। অচেতন প্রায় সবে শ্রীকৃষ্ণের খেদে॥স্থাবর জঙ্গম সব অচেতন প্রায়। বৃন্দাদেবী সবাকারে চেতন করায়॥ ওহে বনসখী এবে করহ শ্রবন। মাধব আইলা বনে ঘুচাও ঘূর্ণন॥ বড়ই উল্লাস পাঞা নিজ নিজ গুণ। প্রকাশ করহ সবে করিয়া দ্বিগুণ॥ রাধিকার স্মরণ যাতে কৃষ্ণ চিত্তে হয়। যেমতে দেখেন কৃষ্ণ সব রাধাময়॥ যদি রাধাকৃষ্ণ বিলথয়ে এই বনে। তবে সে তোমার শোভা সাফল্য কারণে॥নিদ্রা ত্যজ লতা বৃক্ষ বিকশিত হও। কূজন করহ মৃগী পিক ভৃঙ্গ গাও॥ শিখি সব নৃত্য কর শুক পড় পাঠ। স্থিরচরানন্দ কর যার সেই ঠাট॥ তোমা সবা সুখ দিতে কৃষ্ণ আইলা এথা। তোমা সবা প্রিয় কৃষ্ণ জানহ সর্ব্বথা॥ তবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যবে প্রবেশিলা। অচেতন বৃক্ষ লতা বিচ্ছেদ জানিল॥ নিজ প্রিয়াটবী নিজ বিরহ আগুণি। পোড়া দেখি কৃষ্ণ তবে করে বংশীধ্বনি॥ সে ধ্বনি অমৃত বৃষ্টি বনে বনে হৈলা। কৃষ্ণ মেঘ আগমন ধ্বনিতে কহিলা॥ বংশী-ধ্বনি সুধাবৃষ্টী বায়ু কৃষ্ণ অঙ্গে। পাইয়া চেতন হৈল বৃন্দা[illegible]

রঙ্গে ॥ প্রাণী মাত্র ধর্ম্ম সব হৈলা বিপর্য্যয়। সাত্বিক বিকায় সব স্থির চরে হয় ॥স্থাবরের অঙ্গে হৈল কম্পের উদয়। জঙ্গমে হইল স্তব্ধ জড় যত হয় ॥ পাষাণ হইল জল স্বেদের আশ্রয়। সুশ্বেত কুসুমবন বিবার্ণতা হয়॥ পুষ্পমধু পড়ে সেই অশ্রুবরিষয়। পশুপক্ষী শব্দ করে স্বর ভঙ্গময়॥ লতাতে অঙ্কুর সেই পুলকে পুরিত। এই সব সাত্বিক বনে হইল ব্যাপিত ॥ আনন্দে চেতন হৈল প্রণয়ের কায সর্ব্বত্র জানিবে ইহা বিস্তারেকি কায ॥ কৃষ্ণ আগমন বন জানিঞা নিশ্চয়। কৃষ্ণ সুখলাগি বেশ সর্ব্বাঙ্গের চয় ॥ প্রফুল্ল নলিনী আর হাসে লতাগণ। নাচে পুনঃ লতা বায়ু শিখায় নর্ত্তন ॥ সৈন্য সৌগন্ধ বহে ত্রিবিধি বাতাস। সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদিকে সর্ব্ব শ্রম নাশ ॥ ভৃঙ্গ শশু শব্দ ছলে বহু গান। পাক পাকি পড়ে ফল রসের নিধান ॥ পুষ্প হাসে ভৃঙ্গ পশু শব্দ ছলে করে বহু গান। পাক পাকি পড়ে ফল রসের নিধান ॥ পুষ্প হাসে ভৃঙ্গ সব করেন গায়ন। পশু সব নাচে মধু পানের কারণ ॥ বৃক্ষ সব ফল দেন কৃষ্ণ ভক্ষ লাগি। অভ্যাগত কৃষ্ণে মান করে অনুরাগী॥লতাগণ কৃষ্ণদাসী আপনাকে মানে। কৃষ্ণ দেখি নৃত্য হাসে করে লজ্জা গানে। ভৃঙ্গ সব পুষ্প মুখে করেন চুম্বন ॥ পত্র পট্যবাস দিয়া হাসে লতাগণ। কুরঙ্গিনী রহে নিজ কুরঙ্গ সহিতে ॥ তৃণের কবল মুখে শুনে বেনু গীতে। চঞ্চল নয়নে কৃষ্ণ বয়ান দেখয়। দেখি কৃষ্ণ মনে রাই কটাক্ষ উদয় ॥ রাধার কটাক্ষ স্মৃতি কৃষ্ণে হৈল যবে। রাধা ভাবে কৃষ্ণ মন বিদ্ধ হৈল তবে ॥ কৃষ্ণ দেখি নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী পিচ্ছ প্রসারিয়া নাচে করিয়া মণ্ডলী ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে উৎকণ্ঠা বাড়িল। রতি যুক্ত রাই কেশ মনে স্মৃতি হৈল ॥ হংস সারস আর চাকের ধ্বনি। শুনি কৃষ্ণ সবিস্ময় চিত্তে অনুমানি ॥ রাধিকা বলয় কাঞ্চ নূপুর বাজয়। রাই আগমন ভ্রমে চিত্তচমকয় ॥ নদীমাঝে স্বর্ণপদ্ম অল্পবিকসিল।অত্যন্ত সুগন্ধি তাতে ভ্রমর বসিল ॥ দেখি কৃষ্ণ রাই মুখ পদ্ম স্মৃতি হৈল। সহাস্য মুখের গন্ধে পিয়া ভ্রম হৈল ॥ ছোলঙ্গ নারঙ্গ বিল্ব দাড়িম্বাদি

যত। সুপক্ক হইয়া যাহা আছে কত কত ॥ দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া কুচযুগ স্মৃতি হৈল। বৃন্দাবনময় যত [illegible] মানিল ॥যেখানে২ পড়ে কৃষ্ণের লোচন। সেখানে সেখানে দেখে রাধা অঙ্গ সম ॥ এ কিছু আশ্চর্য্য নহে শুনহ কারণ। কৃষ্ণ সুখ রাধালতা হৈল বৃন্দাবন ॥ রাধা ভাবেশে কৃষ্ণ চিত্ত উড়াইলা। কাশিয়ার ফুল যেন বাতাসে চলিলা ॥ যত তত্ত করেন কৃষ্ণ চিত্ত স্থির নয়। যেখানে সেখানে দেখে সব রাধাময় ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে যত স্থির চরগণ। বিহ্বল হইঞা মহাপ্রেমে অচেতন॥ তাহা সবাকারে কৃষ্ণ কহে মিষ্টকথা। বন্ধ দেখি বন্ধ যেন ইষ্ট প্রশ্ন বার্ত্তা ॥ ওহে বৃক্ষলতাগণ কুশল সবার। মৃগ মৃগী পক্ষিণী পক্ষ সকল তোমার ॥ ভ্রমর ভ্রমরীগণ স্থিরচয় যত। সবেত কুশলে আছ নিজ অভিমত ॥এইমত অতিশয় প্রেমের বিহ্বলে।চরচরে পুছে কৃষ্ণ আনন্দ মঙ্গলে ॥তবে কৃষ্ণ নিজ মন স্থির করাইতে। গোবর্দ্ধন তটে গেলা সখার সহিতে। সখাগণ অন্যান্য মল্ল যুদ্ধ করি। গোধন চরণে শ্রম হইয়াছে ভারি ॥ তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র তবে। ভক্ষ লাগি মনে কিছু করে অনুভব ॥ আপন কল্পিত খেলা সখাগণ লঞা।মন স্থির লাগি খেলে যতন করিঞা ॥ রাই ভাবে কৃষ্ণ চিত্ত অতি উচাটন। করিতে নারিল যত্নে ধৈর্য্য একক্ষণ ॥ হেনকালে ধনিষ্ঠিকা গোকুল হইতে। আইলেন তেঁহো ব্রজেশ্বরী প্রেরিতে ॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণ কহে ললিতাদি যাঞা। রসালাদি সজ্জ কৈল যতন করিঞা ॥ সেই সব দ্রব্য লয়া দাসীগণ সঙ্গে। আইলা কৃষ্ণের কাছে অতি বড় রঙ্গে ॥ তারে দেখি কৃষ্ণ পুছে হরষিত মনে। কহ পিতা মাতা স্নান করিলা ভোজনে ॥ তেঁহো কহে তারা তুয়া মঙ্গল লাগিয়া। দ্বিজে অর্থ দিল বহু ভোজন করায়া ॥ আপনার স্নান পান ভোজন করিলা। তোমার কারণে এই দ্রব্য পাঠাইলা ॥ শুনি কৃষ্ণ সুখী হঞা মনে বিচারিয়া। নিজ চিত্তলতা বৃক্ষরাধিকা আশ্রয়া কহিতে ধনিষ্ঠা হৈল পরম সহায়। ধনিষ্ঠা সর্ব্বত্র গম্য কায় ভিন্ন নয় ॥ এক অনুমানি কৃষ্ণ রহিলেন চিতে। বেণুধ্বনি

কলা ধেনু একত্র করিতে॥ সখা সনে কৃষ্ণ আইলা মানস গঙ্গাতে। জল পিয়াইয়া ধেনু সুখী হৈলা তাতে॥ সখা লঞা কৃষ্ণ বহু খেলাই জলে। শুষ্কবাস পরে সবে আসিয়া উপরে॥ মিষ্টান্ন পক্কান আর রসালাদি যত। সখা সনে ভোজন করিলা বহুতর॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ কহে সখাগণে। গোধন পালহ সবে অগ্রজের সনে॥ সুবল বটুকে কহে দেখ বন শোভা। বসন্ত সময়ে বন হয় মনোলোভা॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ সখাগণ দিলা। বন বিহরণ লাগি আপনে চলিলা॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দেবী কহে দাসী গণে। ভোজন লইয়া গৃহে যাই সর্ব্বজনে॥ নারায়ণ সেবা লাগি কুসুম লাগিয়া। আসিতেছি পাছে তুমি যাহ শশী হঞা॥ এই কালে বৃন্দা দুই চম্পক লইয়া। আনি দিলা কৃষ্ণ করে হরষিত হঞা॥ চম্পক দেখিয়া কৃষ্ণে রাই স্মৃতি হৈলা। কাঁপিতে লাগিল হস্ত বটু তাহা নিলা॥ সেই দুই পুষ্প লঞা কৃষ্ণ কর্ণে দিলা। মনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে বিচার করিলা॥ বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা মধুমঙ্গল সুবল। সবেই সদ্গুণ মিত্র জানে বহু ছল॥ রাধিকার অঙ্গ রাজ্য লভিবার তরে। এ সব সহায় ভাব হঞা গেল মোরে॥ এত চিন্তি বটু কর ধরি বাম করে। বৃন্দা ধনিষ্ঠা সুবল সহ কৃষ্ণ চলে॥ সুমন সরোবর তটে মিলিলা আসিয়া। রাই আগমনে চর্চ্চা করেন বসিয়া॥ কুসুমিত তরুলতা দুই দিকে কুঞ্জ। মধ্যে পদ্মস্থল জল বিহগালি পুঞ্জ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্তে উৎকণ্ঠা বাড়িলা। সবার সহিত যুক্তি করিতে লাগিলা॥ বৃন্দাকে পাঠাই কিবা সুবলে পাঠাই। রাধিকা নিকটে কিবা বটুকে পাঠাই॥ জটিলা দেখিয়া শঙ্কা করিবে অত্যন্ত। কলহ করিবে সেই বড়ই দুন্তর॥ অথবা বধূরে নিজ গৃহে রুদ্ধ করে। ইহা সবা পাঠাইলে এই ফল ধরে॥ মুরলীর গান করি করি আকর্ষণ। সবেই আসিবে সব গোপাঙ্গনাগণ॥ অন্যান্যে ঈর্ষা ভবে হইবে কন্দল। ইষ্ট সিদ্ধ না হইবে হইবে বিফল। অতএব ধনিষ্ঠা যাও কুন্দলতা ঠাঞি। আমার বৃত্তান্ত তারে কহ সব যাই। জটিলা বঞ্চনা রীত তেঁহো ভাল জানে। জটিলা প্রতীত তাঁরে

করে কায়মনে॥ আমরা দোঁহাকে স্নেহ আচরণ। এই সে বিচার দেখি অতি বিলক্ষণ॥শুনি কহে বৃন্দাদেবী সত্যএই হয়। আর এক সুবিচার মোর মনে লয়॥ রাধিকার সখী যদি পুষ্প তুলিবারে। কেহবা আসিয়া থাকে বনের ভিতরে॥ তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানি ভাল মতে। তবে সে যাইব তেঁহ রাই অন্বেষিতে॥ তুলসী আইলা তথা হেনই সময়। স্বপ্নে যে না ছাড়ে রাই সঙ্গ সুখময়॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ হৈলা অতি হরষিত। রাধিকা আইলা হেন করে অনুচিত॥ রাই লাগি কৃষ্ণ রহে পথে নেত্র দিয়া। দরশন লাগি অতি উৎকণ্ঠিত হইয়া॥ তুলসী আসিয়া স্বর্ণ সংপুট কুলিয়া। বৈজয়ন্তী মালা মধুমঙ্গলেরে দিলা॥ তাম্বূলের বীড়া দিলা সুবলের হাতে। বটু আনি মাল্য দিলা কৃষ্ণের গলাতে॥ সুবল আনিয়া বীড়া দিল কৃষ্ণ করে। পরশিতে ভার তার পুলক পরারে॥রাধিকার হস্ত গন্ধ লাগিয়াছে তায়। মলার পরশে রাই পরশ জাগায়॥ কৃষ্ণ মনে জানে রাই আসিয়াছে হেথা। পরিহাস করি কুঞ্জে আছেন সর্ব্বথা॥তাহার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হঞা। কহেন সংগোপ কথা শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া॥ তুলসীকে কহে তব সখীর কুশল। তেঁহো কহে সখী হয় সকল মঙ্গল॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে তেঁহো আছেন কোথায়। তেঁহো কহে বসিয়াছে আপন আলয়॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে কেন বনে না আইলা। তেঁহো কহে গুরুজন স্বকর্ম্মে রাখিলা॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে আছে কিরূপ বেষ্টিত। তেঁহো কহে জলঘট করেন মথিত॥ কৃষ্ণ কহে তার পর আর কিবা হৈল। তেঁহো কহে বৃদ্ধা গৃহে ভৎসিয়া রাখিল॥ কৃষ্ণ কহে বৃন্দা সনে যুক্তি করি আন। তেঁহো কহে বৃদ্ধা বঞ্চ না যায় কখন॥ শুনি কৃষ্ণ কহে ধিক বিধির ঘটনা। প্রণয়ী মিলনে এত করয়ে বঞ্চনা॥ এত কহি কৃষ্ণ হৈল বিরস বয়ান। সদাই দুর্লভ্য রাই স্ফুরে এই জ্ঞান॥ হাস্য কথা তুলসীর এই কারণে। সেই কথা সত্য করি কৃষ্ণ মনে জানে॥ কৃষ্ণকে বিষন্ন দেখি তুলসী ব্যাকুল। বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা নেত্রে ভৎসিতে লাগিল॥ তবেত তুলসী কহে শুন

ব্রজানন্দ। নির্ম্মল যাঙ চিত্তে করহ আনন্দ॥ পরিহাস করি কথা কহিল তোমারে। সত্য কথা কহি এবে শুনসমাচারে॥ রাধিকা আইলা হেন সর্ব্বথা জানিবে। তাহার কারণে অতি উৎকণ্ঠিতা নহিবে॥ কৃষ্ণ যদি শুনিলারাধিকা আগমন। পরম ঔৎসুক্যে দেখে তুলসী বদন॥ চম্পক কুসুম দুই শ্রবণ হইতে। খসাইয়া দিল কৃষ্ণ তুলসীর হাতে॥ তাহা দিয়া তারে পুছে কোথা শ্রীরাধিকা। আমা প্রতি ক্রোধ কিবা হঞাছে অধিকা॥ মোর অপরাধ কিছু নাই তার স্থানে। কিম্বা লুকাইয়া আছে পরিহাস মনে॥ দুঃখি জনে পরিহাসে কিবা আছে ফল। প্রিয়া আনি ঘুচাব শীঘ্র মনের বিকল॥ তুলসী চতুরা বড় কৃষ্ণ মন জানে। কহরে নিশ্চয় কথা রাধা আগমনে। তোমারে দেখিতে রাধা উৎকণ্ঠিতা চিতে। জটিলা পাঠান তারে সূর্য্যে পূজাইতে॥ কুন্দলতা হাতে তাঁরে সমর্পণ কৈলা। তবে রাই মোরে ডাকি ত্বরিতে কহিলা॥ কৃষ্ণ পাশে যাঞা তুমি সঙ্কেত জানিয়া। শীঘ্র আসিবে এথা বিলম্ব ত্যজিয়া॥ এইত কারণ আমি আসিয়াছি এথা। কহত সঙ্কেত কুঞ্জে রাই আনি তথা॥ শুনি কৃষ্ণ চিত্তে অতি উল্লাস হইল। গলা হতে গুঞ্জমালা তুলসীকে দিলা॥ সঙ্কেত কুঞ্জের লাগি বৃন্দাকে কহিলা। তবে বৃন্দাদেবী তারে সঙ্কেত বলিলা॥ রাই কুঞ্জে যাঞা তুমি আনহ রাধিকা। কামকেলী সুখদা কুঞ্জ সেই সর্ব্বাধিকা॥ চলহ তোমার সঙ্গে আমিহ যাইব। সেই কুঞ্জে যাইয়া কেলী সামগ্রী করিব॥ এইত সময়ে শৈব্যা তথায় আইলা। চন্দ্রাবলী সঙ্গে পদ্মা শঙ্কেত রাখিলা॥ আসিয়া দেখয়ে শৈব্যা শিখী গুঞ্জমালা। তুলসীর করে তাঁর সখী দিয়াছিলা॥ বৃন্দার সহিতে আছে তুলসী দেখিয়া। অতি দুঃখী হৈলা মনে রাধিকা জানিয়া॥ ছলে কিছু কহিবারে মনে যুক্তি করে। চন্দ্রাবলী পাঠাইল নিমন্ত্রিতে তোরে॥ ভদ্রকালী ব্রত আজি মহোৎসব তাঁর। কহিতে তুলসী দেখি ফিরায় আকার॥ ভাল হৈল তুলসী হে তোমায় দেখিল। গৃহে বনে রাধিকাতে বহু অন্বেষিল॥ কোথাও না পাই তারে কহ

সমাচার। জানিলা তুলী কূট শৈব্যা ব্যবহার ॥ শঠেতে শঠতা করি এইত নিয়ম। বুঝিয়া তাহারে কহে সচ্ছল বচন ॥ শ্যামা সখী নিমন্ত্রিলা রাধা সুবদনী। সর্ব্ব ভার দিল তারে সখী সনে আনি ॥ অম্বিকা পূজা আজি করিলেন শ্যামা। তেকারণে রাইকেনিমন্ত্রিলা রামা ॥ ললিতা পাঠায় মোরে বৃন্দার আলয়। পুষ্প ফল লয়ে আমি যাই যে লিয়ে ॥ এইত কথাতে শৈব্যা প্রতারে তুলসী। বৃন্দা ধনিষ্ঠকা সঙ্গে চলিলা হরিষে ॥ কৃষ্ণের নিকটে যেন কেহ আইসে নাই। শীঘ্রগতি চলে যেন শৈব্যা জানে নাই ॥ শৈব্যা কিছু কহিবার উদ্যম করিতে। কৃষ্ণ তারে নিবারিলা নয়ন ইঙ্গতে ॥ আপন ঔদাস্য কৃষ্ণ তারে জানাইলা। চন্দ্রাবলী সমাচার পুছিতে কহিলা ॥ কহ শৈব্যা চন্দ্রাবলী কেমন আছয়। কিবা করে কোন থানে করিয়া নিশ্চয় ॥ শুনি শৈব্যা হৃষ্টহৈয়া কহিতে লাগিল। তাহার শ্বাশুড়ী তারে ধরিয়া রাখিলা আমি দুর্গাব্রত ছদ্ম করি তারে লৈয়া। আইলাম শঙ্কেতে কুঞ্জে পদ্মাকে রাখিয়া ॥ অতি শীঘ্র আইস্যু তোমায় অন্বেষেতে অতএব কি করিব কহ ত ত্বরিতে ॥ শুনি কৃষ্ণ মনে চিন্তা বাহ্যে সুখী হঞা। কহিতে লাগিলা তারে বঞ্চনা করিয়া ॥ চন্দ্রবলী লাগি মোর উৎকণ্ঠিত মন। ভাল হৈল আইল তেঁহো শঙ্কেত কানন ॥ তারে লয়ে যাহ তুমি গৌরীতীর্থ দেশে। দূর স্থলে যেন গুরুজন না আইসে ॥ গোধন সন্তোষ করি যাবৎ আসি আমি। তাবৎ তথাই যাও লঞা তারে ॥ এই কালে বটু আসি কহেন তাহারে। ধনিষ্ঠা কহিলা যাহ কহ সত্বরে। কৃষ্ণ কহে বটু ভাল স্মৃতি করাইলে। গোচোর পাঠাবে কংস চুরি করিবারে ॥ তাহা শুনি বসুদেব মথুরা হইতে। কহি পাঠাইলা তাহা মোর নিজ তাতে ॥পিতা কহি পাঠালা সে সব আমারে ধনিষ্ঠা আসিয়া ছিলা তাহাই কহিতে ॥ অতএব সেই বিষে ব্যাজ যদি হয়। চন্দ্রাবলী তাতে যেন দুঃখ না ভাবয় ॥ এই রূপেশৈব্যাকেত প্রতারণা করি। ত্বরাতে চলিলা সঙ্গে বটু যা চলি ॥ শৈব্যাও ত্বরাতে গেলা চন্দ্রাবলী স্থানে। এইত কহি

কৃষ্ণের বনেতে পয়ানে ॥ সহস্র মুখ থাকিলে অন্ত নাহি হয়। দিগ দর্শন কৈল জানিতে নির্ণয় ॥ গোবিন্দলীলামৃতে সব আছে সংস্কৃতে। আপনা বুঝাই ইহা লিখিয়া প্রাকৃতে ॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছুই না জানি। লজ্জা খাঞা মূঢ় তাতে করি টানাটানি ॥ সকল বৈষ্ণব পদে প্রণাম আমার। রাধা কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে প্রাণধন যার ॥ আমি অতি তুচ্ছ বুদ্ধি দোষ না লইবে। নিগুঢ় কথাতে সব বিচার করিবে ॥ আস্বাদন না করিলে কোন সুখ ময়। এইমত কহে সব প্রেমভাণ্ডারময় ॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্যে না কহিবে।বহির্ম্মুখ স্থানে কথা গোপনে করিবে ॥ কথার লালিত্য নাই না জানি ঘটনা। যৈছে তৈছে লিখ মাত্র লিখ মাত্র অক্ষর যোটনা ॥গোবিন্দ চরিতামৃত রসের কল্লোলে। বিহরয়ে ব্রজবাসী ভকত চকোরে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাসে ॥

ইতি গোবিন্দলীলামৃতে বন বিহারণে রাধাকৃষ্ণ
মিলন পরামর্শ নাম ষষ্ঠঃ স্বর্গঃ ॥ ৬ ॥

চিরন্দরং ভ্রত্যো গত্বা নিবর্ত্তোবত্ম নোহরিঃ।
রাধাকুণ্ডং সমায়াতঃ প্রিয়াসঙ্গোৎসুকঃ প্রিয় ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনপ্রাণ। তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ জয় জয় শুদ্ধ হেম প্রকার শরীর। জয় জয় চন্দ্রমুখ অন্তর গম্ভীর ॥ জয় রাধা ভবানন্দময কলেবর। কি লাগি কি কর প্রভু কে জানে অন্তর ॥ আপনাকে যবে তুমি জানাও আপনি। তবে তোমা জান যায় যেবা রূপ তুমি ॥ যেন অন্ধ কূপে অতি তৃণাদি দেখিয়া। লোভি পশু তাহে যেন রহিকে পড়িয়া ॥ তেমতি সংসার কূপে বিষয় ভূঞিতে। পড়িয়াছ ওহে প্রভু না পারে উঠিতে। কৃপাডোরে অবলম্ব দেহ দয়া করি। পতিত পাবন নাম বড় ক্ষিতিভরি ॥এবে কহ শ্রীরাধিকা [illegible] বর্ণন। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসীগণ ॥ এইমতে কৃষ্ণ [illegible] কত দূর যাঞা। নিবৃত্তি হইয়া শীঘ্র আইলা ফিরিয়া ॥

রাধিকার সঙ্গ লাগি উৎকণ্ঠিত মন। তার কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন॥ আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষণ। দেখিয়া হইলা তাঁর আনন্দিত মন॥ চারিদিকে চারি ঘাটে মণি রত্ন নানা সর্ব্বদিগে রত্ন বর্দ্ধ আশ্চর্য্য ঘটনা॥ প্রতি ঘাটে দিব্য রত্ন মণ্ডপ শোভয়। সব রত্নময় সেই নন্দপ আলয়॥ ঘাটের দুই পাশে আছে মণির কুট্টিমা। অতি মনোহর শোভা নাহিক উপমা॥ মণ্ডপের পার্শ্বে আছে তরু শাখাগণ। নানা পুষ্প নানা বস্ত্র হিন্দোলা সাজন॥ দক্ষিণে চাঁপার বৃক্ষে রত্ন হিন্দোলিকা। পর্ব্বিতে কদম্বে দোলা নানা রত্নাধিকা॥ পশ্চিম রসালে রত্ন হিন্দোলার সাজে। উত্তরে বকুলে রত্ন হিন্দোলা বিরাজে॥ পূর্ব্ব অগ্নিদিগে মধ্যে শ্যামকুণ্ড সঙ্গে। রত্নস্তম্ভে অবলম্বে বড় সেতু বান্ধে॥ রাধাকুণ্ড বেড়ি যত আছে বৃক্ষবৃন্দ। প্রতি বৃক্ষ-মূলে নানা রত্ন কৈল বন্ধ॥চারা সব আছে সেই বৃক্ষের নিকটে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা হয় নীর তটে॥ রত্ন বেদী আছে রাধা-কৃষ্ণ বসিবারে। সখিগণ লঞা সুখে যেখানে বিহারে॥ কুট্টিমা মণিতে বান্ধা প্রতি বৃক্ষ তলে। তথা বাস রাধাকৃষ্ণ চৌদিগে নেহালে॥ গলা সম উচ্চ কাহোঁ কাহোঁ বৃক্ষ সম। কাহোঁ নাভি সম কাহোঁ হয়ে জানু সম॥ কাহোঁ উদ্ধ সন বেদী আর আর যে কুট্টিমা। চতুর্দ্দিগে আছে রত্ন সোপানরচনা॥ সে সব বৃক্ষের তল অতি মনোহর। যেখানে বিহরে রাই শ্যামল সুন্দর॥ শ্বেতরত্ন চারি ঘাটে রত্ন বেদী আর। বিচিত্র কুট্টিমা শোভা কে কহিতে পার॥ এইত কহিল কিছু শুন এবে আর। যাহা শুনি লাগে চিত্তে অতি চমৎকার॥ কুণ্ড চারি কোণে আছে মাধবীর কুঞ্জ। বাসন্তীর চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জ॥ সেই চতুঃশালা বেড়ু কুঞ্জ বহুতর। কাঞ্চন কেশর আর অশোক বিস্তর॥ তার বাহ্যে কুণ্ড বাঢ় কদলীর বৃক্ষ। পক্ক অপক্ক ফল পুষ্প সহ লক্ষ॥ তাহার বাহিরে পুনঃ সে কুণ্ড বেড়িয়া। উপবন পুষ্পবন একত্র মিলিয়া॥ কুণ্ড মধ্যে অতি শোভা জলে উপরি। রত্ন মন্দির আছে সেতু বন্ধ কারি॥ ঋতুরাজ আদি করি যত

ঋতুগণ। শ্রীকুণ্ডকামনে সেবা করে অনুক্ষণ॥ বৃন্দাদেবী সেবা করে শ্রীকুণ্ড আলয়। সুগান্ধ সলিলে সাজে অঙ্গনের চর॥ হিন্দোলিকা কুঞ্জ পথ মণ্ডলাদি যত। চান্দোয়া পতাকা পুষ্প গুচ্ছ আছে কত॥ লীলা কুঞ্জে আছে শয্যা কমলে রচিত। বেঁটি ত্যাগ নামা পুষ্প অতি সুগন্ধিত॥ পুষ্প চন্দ্র উপধান আছয়ে কমলে। মধুপাত্র তাম্বুলপাত্র আছে মনোহর॥ কুঞ্জ-দাসী শত শত আছেন তথাই। পুষ্প তোলা সেবা যোগ্য সামগ্রী বানাই॥ কুঞ্জ বেড়ি পুষ্প বাটী উপবন মাঝে। সেবার সামগ্রী ঘর অনেক বিরাজে॥ বৃন্দাদেবী সেই খানে নিজগণ লঞা। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে আনন্দ পাইঞা॥ কহ্লার রক্তোৎ-পল পুণ্ডরীকে করি। পঙ্কে রুই ইন্দাবর কৈরবাদি ভরি॥ আছয়ে কুণ্ডের জল সৌরভ্য করিয়া।মকরন্দ পরাগ চর আছয়ে ভরিয়া॥ কলহংস হংসী চক্রবাকী চক্রবাক। সারস সারসী কোক ডাহুকী ডাহুক॥ শ্রবণের প্রিয় যাতে সে শব্দ করয়। কত কত আছে তাহা কথিত না হয়॥ শুক শারী অন্যান্য আশঙ্কা করিয়া। কৃষ্ণলীলা রস কাব্য গায় সুখ পাঞা॥ নাচে সখীগণ যাহা দেখে কৃষ্ণকান্তি। কুণ্ডতট অঙ্গনাদি কবি কত ভাতি॥ পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত।কৃষ্ণ দেখি কর্ণামৃতে ধ্বনি করে কত॥ কৃষ্ণ মুখ শোভা কটি চন্দ্র বিনিন্দিত। দেখিয়া চকোরগণ অতি হরষিত॥ অবজ্ঞা করিয়া সব চন্দ্র তেয়াগিয়া। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র রশ্মি পিয়ে সুখে পাঞা॥ লতাবৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈলা। পক্কাপক্ক ফল জানি ভয়ে নর্ম্ম কৈল॥ অনেক নদীর তীরে নীর চারি পাশে। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস যোগ্য শোভা কুঞ্জে ভাসে॥ নানা পদ্মকান্তিগণে করে ঝলমল। গুণেতে জিনিল ক্ষীর সমুদ্র সকল॥ যেমন কহিল এই রাধিকার কুণ্ড। শ্যাম-কুণ্ড এইমত গুণে অতি চণ্ড॥ রাধাকৃষ্ণ পাশে সেই আছয়ে বিরাজ। তীর নীরসম সর্ব্ব রত্নের সমাজ॥ কুণ্ড তীরে অষ্টদিগে অষ্ট কুণ্ড আর। অষ্ঠ সখী নামে আছে অন্যান্য প্রকার॥ নিজ নিজ হস্তে তাহা করেন সংস্কার। যাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখন-

য়াগার ॥ সেই সেই সীমাতে আছে যত উপবন। তাহার নিকটে আছে শিল্প শালাগণ ॥ সেই সেই সীমাতে বৃক্ষগণ আছে কত। দুই দিকে বন মধ্যে আছে রত্নযুত ॥ পরিসর পথগণ মরকত মণি। ভিত্তরে রচিয়া বহু করিয়া সাজনি ॥ পথের দুই পাশে মণি স্ফটীকের ভিত। উপরে স্ফটিক মণি তাহাতে রচিত ॥ ছোট২ তরঙ্গ যেন নদীতে বহয়। এমতি স্ফটিক মণি চিত্র তাতে হয় ॥ অন্য লোক প্রবেশ যদি করয়ে তাহাতে। ভিতে পথ জ্ঞান হয় পথ হয় ভিতে ॥ এইমত দ্বারবৃন্দ উপবন মাঝে। কত কত রত্ন বন্দ করিয়াছে সাজে ॥ কুণ্ডের উত্তরদিকে ললিতার কুঞ্জ। অনঙ্গ অম্বুজ নাম চতুর সুছন্দ ॥ অষ্টদল পদ্ম তুল্য তাহার ঘটনা। হেম রম্ভা বলি তার কেশর কুসুমা ॥ অষ্টাদলে অষ্ট কুঞ্জ আছে বিলক্ষণ। পশ্চাৎ বিস্তার তার করিব লক্ষণ ॥ আগে কহি কর্ণিকার যে কুঞ্জ ঘটনা। আশ্চর্য্য কুট্যিমা সেই সর্ব্ব মনোরমা ॥ কর্ণিকাতে সুবর্ণের কুট্টিমা বিরাজে। সহস্র পত্র পদ্ম তুল্য তাহা ভাল সাজে ॥ রাধাকৃষ্ণ যে সময়ে যে লীলা করয়। সেখান সেমতি লবু বিস্তারিত হয় ॥ ললিতা দেবীর [illegible] নিতা। সংস্কার করে তেহো সেই কুঞ্জ নিতি ॥ হয় [illegible] তাহা সর্ব্ব কেলি স্থল। রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে সুখ অনুকূল ॥ ললিতা নন্দদাকুণ্ড রাজপাট নাম। যত শোভা আছে তার সেই মূল স্থান ॥ সুবর্ণ কর্ণিকা তার মাণিক কেশর। ক্রমে ক্রমে কুণ্ডালিকা দ্বিগুণ অন্তর ॥ এক বর্ণ রত্নে যাহার নম পত্র কৈলা। পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ তুল্য পঞ্চগুণ লৈলা ॥ অতি সুশীতল মৃদু সৌরভ পুরিত। পরম নির্ম্মল আর মাধুর্য্য তানিত ॥ তাহার বাহিরে বন্ধ সুবর্ণ মণ্ডলী। তাহার বাহিরে বান্ধা প্রবাল মণ্ডলী ॥ তাহার বাহিরে শোভে মণি পদ্মরাগ তাহার বাহিরে মণি স্ফটিকের ভাগ ॥ তাহার বাহিরে [illegible] নীলমণি। [illegible] মণ্ডলাতে ভিতর সাজনি ॥ তাহার ভিতরে মালা রতনে বিনির্ম্মিত। দেবতামনুষ্য পক্ষী মৃগাদি চিত্রিত ॥ স্ত্রী পুরুষ বিনির্ম্মিত দোহে এক ভাব। রস উদ্দীপনা কা[illegible]

যার যেই ভাব॥ জামদগ্ন্য তুল্য সেই কুট্টিম ভিতর। সহস্র পত্র কর্ণিকার রসের আকার॥ বায়ব্য দিশাতে তার অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্টদল শ্বেত পদ্ম পুষ্পের আকার॥ অশোক লতার পুষ্প আমূল হইতে। শ্বেতারুণ হরিত পীত শ্যাম পুষ্প যাতে॥ প্রবীণ অশোক বৃক্ষ পুষ্প মনোরম। মধ্যে এক কুঞ্জ হয় কর্ণিকার সম॥বসন্ত সুখদা নাম অতি অনুপাম। এইত কহিলে নয় কুঞ্জের বিধান॥ ভ্রমর গুঞ্জরে তথা কোলিলের ধ্বনি। অতি সুখ পান রাধা কৃষ্ণ যাহা শুনি॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের নৈঋত কোণেতে। শ্রীপদ্ম মন্দির আছে অপূর্ব্ব নির্ম্মিতে॥ ষোল পত্র পদ্ম তুল্য তাহার রচনা। কহিতে না জানি আমি মাধুর্য্য রচনা॥ নানা মণি বিরচিত তাহার চারি ভিত। বিচিত্র রচনা চতুর্দ্বার বিনির্ম্মিত॥ চারি দ্বার পাশে তার আছে গবাক্ষণ। সেই দ্বারে গুঢ় লীলে দেখো সখীগণ॥ পূর্ব্বরাগ চেষ্টা হয়ে মন্দির ভিতর। রাসকুঞ্জ বিলাসাদি বিচিত্র প্রকার॥ পুতনাদি বৈরীগণ বধ আদি যত। এই মত ভিতরে বিচিত্র নানা মত॥ নানা রতনে বাহ্য তার কেশর সমান। মধ্যে যে মন্দির সেই কর্ণিকার ভান॥ ষোল রতন কোঠা তাতে শোভে ষোল পত্র। এই মত অপূর্ব্ব শোভা না শুনি অন্যত্র। দুই২ কোঠার সেই উপর বিভাগে॥ ষোল রতন কোঠা আছে দৃষ্টা'চর্য্য লাগে॥ রতন অট্টালিকা আছে অতি উচ্চতর। রতন স্তম্ভ পাতি তাতে ভিত হীন ঘর॥ স্ফটিক মণির স্তম্ভ প্রবালাদি করি। চিত্র রতন চাল শোভে তাহার উপরি॥ রতনকুম্ভে শোভে তার শিখির উপরে। তাতে থাকি রাধাকৃষ্ণ ভ্রমে বন হেরে॥ অতি উচ্চ অট্টালিকা তিন লতা যার। তিন পার্শ্বে মুক্ত দেহ অনেক বিস্তার॥ তলে উপরে কুট্টিমাতে চৌদিক বেষ্টিত। নানা রত্নে ভেল সেই অতি সুচিত্রিত॥ কণ্ঠ সম উচ্চ সেই কুট্টিমারগণ। চারি দিকে শোভে রতন সোপান গণ॥ তাহা বেড়ি উচ্চ বৃক্ষ

অট্টালি সমান। ফল পুষ্প যুক্ত সেই অতি অনুপম ॥ রাধাকৃষ্ণ কেলি করে তাহার উপর। বর্ণন না হয় স্থল অতি মনোহর ॥ ললিতা অন্নদা কুঞ্জের অগ্নিকোণ দিগে। হিন্দোল কুট্যামা রতন আছে সেই ভাগে ॥ বকুলের বৃক্ষ আছে পূর্ব্বেতে পশ্চিমে। তাহার ঘটনা এবে কহি কিছু ক্রমে ॥ উচ্চ বৃক্ষ পুষ্প পূর্ণ বক্র গতি হৈয়া। শাখা শাখা মিলিয়াছে সুসমা করিয়া ॥ রতন মণ্ডপের প্রায় দেখি আচ্ছাদিত।তার মাঝে হিন্দোলিকা আছে মনোনীত ॥ শাখা মুল বদ্ধ পট্ট রজ্জু চাবি দিয়া। হিন্দোলিকা চারি কোণে আছে বদ্ধ হৈয়া ॥ নাভি মাত্র উচ্চ স্থল অতি মনোহরে। তাহার বর্ণনা কেবা করিবারে পারে ॥ পদ্মরাগমণি আর পাটির হিন্দোলা। প্রবাল মণির পুরা আটে তাতে দিলা ॥ এক হস্ত উচ্চ পাটী পদ্ম রাগ মণি। কেশব বেষ্টীত সেই সুন্দর শোভনি। ধোল পত্র পরি প্রায় রতন তাহার ॥ রতনের সমুহ চিত্র কর্ণিকা যাহার ॥ দুই দুই খুরার কাছে একেক দল তার। বাহিরে আছয়ে অষ্ট দলের আকার ॥ রতন পাট কেশর চারি পাশে শোভা করে। অষ্টদিকে শোভা তার করে অষ্ট দ্বারে ॥ দক্ষিণ দলের পার্শ্বে আছে দুই দ্বার। আরোহণ লাগি দ্বার অতি মনোহর ॥ লম্বু স্তম্ভ আছে দুই পৃষ্ঠাবলম্বন। মধ্যে পট্য তুলি তাতে বসিতে আসন ॥ পার্শ্বেতে বালিশ তাহে আছে বিলক্ষণ। উর্দ্ধে স্বর্ণ সূক্ষ্ম তাতে চান্দোয়া শৈল ॥নানা চিত্র শোভে তাতে চন্দ্রাবলী ছান্দে। মুক্তাদাম গুচ্ছ তাতে কতেক প্রবন্ধে ॥ অষ্টসখী অষ্টদলে রাধাকৃষ্ণ মাঝে। তলে গায় সখিবৃন্দ দোলাবার কাজে ॥ সেখনে আশ্চর্য্য আর এক দল হয়। সবে জানে রাধাকৃষ্ণ সন্মুখে আছয় ॥ মদনান্দোলনা নাম সেই হিন্দোলা। রাধাকৃষ্ণ ইহাতেই করে দোলা লীলা ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের ঈশান কোণেতে। মাধবীর কুঞ্জ শালা আছয়ে সুমতে ॥ অষ্ট ... ... প্রায় তাহার গণন। অষ্ট পত্রে অষ্ট কুঞ্জে আছে

মনোরম ॥ মধ্যেতে কর্ণিকা তাতে আর এক কুঞ্জ। নবকুঞ্জ আছে রাধাকৃষ্ণ মনোরঞ্জ ॥ আমূল হইতে পুষ্প ধরিলা তাহার। মাধবা নন্দদা নাম ধরিয়াছে ভাল ॥ এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নানা লীলা করে। সব সখী সঙ্গে লীলা অতি মনোহরে। ললিতা নন্দদা কুঞ্জের উত্তর দিশাতে। শ্বেতপদ্ম অষ্টকুঞ্জ আছয়ে তাহাতে ॥ অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ কর্ণিকায় এক। আশ্চর্য্য কুঞ্জের শোভা নয় পরতেক ॥ কর্ণিকারে কুঞ্জ সেই স্বর্ণবর্ণ সম। তাহা বেড়ি অষ্ট শ্বেত অতি অনুপম ॥ শ্বেতবর্ণ পুন্নাগ বৃক্ষে শ্বেত মল্লীলতা শ্বেতবর্ণ যুক্তশাখা হইল পূর্ণিতা ॥চন্দ্র কান্তমণি শোভে তাহার ভিতর। কি কুঞ্জ রচিত মণি শোভা মনোহর ॥ সুগন্ধি কুসুমে পূর্ণ গন্ধে আমোদিত। রাধাকৃষ্ণ লীলা করে সখি সঙ্গে নিত ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের পশ্চিম দিশাতে। মেঘাম্বুজ নাম কুঞ্জ সদা বিরাজিতে ॥ অষ্টদল স্বর্ণ পদ্মে অষ্ট অষ্ট উপকুঞ্জ। মধ্যে আছে কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ। চম্পক তরুতে শোভে হেম লতাগণ। হেমবর্ণ পুষ্প তাতে অতি বিচক্ষণ ॥ বাহির অন্তর তার সুবর্ণে রচিত। রাধাকৃষ্ণ লীলা যাতে করে হরষিত ॥ এই কহিলাম রাধাকুঞ্জের বর্ণন। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ অতি বিলক্ষণ ॥ কুঞ্জের ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ। অতি মনোহর সেই রাধাকৃষ্ণ রঞ্জ ॥ ষোল পত্র পদ্ম হেন তাহার রচনা। চারি কোণে চম্পকের বৃক্ষের ঘটনা ॥ চারি বর্ণ পুষ্প তাতে শ্যাম পীত ধরে। অরুণ হরিত বর্ণ অতি মনোহরে ॥ মাধবী মল্লিকালতা প্রফুল্ল হইয়া। অষ্টদিকে বেড়ি আছে ভীত মত হৈয়া ॥ প্রতি বৃক্ষে সব শাখা একত্র হইয়া। মণ্ডপ হইয়া আছে উপরে মিলিয়া ॥ শুক পিক ভ্রমরাদি তাতে শব্দকরে। আশ্চর্য্য মধুরধ্বনি যাতে কর্ণ হরে ॥ তাহার ভিতরে দিব্য শয্যার ঘটনা। স্থলপুষ্পে জলপুষ্পে করিয়া যোজনা ॥ নানা বর্ণে চিত্র সেই চান্দোয়া উপরে। শেতারুণ শ্যাম পিতপদ্মের আকারে ॥ চারি দ্বারে সেই কুঞ্জ

কপাট সহিতে। পুষ্প পত্র শলাকা সব চিত্রিত তাতে ॥ চপল ভ্রমরাগণে সেনাপতি সঙ্গে। সে দ্বারে পালন করে দ্বারী হঞা রঙ্গে ॥ চারি দিগে ভীত তার বর্ণির সাজনি। চারি পিড়া আছে বৃক্ষশাখা আচ্ছাদনি ॥ বিশাখায় শিষ্যা নম্রমুখী তাঁর নাম। সংস্কার করে তোহো সেই কুঞ্জধাম ॥ রাধাকৃষ্ণলীলা রস বন্যায়ে প্লাবিত। বদন সুখদা নাম নয়ন রঞ্জিত ॥ বিশাখা মদনদা নাম কুঞ্জ বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণলীলা ইহো হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ কুঞ্জ পূর্ব্বে চিত্রাদেবীর মনোহর কুঞ্জ। কি কহিব সেই শোভা সর্ব্ব চিত্র রঞ্জ ॥ চিত্র বৃক্ষ চিত্রলতা চিত্র পুষ্পগণ। অন্তরে বাহির তার বিচিত্র রতন ॥ চিত্র বর্ণ পক্ষী ভৃঙ্গ কুট্টিমা অঙ্গন ॥ বিচিত্র মণ্ডপ চিত্র হিন্দোলকাগণ ॥ কুঞ্জ অগ্নিকোণে আছে ইন্দুরেখা কুঞ্জ। অপূর্ব্ব তাহার শোভা হয় সর্ব্ব পুঞ্জ। চন্দ্রকান্ত মণি আর স্ফটিকাদি মনি। কুট্টিমা চন্দ্রের স্থল বিচিত্র সাজনি ॥ শ্বেতপদ্ম মল্লিকাদি বৈরাবাদি যত। শ্বেত বৃক্ষ শ্বেতলতা পুষ্প পত্র যত ॥ শুক পিক ভ্রমরাদি শ্বেতবর্ণ সব। যে যে পক্ষী জানা যায় শব্দ অনুভব ॥ পৌর্ণমাসী রাত্রে রাধাকৃষ্ণ সখীসনে। শুভ্রবেশ করি করে নানা লীলাগণে ॥ [illegible] কালে কহে যদি যায় সেই স্থানে। চিনিতে না পাবে সেই অত্যন্ত যতনে॥ শুভ্রাকর্ণী শয্যা তাতে অতি মনোহর। পূর্ণচন্দ্র কুঞ্জনাম ইন্দুরেখা ঘর ॥ চম্পকলতার কুঞ্জ কুঞ্জের দক্ষিণে। হেম বর্ণময় সেই অতি মনোরমে ॥ হেম বৃক্ষ হেমলতা পুষ্প হেম বর্ণ। হেমবর্ণ শুক পিক ভ্রমরাদি পূর্ণ ॥ স্বর্ণ মণ্ডপ আর কুট্টিমা প্রাঙ্গন। স্বর্ণ নীল পরিচ্ছন্ন হিন্দোলাদিগণ ॥ হেমবর্ণ বস্ত্র আর সুবর্ণ ভূষণ। হেমবর্ণ কুঙ্কুমাদি করিয়া লেপন ॥ গৌরাঙ্গী বেশ কৃষ্ণ করিয়া আপনে। প্রেম আলাপন শুনে সখীগণ সনে ॥ ঈর্ষা করি পদ্ম যাঞা জটিলা পাঠায়। একাসনে রাধাকৃষ্ণ দেখিতে না পায় ॥ চম্পকা নন্দদা নাম কুঞ্জ রসময়। চাঁপার কুঞ্জের মাত্রে পাকশালা হয় ॥ ভোজন বেদিকা তাহা

আছে মনোহরে। নিজ সখী সঙ্গে তেঁহো পাক কার্য্য করে॥ কদাচিত কোন দিন কুঞ্জেতে ভোজন। করে কৃষ্ণ রাধা সহ সঙ্গে সখীগণ॥ রঙ্গদেবী কুঞ্জ আছে কুণ্ডের নৈঋতে। শ্যামবর্ণ কুঞ্জ রাধাকৃষ্ণ মনোনীতে॥ তমাল তরুতে শ্যাম লতার সাজনি কুট্টিমা চত্তর ভুমি ইন্দ্রনীলমণি॥ মুখরাদি যবে যদি কভু সেই খানে। চিনিতে না পারে রাধাকৃষ্ণ একাসনে॥রঙ্গদেবী সুখপ্রদ নাম হয় তার। সর্ব্ব শ্যামময় কুঞ্জ নীলাম্বুজাকার॥ তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জ আছে কুণ্ডের পশ্চিমে। রক্তবর্ণময় সব অতি মনোরমে॥ রক্তবৃক্ষ বৃক্ষলতা পুষ্পকাদি যত। মণ্ডপ কুট্টিমা রক্ত হিন্দোলাদি যত॥ বাহির ভিতরে যত অঙ্গনাদি করি। রক্তমণি রতনে সব স্থল আছে ভরি॥ তুঙ্গ বিদ্যা নন্দদাখ্য কুঞ্জ বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা বেশ অরুণ বরণ॥ সুদেবীর কুঞ্জ হয় বায়ব্য দিগেতে। হরিবর্ণ সর্ব্ব কুঞ্জ অতি সুশোভিতে॥ হরি বল্লী বৃক্ষগণ পুষ্প পত্র যত। হরিদ্বর্ণ পক্ষী আর ভ্রমরাদি কত॥ হিরণ্ময় ভুমি বাহ্য অন্তর চত্তর। রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলা সে কুঞ্জ ভিতর। সুদেবী সুখদা শ্যাম কুঞ্জ মনোহর। সব হয় হরিদ্বর্ণ পরম সুন্দর॥ কুঞ্জ মধ্যে পুষ্প রাগ চন্দ্রকান্তমণি। আশ্চর্য্য মন্দির আছে মোহন গাঁথনি॥ নীলবর্ণ সে মন্দির উর্দ্ধে চিত্র সঙ্গ। তাহা দেখি মনে হয় নদীর তরঙ্গ॥ মন্দির ভিতর সব মরকতময়। মণি হংস পদ্ম চিত্র উপরে আছয়॥ বোল পত্র পদ্ম প্রায় সেইত আলয়। রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করি তাতে সুখী হয়॥ উত্তর দিগেতে তার সেতুবন্ধ হয়। তাহা জল জ্ঞান হয় ঐছে স্বচ্ছময়॥ যৈছে হয় রাধাকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী। তৈছেন মানেন কৃষ্ণ তাহার সরসি॥ রাত্রি দিনে প্রেমে কৃষ্ণ তাতে ক্রীড়া করে। এ কুণ্ড মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে॥ সে কুণ্ডে সকৃত স্নান করে যেই জন। তার কৃষ্ণ প্রেম হয় রাধিকার সম॥ অতএব কহিবারে কে পারে মহিমা। সহস্র যুগেতে যার দিতে নারে সীমা॥ কবে সুপ্রভাত হবে পোহা

ইবে রাতি। নয়নে দেখিবেকুণ্ড শোভা এই ভাতি॥ এই রূপে রাধাকুণ্ড দেখিয়া গোবিন্দ। বহু উদ্দীপনা তৃষ্ণা বাড়য়ে আনন্দ॥ রাধিকার প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা বাড়িলা। ভ্রমেত উৎপেক্ষা বহু দেখিতে লাগিলা॥ চক্রবাক চক্রবাকী মধ্যে কুণ্ডে খেলে। রাই কুচযুগ স্মৃতি তাতে করাইলে॥ কুণ্ড মধ্যে ফেন মানে রাই মুক্তা হার। তরঙ্গ দেখেন যেন রসের বিস্তার। প্রিয়া বক্ষ সম কুণ্ড হৈলা কৃষ্ণ জ্ঞান। পদ্ম দেখি রাধিকার মুখপদ্ম ভান॥ ভৃঙ্গ দেখি মনে করে অঞ্জকার পতি। খঞ্জন দেখিতে নেত্র খঞ্জনের ভাতি॥ হংস শব্দ মানে প্রিয়া নূপুরের ধ্বনি। প্রিয়া কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া অনুমানি॥ শ্যাম কুণ্ড কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সে কুণ্ডের কাছে। রক্ত পদ্মগণ তাতে বহু ফুটিয়াছে যেন কৃষ্ণ বাহু মেলি প্রিয়া আলিঙ্গিতে। হস্তপদ্ম তোলে রাই নিষেধ করিতে॥ হেমপদ্মগণ যেই সমীরে চালায়। নীলপদ্ম তাহা সনে আসিয়া মিশায়॥ হেমপদ্ম উলটিতে পড়ে তাল যোড়ে। তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে হইলা বিভোরে॥ যেন কৃষ্ণ রাইমুখে বলে চুম্ব দিতে। কটাক্ষ বক্রতা মুখ যেন কৃষ্ণচিত্তে॥ ভৃঙ্গার ঝঙ্কায় যেন রাধিকা শীৎকার। সদ্যাদিকা কটিমিত যতেক প্রকার॥ এসব দেখিয়া কৃষ্ণের উৎকণ্ঠ বাড়য়। মনে বিচারয় রাইসঙ্গে কৈছে হয়॥ দুইকুণ্ড দেখি কৃষ্ণমনে বিচারয়। কুণ্ড নহে গোবর্দ্ধনের দুই নেত্র হয়॥ নীলপদ্মগণ সদা পবনে ঘুরায়। নেত্র তারাগণ সদা যেন উলটায় আমাকে দেখিয়া গিরির প্রেম উথলিল। কুণ্ড জল ছল এই অশ্রুপাত হৈল॥ সর্ব্বাঙ্গে প্রণতি কিবা করিয়াছে মোরে। উদঘূর্ণা বৈবশ্য চেষ্টা দেখিয়ে ইহারে॥ এই অনুমান করে কুণ্ড দেখি। রাধিকা প্রত্যক্ষ বিনু নাই দেখে আঁখি॥ তবে কৃষ্ণ এই রূপ দেখে নিজ কুণ্ড। তাহাতে যে আছে ঐছে নর্ম্ম সখা কুণ্ড॥ সুবল মধুমঙ্গল উজ্জ্বল অর্জ্জুন। গন্ধর্ব্ব কোকিল আর বিদগ্ধাদিগণ॥ দক্ষ সনন্দাদি আদি যত সখাচয়। নিজ২ নাম নর্ম্ম

সখা কুঞ্জ হয়। রাধিকা ললিতা আদি যত সখীগণ। সব কুঞ্জ দিয়াছেন করিয়া বণ্টন॥ শ্যামকুণ্ডের বায়ু কোণে সুবলের কুঞ্জ॥ মানস পাবন নাম ঘাট মনরঞ্জ॥ সে কুঞ্জ লইয়া বাটি রাধা সুবদনী। প্রত্যহ আগ্রহে স্নান করেন আপনি॥ কৃষ্ণপদে জন্ম কুণ্ডের সে তুল্য মাধুরী। কৃষ্ণ স্পর্শ সুখ পায় তাতে স্নান করি॥ মধুমঙ্গলের কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তরে। পরম সুন্দর কুঞ্জে ললিতাঙ্গী করে॥ উজ্জলা নন্দদা কুঞ্জকুণ্ডের ঈশানে। বিশাখাঙ্গী কৃত কৈল সে কুঞ্জ আপনে॥ এই ক্রমে কুণ্ডের যত কুঞ্জগণ। সব সখী নৈলা তাহা বিভাগ কারণ॥ শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বে রাধাকুণ্ডের পশ্চিম। দুই ঘাটে নর পশু করে স্নানদান॥ লীলা অনুকুল জন সাধিকাদিগণে। যেরূপ কহিল ঐছে পায় দরশনে॥ অন্য লোকে স্ফুরে এই সাধকের সম। এইত কহিল দুই কুণ্ডের বর্ণন॥ অতঃপর বৃন্দাদেবী দেখি কৃষ্ণচন্দ্র। দুইপুষ্প আন দিলা পাইঞা আনন্দ॥ তবে বৃন্দাদেবী নিজ কৌশল্যাদি যত। কৃষ্ণকে দেখায় কুঞ্জ সামগ্র্যাদি কত॥ সামগ্রী দেখিয়া রাই স্মৃতি করাইল। কুণ্ডের ঈশান কুঞ্জে কৃষ্ণ লঞা গেল॥ মদনানন্দদা নাম বিশাখার কুঞ্জ। পুষ্পময় সব স্থল ভ্রমরাদি গুঞ্জ॥ কৃষ্ণ মনে হৃষ্ট হৈলা সে কুঞ্জ দেখিয়া। রহিলা কর্ত্তব্য লীলা সঙ্কল্প করিয়া॥ বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী বৃন্দাবনে। করিয়াছে বহুবিধ সামগ্রী সাধনে। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হৈলা। বৃন্দাদেবী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥ ভাগ্যে যদি প্রিয়া এথা আইসে বিঘ্ন বিনে। তবে সে সাফল্য কুঞ্জ সামগ্র্যাদিগণে॥ তুলসী দেখিয়া গেলা শৈব্যা মোর কাছে। শুনিযা রাধিকা এথা না আইসে কাছে॥ অত এব কেহ যাইয়া কহয়ে তাহারে। শৈব্যা এথা নাই আছি একেশ্বরে॥ ধনিষ্ঠা তৎকাল তুমি করহ গমনে। আমার অবস্থা এই কেহ তার স্থানে॥ যাতে হৈতে কন্দর্পের উদ্দীপন হয়। যাতে হৈতে মনে অতি লালসা বাড়য়॥ প্রণয়ে ব্যাকুল করি তৃষ্ণা বাড়াইয়া। শীঘ্রএথা আন রাই বিলম্ব ত্যজিয়া॥ বৃন্দা তুমি

এক সখি রাখ গোষ্ঠ পথে। কোন কথা আইসে পাছে মোরে অন্বেষিতে ॥ তবে তারে প্রতারণা করিয়া ফিরায়। এই কার্য্য কর তুমি বড়ই ত্বরায় ॥ গৌরীকুণ্ড পথে রাখ সখী এক আর। শৈব্যা আদি আইলে করে বঞ্চনা প্রকার ॥ পক্বরম্ভা ফলে। মধুমঙ্গলের আঁখি। বৃন্দাকে কহেন কৃষ্ণ তার লোভ দেখি ॥ বটুর উদর ভর পক্বরম্ভা ফেলে। এত শুনি বটু কিছু হাসি কৃষ্ণ বলে ॥ বৃন্দার কি দায় তোমার আজ্ঞা প্রমাণ। এত কহি খায় রম্ভা যত মনোমান ॥যথা যথা কহে কৃষ্ণ সখি নিয়োজিতে তব তথা বৃন্দাদেবী লাগে পাঠাইতে ॥ তা সবাব পাঠাঞা কৃষ্ণরহে উৎকণ্ঠাতে। নেত্র আরোপিয়া রহে রাধিকার পথে ॥ হাস্য সহ মুখ পদ্ম দেখিতে তাহার। কৃষ্ণ চিত্ত উৎকণ্ঠাতে ভরিল অপার ॥ শতেক জলধি প্রায় গম্ভিরতা যার। সে কৃষ্ণ অধৈর্য্য ক্ষণে লক্ষ যুগাকার। এইত বিচিত্র নহে প্রণয়ে স্বভাব। সহজেই এইমত অন্যান্যেতে ভাব ॥ এইমত কহিব রাধাকুণ্ডের বর্ণন। সংক্ষেপ করিয়া কৈল দিগ দরশন ॥ গোবিন্দ লীলামৃতে আছে এসব বর্ণন। প্রাকৃত বুঝিতে কিছু কহিল কথন ॥ এই কথা যেই শুনে সেই তাহা পায়। চিত্তে বৈসে রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায়। এইত পূর্ব্বাহ্নলীলা কৃষ্ণের কহিল। মহাজন মুখে কথা যেমত শুনিল ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা যেই শুনে। তাহার চরণ ধূলা মুই কর পানে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে পূর্ব্বাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণনা নাম সপ্তম সর্গঃ ॥ ৭ ॥

....

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্য সঙ্গোদিতবিবিধ বিকারাদিভূষা
প্রমুগ্ধৌ, ব্যানোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললি-
তাদ্য। লিনর্ম্মাপ্তসীতৌ। দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃ-
তিরতি মধুপানার্ক পূজাদিলীলৌ, রাধাকৃষ্ণৌ
সতৃষ্ণৌ পরিজন নিচয়ৈঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা সাগর। জয় রূপ সনাতন এ দীন বৎসল॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট কৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী দয়াল। জয় জয় ব্রজবাসী ভকত রসাল॥ এবে কহি কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলাগণ। যাহ শুনি সুখী হয় প্রেমী ভক্তগণ॥ মধ্যাহ্ন লীলার কথা বাহুল্য বিস্তার। সংক্ষেপে করিয়া বুদ্ধি আপন অন্তর॥ তথা শ্রীরাধিকা চিত্ত কৃষ্ণের বিচ্ছেদে। উৎকণ্ঠাতে সর্ব্বেন্দ্রিয় করে বহু খেদে॥ বিশাখাকে কহে ধনী সেই সব কথা। প্রথম ইন্দ্রের চেষ্টা হঞা আছে যথা॥ যথা রাগঃ॥

সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু, তরুণীর চিত্তাদি ডুবায়। কৃষ্ণ রম্য নর্ম্ম কথা, সুধু সুধাময় গাঁথা, তরুণীয় কর্ণ নন্দময়॥ সখী হে কহ এবে কি করি উপায়; কৃষ্ণাঙ্গ মাধরী ছান্দে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ বান্দে, বলে পাঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয়॥ ধ্রু॥

কোটিচন্দ্র সুশীতল, অঙ্গ ক্ষিতি তাপ হর, গন্দ সুধা জগত প্লাবিত। অধর অমৃত সার, কি কহিব সখী আর; বিচারিতে সব বিপরিত॥ নবীন জলদ দ্যুতি, বসন বিজলি ভাতি, ত্রিভঙ্গিম বন্যবেশ তায়। মুখপদ্ম জিনি চান্দ; নয়ন কমল ছান্দ, মোর নেত্র সেই আকর্ষয়॥ মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি, নুপুর কিঙ্কিণী মণি, মুরলী মধুর ধ্বনি তায়। সনর্ম্ম বচন ভাতি, রমাদির মোহে মতি, কর্ণ স্পৃহা তাহাতে বাড়ায়। কৃষ্ণের অঙ্গের গন্দ, মৃগমদ করে অন্ধ, কঙ্কন্ন চন্দন দিল তায়। অগুরু কর্পুর তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে, মোর নাসা সেই আকর্ষয়॥ বক্ষঃস্থল পরিসর, ইন্দ্রনীলমণি বর, কপাট জিনিয়া তার শোভা। সুবাহু অর্গল ছন্দ, কোটিন্দু শীতল অঙ্গ, আকর্ষয়ে সেই বক্ষ

শোভা॥ কৃষ্ণরাধামৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়; তার সং সেই জন পায়। কৃষ্ণ চব্য পান শেষ; জিনিয়া অমৃত দেশ; জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয়॥ রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, বিশাখিকা তাহা শুনি, কৃষ্ণ সঙ্গ উপায় চিন্তিতে। হেন কালে শুন কথা, তুলসী আইলা তথা, গন্ধ পুষ্প গুঞ্জার সহিতে॥ কৃষ্ণ মাল্য পুষ্প লতা, তুলসী আনন্দ পাতা, আইলা অতি ত্বরিত গমনে। তারে প্রফুল্লিত দেখি, রাই মনে হৈলা সুখি, কহে দাস এ যদুনন্দন॥ তুলসী আসিয়া কহে সব বিবরণ। শুনিলেই রাই হৈলা মহা হর্ষমন॥ ললীতার হাতে দিল পুষ্প গুঞ্জহার তাহা পায়ে তেঁহো হৈলা প্রফুল্ল অপার॥ ধনী কণ্ঠে গুঞ্জা মালা সমর্পি ললিতা। চম্পক যুগল দুই বর্ণাবতংসিতা। কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভগণ লাগিয়াছে তাতে। তার স্পর্শে রাধি কাঙ্গ ভেল পুলকিতে॥ প্রফুল্ল সরোজ নেত্র সরস হইলা যেন কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গ পরশ পাইলা॥ সর্ব্বাঙ্গ কাঁপায়ে ধনী আনন্দ হিল্লোলে। গন্ত কামা হয়ে রাই রহে নিল স্থলে ধীরতা বামতা সখী সুক্ষ্মা বুদ্ধি দিলা। তেই সে কারণে ধৈর্য হইয়া রহিলা॥ তবেত তুলসী আসি কহে ভঙ্গি কথা। শৈব্য বাক্য জালে বন্ধ কৃষ্ণ সার তথা॥ চন্দ্রাবলী সখী অঙ্কু বন্ধ কৃষ করি। উদ্ধার করিতে যুক্ত ব্যাজ পরি হরি॥ তথাপি হঠা কর্ম্ম কভু না করিবে। তবে যদি কর ভবে অনর্থ হইবে। পণ্ডিত যে হয় কর্ম্মে বিচার করয়। তবে সে সে সব কর্ম্মে ভাল ফল হয়॥ ললিতা কহেন ভাল কহিলা তুলসী। কৃষ্ণের নিকটে যবে শৈব্যা থাকে আসি॥ শঙ্কেতে ভবনে কৃষ্ণ না থাকয়ে যবে। আবার ঘরের মান্য নাহি হবে তবে॥ ইহ শুনি নিতম্বিনী উৎকণ্ঠিতা মূর্ত্তি। অন্তরে হইলা কৃষ্ণ দুর্ল্লভত স্ফূর্ত্তি॥ শ্বাশুড়ী ননদী আদি সদা দ্বেষ করে। পতি কা বাণী কহে অত্যন্ত প্রখরে॥ পদ্মা আদি বৈরিগণ অ বলবান। গোধন সখাতে ব্যাপ্ত সব বৃন্দাবন॥ বহু বি কৈছে কৃষ্ণ মিলন দিবসে। এত অনুমানি ধনী ছাড়ে

নিশ্বাসে॥ হাহা দুষ্ট বিধি আর কি বলিব তোরে। দুর্লভ করিলে কৃষ্ণ দুঃখ দিতে মোরে॥ এরূপ রাধিকা চেষ্টা ব্যাকুল মানসে। এই কালে সুকুল দেখিয়া হরিষ॥ বাহিরে দৈবজ্ঞ কহে বৃষ আদি সুলভ। কেহু প্রতি কহে রাই সুখ অনুভব॥ বাম স্তন উরু নয়ন নাচয়। দেখি সুধামুখী মনে আনন্দ বাড়য়॥ যদ্যপি আপন অঙ্গে মঙ্গল দেখিল বাহিরে মঙ্গল কথা সকল শুনিল॥ তথাপিহ নহে কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীতে। প্রণয়ে অনিষ্ট চিন্তা হইয়াছে চিত্তে॥ কৃষ্ণ বার্ত্তা প্রাপ্তি তৃষ্ণা যবে হৈল তারে। ধনিষ্ঠিকা সেই স্থানে আইলা সেই কালে॥ কৃষ্ণের প্রেষিতা ইহো জানিল রাধিকা। হর্ষ আদি ভাবে অঙ্গ ভরিল অধিক্য॥ কৃষ্ণবার্ত্তা শুনিবারে ব্যাকুল আছয়। ছল করি পুছে তারে হর্ষানন্দময়॥ রাধিকা পুছেন সখী আইলা কোথা হতে। ধনিষ্ঠিকা কহেন শ্রীবৃন্দাবন হইতে॥ সুধামুখী কহে গিয়া মাধব সুসমা। কেমনে দেখিলা তারে কহত মহিমা॥ গোত্র শ্রেষ্ঠ ধরাধরি কেমন দেখিলা। যাহা হৈতে ব্রজ জন ধন রক্ষা পাইলা॥ দুই প্রশ্ন কৈলা যবে রাধা সুবদনী। ধনিষ্ঠিকা কহে তারে তৈছ ছল বাণী॥ বনমালা গন্ধে সবে অলিবৃন্দ ধায়। তিলক কপালে শোভা মনোহর তায়॥ যুবতী জনের মনে কাম বৃদ্ধি করে। এই মত পূর্ণ উৎকণ্ঠিতাতেই ভরে॥ মাধবীর শোভাগণ এই মত হয়। বর্ণনা কররে তাহা হেন কে আছয়॥ ধরাধর ধাতুচয় রচিয়াছে ভাল। চিত্ত আকর্ষয় বেণুধ্বনি সুবিশাল॥ মেঘ হৈতে ধেণু ভয় সব দুর কৈল। সখা ধেনু শৃঙ্গ সঙ্গ একত্র মিলিল॥ এইমত গোবর্দ্ধন ধরের সুসমা। কে কহিতে পারে যেই তাহার উপমা॥ ধনিষ্ঠার বাক্য ভঙ্গি মধুপান হৈতে। রাধিকার চিত্ত হৈল উনমতে॥ ব্যক্ত কথা শুনিবারে উৎকণ্ঠা বাড়িল। তবে ক্রমে ব্যক্তকথা পুছিতেলাগিল॥ সুধামুখী কহে কোথা করিবে গমন। ধনিষ্ঠা কহয়ে এথা আগমন॥ রাই কহেকি কারণে কহি সুনিশ্চয়। তেহো কহে সমাচার কোন

এক হয়॥ রাই কহে সমাচার কহবা কাহার। তেহো কহে করিয়াছ ব্রজেন্দ্রকুমার॥ রাই কহে কি কহিলা কহত নিশ্চয়। তেহো কহে বাম বৈরী বাণ বরিষয়॥ কৃষ্ণের সহায় হীন সঙ্গে মাত্র ছায়া। ধনুর্ব্বাণ নাই তাতে মুক্তসব কায়া॥ তাহার সহিত বহু সামন্ত আইলা। ফুলধনু নিজ করে আপন ধরিলা॥ কৃষ্ণ রূপ মদনের কৈলা পরাজয়। তেকারণে ক্রোধ তার হৈল অতিশয়॥ সঙ্গে ভৃঙ্গ পিক আর বসন্ত বাতাস। তোমার কুঞ্জের বড়িল চৌপাশ॥ এই সব সেনা লয়ে কৃষ্ণবিদ্ধ কহে তাহা লাগি তুয়া সঙ্গে সাদা বাঞ্ছা ধরে॥ তোমা সবা রক্ষা তেহো অনেক করিলা। দৈব বলে এইবার সঙ্কটে পড়িলা॥ তোমার সঙ্গতি মাত্র তারণ তাহার। অতএব তারণ কর তৎকাল তাহার॥ না করিলে কৃতঘ্নতা তোমার হইবে। পুনর্ব্বার সে সঙ্কটে আপনে পড়িবে॥ মদনমোহন করি যদি বল তাঁরে। তোমা বিনা মদনেরে জিনিবারে নারে॥ কৃষ্ণ রূপে জগমনমোহন করয়। আপনে মদন স্থানে বিমোহন হয়॥ তোমার সহিতে যবে সঙ্গ হবে তার। তবে সে মদনে মূর্চ্ছা পারে করিবার॥ প্রফুল্ল কুসুম কুঞ্জে বসিয়া আছয়ে ভৃঙ্গ পিক সব তারা সন্মানি করয়ে॥ হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র নানা লীলা করে। বসিয়াছে পদ্ম অল্প সুগন্ধি উপরে॥ কহয়ে তোমার কথা কৃষ্ণ বলবান। কন্দর্প মদনে তাঁর ধৈর্য্য কৈল আন॥ নবীন জলদ দ্যুতি কনক বসন। মকর কুণ্ডল কানে কমল বয়ান॥ চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ শ্রীপদ্ম নয়ন। স্বর্ণ যুথি মালা গলে ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥ চূড়ায় উপরে শিখিপুচ্ছ ভাল সাজে। এই রূপে বসিয়াছে কৃষ্ণ কুঞ্জ মাঝে॥ শ্রীঅঙ্গ তারুণ্য লক্ষ্মী অমৃত সাগর। সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য জল অতি মনোহর॥ অঙ্গের লাবণ্য হেন সমুদ্র তরঙ্গ। কন্দর্প তাদের তুমি আছে লভ ভঙ্গ॥ বংশীধ্বনি বায়ু তাতে অত্যন্ত প্রবল। যুবতীর চিত্ত বিত্ত করয়ে তরল॥ তরুণীর চিত্ত নেত্র তৃণ ডুবাইল। ডুবিয়া রহিল তাতে উঠিতে নারিল॥ হেন কৃষ্ণ

মনমথ বাণে বিদ্ধ করে। তুয়া পথ নিরিখয়ে কাতর অন্তরে॥ বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ তুমি বৈদগধী। কৃষ্ণ নবযুবা তুমি তরুণ অবধি তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ তৃষিত অন্তরে॥ কৃষ্ণ লাগি তুয়া তৃষ্ণা বুঝি যে বিচারে॥ কৃষ্ণের সুবেশ অঙ্গ মাধুর্য্যের সীমা। তুমিহ সুবেশ ভঙ্গী রূপ অনুপমা॥ অতএব তার স্থানে তৎকাল চলহ। তারে সমর্পিয়া বেশ সাফল্য করহ প্রেমোদ-ভ্রান্ত কৃষ্ণ স্মরক্রান্ত মন। মূর্চ্ছান্ত করিল চিত্ত তোহে সমর্পণ॥ নিজ চিত্ত রাখে তেহো তোমার আশ্রয়ে। নিবেদিল এইতার যত দশা হয়ে॥ ধনিষ্ঠাতে বচনামৃতরাই কৈল পান। ঔৎসুক্য জড়তা ভেল চিত্তের পরাণ॥ সর্ব্ব ভার প্রবট হইল প্রতি অঙ্গে। ভাব স্বরূপিণী ধান বিভাব তরঙ্গে॥ গমন ত্বরিতা ভেল যবে নিতম্বিনী। কুন্দলতা আসি তারে কহে মধুবাণী॥ সূর্য্যপূজা ছলে বহু ত্বরা প্রকাশিয়া। উঠাইলা রাই করে যতনে ধরিয়া॥ কুন্দলতা হস্ত রাই বাম হস্ত ধরে। দক্ষিণ হস্তেতে নিলা কমল যে করে॥ তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বিশাখিকা পাশে॥ ললিতার পাশে আর সখী চারি পাশে॥ চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে। নিজ সহ সখী সঙ্গে গমন হরিষে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন কারণে। দাসীগণ লয়ে বহু সেবোপ করণে॥ শ্রীরূপ মঞ্জর সঙ্গে বহু দাসীগণ॥ তা সবার হাতে সূর্য্য পূজো পকরণ॥ ব্রজের বাহির হৈতে মঙ্গ দেখিলা। কৃষ্ণ প্রাব করি মনে আনন্দ বাড়িলা॥ দধি পাত্র লয়ে এক সুন্দরী যুবতী॥ ধেনু বৎস এক ঠাঞি দেখে শুদ্ধমাত॥ চাষপক্ষী দ্বিজ আর নকুলাদিগণ। মৃগাবলি ব্রব দেখে আনন্দিত মন॥নদী মধ্যে পদ্ম তাতে ভ্রমরার পাঁতি। খঞ্জন যুগল নাচে তাতে মদে মাতি॥ দেখিতে কৃষ্ণের মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল। মুখ নেত্র অলকাদি করিয়া মানিল॥ মঙ্গল শকুনিগণ এমতি দেখিয়া। বিবীধ কুটিলা হাস্য উল্লাসিত হৈলা॥ সহচরী সঙ্গে চলে গজেন্দ্র গমনী। কানন নিকটে গেলা শুচন্দ্রবদনী॥ সখীগণ কহে দেখ বনের মাধুরী। মাধীর শোভ আছে পরবেশ করি॥ বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সৌরভ

পুরিত। চটকের ধ্বনি অলি পিক গায় গীত ॥ শ্যামলতোজ্জল আর তিলক বিকাশ। বিনাশ অর্জ্জুন হলি প্রিয় পরকাশ॥ শিখিদল শ্রেণীভূক্ত চম্পক কেশর। কাঞ্চন বিক্রম মালা অতি মনোহর॥ তমালের কান্তিগণ দেখিতে সুন্দর॥ গুঞ্জপুষ্প বিরাজিত ছায়া শ্রম হর॥ বেণু ধ্বনি মনোহর চন্দনাদিগণ। মর্ম্মথ সকল নব বয়স লক্ষণ॥ দেখ সখী বন নহে কৃষ্ণ তনু সব এতএব কহি নহে অতি অনুপম॥ যেখানে সেখানে দেখে সুচন্দ্র বদনী। সেখানে২ সব কৃষ্ণ অনুমানি॥ সেখানে২ হৃদি বিন্ধে মনোরথ। সে বাণে বিহ্বল হয়ে চলে সেই পথ। রাই সখীগণ সহ ঐছন বেষ্টিত। তৈছন দেখিয়ে বন শোভায়ে রচিত॥ প্রফুল্ল সহচরী লহ অলি বননালা। বিশাখাদি করে ছায়া মদন আকুলা। প্রফুল্ল মঞ্জস সব স্বরূপ শোভিতা॥ সুশীতলা কুঞ্জয়া কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পিতা।সুখয় সুসমাপূর্ণ কৈবল্য বাসকা॥ সব বন শোভা যেন সসখী রাধিকা। বন দেখি রাই মনে সন্দেহ জন্মিলা॥বিচার করিতে অতি চিন্তিত হইলা॥ যুথেশ্বরী বৃন্দ সখী সঙ্গেতে করিয়া। কৃষ্ণের উদ্দেশ করে বনে প্রবেশিয়া॥ সবেই নিপুণা কেন কৃষ্ণ না পাইবে। রসলোভি কৃষ্ণ পাইলে কেন বা ছাড়িবে॥ এই কালে পথে দেখে মৃগ আর শিখী। কৃষ্ণমৃগী শিখী বুদ্ধিহৈলা তাহা দেখি। তমাল বৃক্ষের মূলে সুবর্ণের চারা। হেমযুথি লতা তাহা বেড়িয়া উঠিলা॥ শাখা অগ্রভাগে নাচে বহু শিখীগণ। দেখি বিচিকীর্ষা হৈল রাধিকার মন॥ প্রেম ঈর্ষা সর্পে আসি করিলা দংশন। নষ্ট হৈল যত যত বুদ্ধি বিচক্ষণ॥ ভ্রূভঙ্গি করিয়া দেখে অতি রোষ চিত্তে। চিত্তে ধনিষ্ঠাকে নিতম্বিনী লাগিলা কহিতে॥ কি দেখিয়ে ধনিষ্ঠিকা সম্মুখে আমার। তেহো কহে কথা কিবা দেখ তুমি আর॥ রাই কহে দেখ আগে কি কহিব আমি। তেহো কহে বন মাত্র এই সত্য জানি। রাই কহে তবে এই সম্মুখে কিহয়। তেহো কহে বন বিনু অন্য কিছু নহে॥ রাই কহে ধুর্ত্তে নেত্র মিলিয়া না চাও॥ অপূর্ব

শঠেন্দ্র নৃত্য দেখিতে না পাও॥ ললিতা প্রভৃতিগণ কহে তবে রাধা। বিরস বদনে কহে পঞা যেন বাধা॥ কৃষ্ণ নট নাট সঙ্গে দেখ সখীগণ। ধনিষ্ঠা আনিলা যাহা দর্শন কারণ॥ রতি চোর কৃষ্ণ তার দূতী ধনিষ্ঠিকা। এই সব দেখাইয়া সুখী কৈলাধিকা॥ কৃষ্ণের সুরঙ্গ দেখ রঙ্গিণী ছাড়িয়া। বিলাস করিছে অন্য হরিণী লইয়া॥ আমার দেখিয়া তারে ত্যাগ নাহি করে। শঠ সঙ্গে সঙ্গী হঞা শঠতা আচারে॥ কৃষ্ণের ময়ুর দেখ মাণ্ডবা ধৃষ্টতা। আমার সঙ্গিনীসখী ত্যজিয়া সর্ব্বথা॥ অন্য ময়ুরার সনে বিলাস করয়ে॥ আমারে দেখিতে তবু তারে না ছাড়য়ে॥ এই সব কথা শুনি হাসে ধনিষ্ঠিকা। কহয়ে তোমার নাট দেখিলে অধিকা॥ সে সব শুনিলে এই তুয়া নাট কথা। শুনি সব সখী সুখ পাইলা সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণের নিকটে সব কহিব যাইয়া। অতি সুখী হবে তেঁহো এ নাট শুনিয়া॥ গুণজ্ঞ নিকটে যদি গুণ কথা হয়। শুনিতেই তার চিত্ত সুখ উপজয়। যেখানে অত্যন্ত রাগ তার এই রীতি। সুলভ হইলে কৃষ্ণ দুর্লভতা স্ফূর্ত্তি॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সদা রাই দুর্লভ মানয়ে নানাবিধ বিঘ্ন শঙ্কা মনে উপজয়ে॥ সখীবৃন্দ মুখে হাস্য দেখিসুবদনী। সবিস্ময় হঞা মনে তবে অনুমানি॥ পুনর্ব্বার দেখে ধনী তরু সঙ্গে লতা। তাহাতে হইল। রাই অতি সলজ্জিতা॥ এই রূপে কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গ লাগি ধনী। প্রেমেতে উন্মত্তা মনে নানা ভ্রম মানি॥ বৃন্দাবন দেখি কৃষ্ণ মাধুর্য্য লালসা। উদ্দীপনাগণ বহু বাড়াইল আশা॥ এই রূপে গেলা রাই সূর্য্যের ভবন। কামরূপ বাট নাম কুঞ্জ বিলক্ষণ পুষ্পময় কুঞ্জ তাতে আছে সূর্য্য মূর্ত্তি। তথা যাই কৈলা ধনী তাহাকে প্রণতি॥ বদ্ধাঞ্জলি হঞা বর মাগেন তাহারে। নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গ হউক মোরে॥ প্রতিমা দেখিল অতি প্রফুল্ল বদন। তাহা দেখ হৈলা রাই প্রফুল্লিত মন॥ পুনঃ তারে প্রণাম করিয়া চলে ধনী। পূজার সামগ্রী সঙ্গে রাখে কুলোজনি॥ ললিতার আজ্ঞা পাঞা দাসীরা রহিলা। তবে সব সখী সঙ্গে কুঞ্জে প্রবেশিলা॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভে পূর্ণ হৈল সেই

স্থল। মৃগমদ সহ যৈছে নীল উৎপাল॥ সে গন্ধ পাইয়া রাই আপন পাসরে। উন্মত্ত ভৃঙ্গ প্রায় ইতস্ততঃ চলে॥ ওথা কৃষ্ণ রাধিকাঙ্গ সৌরভ্য পাইলা। কাশ্মীর অম্বুজ লিপ্ত সুগন্ধি ভরিলা॥ সর্ব্ব বনময় গন্ধে ব্যাপ্ত হঞা রহে। গোবিন্দ নাসীর ঘ্রাণ্য তাতে শীঘ্র হয়ে॥ পুলকে ভরিলা অঙ্গ জড়প্রায় হইলা। রাই আগমন জানি বৃন্দা পাঠাইলা॥ বৃন্দাদেবী আইলা যাদ রাইর নিকটে। নরাখ্যয়া কুঞ্জ রাজধাম নবতটে॥ বৃন্দাকে দেখিয়া রাই মহোৎসুক কৈলা। স্বঅভিষ্ট সিদ্ধি মূর্ত্তি তাহারে দেখিলা কৃষ্ণোত্তংস ইন্দীবর যুগল আনিয়া॥ রাই হস্তে দিলা বৃন্দা আনন্দ পাইয়া॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ গন্ধ তাহাতে লাগিল। তাহায় পরশে কৃষ্ণ পরশ জানিল॥ তাহাতে উদ্ভব হৈল যত ভাবগণ। যত্ন করি রাই তাহা কৈলা আবরণ॥ বৃন্দা দেবী দেখি পুছে তবে সুনয়নী। সংলাপ আখ্যান এই শাস্ত্রের বাখানি॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি আইলা কোথা হতে। বৃন্দা কহে কৃষ্ণ পাদ নিকট হইতে॥ সুধামুখী কহে তেঁহো আছে কোন স্থানে। তেঁহো কহে বসিয়াছে তুয়া কুঞ্জবনে॥ নিতম্বিনী কহে তেঁহো কিকর্ম করয়। তেঁহো কহে নিত্য শিক্ষা আবেশে রহয়॥ রাই কহে গুরু কেবা করাইছে শিক্ষা। তেঁহো কহে দশদিগে তুয়া মূর্ত্তি দীক্ষা॥ তরুলতা আগে আগে নটি হঞা নাচে। কৃষ্ণচন্দ্র নাচ ফিরে তার পাছে২॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি না জান বিশেষ। চন্দ্রাবলী লাগি তার এতেক আবেশ॥ শৈব্যা বায়ু পদ্মাসখী গন্ধ আনি দিল। সেই গন্ধে কৃষ্ণ ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইল॥ বৃন্দা কহে সত্য রাধে যে কহিলা তুমি। তাহার বিশেষ গুণ যে কহিবে আমি॥ কৃষ্ণ বাণী বকুলা বায়ু শৈব্যা উড়াইল। চন্দ্রাবলী সহ গৌরী তীর্থে লঞা গেলা॥ তবে সুধামুখী কহে কি কাজ সে কথা। স্নানার্থ যাইব শ্যামকুণ্ড আছে যথা॥ পাতাল গঙ্গাজলে স্নানাদি করিয়া। বৃন্দা আজ্ঞা মিত্রপূজা করিব যাইয়া॥ পূজা করি শীঘ্র নিজ গৃহে যাইতে চাই। তবে বৃন্দাদেবী প্রীত পুনঃ পুছে রাই॥ বৃন্দা তুমি

কোথা যাবে সুনিশ্চয়। বৃন্দা কহে তুয়া পাদপদ্ম সে আশ্রব॥ নিতম্বিনী কহে কিবা আছে প্রয়োজন। বৃন্দা কহে কাহ তুয়া রণ॥ রাই কহে কহ শুনি কেমন বৃত্তান্ত। বৃন্দা কহে শ্রীরাধার পোভাতে নিতান্ত॥ বৃন্দাবন বাঞ্ছে তুয়া কৃপাবলোকন। এই সব সমাচার কৈনু নিবেদন॥ শুনি কহে কুন্দলতা প্রগলভ চরিতা। নিজকুটে দৌত বৃন্দা ঘুচাহ সর্ব্বথা॥ জটীলা আমাকে রাই কৈল সমর্পণ। সূর্য্য পূজি বাবে যাব সূর্য্যের ভবন॥ পাতাল গঙ্গারজলে স্নান করাইয়া। সূর্য্য দেবী যাব ইহা নিভৃতে লইয়া॥ কৃষ্ণগন্ধ যথা আছে তাহা না যাইব। জটীলার আজ্ঞা আমি যতনে পালিব॥ মানস গঙ্গাতে আজি না যাব সর্ব্বথা। সখী সঙ্গে ধেনু লয়ে কৃষ্ণ আছে তথা॥ বৃন্দা কহে শুন কুন্দলতা নাই ভয়। কৃষ্ণ চিত্ত গঙ্গায় কভু নহেত নিশ্চয়॥ উপায় সুন্দর কহি শুন মন দিয়া। কৃষ্ণ নাই দেখে আর স্নান কর গিয়া॥ রাই কুণ্ডে আছে কৃষ্ণ মদন কদনে। বসিয়া রহিয়াছে দনাধি নয়নে॥ বাসন্তীর বনপথে তোমরা যাইয়া। পরম পবিত্র তীর্থে স্নান কর গিয়া॥ সর্ব্ব থায় তথা কৃষ্ণে দেখিতে না পাবে। স্নান করি সবে সূর্য্য বেদিক আসিবে॥ শুনিয়া ললিতা কহে শুন কুন্দলতা। তোমার দেবর কৃষ্ণ কর কেন চিন্তা। প্রগলভা হইয়া তুমি অগল্‌ভ প্রায়। পোড়া হয়ে কেন কম্ম মূঙ্ক ব্যবনায়॥ আপনার কুণ্ডে যায় স্নানাদি করিব। মাধবীর বন শোভা সমস্ত দেখিব॥ কি করিতে পারে কৃষ্ণ আমা সবারে। পূজা আদি করি যাব আপনার ঘরে। নারী ক্রীড়া স্থান পুরুষ দেখিতে নারায়। সেখানে যে তার স্থিতে অন্টোগ্যের প্রায়॥ বৃন্দা তুমি আগে যাঞা তারে নিষেধহ। সেখান হইতে শীঘ্র বাহির করহ॥ গোপ গেহে গোপ সঙ্গে করুন বসতি। যৎকাল যাইয়া তুমি কহিবে এমতি॥ বৃন্দা কহে আমি মৃদু কৃষ্ণ মহাচণ্ড। আমি কি করিতে পারি ভুজঙ্গের দণ্ড॥ তুমি অতি চণ্ডী তুমি যার তার পাশ। হাঘো শিখণ্ডা প্রতি কহ যেই ভাষ। কুন্দলতা কহে বৃন্দা ভ্রান্ত হৈলা

তুমি। বিচারিয়া মনে বুঝে যে কহিয়ে আমি॥ চণ্ডিকা।
কভু শঙ্করের সঙ্গ। ব্যাপ্ত আছে হয়ে তার অর্দ্ধ অঙ্গ॥
এইরূপে সখীগণ হাস মুখ দেখি। সুধামুখী উৎকণ্ঠিতা অব
মুখী॥ ভাবেন গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য করি নিজ অঙ্গে। কৃষ্ণ তৃষ্ণা
নিবেদন করে বাক্য ভঙ্গে॥ রাই কহে ললিতাদি শুন সব
সখী। এক প্রশ্ন কথং মোর কহ সবে দেখি॥ চতুর্দ্দিগে
নকাম্বুদ রন্দের উদয়। তৃষ্ণার্ত্ত চাতকেশ্বর তথায় ফিরয়॥ পতি-
পাক বায়ু যদি তাতে দূর করে। তবে সে চাতকেশ্বর কৈছন
আচরে॥ বৃন্দা কহে শুন কহি ইহার বিশেষ। যাহাতে
চাতকেশ্বর নাহি পায় ক্লেশ॥ রাত্রি দিন রহে মেঘ সাঙ্গ গণ
লয়ে। নব নব রস বৃষ্টি সেবন করিয়ে॥ অপেক্ষা না করে কার
শঙ্কা নাহি মনে। চাতকেরশ্বরে তৃপ্তি করে অনুক্ষণে॥ এক
এক মিষ্ঠা দেখি হর্ষ পায় মেঘগণ। পুর্ণ বৃষ্টী দিয়া তৃপ্তি করে
তার মন॥ অত্যন্ত নিরস মেঘগণ যবে আইসে। দেখিয়া
চাতগেশ্বর সুখ নাহি বাসে॥অতএব শ্যামকুণ্ডে সবে স্নান কর।
সখী লয়ে মিত্র পূজা স্বচ্ছন্দ আচার। এথাই রহিব আমি আছে
প্রয়োজন॥এইরূপে তারা সব করিলা গমন॥এথা বৃন্দাদেবী শারী
পাঠায় ত্বরাতে। জটীলাদি বৃন্দাগণ আইসে যে পথে॥ কীর
পাঠাইলা॥ তবে বৃন্দাবৌ সব সামগ্রী দেখিতে। সে
গৃহে সামগ্রী দেখি হৈলা হরষিতে॥ মধুকেলী সামগ্র্যাদি
অনেক দেখিলা॥ হিন্দোলার সাজ যত প্রত্যক্ষ দেখিলা॥
মধুপান বনলীলা রতিলীলা বরি। জললীলা দুহু বেশ সানগ্র্যাদি
ধারি। সুন্দর আসন শয্যা শুক পাঠইলা। পাশাখেলা আদি
যত সামগ্রী দেখিল॥ সেই সেই স্থানে সব সামগ্রী পাঠায়।
রাধাকৃষ্ণ আগমন সবারে জানায়॥ লীলা পার কর আর স্থাবর
জঙ্গমে। নিরানন্দ কৈলা কহি দোঁহা আগমনে॥ তবে
বৃন্দাদেবী কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। রাধাকৃষ্ণ সুমিলন আনন্দে
দেখহে॥ নান্দীমুখী তাহা আসি হৈলা উপনীত। লুকায়ে
রহিলা বৃন্দাদেবীর সহিত দোঁহা দরশনে সুখ সমুদ্র উথলে।

ভাবচন্দ্র দেখি বহে প্রেমের কল্লোলে ॥ তাহা দেখিবারে বৃন্দা আর নন্দীমুখী। লুকাইয়া রহে কুঞ্জে হয়ে মহাসুখী ॥ দুই পার্শ্বে বকুলের বনপথ মাঝে। তার অন্তে সখী সঙ্গে রাধিকা বিরাজে ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ চিত্তে বদন বিকার। উদয় হইলা নহে নিশ্চয় বিচার ॥ কৃষ্ণ মনে কহে রাই স্ফূর্ত্তি বহুবার। হইয়া বঞ্চনা বহু হঞাছে আমারে ॥ রাধিকাহো কৃষ্ণ দেখা পাইলা আচম্বিতে। স্ফূর্ত্তি ভয়ে তেহো নারে নির্ণয় করিতে ॥ তমাল দেখিয়া পূর্ব্বে কৃষ্ণ জ্ঞান হেল। সখীগণ হাস্যে তাতে লজ্জা বহু পাইল ॥ এইমত দুহু গুণে দুহু আক্রামল। দর্শনে আনন্দে দুই বিতর্ক করিলা ॥

যথা রাগঃ। কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি কি কাণ্ড কুলের দেবী আইলা। তারুণ্য নলিনী কিবা, মাধুরি মুরতি কিবা, লাবণ্যে কি হইলা ॥ ধ্রু ॥ আনন্দে তরল মোর আখি। হেন বুঝি এই ধনী, রসময় রূপিণী, মোব মন করে বাতে সুখী ॥ আনন্দাব্ধি নদী কিবা, অমৃত কাহিনী কিবা, আইলা রাধা চন্দ্রামুখী। আমার ইন্দ্রিয়গন, করিবারে আহ্লাদন, সঙ্গে লয়ে আইলা সব সখী। চকোর আমার আখি, যাব সুধাপানে সুখী, আইলা সেই সুচন্দ্র বদনী। মোর নাসা ভৃঙ্গ-রাজ, মধু পিয়ে সে সম্যজ, সে পদ্মনী আইলা প্রাণধনী ॥ মোর জিহ্বা সুকোকিল, রসাল পল্লবরারা, কর্ণ হয়ে যার ভুবা ধ্বনি অনঙ্গ দাহন তনু, দেখি করুণার জানু, সুধানদী আইল আপনি ॥ ভাগ্য কল্প বৃক্ষ মোর সকল নয়ন যোর রাই আইলা নিকটে আমার এবে সে সফল হৈল, মনে বিচারিল, এ যদুনন্দন কহে ভাল ॥

পুনর্যথা রাগঃ। রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কি রূপ দেখি, সত্য কৃষ্ণ কহ সব মোরে। নবীন তমাল কিবা, নবীন জলদ কিবা, কিবা ইন্দ্র নীলমণি বর ॥ ধ্রু ॥ সখী হে দর-শনে জুড়ায় নয়ন। রূপ নহে বর্নসিন্ধু, ইহার নরঙ্গ বিন্দু খুবায়ে ভুবন নারী প্রাণ ॥ অঞ্জন শিখর কিবা, মদ ভৃঙ্গ

পুঞ্জ কিবা, যমুনা হইলা মুর্ত্তিবতী। ইন্দীবর পুঞ্জ ব্রজস্ত্রী অপাঙ্গ কিবা, কিবা দেখ মোর প্রাণপতি॥ এ মন্মথরাজ, তাহার অতনু সাজ, কিবা এই রসরাজ॥ সেহো হয় তনু হীন, এহো রহে পরবাণ, বুঝিতে না পারি কোন কাজ॥ কিবা সেই সুধানিধি, সবরস সুধাবধি, তার হয়ে বিধার অপারে। কিবা প্রেমাময় তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেমঝর, সেহো ধির চলিবারে নারে॥ মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম, কি কান্তি আনন্দ পদ্ম, কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়। পুছিতে গদগদ বাণী, পুলকিত অঙ্গ ধনী, এ যদুনন্দন দাস গায়॥

এই কথা শুনি তবে কহে সখীগণ। নিশ্চয় জানিহ এই কমল নয়ন॥ ললাটে কস্তুরী লিখে কুচে চিত্র করে। নয়নে অঞ্জন দেল শ্রুতি ইন্দ্রবরে। মৃগমদ বিন্দু দেন চিবুক উপরে। পুষ্প অবতংসে যেহো তোমার কুণ্ডলে॥ তুয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণ দেখ পরতেক। ভাগ্য রাশি পুনঃ তুয়া ফলল এতেক॥ এই রূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে। হর্ষভাব রুদে চিত্ত কেলা অতি ক্ষোভে॥ অন্যান্য স্তব্ধ পায় অনেক রহিলা। কর্ত্তব্য সজনে দুহু প্রস্তুত হইলা। এইত করিল রাধাকৃষ্ণ দরশন। সংক্ষেপে কহিল কার দিগ দরশন॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নবীন সর্ব্বদা। সর্ব্ব রস-ময় কথা সর্ব্ব অভীষ্টদা॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভি-লাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি গোবিন্দ লীলামৃতে রাধাকৃষ্ণ মিলনং
নাম অষ্টম স্বর্গঃ॥ ৮॥

অথানয়োসানন্দমর্ত্তকৌ স্তৌ প্রেম্ণ্য শ্বাশষৌ তনু
নর্ত্তকীভ্যাং। শিক্ষাগুরু নর্ত্তয়িত্তুং প্রবৃত্তৌং
বৃন্দাসখী নন্দ সভাসদগ্রে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাধাম। জয় জয় শ্রীরূপ সনা-

স্তন নাম ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জীব জীবনাথ ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অমৃতের গাথা। মন দিয়া শুন এই রসময় কথা ॥ এবে কহ রাধাকৃষ্ণলীলা সময়। মধ্যাহ্ন সময়ে মহা মহাসুখ হয় ॥ এইমতে রাধা কৃষ্ণ দরশন হৈলা। দুহু দোঁহা দরশনে আনন্দ বাড়িলা ॥ দুহু দোহা প্রেম গুরু শিষ্য তনু মন। শিখায়ে অপূর্ব্ব নৃত্য অতি মনোরম। চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব অলঙ্কারে ॥ দুহু মন শিষ্য এই সব ভুষা পরে ॥ উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আর সুদীপ্ত সাত্বিক। এই সব ভাব ভুষা রাইর অধিক ॥ অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার। স্বভাবজ বিলাসাদি একাদশ প্রকার ॥ ভাবাদি অঙ্গজ তিন মৌগ্ধ্যার চকিত। দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥ ভাব হাব শোভা আর অযত্নাদি যত। স্বভাবত আর সপ্ত সাত্বিক সুদীপ্ত ॥ উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আদি ভাব কত কত। কৃষ্ণ তনু হৈলা এই ভাব বিভুষিত ॥ গোবিন্দের অঙ্গ নট এই অলঙ্কার। পরি নৃত্য করে দেখে সখী পরিবার ॥ দুজনার অঙ্গ লক্ষ্মী রঙ্গ স্থলে নৃত্য। করিতে প্রবৃত্ত হৈলা হর্ষ সখী চিত্ত ॥ ক্রমে দুহু কৈলা নাট্য কৌশল করিয়া। তপ্ত দর্পে নিজ নিজ জয়াকাঙ্ক্ষী হৈয়া ॥ পরম বিস্তার নৃত্য যবে দুহু কৈল ॥ তনু মন রত্ন সব সখী হর্ষে দিলা। নির্তম্বিনী অদ্রনচ রঙ্গস্থলে হেরি। নিজাক্ষি নর্ত্তক দুই পাঠাযে মুরারি ॥ তার নৃত্য দেখি রাই মানা বহু কৈলা। কটাক্ষ্য ম্লোকোৎপল দুই তারে দিলা ॥ সখীগণ হর্ষ পায়ে নেত্রোৎপ দিলা। এই রূপে মহা মহা আনন্দ বাড়িল ॥ আগে কৃষ্ণ দেখি রাই অতি সুখী হয়ে। হইল মগন হাঁম কুটিল হইয়ে ॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়া। আধেক ঝাপিয়া মুখ ঈষৎ হাসিয়া ॥ চঞ্চল নয়ন তারা কিছু বক্রগতি। বিলাসখ্য অলঙ্কার পরিলা এমতি ॥ এরূপ রাধিকা দেখি কৃষ্ণ পাইলা সুখ। পুনঃ টানে আগে পাছে লজ্জার উৎসুক ॥ কৃষ্ণের পরশ লাগি আগে উহা কৈলা। সখী আগে করি পাছে লজ্জা হৈলা ॥ প্রণয় বামতা

আসি প্রাখর্য্য দেখায়। বাম দিগে নিজ গৃহে পথ নিরীক্ষয়॥ ডাহিনে কুসুম বনে সঙ্গোপন আশে। এই ভাব কৃষ্ণ সুখ লাগি পরকাশে॥ শ্যাম আগে গৌরাঙ্গীর ভাব বলবান। মনোবৃত্তি সখী খিতি গতি নাহি আন॥ কৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে রাই উল্লাস পাইয়া। শ্যাম আগে রহে রাই গ্রীবা ফিরাইয়া॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী কোটি চরণ মাধুরী। কামধনু জিনি ভূরু নর্ত্তক চাতুরী॥ ললিতা ললিত তনু মাধুরী রাধার। তাহাতে পুরিতা হৈলা ললিতা লঙ্কার॥ দেখিয়া বৃজের বাঢ়ে আনন্দ অন্তরে। সে আনন্দ হইল যার নাহি পারাবারে॥ কৃষ্ণ চিত্ত নটরাজ শ্রেষ্ঠাব চঞ্চলে। রাই তনু নট তোষে আলিঙ্গন করে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শীঘ্র আগমন হৈতে॥ বেশ বিপর্য্যয় সব হোয়েছে তনুতে॥ তোমার চাঞ্চল্য বেশ দোখ মোর মন। পুনঃ বেশ করিবারে করিয়ে যতন॥ আগে আইস সঙ্গ বেশ ভালমতে করি। পরশ ইচ্ছায় যবে ঐছে কহে হরি॥ সম্ভ্রমে হইলা রাই চঞ্চল নয়নে। দেখি সুখী হৈলা কৃষ্ণ বঙ্কিম বয়ানে॥ লজ্জা শঙ্কা সাম্য রাই কৈল আকর্ষণ। লুকাইয়া বামে চলে কুসুম লোটন॥ দোখ কৃষ্ণ শীঘ্র আস পথ বন্ধ কৈলা। ঈর্ষা ক্রোধ আসি রাই মনে উপজিলা॥ অধরে চাপল্য স্মের ভ্রূভঙ্গী করয়া। কিলাকিঞ্চিতাদ ভাব করিলা উদয়॥ এই রূপ রাই নেত্র বদন দেখিলা। সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ কৃষ্ণ যে পাইলা॥ কেশব কুসুম বৃক্ষ নিকটে আছিলা। সম্ভ্রমে তাহার ডাল রাধিকা ধরিলা॥ কুসুম নেত্রোটন ছলে ভাবের বিকারে। অবশ হইল দেহ আচ্ছাদন করে॥ প্রফুল্ল হইল বৃক্ষ কৃষ্ণ প্রফুলিত॥ বৃক্ষ স্পর্শ হৈল কৃষ্ণ সুবাহু বিদিত॥ তরুন বয়স কাম গুরু পড়াইল। সতীর্থ বিবাদ এবে করিতে লাগিল॥ ইহাতে নাহিক দোষ শুনহ বিশেষে। নৈয়ায়িক গুরু সঙ্গে ন্যায় উপদেশে॥ কৃষ্ণ কহে মোর পুষ্প তোলে কোন জন। কেহ নহে কহে রাই আমি সে কারণ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি কেবা কহ সবিশেষ। রাধিকা কহেন আমি না জানি উদ্দেশ কৃষ্ণ

কহে আমি নাহি জানিয়ে তোমায়। রাই কহে তবে শুভ কর সর্ব্বথায়॥ কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গ আমি যাব কোন স্থানে॥ রাধিকা কহেন যথা ভ্রমরিকাগণ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি সেই পুষ্প লোভি দেখি। এত কহি কহে আসি কহে হয়ে সুখী॥ মৃগবী॥ সংকুল বধু পুষ্প চুরি কর॥ সাধ্বী হোয়ে পুরুষেতো লজ্জা নাহি ধর॥ আশ্চর্য্য দেখিল আজি কিম্বা দোষ নাই। স্বতন্ত্র সে জন বুলে লজ্জা কোন ঠাঞি॥ রাই কহে সাধারণ বনে কিবা কায। মিত্র পূজা ফুলনিব মালতী সমাজ॥ বিকচ পুন্নাগ এই মালতী দেখিয়া। সঙ্গ নাই কৈল সেই রহে একা হৈয়া॥ কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা তুমি কিছুই না জান। আমি যে কহিয়ে তাহা অবধানে শুন॥ মালতী বেষ্টিত এই পুন্নাগ উত্তম। করিতে উচিত হয় ইহার সঙ্গম॥ প্রতিকূল বায়ু যদি করে আগমন। অন্যত্র লইয়া যাবে হবে ব্যতিক্রম॥ এই মত ছলে কথা অন্যান্যেতে কহে। মালতী যুবতী বৃক্ষ পুরুষ বোজয়ে॥ কৃষ্ণ কহে এই বন অনঙ্গ রাজার। আমাকে রাখিতে বন আজ্ঞা হৈল তার॥ গর্ব্ব করি মোর আগে পুষ্পলুঠ কর। তারুণ্য রত্ন কুম্ভ নিলে কি করিতে পার॥ তবে যদি বল তোমা প্রার্থনা করিয়া। পুষ্প তুমি তাহা এবে শুন মন দিয়া॥ যুবতী না দেখি আমি আলাপে কায কিবা। যদি বল নারী দেখি ধৈর্য্য রাখে কেবা॥ হেন কেন বল সবা সঙ্গে মোর স্থিতি। সেখানে কেমনে দেখা হইবে যুবতী॥ কাননেতে নিতি আসি আপন সমান। লক্ষ চোর সঙ্গে করি কর চৌর্য্যকাম॥ অতএব রাজদণ্ডী আজি হৈলা তুমি। সব দ্রব্য লয়ে তথা লয়ে যাব আমি॥ নিতম্বিনী বলে নিত্য এই বন মাঝে। পুষ্প তুমি সখীসনে মিত্র পূজা কালে॥ কভু তোমা না দেখিয়ে রক্ষক বিধান। স্বপ্নে নাহি শুনি কাম চক্রবর্ত্তী নাম॥ অসভ্য প্রলাপ তুমি কর কেনে এথা। তবে কৃষ্ণ কহে তারে শুনি তার কথা॥ গোপনে আছিলাম আজি তোমা ধরিবারে। ভাগ্যে সে

পাইল লাগি সব পরিবারে ॥ সবাকে লইয়া যাব রাজ বিদ্যমান। দণ্ড করি দেখাইব রাজ ঘর নাম ॥ তবে যদি বহ এই সামান্য কানন। রক্ষক আছয়ে এথা না জানি কারণ ॥ পুষ্প তুলিয়াছ তুমি ক্ষম একবার করুণা সাগর তুমি বিদিত্ত সংসার ॥ ইহাতে নারিব আমি শুনহ বিশেষ। রাজ প্রজাগণ বনে আছয়ে অশেষ। স্থিচর আদি কহে রাজস্থানে। তোমা ছাড়ি দিলে রাজা রুষ্ট হবে মনে ॥ তোমা লাগি না পাইয়া দণ্ডিবে আমারে। এতএব ছাড়িবারে মারিব তোমারে ॥ এতশুনি নিতম্বিনী কহে মধু বানী। ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ এই রাজ্য বিত্ত তাতে সব তৃণগণ। প্রজা বা কেমন তার কহ বিরণ ॥ ইহা শুনি ব্রজমণি হাসে কহে ভাষ। প্রজা যত আছে তার শুনহ বিস্বাস ॥ কিশলয় দল আদি মত্ত হংস করি ॥ কর ভয় কনক রম্ভা আছে বন ভরি মকর মন্বেদী সিংহ সুধার হ্রদিনী। তাহাতে আছয়ে কত লাল ভুজঙ্গিনী ॥ কনক মুকুল তার বিল্ল কুম্ভ করি। মৃণাল মদন পাশ অশোক বিল্লরী ॥ চম্পক বিজরি অলি মুক্তা হেন যত। শুক পিক শিখ ভৃঙ্গী আদি করি কত ॥ সফরি চকোরী মৃগা খঞ্জনেন্দীবন। জবা বন্ধু জীব আর রক্ত উৎপল ॥ শিখর চামর সূক্ষ্ম যমুনা লহরী। কন্দর্পের শর ধনু আছে বন ভরি ॥ আর কত কত আছে গণনা কে করে। তোমার তনুতে এই সব ধন হরে ॥ নির্দ্ধন হইল সব ব্যাকুল হইলা। তোমা অন্বেষিয়া তারা ফিরয়ে আকুলা ॥ গই নর্ম্ম ভঙ্গী শুনি গাই সুনয়নী। অঙ্গেপ লিকার যত্ন করে আবরণি ॥ কহে কামী মিছা কথা স্বকর্ণে কে ধরে ছোট কহি নিতম্বনী দ্রুতগতি চলে। অবজ্ঞা গমন নেত্র দেখিয়া মুরারি। কহে কোথা যাবে তুমি আমা অন দবিয়াছে বিব্বোক দিঙ্কা ধনীআছে হৈন॥এই কালে নাগরে স্র দগনে ধরিলা ॥ গোবিন্দ পরশে অঙ্গে আনন্দে উছলে। নানা মানা ভাবে পুনঃ হঞা ফেরছে সেহালে ॥ কৃষ্ণ হাস্য মুখপদ্ম দেখিনিতম্বিনী। পদ্মমধু পানে যেন তৃষিত অলিনী ॥ শয়নে

চঞ্চল নেত্র অবজ্ঞার প্রায়। অন্তেমুকৌ টিল্য বাষ্প পূর্ণ হৈল তায়॥ অরুণিলা দৃষ্ট হৈল দেখিয়া রাধার। আনন্দে সমুদ্রে কৃষ্ণ করেন বিহার॥ তবেত সুমুখী তাঁর করেতে হইতে। বসন অঞ্চল কাড়ি নিলা নিজ হাতে॥ সচঞ্চ বক্র নেত্র পুষ্পবাণ কৈলা। তাতে বিদ্ধ হয়ে রাই বহু সুখ পাইলা॥ তবে হাসি কহে কিছু সুপদ্ম বদনী। পরদ্রব্য লয়ে সাধু আপনাকে মানি॥ যতেক মাধুরী আর রম্য বস্তু যত। প্রাকৃতে প্রাকৃতে তাহা কে গণিবে কত॥ যার যত শোভা আছে সব চুরি করি। অন্য চোর পরিবাদে দেও নিছু বলি। সাধুত্ব ধার্ম্মিকতাদি যতেক তোমার। মগ্ন কুমারিকা সব সাক্ষী আছে তার॥ চুরি করি নিল্লা যার বসন ভূষণ। মস্তকে অঞ্জলি যারা করিলা তখন॥ অভিনব যুবা তুমি সর্ব্ব গুণবানে। কতেক যুবতী আছে ব্রজ ভুবনে॥ তার পিতাগণে কন্যা না দেয় তোমারে। এই সব গুণ শুনি সবে ভয় করে॥ সেই তাপে হেন বুঝি ব্রহ্মচারী হৈলা। তুরঙ্গমব্রহ্মচর্য্যা এবে আরম্ভিলা মিথ্যা বটু আপনাকে যদি জানাইলে। বটু হয়া পরপত্নী লোভ কেনে কৈলে॥ বংশী দ্বারে চুরি করি হয় পরনারী। এ কার্য্য বটুর নয় বুঝিতে না পারি হেন বুঝি বটু ছলে বসিয়াছে এথা। সতী কন্যাগণ ধর্ম্ম ধ্বংসনে সর্ব্বথা॥ বৃন্দাবনে বৃক্ষাঙ্কুর কভু রোপ নাই। বনাধীপ আমি কহি করহ বড়াই॥ গোচারণে সব তরু মূল কৈল নাশ। চোর বলি ধাষ্ঠ কর্ম্ম করহ প্রকাশ॥ বৃন্দাবন নিজ সখী বৃন্দারি বর্দ্ধিত। অভিষেক করি মোরে কৈলা নিবেদিত॥ আর এ বনের রাজা মিথ্যা তুমি কহ। এ কথা কহিতে চিত্তলজ্জা না করহ॥ নিজ কুঞ্জারণ্য এই কেবল আমার। সুখদায়ী সিংহাসন সব কুঞ্জাগার॥ পুরুষে গম্য বর্ত্তা এ কুঞ্জে নাই। সখী সঙ্গে রাই হেথা আনন্দাবগাই॥ কুসুম তুলিব হেথা মিত্র পূজিবারে। নিষেধ করয়ে হেন গর্ব্ব কেবা ধরে॥ পর রাজ্যে আসি নিজ রাজ্য করি বল। লজ্জা ভগবতী বুঝি তোমারে ত্যজিল॥ বটু হঞা ঐছে কর্ম্ম না হয় উচিত। অবলার পুষ্প বলে বলহ্যা

চরিত ॥ পশুপাল সঙ্গে তুমি পশুর চারণে।পশুপাল সঙ্গে করি যাও অন্য বনে ॥ রাই মুখশশী হাস্য সুধারা শীতল। চঞ্চল কুরঙ্গ আঁখি স্রবে হর্ষ জল ॥ মর্ম্মা সুধা পান কৈল শ্রীকৃষ্ণ চকোর। সখী দৃষ্টে চকোরিণী অতৃপ্তি বিভোর ॥ কৃষ্ণ স্পর্শে সুখ পাঞা রাধা কমলিনী। কটাক্ষ উৎপল মালা কৃষ্ণের দিল আনি ॥ অব্যক্ত ভর্ৎসন উক্তি করিয়া করিয়া। দুই তিন পদ চলে অবজ্ঞা করিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গের মর্দ্দন। দেখিবারে করে বাঞ্ছা বক্ষ আকর্ষণ ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকার ভ্রকামধনু। সোণ চক্ষু কোণ বাণে বিন্ধে কৃষ্ণ তনু ॥ কৃষ্ণ হস্ত দূরে করি বক্ষুকা লইল। নীললদ্ম দিয়া ধনী শ্রীকৃষ্ণ তাড়িল ॥ সে তাড়ন পাঞা কৃষ্ণ আনন্দিত ভেলা। স্বেদ বাষ্প পুলকাদি কৃষ্ণ দেহে হৈলা ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ হস্ত নিরস পাইয়া। প্রফুল্ল হইল তনু দ্বিগুণিত হঞা ॥ কঞ্চুকা আপনিপড়েবন্ধন ছিড়িয়া। নাবিশ্লথ বস্ত্র রহে নিতম্বে লাগিয়া ॥ অতি সুক্ষ্ম রক্তবাস অঙ্গ প্রান্তরে। লাগিয়া রহিল অঙ্গে স্বেদের কারণে। কৃষ্ণ হস্ত ধরে ধনী এক হস্ত দিয়া। আর হস্ত নীবিবন্ধ রাখেন ধরিয়া ॥সখীগণ লোল চক্ষু হাস্যানন দেখি! নীবি বন্ধে দক্ষ হস্ত বিহস্তে নাসিকে। আনন্দ আবেশ যত্নে বান্ধে নীবিবন্ধ ॥ কৃষ্ণ এই অবসরে লুটে কুচ কুম্ভ ॥ শ্রীরাধিধিকা নীবিবন্ধ বিভু বন্ধ করে। অন্য হস্তে কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম ধরিবারে ॥ এক চক্ষে সখী মুখ ধনী নিরীক্ষয়। আর চক্ষাঞ্চলে কৃষ্ণ মুখ চায় ॥ রোদনের সঙ্গে হাস্য গদগদ বাণী। তর্জ্জন করয়ে কৃষ্ণ ভৎসে, হর্ষ মানি ॥ প্রণয়ের সুখ হৈতে বাম্য উপজিল। কৃষ্ণ করে নিজ কর তাড়ন করিল। দুই হস্তপদ্মে শব্দ করয়ে কঙ্কণ। আনিলে চঞ্চল পদ্ম শব্দ অলি যেন॥ললিতা আসিয়া মধ্যে কৃষ্ণ নিরারিলা। পঞ্চদেব পূজা কৃষ্ণ কুন্দলতা কৈলা ॥ কৃষ্ণ কহে কন্দর্পের যজ্ঞ আচরণে। কুন্দলতা হও তুমি পূজা অধিষ্ঠানে ॥ কুন্দলতা কহে আমি পূজা নাহি জানি। [illegible] মুখে পর্ব্বেশুনিয়াছি আমি ॥ অত্যন্ত গোপন কথা

শুন দিয়া মন। আমার দেবর তুমি কহ তেকারণ॥ রাই বাম কুচকুম্ভে হস্তপদ্ম দিয়া। মন্ত্র পাঠকর নমঃ গণেশায় বলিয়া॥ অন্য কুচ তবে নিজ হস্ত পদ্ম ধর। নমঃ শিবায় বলি মন্ত্র উচ্চারণ কর॥ কোটীলাভ শিল তার পূজা কর দৃঢ়। চণ্ডীকারৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ কর॥ এক করে বেণীমূলে চিবুকে অন্য কর। ধনী মুখপদ্মে নিজ মুখপদ্ম ধর॥ নমো বিষ্ণবে বলি মন্ত্র উচ্চারহ। অরুণ অধর সবে অর্চ্চন করহ॥ অধর বান্ধুলি নিজ দন্ত কুন্দ দিয়া। মন্ত্রপড় নমঃ সাবিত্রায় যে বলিয়া॥ তবে কৃষ্ণ পূজা বিধি আরম্ভ করিতে। শ্রীরাধিকা লাগে কুন্দলতাকে ভৎসিতে॥কর্ণের উৎপল নিয়া তাতে কুন্দলতা।তাহা দেখি সখীগণে কহে কৃষ্ণ কথা॥ কন্দর্পের যজ্ঞারম্ভে বিঘ্নশান্তি হৈতে। পঞ্চদেব পূজা আনি লাগিনু করিতে। দেখ তোমার ভ্রাতা অতি ক্রোধাবিষ্ট হয়্যা। ভৎসন করয়ে কেরে মা জানিল ইহা॥ সখী সব হাস্যাননে মিথ্যা টোপ কথা। কুন্দলতা প্রতি কহে হয়্যা দুঃখিতা॥ প্রতি পত্নী বর্দ্ধাঞ্চল যজ্ঞের বিধান। তাহা বিনু যজ্ঞারম্ভে নহে ভাল কাম॥ ধর্ম্ম নিষ্ঠা সখী মোর এইত কারণে কহয়ে অবিষ্ট হয়ে সক্রোধ বচনে॥ শুনি বিশাখার বাক্য রাধা সুনয়নী। ক্রূভা করিয়া হেরে সক্রোধ বয়নী॥ এথা কুন্দলতা করিল অতি হরষিতে হয়্যা॥ অলক্ষিতে কুন্দলতা সম্মুখে আসিয়া। কহয়ে প্রার্থয় কথা বড় কষ্ট হয়্যা॥ সুমঙ্গলযজ্ঞ অঙ্গে চক্রাকি কাজ। নবগ্রহ পূজা কর হইয়া অব্যাজ॥ কৃষ্ণ কহে পূজা বিধি কৈছে কহ মোরে। তেঁই রাই অঙ্গে দেখায় দৃগেছিতে দ্বারে॥ রাধিকা অধর আর নয়ন যুগলে। দুই গণ্ড কুচ যুগ মুখচন্দ্র ভালে॥ নয় স্থান নবগ্রহ পূজন করহ। অধর বাঁধুলি নিজ সর্ব্বত্র ধরহ॥ শ্রীরাধিকা কহে তুমি আচার্য্য ইহার। নিজ অঙ্গ গ্রহ পূজা করহ সবার॥ এত কহি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে। পলাইতেগ্রহিত বন্ধু রোদন করয়ে॥ গ্রীবা ফিরে দেখে দুই অঞ্চলে বন্ধন। অন্তর্ব্বাঞ্ছা পূর্ণ ফুল্ল হইলা আনন॥ কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ছার সখিগণ কুন্দলতা প্রতি। ঈর্ষা কহি

কহে গ্রন্থি খেলি শীঘ্রগতি ॥ কৃষ্ণ ধৃষ্টনটি ধান্ট নটি বিশাখিকা। কুন্দলতাললিতাদিসববিস্তারিকা ॥পট্টার দরিদ্রঅন্য পট্টীরঅঞ্চলে অঞ্চল বান্ধিয়া বাঞ্ছা করিল সকলে ॥ নিলজ্জ হইল বহু লাভের কারণে। বহুলাভ লজ্জা মল কৈল অন্তানে॥ এত কহে সত্রাঞ্চল অগ্রেতে খসায়। শ্রীকৃষ্ণ বারণ করি মুখে চুম খায় ॥ এইরূপে হস্তে হস্ত রোদন করিতে। ব্যস্ত প্রায় হৈল ধনী নারে খসাইতে ॥ এই কালে শ্রীললিতা মিথ্যা ঈর্ষা করি। খসাইলা বন্ধন চিত্রানন্দ ভরি॥ কহে যদি অঞ্চল বান্ধিতে সাধ যায়। ব্রজেতে দুর্লভা শূন্যাবিভা নাহি হয় ॥ ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা আছে বিদ্যমান। তাহার অঞ্চলে বান্ধ অঞ্চল বিধান ॥ শ্রীরাধিকা মুক্ত হইলা পট্যজ হৈতে। অঞ্চল ভুরুরভঙ্গী সহাস মুখেতে। কুন্দলতা প্রতি দৃষ্টেইঙ্গিত করিয়া। কহিতে লাগিলা ধনী ঈষৎ হাসিয়া ॥ উপদৃষ্টা অজ আর যজ্ঞ কর্ম্ম কর্ত্তা। ছাড়িয়া দিকপাল গ্রহ পূজার ব্যবস্থা ॥ এইত কারনে যজ্ঞ কর্ম্মে ভিন্ন হৈল। এতেক শুনিয়া তারে কুন্দলতা কৈল ॥ আমি ভ্রান্তা নাহি তুমি আজ্ঞা না জানহ। কাম যজ্ঞে আগে গ্রহ পূজা যে জানিহ। পশ্চাৎ করিবে দিকপালের পুজন। এত শুনি তাঁরে পুছে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কোন স্থান দিকপালের কোন কোন নাম বিশেষ করিয়া তার কহত বিধান ॥ তবে কুন্দলতা হাসি কহয়ে তাঁহারে। বিদ্যমান সব তোমার পূজা লইবারে ॥ পূজার আরম্ভ দেখি সবাই আইলা। অভীষ্ট সিদ্ধার্থ লাগি উন্মুখ হইল॥ পুর্ব্বেত ললিতা বিশাখিকা যে ঈশানে। সুদেব্যাগ্নি কোণে তুঙ্গ বিদ্যা যে দক্ষিণে ॥ নৈঋতে আছয়ে চিত্রা পশ্চিমে রঙ্গদেবী। ইন্দ্রলেখা আছে এই বায়ু কোণে সেবি ॥ চম্পক ললিতা এই উত্তরেতে হয়। হয় শ্রীরূপ মঞ্জরী উর্দ্ধে আছয়ে নিশ্চয় ॥ অনঙ্গ মঞ্জরী এই পাতাল নিবাসী ॥ রসের উল্লাসময়ী যাতে রসবাণী ॥ এই সব দিকপাল দশদিগে রহে। পূজা পাইলে তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি যে করয়ে ॥ শুনি সব সখী এই কুন্দলতা বাণী। ক্রোধ করি কহে তবে সুর্য্যের বদনী ॥ ধৃষ্টা পামরী তুমি আপন পূজাও।

পূজা লয়ে দেবরের অভীষ্ট পুরাও ॥ এত কহি কৃষ্ণ প্রতি দশ-স্থিতা হঞা। আত্মা রক্ষা লাভি রহে সাবধানে যাঞা ॥ দুই২ সখীতে রহে একত্র হইয়া। কৃষ্ণেরচাঞ্চল্য নর্ম্ম বারণ লাগিয়া ॥ যে যে দিগে চায় কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে। তাহা হৈতে ধায়্যা যায় অন্য সখী স্থানে ॥ কায়ো অঙ্গ পূজা করে কাহাকে পরশে। এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ফিরয়ে হরিষে ॥ কোন সখী বিনয় করে কেহত তর্জ্জনে। করি বস্ত্র ধরি কৃষ্ণ করে আকর্ষণে ॥ এইরূপে হাস্যমুখে রোদন বিশাল। নয়ন উৎফুল্ল ভয় অরুণ চঞ্চল ॥ এইমত সখীগণের বন্দন নয়ন। দেখিঞা পাইল সুখ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ আশ্চর্য্য যজ্ঞের কথা কহনে না যায়। বিঘ্ন হৈল যদি কর্ম্মে তবু ফল পায় ॥ সখী পলাইয়া কৈল রাধিকা আশ্রয়। দুর্গস্থলে যায়্যা সবে হইলা নির্ভয় ॥ যেখানে থাকিয়া নিজ নয়ন চকোরী ॥ পাঠাইয়া প্রিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী ॥ বৃকভানু যাকে সবে আশয় করিল। মুখ পদ্ম প্রফুল্লিত সবার হইল ॥ দেখিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হৈল শ্রীমধুসূদন। রাই দুর্গ যাইতে কৈল তব মন ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হুঙ্কার করয়ে ॥ ভীত প্রায় হয়ে কৃষ্ণ স্তব্ধ হয়্যা হেরে। হে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে এইরূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। নানানুবিলাস করে নানা রস রঙ্গে ॥ গুহ্যাতি গুহ্য কথা প্রেম সুধাময়। ইহা যেই শুনে তারে এ প্রেম মিলয় ॥ মধ্যাহ্নকালের লীলা রসময় কথা। কর্ণ মন তৃপ্তিহয়ে শুনি এই গাঁথা ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা কর পান। যাহা হতে পাবে সব বাঞ্ছিত বিধাম ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাস ॥

ইতি গোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্নকালে রাধাকৃষ্ণ
নব কৌতুকাদি বর্ণনো নাম নবম স্বর্গ।

—o—

অথেঙ্গিতজ্ঞা কিলকুন্দবল্লী; সর্ব্বেষ্টদানন্দমথ ক্রিয়ায়াং।
বিঘ্নাম্বেষী দত্তামবাভুপ্রেত্যাং; স্বয়ং বিধমেব তদাহকৃষ্ণ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ব রসধাম। জয় জয় দীনবন্ধু গদাধর

প্রাণ॥ জয় রূপ সনাতন এ দীন বৎসল। তোমা দোঁহা নামে প্রেম উপজে অন্তর॥ জয় জয় রঘুনাথ শ্রীভট গোপাল। শ্রীজীব গোসাঞি জয় এ দীন দয়াল॥ জয় রঘুনাথ দাস জয় ব্রজবাসী। জয় গৌরভক্ত বৃন্দ সর্ব্ব গুণরাশি॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ভকত একান্ত। সবে পদরজ দেহ মোর শিরোপান্ত॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহারে। শ্রবণ পরশ মাত্রে সর্ব্ব চিত্ত হরে॥ কুন্দলতা জানে সব কৃষ্ণের ইঙ্গিত। কৃষ্ণকে বিষম দেখি হইলা বিস্মিত॥ আপনে বিবশ প্রায় হইয়া চিন্তয়। সর্ব্বেবকটদা যজ্ঞে কেন বিঘ্ন উত্তয়॥ কৃষ্ণকে কহয়ে তুমি হও পশুপতি। লীলায় কন্দর্প নাশ হৈল যজ্ঞপতি॥ দেবতার কর্ম্ম নাশে ফল লভ্য নয়। অতএব অন্য ধর্ম্ম ত্যজহ নিশ্চয়॥ প্রণলেত্তে পর বশ যে ধর্ম্ম তোমার। সেই ধর্ম্মে মন দেহ এই সে বিচার॥ কৃষ্ণ কহে ভাল কুন্দলতা যে কহিলে। প্রাচীন লোকেতে শিব করি মোরে বলে॥ আপন পত্নীকে তেঁই দিজ অঙ্গ দিল। সেই ধর্ম্ম এবে আমি অঙ্গীকার কৈল॥ কিন্তু তিহো দিল তারে অর্দ্ধেক শরীর। সর্ব্ব অঙ্গ দিব আমি মন কায় স্থির॥ দাতা প্রেম বশ আর বৈদগ্ধী আমার। এই সব কীর্ত্তি যেন ঘোষয়ে সংসার॥ ইহা শুনি সাবধান শ্রীরাধিকা হৈলা। রাই আলিঙ্গনে কৃষ্ণ অলক্ষিতে আইলা॥ আইস আইস গৌরী লও আমার শরীর। শ্রীচন্দ্রশেখর আমি অত্যন্ত সুধীর॥ শুনি রাই পলায়ন উদ্যম করিতে হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ ধরিলা হস্তেতে॥ গদগদ বচনে ভৎসে সুমুখী তাহারে। অল্প হাস্য করে ধনী রোদন মিশালে॥ এই রূপে ঈর্ষা কলি কৃষ্ণেতে হইতে। বিশ্লেষ হইয়া রহে কৃষ্ণের অগ্রেতে॥ রাধিকার মুখপদ্ম পরিমলে মাতি ঝঙ্কৃতি শবদে আসি পড়ে ভৃঙ্গতিথি॥ চকিত ভাবের তবে উদয় হইল। ধৈর্য্য ছাড়ি ত্রাসে কৃষ্ণ আলিঙ্গন কৈল॥ কৃষ্ণ তারে পায়ে করে দৃঢ় আলিঙ্গন। সখীগণে

হৈলা সবে সহাস্য বদন ॥ তবেত পাইলা লজ্জা রাধা সুবদনী। পলাইতে চাহে কৃষ্ণ ধরিলা আপনি। ঈর্ষা লজ্জা হর্ষ আর বামত্যাদি গুণ। কায় মনোবাক্য ধনী হৈল উগ্র সম ॥ কভু দিব্য দেই কৃষ্ণে কভু করে নিন্দা। তর্জ্জন আক্ষেপ কত প্রভু করে বন্দা ॥ সহাস্য বদনে কহে এই সব কথা। ভুজ বন্ধ ছাড়াইতে কহে বহু চিন্তা ॥ রাধিকার চেষ্টা দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা। সখীগণ তাহা দেখি মহোৎসব পাইলা ॥ কৃষ্ণ সবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল। সখীগণ অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল ॥ তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দীমুখী স্থানে। অপরশে সখী অঙ্গে স্পর্শ ভাব কেন। বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণ রাধা আলিঙ্গনে ॥ বিনা স্পর্শে মহা সুখ পাইলা সখীগণ। না দেখিলে দরশনে উৎকণ্ঠা বাড়ান ॥ দরশনে স্পর্শ লাগি লালসাদি হয়। কৃষ্ণ যবে স্পর্শে তবে ইর্ষা বাম্য হয়। বিচিত্র চেষ্টার কিছু কহত নিশ্চয় ॥ তাহা শুনি নান্দীমুখী কহয়ে তাহারে। ব্রজাঙ্গনাগর রীতি কে বুঝিতে পারে ॥ লোকান্তর চেষ্টা সব কৃষ্ণের সুখার্থ। কায় মনোবাক্যে করে মহা আর্ত্ত ॥ কৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণী। সার অংশ প্রেম লতা তাহারে বাখানি ॥ সখীগণ হয় তার পুষ্প পত্র সম। কি কহিব এই কথা অতি অনুপম ॥ কৃষ্ণলীলামৃতে যদ লতাকে সিঞ্চয়। নিজ লোক হৈতে পল্লবাদ্যে কোটি সুখ হয় ॥ এইত কারণে সখী বহু সুখ পায়। ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্রনা হয় ॥ রাধা কৃষ্ণ ব্যাপিক রতি সুখের স্বরূপ। প্রতি ক্ষণ নানা রস প্রকাশ অধুপ ॥ তথাপিহ সখী বিনু সুখ নাহি হয়। হেন সখী পদ সেবা করেন আশ্রয় ॥ কৃষ্ণ রসে রসজ্ঞ যে সে সেই করয়। অরসজ্ঞ জন ইহার অন্ত না জানয়। প্রলয় কালেতে যেন সর্ব্বনাশ হয় ॥ অনেক বাসনা তাতে ঈশ্বর করয়। এই মত রাধাকৃষ্ণ সখী ভিন্ন নয় ॥ রস আস্বাদন লাগি ভিন্ন২ হয়। কৃষ্ণ উৎফুল্ল তাল মনোরম। রাধা ফুল্ল হেমলতা হইলমিলন॥সচেতন

লোকগণ যতেক আশয়। দোঁহার দর্শনে চিতে কার সুখ নয়॥ রাধাকৃষ্ণ সুখ লাগি সখী তাৎপর্য্য।কি কহিব এই কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য॥ ইহার বামত্য দেখি কৃষ্ণ সুখ পায়। অতএব কৃষ্ণ সঙ্গে বাম্য উপজয়॥এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ ভুজ বদ্ধ হয়। বক্ষঃস্থল স্পর্শে বহু আনন্দ বাড়য়॥ অত্যন্ত আনন্দে হৈল বাম্যের উদয়। ললিতাদি ভৎসে ধনী বৈমত্য বিষয়॥ ধৃষ্টা কুন্দলতা কৃষ্ণ তৃতীয় সহিতে। মিলি য়াছে কাটিনী বুঝিয়া ললিতে॥ নানা ছল করি আমা এখানে আনিলা। পঠকুল গুরু হাতে আনিয়া ডারিলা॥খল ভর্ত্তার ধাষ্ট্য বৃত্য তটস্থা হইয়া। দেখিতে আছহ নেত্র ভঙ্গিম করিয়া॥ কৃষ্ণ আলিঙ্গন তুয়া প্রাথর্য্য নাহিল। আত্ম মৃদুগণ সব তোমাকেত দিল॥ ইহাতে নাহিক দোষ জানিহ এক্ষণে। নিজগুণ পরিবর্ত্ত কৈল দুই জনে॥ শুনিয়া ললিতা দেবী অল্প হাস্য করি। রুষ্ট প্রায় তুষ্ট গর্ব্ব তর্জ্জন আবারি॥ কহে কৃষ্ণ সত্যব্রত ধ্বংসধৃষ্টরাজ। কি আরম্ভ কৈলা এই সতীর সমাজ॥ কৃষ্ণ কহে পুছ তুমি তোমার সখীরে। বলে কেন আসি এহ ধরিল আমারে॥তবেত ললিতা কহে পুন্নাগ করুতে॥ মাধবী লতিকা বেড়ে এইত উচিতে॥ বৃক্ষে বল্লী বেড়ে ইহা কভু নাহি শুনি। সখী তোমা বেড়িতে পারে বেড় কেন তুমি॥ কৃষ্ণ কহে নিজ অঙ্গ দিয়া প্রিয়া ঠাঞি। প্রিয়া পাত্মাসাত কৈল মহাহর্ষ পাই॥ আত্ম অংগ দিয়া পূন্য কেমত্তে লইব। যতবলি দিয়া পূনঃ লইতে নারিব॥ললিতাকহয়ে শঠ ছাড়হশঠতা। ললিতার শৌর্য্য ক্রৌর্য্য জানহ সর্ব্বথা॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধি যদি বাসনা আছয়। কুন্দলতা সনে কর যৈছে ইচ্ছা লয়॥ ললিতার আগে বায়ু না পরশে রাধা। অতএব ছাড় বস্ত্র ছাড়হ দুঃসাধা॥ এত কহি রোগ করি সখীগণ লঞা। চলিলা কৃষ্ণের কাছে সংগ্রামে সাজিয়া॥ সে শোভা দেখিতে কৃষ্ণের আনন্দ হইল। পুলকাশ্রু কম্পভাবে বিবস হইল॥ এইত সময়ে ধনী হস্ত পথ পাঞা। বাহির হইল রাই মুরলী লইয়া॥ পরম আনন্দে কৃষ্ণ অবশ হইলা। সে

জানে ললিতার ভয়েতে ছাড়িলা॥ হস্ত বশ হৈল তাতে মুরলী খসিল। পট্টাঞ্চলে ধনী তাহা গোপন করিল॥ হেনকালে বিশাখিকা আগেতে আসিয়া। কহয়ে কৃষ্ণের আগে পরানন্দ পাঞা॥ রাহু বিধুন্তুদ তুয়া চন্দ্রাবলী মানি। ভ্রান্তা হঞা গ্রাসে রাধা অবিচার জানি॥ রাধাক্ষ নক্ষত্র আর তার সখী যত। তারাকে গরাসে রাহু এনহে উচিত॥ রাধার অদ্বৈত আমি বিশাখা নক্ষত্র। অনুরাধা নামে এই দেখহ প্রত্যক্ষ॥ জ্যেষ্ঠা নাম এই দেখ ধনিষ্ঠিকা আর। অপরা তারকা দেখ চিত্রা নাম যার॥ তিঁহোত ভরণী অন্য কত২ সখী। ইন্দুলেখা আছে সেহো পূর্ণ নাহি লিখী॥ অতএব এইগণের যোগ্য নহে নয় তৎকাল চলহ যাগা চন্দ্রাবলী হয়॥ কৃষ্ণ কহে বিশাখি তুমি সকল সুখদা। সত্য শিব মূর্ত্তি তুমি সর্ব্ব অভীষ্টদা॥ ললিতা হয়েন সত্য ইন্দের মূরতি। বাক্যরূপ বজ্রাতে ভয়ানক অতি॥ চন্দ্রাবলি তেজিয়াছে বহু ভোগ করি। ভবানীর ভোগ মাত্র রহে চিত্ত ভরি॥ প্রতি তারা ভোগ রাহু ক্রমেতে করয়। ইন্দুলেখা ভোগ এবে কৌতুক জন্মায়॥ এত কহি কৃষ্ণ ইন্দুলেখা আলিঙ্গিতে॥ নিকটে গেলা তায় অত্যন্ত ত্বরিতে॥ ঈষৎ হাসিয়া ভুরু চঞ্চলা করিয়া। ইন্দুলেখা কহে কৃষ্ণ গর্ব্ব আচরিয়া॥ ধৃষ্টবাহু ইন্দুলেখা ভোগ যোগ্য নয়। চন্দ্রাবলী পাশে যাও সেই যোগ্য হয়॥ কিম্বা তারা ভোগ কর ক্রম যে করিয়া। হরষিত হৈল কৃষ্ণ এ কথা শুনিয়া। অলক্ষিতে ললিতাকে আসিয়া ধরিলা॥ তবেত ললিতা তারে কহিতে লাগিল। বিশখা অন্তর ভোগ অনুরাধা হয়॥ এত শুনি কৃষ্ণ বিশাখীয়া পরশয়। বিশখা কহয়ে ধৃষ্ট রাধাভোগে কৈলা॥ তবে কেন বিশাখাকে পুনঃ পরশিলা। ক্রমভোগ জ্যেষ্ঠা ভোগ হয়ত উচিত। শুনি কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠা স্পর্শ করিলা ত্বরিত॥ তেহো রোষ করি কহে চিত্রা ভোগ বিনা। ব্যতিক্রম করি কেন পরশিলা আমা। তবে কৃষ্ণ আসি চিত্রা পরশ করিলা॥ তবে চিত্রা বিধুমুখী কহিতে লাগিলা। গ্রহের উৎপলগতি তারা

প্রতি নয়। এত শুনি তুঙ্গবিদ্যা হাসিয়া কহয় ॥ বক্র অতিচার গতি কভু এই হয়। শুনি চিত্রদেবী তুচ্ছ বিভাকে কহয় ॥ তুল্য রাশি ছাড়ি কেন চিত্রা লীলা করে। শুনিতেই কৃষ্ণ বিদ্যা ভাসি ধরে॥ তুঙ্গবিদ্যা কহে রঙ্গ দেবকী ছাড়িয়া। আমা পরশিলে দুষ্ট কি কার্য্য লাগিয়া তবে কৃষ্ণ সঙ্গদেবী অঙ্গ পরশিলা। তেহো কহে কন্যা রাসি ভোগ যে করিলা॥ তাহাতে বসিয়া মীন রাশি ভোগ কর। চম্পকলতিকা তাহা পুর্ণ দৃষ্টি ধর॥ তবে চম্পাবলী কৃষ্ণ পরশ করিতে। তেহো কহে কুম্ভরাশি সুদেবী পীড়িতে॥ সুদেবী পরশ কৃষ্ণ আসি যবে কৈল কাঞ্চন লতাকে তবে তেহো দেখাইল। তাঁরে পরশিতে তেহো কহেন বচনে। তৃষিত চকোর হও চন্দ্রামুখী স্থানে॥ চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী চুম্বন করিতে। চন্দ্রমুখী তবে তারে লাগিল কহিতে॥ শুন কৃষ্ণ রণ স্ত্রীর মুখেতে চুম্বন। কেন কর হঞা বড় হরষিত মন॥ বংশী যে তোমার নিল চুম্ব দেহ তারে। ধৃষ্টতা করিয়া চুম্ব কেন কেন তারে॥ তবে কৃষ্ণ স্মৃতি হৈল বংশীকা করিয়া। কোথা গেল কহি রহে বিস্মিত হইয়া॥ বহুক্ষণ বংশী নিজ হস্ত্যোচ্যুত হৈলা। কুন্দলতা মুখে দৃষ্টি দিয়াত রহিলা॥ কুন্দলতা চক্ষুঠারে কহে রাই স্থানে। তবে শ্রীরাধিকা তাহা কৈল অবধানে সঙ্গোপনে থুইলাম বংশী তুলসী স্থানে। তুলসী লইয়া তাহা রাখয়ে গোপনে॥ ললিতা বিশখা পাছে সে বংশী লইয়া। রহিলা তুলসী সনে শঙ্কিত হইয়া॥ তবে কৃষ্ণ রাই আকর্ষণ মনে করি। কহিতে লাগিলা ঈর্ষা ভঙ্গী যে আচরী॥ অদৃশ্য চঞ্চল মন বিশুদ্ধ আমার। কটাক্ষ কন্দপ বাণে বিন্ধিয়ে তোমার॥ দৃশ্য বংশা হরিবে যে অদ্ভুত সে নয়। চৌর্য্যব্রতে পাটত্ব মোর মনে লয়। বাহু পাশে বন্ধ করি এবাস ভুষণ। কাড়ি লয়ে যাব কার শ্রীকুঞ্জ ভবন॥ কন্দর্প রাজার স্থানে করিব সমর্পণ। কুঞ্জ কারাগারে লয়ে থুইব এখন॥ শুনি রাই কৃষ্ণবাণী সর্ব্ব ভাবোদয়। তব জ্ঞাতে কৃষ্ণ হেরিতে চলয়॥ কৃষ্ণ তাহা দেখি নিজ বংশীর লাগিয়া। ছল করি ধনী ধরি না

দেন ছাড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কহে বৃথা কেন ভঙ্গী কর তুমি। বংশী না পাইলে তোমা না ছাড়িব আমি ॥ শুনিয়া ললিতা মিথ্যা ক্রোধ হে করিয়া। চঞ্চল নয় স্মিত গর্ব্বিতা হইয়া ॥ কৃষ্ণের নিকটে তেহ তৎকাল আইলা। সাটোপ তর্জ্জন করি কহিতে লাগিল ॥ পরস্ত্রী সঙ্গমে রত স্ফূর্ত্তি যে তোমার। সতীব্রত ধ্বংস কার্য্য কর সর্ব্বকার ॥ তথা হৈতে যাও তুমি এথা নাহি কাজ। ধৃষ্টতা ছাড়হ এই সতীরসমাজ ॥ স্নান করিয়াছে ধনী মিত্র পুজিবারে। অপবিত্র নাহি কর পরশিলা ছলে ॥ সুধানন্দ সরোবর তটে শৈব্যা যে আসিয়া। নিজধরামৃত পানে তোমা উন্মাদিয়া ॥ বংশী হরি লইল সেই অবকাশে। তুলসী আছয়ে সাক্ষী পুছহ ডাকিয়া। খল লোক করে চুরি ফলে সাধু জনে। শৈব্যা চুরি করে বংশী দোষ দেপ আনে ॥ এত কহি দৃগেঙ্গিতে তুলসী দেখায়। রাইকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ তুলসীকে চায় ॥ শ্রীরাধিকা শ্রথ পাঞা হইল বাহিরে। জলদে বাহির যেন হৈলা সুধাকরে॥ তবেত তুলসা দেবেন আনিয়া গোপনে। রূপ মঞ্জরীকে বংশী কৈল সমর্পণে ॥ তুলসীকে কৃষ্ণ তবে আসিয়া ধরিল। সকম্প পুলক তার শরীরে ভরিল ॥ হস্তাঞ্জলি করি নিজ বদনে ধরিয়া। কহয়ে তুলসী তবে অতি দীন হঞা ॥ হাহা কৃপাময় তুয়া নিছনি যাইয়ে। আমি পূয়া দাসী স্পর্শে অযে হইয়া ॥ এতেক আগ্রহ কর যাহার লাগিয়া। বংশী নাহি মোর স্থানে কহিনু ডাকিয়া ॥ শৈব্যা কহে সে বংশী দেখিয়াছ আমি। অতএব ছাড় কৃষ্ণ আমারেত তুমি ॥ এত কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করিল। শ্রীরূপমঞ্জরী স্থানে বংশী জানাইল ॥ ইঙ্গিত পণ্ডিতা তবে শ্রীরূপমঞ্জরী। ললিতা হস্তেতে বংশী সমর্পণ করি ॥ অলক্ষিতে কৃষ্ণ আসি ধরিল তাহারে। নিজ বহু পাশে তারে দৃঢ় বদ্ধ করে ॥ বংশী বিচারয়ে কুচ পট্টীর অন্তরে। না পাইয়া কহে কোথা গুপ্ত বংশীরে। কহিতে লাগিলা তবে শ্রীরূপমঞ্জরী ॥ মানা শুনিয়া ভেতো আইলা ত্বরা কারে ॥ মনোরথ পূর্ণ হৈল ভাগ্যে তোমার ॥ বংশী লয়্যা কর জয়্যাধ্বান পরিচার ॥ গোপনমর্য্য

ব্যাধ হৈল তার। হেন দুঃখ যার নাহি পরিবার ॥ তৃণেতে লাগিল মোর চরণ কুঙ্কুম। তাহা বক্ষে লেপি তারা তাপ কৈল উন ॥ গিরি ধাতু গুঞ্জা আমি আমারে যোগায়। সে কন তোমার দাসী মোর দাসী প্রায় ॥ বংশীধর আর মোরে কর অপমান। বহু পাশে বান্ধি দণ্ড করিতে বিধান ॥ কে তোমারে রক্ষা করে করুক এবে দেখি। কহিয়া সাটোপ কৃষ্ণ পসারয়ে আখি ॥ নাগরেন্দ্র বাণী শুনি বিশাখা হাসিয়া। ললিতাকে পাছে রাখি কহে সাম্য হৈয়া ॥ শুন যুবরাজ অর্থ যদি চুরি যায়। নষ্টোদ্দেশী বিনে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ অতি উগ্রতাতে ধন শীঘ্র নাহি মিলে। সুযুক্তি করিলে তাকে ধরয়ে সুফলে ॥ শুনিয়া চম্পকলতা কহে বিশাখারে। অর্থ লোভি নষ্টোদ্দশী বুঝিয়া প্রকারে ॥ বহু ধন ব্যয় বংশি পর্ব্ব বাদে। কেন না করিবে ক্ষুদ্র দ্রব্য খানি সাধে ॥ শুনি তুঙ্গবিদ্যা কহে সুন মোর বাণী। বংশিকা সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের আমি ইহা নাহি জানি ॥ যে তার উদ্দেশ কহে আগে মিত্র হয়ে। আত্মিয়তা বাড়ে পাছে বহু ধন পায়ে ॥ যে লইল সেই জন বহু দণ্ড পায়ে এই সব নীত কার্য্য বুঝি সর্ব্বথায়ে ॥ সুনিয়া বিশাখা কহে শুন কৃষ্ণ তবে। তারে কিবা দিবে যে উদ্দেশ করি দিবে ॥ চুরি যে করিল দণ্ড কি করিবে তারে। জানি হিত উপদেশ কহি যে তোমারে ॥ তাহা সুন কৃষ্ণ কহে সুন মন দিয়া। যে আমার বংশী দিবে উদ্দেশ কারয়া ॥ তারে দিব এই নিজ হৃদি মণি মালা। চুম্বক রতন দিব করমর্দ্দ ফলা ॥ যে জন হরিল তায় ভুষণ লইব। অম্বর তারুণ্য রত্ন ঘটাদি লুঠি য়ব ॥ বাহুপাশে বান্ধি তারে দণ্ড করিবারে। প্রবেশ করাব কাম কূন্দ কারাগারে ॥ এত শুনি বিশাখিকা হাসি পুনঃ কহে। ব্রজরাজ পুত্র তুমি অযোগ্য কি হয়ে ॥ কৃপণতা ইথে যদি না করহ তুমি। তুয়া করে আইল বংশী কহিলাম আমি ॥ আমার উদ্দেশ বংশী প্রাপ্তি নাহি হয়ে। কুন্দলতা উপদেশে তৎকাল

মিলয়ে॥ তবে কুন্দলতা প্রতি কহে বিশাখিকা। লাভ ভাগ্য তোমার আজি দেখি সে অধিকা॥ নিজ দেবরের বংশী দেহ উদ্দেশিয়া। দুর্লভ উৎকোচ লহ মহা সুখী হৈয়া॥ তবে কুন্দলতা কোন কথা ছল ধরি। রাধা বিশাখিকা সনে যুক্তি যেন করি॥ এইরূপে রাখে বাঁশী তুলসীর করে। অতি সঙ্গোপনে রাখে কৃষ্ণ নাহি হেরে॥ পরম আকুতে কুন্দলতার বয়ান। দেখে কৃষ্ণ বংশী তত্ত্ব জানিছেন জ্ঞান॥ তবে কুন্দলতা হাসি বিশাখাকে কহে। আমি না জানি যে চৌর তুতা দিব্য মোহে॥ জানিতাম আমি যদি বংশীর উদ্দেশ। বিনোৎকোচ কহিতাম তাহার বিশেষ॥ দেবরের ধন হৈলে নিজ ধন মানি। তোমা সম যেন তেন পর নহি আমি॥ তোমরা জানহ যদি বংশীর বিশেস। আগে ক্ষতি লৈয়া তার কহত উদ্দেশ॥অনুকুল হৈলে সেই বংশীকা! আপনার প্রতি করে রহে সুখাবিকা॥ উৎকোচ বংশীকা মাঝে আমি সর্ব্বথায়। কেহনাহি দিলে আমি দিব ত হা তায়॥ কহে গোবিন্দেরে নেত্র ইঙ্গিত করিলা। কৃষ্ণ মহোৎসুক হৈয়া তথাই আইলা॥ কটাক্ষ অনঙ্গ বাণে প্রিয়া বিদ্ধ করি। অতি উৎসা বাঢ়ি গেল বংশী পাব বলি॥ কৈল বিন্দু চিবুকে লাগিয়া। গুপ্তে লাগিল বিন্দু রাই না জানিলা॥ শ্যানরস রাখিলে সে বংশীয় আশ্রয়। দেখি সেই বিন্দু বিশ্বরুচি প্রকাশয়॥ নিজাধরে আগে বিন্দু গ্রহণ করহ। পাছে ন্যায় জিনি দণ্ড উৎকোচ বুঝহ॥ সিদ্ধ হৈল তুয়া বংশী রাধিকার স্থানে। লও না লহ তাতে ক্ষতি নাহি আনে॥ উৎকোচের মধ্যে মাত্র হৈয়া আছি আমি। বিশাখাকে প্রতিশ্রুত ধন দেখ তুমি॥ কৃষ্ণ কহে বংশীকার বিন্দু আগে লই। পাছেত উৎকোচ দিব বাঁশী যবে পাই॥ কুঞ্জ কারাগারে লইয়া দণ্ড করি রাধা! পাছে ক্ষতি দিব আছে যার যেই সাধা॥ এত কহি কৃষ্ণ যান রাধিকা অন্তিকে। অধর দংশনে হৈল উৎসাহ অধিকে॥ দেখিয়া লালতা দেবী মিছে রোষ করি।

মধ্যে হৈয়া কহে ফের বচন চাতুরী ॥ মিত্র পূজা না করিতে ক্লেত কেন কর। দেবলোক ধর্ম্মে তুমি শঙ্কা কিনা ধর ॥ কৃষ্ণ কহে শুন রাধা আমার বচন। আমিহ না করি দোষ না কর দশন ॥ তুমি কোষ কৈলা বিন্দু চিবুক ধরিলা। এত সব কথা এই কারণে হইলা ॥ চিবুকে রহিয়া বিন্দু দেখিল আমারে। মিত্র বাল আইসে বিন্দু আমা মিলিবারে ॥ আমার দর্শনে আইসে তোমা শঙ্কা করি। দর্শন দংশন এই কারণে উচ্চারি ॥ তাহা শুনি কুন্দলতা কহে ভাল হৈল। করিণী করিতে দুই জনে মিলন হৈল। বংশী বলি দেখি ঈর্ষা করিয়া দর্শন। বিন্দু আদি ধরে নাম করিয়া দংশন ॥ গুনি আগে গুণি যদি যদি আগমন করে। মণিমালা দিয়া সেই গুণি পূজা করে ॥ এইরূপে কুন্দলতা নানা ভঙ্গি করি। কহয়ে কত কথা বিধির চাতরি ॥ তাহা শুনি কহে তারে রাই শুবদনী। দেবের শিশিরে ক্লয় কুন্দলতা জানি ॥ অরুণ অধর তার দশন কুসুমে। পূজা কেন নাহি কর বল কেন আনে ॥ শুনি কুন্দলতা কৃষ্ণে কহে ক্রুদ্ধ হৈয়া। এথা হইতে যাহ বস্ত্র ভূষণ রাখিয়া ॥ মুখরা মুখরানাপ্ত ললিতা প্রখরা। অনে প্রখলতা সঙ্গে তুমি যে একেলা ॥ মৃদু প্রায় তাত তুমি কি কজে এথাতে। পলাইয় রহ গিয়া সখার সহিতে ॥ পরের পুরুষে চিত্ত লোভিয়া সবার। তেজিয়াছে সব ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার ॥ আমাকেও নিজ সঙ্গি করিবারে চায়। কৃতার্থ করিতে করে নানান উপায় ॥ ধর্ম্ম নিষ্ঠ আমি সাধ্বী বিমল আশয়। দেবর সম্ভাষা বাল্যে হৈতে যোগ্য হয় ॥ হেন আমি আমাকে যে ত্রুরাক্ত করিয়া। দুঃখ সব দেন আমি সহি কি লাগিয়া ॥ সিশাখাকে বদ্ধ আছি উৎকোচ লা গয়। বদ্ধ বিমোচন কয় তারে তাহা দিয়া ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে হাসি আইস বিশাখিকা। গ্রহণ করহ রত্ন উৎকোচ অধিকা ॥ ইহা কহি তাঁরে হাসি কৈলা আলিঙ্গন। হাসিসব সখী আসি কৈলা আবরণ ॥ অন্যান্য কলহ ভেল মহা কোলাহলে রাই লুকাইয়া গিয়া কুঞ্জে এই কালে ॥ নুপুর কিঙ্কিণী আনি

যত্নে মূক করি। প্রবেশ করিলা রাই নিকুঞ্জ ভিতরী॥ তাহা তাহা দেখি অতি শঙ্কা পাইলা তুলসী। বংশী রাখে বৃন্দা পাশে সঙ্গোপনে আসি॥ বংশী পাঞা বৃন্দাদেবী অতি সুখী হৈলা। হৃদয়ে রাখিয়া বাণী কহিতে লাগিলা॥ ক্ষুদ্র বংশে জন্ম হৈয়া বংশশ্রেষ্ঠ হৈলা। যত যত্ন ঘরণ সব সবংশ করিলা॥ তোমার লাগিয়া এত কৌতুক হইলা। রাধাকৃষ্ণ সখী সনে মহাসুখ পাইলা॥ এথা সখীগণ হাস্য চঞ্চল নয়নে। আক্ষেপ করেন কৃষ্ণে গদগদ বচনে॥ কৃষ্ণ বাহু বন্ধ হৈতে বাহিরে আসিয়া। বিশাখা কহেন কৃষ্ণে ঈষৎ হাসিয়া॥ বংশীর উদ্দেশে তোমায় আমি না কহিল। এইত কারণ আমি উৎকোচ না লৈল॥ কুন্দলতা কৈল তোমার বংশীর উদ্দেশ। তাহারে উৎকোচ দেহ যে হয় বিশেষ॥ তারে কহি তবে কুন্দলতারে কহয়। প্রগলভা হইরা কেন হৈলে মুগ্ধ প্রায়॥ দেবরের ধন তুয়া অন্য ঠাঞি যায়।ঈর্ষা মালিন্য কেন ইহাতে না হয়॥তাহা শুনি কুন্দলতা হাসিয়া কহয়। নিজ দেবরের ধন অনেক আছয়॥ ধনে বদান্য হয় আমার দেবর। দ্বিজে দান কর পাঞা আনন্দ অন্তর॥ তাহাতে নিষেধ কৈলে অতি পাপ হয়। নিষেধ না করি আমি সেই পাপ ভয়॥ দানাদিতে কেহ যদি নিষেধ করয়। অধমের অধম সেই শাস্ত্রে এই কয়॥ প্রতিগ্রহ লৈতে কেন সবে শঙ্কা কর। দ্বিগুণ করিয়া ধন কৃষ্ণ আগে ধর॥ ইহা শুনি কহে কিছুচিত্রা শুনয়নী। কুন্দলতা প্রতি কহে সুমধুর বাণী॥ আপন চেতন কেন ছাড় কুন্দলতা। পর দ্রব্য বলি কেন শঙ্কা কর বৃথা॥ বল যদি ধনী আছে ধনেবা কি কায। লঞা যাহ দিহ নিজ সখীর সমাজ॥ কুন্দলতা হাসি কহে চিত্রাদেবী প্রতি। গোবিন্দের ধনে যদি নাহি কারো মতি॥ যার ধন যার ঠাঞি আছয়ে সর্ব্বগণ। কিবা বল আছে অতি চাটু কথা॥ তারে কহি কৃষ্ণে কহে তবে কুন্দলতা হাসি২ কহে [illegible] করিয়া শাঠ্যতা। আদান প্রদান কায তোমার সহিত। অতি ক্ষুদ্রা ইহা সঙ্গে নহে সমুচিত॥ ধনাঢ্য যেমন

তুমি তেমন রাধিকা।তাহা সনে কর আদান প্রদানঅধিকা॥ইহা শুনি নাগেন্দ্র রাই সম্বোধয়ে। দেখিবারে চাহে রাই দেখিতে না পায়ে॥ ললিতাকে কহে তুমি গোপন করিয়া। কোথা রাখিয়াছ তাঁরে আনহ যাইয়া। তুমি চুরি কৈলে বংশী রাই লুকাইলে। এইলাগি তুমি দণ্ডী সর্ব্বথা হইলে॥ ললিতা কহেন কারো প্রতিভু না হয়। রাই কোথা গেলা আমি কেমনে জানিয়া॥ রাজ্য কর তোমা সবে আমি গ্রহে যাই। রাই কোথা গেলা আমি দেখি শুনি নাই। কোথা সখী কহে রাই গৃহে চলি গেলা। কেহ কহে মিত্রপূজা করিতে চলিলা॥ কেহ কহে চিত্ত গঙ্গাস্নান কাজে গেলা। গোবিন্দ পরশাশুদ্ধ শুদ্ধ হৈতে গেলা॥ এইরূপ সব কথা শুনিয়া গোবিন্দ। তৃষ্ণার্ত্ত হইল চিত্ত রাইর নির্ব্বন্ধ॥ যে কুঞ্জে আছেন রাই কুন্দলতা জানে। জানাইলা সেই কুঞ্জে নয়নের কোণে॥ সে ইঙ্গিতে নাগেরেন্দ্র সে কুঞ্জে পশিলা॥ সখীগণ চতুর্দ্বারে কপাট আপিল লতাপাশ দিয়া সেই কপাট বান্ধিলা। সেইত দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলা॥ তথা নাগেরেন্দ্র আইলা দেখি নিতম্বিনী। পলায়ে গোবিন্দ তবে শুপদ্ম বদনী॥ দ্বারে আসি দেখি লাগি রহিত কপাট। ভঙ্গ হৈল বহির্দ্বারে গমনের ঠাট॥ শ্যাম গৌরী বলে ধরি সেজেশয্যা গেলা। দুহু দুহু পরশেতে আনন্দ বাঢ়িলা॥ অনঙ্গ অনলে তাপি শ্যাম মত্তকরী। রাই সুবদনী পাঞা আনন্দে বিহরি॥ নীবি কঞ্চুলীকা বন্ধ সব মুক্ত কৈলা। কম্পাকর্ষে কঙ্কনাদি বাজিতে লাগিলা॥ বরং বংশী তদদেহ ধন বোলে হরি। পরম উল্লাস কথা গদগদ উচ্চারি॥ তারুন্যাদি ধন কৃষ্ণ আত্মসাৎ কৈলা। তাহা রক্ষা লাগি ধনী অতি ব্যগ্র হৈলা॥ কৃষ্ণ নিজ ধার্ষ্ঠ্য সৈন্য বহু পরাক্রম। দূরে কৈল ধৈর্য্য লজ্জা বামতা আলয়॥ প্রগাঢ় আনন্দে যবে হইলা দুহার। নিজ নিজ পৌরষতা আরম্ভে অপার॥ শীৎকার অকুঞ্চীত কণ্ঠ কূজীতাদি যত। পীযুষ উৎকর ধারা বহে কত কত॥ অন্যান্য

আগ্রহ নর্ম্ম পূর্ব্বকারী করি করি। দুহু দোঁহা বেশ করে চিত্তানোদ ভরি॥ রাধিকা মাধব সঙ্গে নিকুঞ্জ বিলাস। এইমত নানাক্রীড়া রসের উল্লাস॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ কেলী সুমঙ্গল। শ্রবণ নয়ন মন আনন্দ কেবল॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নিত্যই নিত্যই নূতন। বিচারিতে মিলে মহা মহা প্রেমধন॥ এইতো কহিল রাধাকৃষ্ণের বিলাস; সখী সঙ্গে কত কত হাস্য পরিহাস॥ সদা শুন গোবিন্দ চরিতামৃত কথা। রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন মিলিবে সর্ব্বথা॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদু নন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশম সর্গঃ সমাপ্ত॥ ১০॥

নান্দীমুখী মনুস্মৃতাং সভাং সখীনা, মাগত্য তা মুরলিকাং হৃদিনিহুবালা; বৃন্দাব্রবী হন্নুগন্ধো ব্রজকাননেসৌ সখ্যো। নিবেদ্যমিহ নাবনয়োঃ দক্ষিদেহ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়ানিধী। জয় সনাতন প্রিয় রূপ সুখনিধী। জয় দাস গদাধর প্রাণপ্রির প্রাণ। জয় স্বরূপের প্রিয় রঘুনাথ ত্রাণ॥ কৃপা কর কৃপানিধী লইনু শরণ। দুর্ব্বাসনা ছাড়ি সেবো তোমার চরণ॥ স্তব করে চতুর্ম্মুখ শঙ্কর ভাবক। সহস্র মুখেতে গায় মহেন্দ্র সেবক॥ হেন তুমি তোমাকে জানিতে শক্তি কার। তোমার মিলন হেতু করুণা তোমার॥ এমন দুর্ল্লভ জন্ম মনুষ্য শরীর; অহঙ্কারে বৃথা গেলা বিধাতা অধীর॥ যে জনা সকল ছাড়ে চাহে ভজিবারে। তোমার দারুণ মায়া সদা তারে তাড়ে॥ কে এমন আছে বীর সে তাড়না সহি। তোমা ভজি আপনার চিত্ত স্থির রহী॥ অধৈর্য্য মানস মোরা মানয়ে বাণী। কৃপাগুণে বান্ধী রাখ স্বচরণে আনি॥ এবে কহ গোবিন্দ বিলাস মনোরম। যাহা শুনি সুখী হয় সুদ্ধ ভক্তগণ॥ নান্দীমুখী সঙ্গে করি বৃন্দা হর্ষ মানি।

আসিয়া সখীর মধ্যে পূরেন কাহিনী॥ বংশী রাখে নিজ হৃদে বসন ঝাপিয়া রাধাকৃষ্ণ কোথা গেল পুছেন আসিয়া॥ নিবেদন আছে কিছু দোহার চরণে। এমতী পুছিলা যদি বৃন্দা সখী স্থানে॥ সখীগণ কহে তাহা কলহ করিয়া। অনঙ্গ রাজার স্থানে ন্যায় বুঝ গিয়া॥ বল নিবেদন তোমার কিবা সে আছে। না করিবে যদি অতি গোপনীয় হয়॥ কুজ পত্র কহে তবে করহ গমন। তথাই যাইয়া তারে করে নিবেদন॥ এমতি শুনিলা যদি বৃন্দা সখী মুখে॥ কহিতে লাগিলা তবে পাঞা বহু সুখে। রাধাকৃষ্ণ প্রাণ তুল্য তোমরা সবাই। তোমা সবাআখে চর কোন লীলা নাই॥ তারা দোহা সঙ্গে যবে থাকে এক ঠাঞি। তখনি কহিব তবে সুনহ সবাই॥ নিধুবন দরাশান্ত বিলাস লালসে। বেড়িয়া সকল সখী কুঞ্জের চৌপাশে॥ রতিলীলা অবসান সময় জানিয়া। সহচরীগণ দেখে ছিদ্রে সুখ লীলা॥ তপা অম্রেড়ীত করে কৃষ্ণ নিজ প্রিয়া। বিভুষণ করিবারে যতন করিয়া॥ নাহি আসে ধনী তাহা হেনই সময়ে। আনন্দে বিভ্রম আসি সব পাসরয়ে॥ দুহু দোহা বেশ করে অতি অপরূপ। যাহা যদাখি মুরুছয়ে মমথথ ভুপ॥ তবে কৃষ্ণ পদ্মপত্রে কুঙ্কুমের দ্রবে॥ পত্রীকা লিখন কৈল মনোভব সেবে শিবের বেষ্টনে রাখে সেই সুপত্রীকা। রাখিয়া কহয়ে চল বাহিরে রাধিকা॥ সখী লজ্জা রাখি বহিরে আইসে। ন্যায় জিতী চোর প্রায় কৃষ্ণ আনে পাশে॥ এই মতে ধনী হস্ত কখন ধরিয়া। কুঞ্জাঙ্গনে আইলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া॥ কুঞ্চিত নয়না রাই শ্যাম প্রফুল্লিত। দেখি সুখী হৈয়া সখী বেড়িলা ত্বরিত॥ পরম সম্ভ্রমে সবে পুছেন রাইরে। আনা সবা ছাড়ি তুমি কোথা গিয়াছিলে॥ বহু অন্বেষিলে তোমা লাগ না পাইল॥ ধৃষ্ট কৃষ্ণ সনে তুয়া কোথা দেখা হৈল॥ মো সবার ভাগ্যে শীঘ্র আসিয়া মিলীলে। ধৃষ্ট তোমা পরাভহ ভাগ্যে না করিল॥ এইমত সখী বাক্যে পরিহাস শুনে। নিজ অঙ্গে দেখে সব রতি চিহ্নগণে॥ কৃষ্ণ প্রতি লজ্জা ঈর্ষা সখী প্রতি লৈয়া॥ রহে ধনী

ক্ষণ এক মৌন আচরিয়া॥ কৃষ্ণ হাস্য করে ভাবে ভ্রূভঙ্গ করিলা। গদগদ রুদ্ধ কণ্ঠি চলাধর হৈলা॥ তর্জ্জনী চালন করি কৃষ্ণকে তর্জ্জয়ে॥ হাসী সখীগণ তারে ভাঙ্গতে কহয়ে॥ গৃহেতে গমন যবে করিবে উদ্যম। বস্ত্রে আকর্ষিয়া তবে কর নিবারণ॥ লুকাইয়া রহি যদি যায় কোন স্থানে। তবে কৃষ্ণ ভঙ্গী করি দেখাহ সেখানে॥ সঙ্গে রহি যদি তবে কটু বাণী কৈল। অতএব তুয়া সঙ্গে কেমনে হইল॥ লুকাইয়া ছিল গিয়া কুঞ্জের ভিতরে। দেখাইয়া ছিলা স্থান মত্ত ভুজঙ্গেরে॥ মোর অঙ্গ পরশিতে চঞ্চল আইসে। কণ্টক লতার মাঝে করিনু প্রবেশে॥ তবে আমা রাখে সখী কণ্টক লতীকা। নহিলে কি জানি আজি হইত রাধিকা॥ এই মত মিষ্ট কথা কহে নিতম্বিনী। শুনি কুন্দলতা কহে পরিহাস বাণী॥ যে কহিলে সত্য রাধে অসত্য না হয়। কণ্টক লতিকা রক্ষা তোমারে করয়॥ কৃষ্ণ অঙ্গে তার চিহ্ন দেখে ব্যক্ত রূপ। কণ্টক নখেতে ক্ষত সকলি অনুপ॥ তেমি রক্ষা ললীতা কৃষ্ণাঙ্গ আচটে। অযোগ না হয় সখী রাখয়ে সঙ্কটে॥ তাহাও মধ্যেতে আর বৈচিত্র দেখিল। তোমার অঙ্গুতে কেন বহু চিহ্ন দিল॥ গোপাঙ্গনা যুবতী লম্পট কৃষ্ণচন্দ্র। চন্দ্রাবলী উরে ধরে নহে কিছু মন্দ॥ তুমি তাহা কেন বা ধরিলে নিজ উরে। এ দুই বোলের মোরে কহত উত্তরে॥ এই মত কুন্দলতার বচন শুনিয়া। কহয়ে ললিতা দেবী শুন মন দিয়া। পুরুষ পরশ ডরে ধনী ব্যগ্র হৈয়া। লতা মাঝে প্রবেশয়ে শীঘ্রগতি যাঞা॥ তাহাতে কণ্টক ক্ষত দরিদ্র কি হৈলা। তাহাতে তোমার শঙ্কা কেন উপজিলা॥ প্রত্যঙ্গ বর্ণন লতার শ্রবণ করিতে। কৃষ্ণ চিত্তে ভাব পুঞ্জ হইল উপস্থিতে॥ শ্রবণ উৎকণ্ঠা দেখি সব সখীগণ। করিতে আরম্ভ কৈলা রাধাঙ্গ বর্ণন॥ নিজ নিজ কবিতা যে রসাল করিতে। রাধাঙ্গ মাধুরী গন্ধ কৈল সুবাসিতে॥ যদ্যপিহ নির্ভাণি ঔৎসুক্যে নিবারয়। কৃষ্ণ সুখ লাগি কভু সে অঙ্গ বর্ণয়॥

গোবিন্দ মুখারবিন্দ মৃদুমন্দ হাসি। সেই মকরন্দ পানে সর্ব্ব ভাব ভাসি॥ গোবিন্দ ইঙ্গিত তারা জানে ভালমতে। তা ইচ্ছা লাগি অঙ্গ লাগিল বর্ণিতে॥ ভঙ্গী করি ললিতাকে কু লতা দেখি। বর্ণনা করয়ে লতা হৈলা বড় সুখী॥ কুন্দত অঙ্গে তবে দেখি ভোগ চিহ্ন। সে মধুসূদন কৈলা ভো পরাবন॥ অদ্ভুত কথা এই স্থলে উপজয়া। করায় বর্ণন ধনী হরষ পাইয়া॥ পৃথিবীতে শিবলিঙ্গ এক চন্দ্র ধরে। তাহাকে জিনিতে রাই কুচ কুম্ভধরে॥ নখাঙ্কের ছলে কিবা ধরে চন্দ্রগণ। উৎপ্রেক্ষা অতিশয় সুন্দর বর্ণন॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি ভাবে বিশাখা সুন্দরী। কহে হাসি দন্তপংক্তি বিকাশিত করি॥ রাধাকুচ কুম্ভেতে যে সকলঙ্ক চন্দ্র। দিনে মান সদা ক্ষয় অতিশয় মন্দ॥ সদা পূর্ণ সুশীতল অত্যন্ত সুগন্ধ। কৃষ্ণ কর নখ বিধু ধরে অকলঙ্ক॥ বিশাখার বাক্যে অতি সুতৃপ্ত হইয়া। চম্পক লতিকা কহে কৃষ্ণ সুখ দিয়া॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম নৃত্য চিহ্ন নাগমাথে। দেখি করম্বুজে কৃষ্ণে স্পর্দ্ধাইল তাতে॥ রাধিকার কুচপদ্ম নারঙ্গ উপরে। নটন করিতে নখ ক্ষত চিহ্ন ধরে॥ তাহা শুনি স্ত্রীর শ্রেষ্ঠা চিত্রা সুবদনী॥ কহিতে লাগিলা কিছু মধুময় বাণী॥ আশ্চর্য্য কনকলতা তমাল আশ্রয়। ধরিল শ্রীফল দুই তাতে পঙ্ক হয়॥ তমালের শাখা উপশাখার চালনে। কুচ শ্রীফল কৈল বিচিত্র লিখনে॥ তাহা শুনি ভুঙ্গ বিদ্যা কহে ভয় পায়ে। সবা প্রতি করে আয় ধনা লজ্জা দিয়ে॥ রাধিকার তনু বন আশ্চর্য্য শোভন। যাহে কাম গজ করে নিত্য বিবরণ॥ কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম তাতে মত্তাহু আছয়। নখাঙ্কুশ কুচ কুম্ভ সে যে আকর্ষয়॥ তাহাতে হইল দেখ ক্ষত বিদ্যমান। লেপন হইল স্বেদন কুম্ভ স্থান॥ ইন্দুলেখা ইহা শুনি উল্লাস পাইয়া। কহে দন্তপংক্তি হাস্য চন্দ্র প্রকাশিকা॥ রাই সুর তরঙ্গে নিজাঙ্গ কৃষ্ণ করি। বিহার করয়ে কত নিজ ইচ্ছা ভরি॥ হস্ত আস্ফালন তাতে কত কত কৈল। কুচ চক্রবাকে যুগে লিখন রহিল॥

তাহা শুনি রঙ্গদেবী কহিতে লাগিল। রাধা সুধামুখী দৃষ্টে নিষেধ করিলা॥ তথাপিহ কহে কৃষ্ণ শ্রবণেচ্ছা জানি। কৃষ্ণ কর্ণ পূর্ণ করে সুধাময় বাণী॥ রাই বক্ষঃস্থলে দুই সুবর্ণ কলসে। তরুণী মণী তাতে ভরিল অশেষে॥ যতনে থুইল বিধি গোপন করিয়া। মুদিত করিল কুম্ভ সুরঙ্গাদী দিয়া॥ কৃষ্ণ চৌর নিজ নথ খাণ্ডি তাতে দিয়া। খনন করিতে চিহ্ন রহিল লাগিয়া॥ সুদেবী কহয়ে দেবী এ কথা শুনিয়া। পরিহাস করে গিরী-ধরেরে অর্পিয়া॥ সুবর্ণ দাড়িম্ব এই বনপতী অতি। সৎফল ধরিল দুই সুবর্ণের দ্যুতি॥ প্রিতাংশুক নখে তাহা খনন করিল। সেই চিহ্ন কুচযুগ দাড়িম্বে রহিল॥ চন্দ্রামুখী দেবী তার অবসর পারে। সহাস্য বদনে কহে অতি হৃষ্ট হয়ে॥ ভ্রমরার ক্ষত পুষ্প দেখে বিদ্যমান। রাই কুচ ওষ্ঠাধরে দন্তের বিধান॥ তাহা শুনি হাসি কহে সুমধুর বাণী। অত্যন্ত অমৃত এই রসময় জানি॥ রাধিকা লোচনাঞ্জনে কৃষ্ণের অধর। হয়ে আছে হেন পক্ক জানের সোসর॥ রাধিকার দন্ত সুখ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া; দংশন করিল তার চিহ্ন দেখ গিয়া॥ কৃষ্ণের ইঙ্গিত তবে কাঞ্চন ললীতা। কহয়ে বারয়ে তবে দৃষ্টিক রাধিকা॥ রাধিকার নাভিলোম কুচদ্বন্দ মুখ। ভ্রান্ত হয়ে বিধি ইহা কহে পায় সুখ॥ সুধালয়ে শ্যামলাল পদ্ম সুধাকর। এই সত্য কথা আমি জানিয়ে অন্তর। সদা সুখ বিধুকান্তি লাগে কুচযুগে॥ উঁই সদা কুচ পদ্ম কলীকার যোগে॥ শুনিয়া সাধবী কহে হরিষ বয়ান। করায় কৃষ্ণের কর্ণ অমিয়া সেচন॥ রাধা নাভী কুণ্ড মাঝে ত্রিবলী মেখলা। নিতম্ব বেদিকা লোমাবলী শ্রুব হৈলা॥ কুচ কুম্ভযুগ ভাল সুপীঠ জঘনি। বসি কাম কৈল দুই ঘটের স্থাপনি॥ কণ্ঠ শঙ্খ প্রায় অঙ্গ যজ্ঞশালা মানি। কাম যজ্ঞ করে কৃষ্ণ চিত্ত আকর্ষণী॥ বসন্তী কহয়ে তবে একথা শুনিয়া॥ বৃকভানু কন্যা ধন্যা ব্যাখ্যান করিয়া॥ রাধিকার ভ্রূধনু কটাক্ষ যে বাণ। বহুপার্শ্ব কণ্ঠ শঙ্খ জিনি

অনুপম। দুই গণ্ডস্থল হেম কনক সমান। নিতম্ব বৃথাঙ্গ নখ অঙ্কুশ প্রমাণ॥ অতএব রাই অঙ্গ অনঙ্গ রাজার। কেবল সাজন হৈলা বহু অস্ত্র শাল॥ তাহার শুনিয়া বাণী বৃন্দাদেবী কহে। যাহা শুন কৃষ্ণ চিত্তে অতি সুখ হয়ে। রাধিকার তনু এই সুধা সুরধনী। সুবাহু মৃণাল তাতে স্তন কোক জানি॥ মুখ নাভি হস্ত পদে পদ্মগণ মন ময়। বক্রোলতা দেখি তাতে ভ্রময়ে নিচয়॥ হাস্য কুমুদিনী নেত্র ইন্দীবরসম। রোমাবলী শিয়লি তাতে দেখি মনোরম॥ কৃষ্ণ চিত্ত মত্তহস্তী সদাই বিহরে। তেঁই ধানদী সুতনু মনে এই ধরে॥ পুনর্ব্বারে নেত্র কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিলা। প্রত্যঙ্গ বর্ণনা পুনঃ শ্রবণেচ্ছা হৈলা॥ একে একে সবসখী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। বর্ণনে রাধিকা অঙ্গ শুন মন দিয়া॥ শঙ্খ অর্দ্ধচন্দ্র যত অশ্ব মুকুণ্ডুরে। শ্রীরথ অঙ্কুর হলধবজ সুমধুরে॥ তোমার স্বতীক ধনু আদি সর্ব্বক্ষণ। পদযুগ তলে সাজে এই সৈন্যগণ॥ সংগ্রাম করিতে লক্ষ কবচ অর্পিলা। এই সব সৈন্য সঙ্গে ভুবন জিনিলা॥ রাই পাদপদ্ম কান্তি নব লেশ পায়ে। কিশলয় পল্লবব্যাখ্যা শুন মন দিয়ে॥ অলিনী অখ্যান তবে হৈল পদ্মাবলি। সে সব সমান নয় মলিন আচরি॥ শোকে কোকনদ হৈল রক্তোৎপল নাম। দিবসে মলিন সেহো না হয় সমান॥ অতএব রাধিকার পদ অরবিন্দে। উপমা নাহিক এই কহিল বিবন্ধে॥ অপূর্ব্ব রাধিকা পদ নখ চন্দ্রাবলি। অকলঙ্ক পূর্ণ সদা রহে গন্ধাবলি॥ গোবিন্দ হৃদয়াম্বরে সদই উদয়। উরুণ রুচিতে রহে সদানন্দ-ময়॥ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ কৈরব প্রকাশে। উঠে চন্দ্রাবলি স্ফূর্ত্তি যেইত বিলাসে। রাই পদযুগ গুলফ লুকাইল কেনে। তাহার কারন শুন হৈয়া এক মনে। রাধিকার তনু রাজ্য তারুণ রাজারে। আগমন হৈল করে অনিত আচারে॥ বক্ষোজ যখন দুই দস্যু তার সনে। মধ্যের পুষ্টিলা দোষে করে আকর্ষণে॥ ফুৎকার করয়ে মধ্যদেশ তাহা শুনি। বান্ধিলা ত্রিবলী দিয়া বিধাতা আপনি॥ এসব জানিয়া রাই পদের

ঘুঁটিকা। শঙ্কা পায়ে লুকাইলা বুঝি সে অধিকা॥ রাধিকার জঙ্ঘা ছলে বিধির ঘটনা। হেম রম্ভা স্তম্ভ হই করিলা যোজনা॥ অনঙ্গে উগ্মত্ত আর্ত্ত কৃষ্ণ মত্তকরী। শীতল গৃহের স্তম্ভ জঙ্ঘা মনোহারী। হেন স্তম্ভদ্বয় বিধি প্রার্থনা করিয়া। কৃষ্ণ চিত্ত মত্ত হস্তী বন্ধন লাগিয়া॥ জঙ্ঘার মাধুরি দৃঢ় শৃঙ্খালকা দিয়া। রাখিয়াছে কৃষ্ণ চিত্ত হস্তকী বান্ধিয়া॥ জান দুই নহে এই মনে অনুমানি। কনক সম্পুট কাম রাখিয়াছে আনি॥ গোবিন্দ নয়ন চিত্ত রত্ন চুরি করি। সঙ্গোপনে রাখি নিয়া জানু বাটা ভরি॥ রাই উরুদ্বয়ের শোভা কি দিব উপমা। যত যত বিচারিয়া কেহ নহে সমা॥ হস্তীর হস্তের তুল্য কহিতেছো ভয়। কর্কশ কঠীন চর্ম্ম সেহো তুল্য নয়। রাম রম্ভা কহি যদি লজ্জা লাগে তাতে। সার হীন বস্তু নহে উপমা যে দিতে॥ রাধিকার উরু হরি করহ বিলাস। করিয়া কহয়ে যাহা মধুর আয়াস॥ নিতম্ব মণ্ডল দেশ বৃষভানু সুতা। কহয়ে না হয় শোভা অা অদ্ভুতা। গোবর্দ্ধন কালিন্দীর তটসম মানি। নিতম্বাবলম্বে কৃষ্ণ দুই প্রাপ্তি মানি॥ রাধিকার শ্রেণীদেশ পুলিন সমান॥ কবি সব কহে সত্য মানিনে বিধান। বেণী অবলম্বে সেই যমুনার ধারা। সহজে নিতম্ব ভেল পুলিনের পারা। কিঙ্কিণী বহয়ে শব্দ হংস সম মানি। বাসে কৃষ্ণ চিত্ত নৃত্য করে যাহা শুনি॥ মত্ত করি হস্ত উরু কুচ কুম্ভ দেশ। মৈত্রতা করিয়া পাঠ্য তাতে পরাবেশ॥ মধুময় পুষ্টিত যত দুঁহে চুরি করে। কুচকুম্ভ উরু নিজ পুষ্টিতা আচারে॥ ক্ষীণতা হইলা মাঝা ক্রোধ শোক হইতে। সিংহ সঙ্গে সুমিত্রতা করিল তুরিতে॥ রাধিকা নিতম্ব স্তন দরিদ্র আছিলা। মাঝের পুষ্টতা ধন হরিয়া লইলা॥ কলহ করয়ে দোঁহে দেখিয়া বিধাতা। লোভি দেখি সীমা দিলা ত্রিবলি ত্রিলতা॥ মধ্যের লাবণ্যতা দেখি ছাড়ি যবে গেলা। তাহার বিরহে কিবা মধ্যে ক্ষীণ হৈলা॥ ভাঙ্গিয়ে পড়য়ে জানি বিধি শঙ্কা পায়ে। বান্ধিয়াছে বুঝি ত্রিধা গুণা-বলি দিয়ে॥ সুধার নদীতে কিবা হেমাম্বুজদল। ভৃঙ্গমাল

বসিয়াছে ফুল্লজ উপর ॥ সে নহে রাধিকা নাভি তুন্দ রোমা-
বলি। নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ কহে সখীগণ মেলি ॥ অশ্বত্থের
দল কিম্বা হেমাম্বুজ দিলা। উদর দেখিয়া কম্প জড়তা
পাইলা ॥ কেমন শ্রেণী তাতে আছে কস্তুরী সমান। রাধিকার
উদর শোভা কি দিব উপমা ॥ রাই করতলে শোভা সৌভা-
গ্যাদি যত। কৃষ্ণ পরিচর্য্য লাগি ধরিয়াছে কত ॥ ভৃঙ্গার
অম্ভোজ মালা বাজনাদি ক'র। চন্দ্রকলা ছত্র জপ কুণ্ডলাদি
বরি ॥ শঙ্খ লক্ষ্মী বৃক্ষবেদী আসনাদি যত ॥ পুষ্পলতা স্বস্তিক
চামর আদি কত ॥ দুই হাততলে আছে এসব লক্ষণ। কৃষ্ণ
পরিচর্য্য কার্য্যে সদা নিয়োজন ॥ কামের অঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শখব
শোভিত। পূর্ণচন্দ্র সুমাদিক্য কর্পূরয় মিশ্রিত ॥ গন্ধ ফণি
দলে শ্রেণী অগ্রে এত থাকে। পদ্ম যদি এই সব থাকে একে
একে ॥ তবে পদ্ম তুল্য কহি রাই হস্ত তল। নহে পদ্মোপমা
আদি বড়ই বিফল ॥ রাধিকার কর নখ তীক্ষ্ণ কামটঙ্ক। লিখে
কৃষ্ণ বক্ষতটে নানা সূক্ষ্ম অঙ্ক ॥ কৃষ্ণবক্ষ তটনীল রত্নের
কপাট। উল্লাসে লিখিলা তাতে নানা চিত্রঠাট ॥ রাধিকার
বাহু হেন মৃণাল সমান। অগ্রে কর যুগপদ্ম ধরে অনুপান ॥
কর্ণিকা ধরয়ে বাহুমূলে অধোমুখে। তার তলে কুচ বিল্ব ধরে
কৃষ্ণ সুখে ॥ কামার্থি সাগর কৃষ্ণতারণ কারণে। রাধা হেম
নৌকা বিধি কৈল নিরমাণে ॥ নৌকা দণ্ড আছে নাভি উর্দ্ধ
রোমাবলি। কেরোয়াল যুগ বাহু অদ্ভুদ মাধুরি রাধিকার পাশ্বে
দুই সৌন্দর্য্য কন্যকা। কৃষ্ণ পার্শ্বে মাধুর্য্য পত্র বরণে উৎ-
সুকা ॥ দক্ষিণ আর বামে দুহু ক্রম বিপর্য্যয়ে। বিহার লাগিয়া
তৃষ্ণা বাড়য়ে হিয়ায়ে ॥ রাধিকার পৃষ্ঠে ভেল বেণী লম্ববান।
কহনে না হয় শোভা অতি অনুপান। হেন বুঝি হেমপাটে
কন্দর্প লিখন। কিম্বা হেমপাটে কাম ধরে অস্ত্রগণ ॥ কিম্বা
মনমথ হেন তুণেতে করিয়া। নাগপাশ অস্ত্র রাখে সুছান্দ
করিয়া ॥ বর্ণনীয় নহে শোভা পৃষ্ঠালম্ব বেণী। যত কিছু কাহ
কেহ তুল্য নাহি গণি ॥ রাধিকার অংশে দুই বর্ণি করিগণ।

গিরিধর হস্তভাবে মম অনুক্ষণ ॥ আমার মতেতে আর বিশেষ আছয়ে। অত্যন্ত সৌভাগ্য তবে অংশে নম্র হয়ে ॥ রাধিকার কণ্ঠে বিধি তিন রেখা দিলা। নাশস্তে নরাংশু লাগি বিবাদ ভাঙ্গিলা। সৌন্দর্য্য লেখনী বলি এক অঙ্ক দিলা। বাঁকা লক্ষ্মী বাল তাতে দুই অঙ্ক দিলা ॥ সঙ্গীত লেখনী বলি দিলা তিন রেখা। তিন গুণ সীমা বিধি কৈল দৃঢ় লেখা ॥ রাধিকার কণ্ঠ উক্তি পিক গান জিনী। সুধা তুল্য কিবা সুধা কটু বাখানি ॥ যার শোভা লাগি কিম্বা সমুদ্র পৈশয়ে ॥ সে কণ্ঠ উপমা কহে কেবা হেন হয়ে ॥ মৃগমদ বিন্দু আছে চিবুক উপরে। হেমাম্বুজ দল আছে যেন মধুকরে ॥ হেম গৃহ গবাক্ষেহ দ্বারে পিকরাজ। এ সব দৃষ্টান্তে মনে লাগে বহু লাজ ॥ কৃষ্ণের অঙ্গুলী সঙ্গ সৌভাগ্য গুণিতে। অধিক আছরে গুণ রাই চিবুকেতে ॥ বন্ধু বিম্ব তুল্য ওষ্ঠাধর নাহি ভয়। কৃষ্ণের জীবন সেই বহিবিম্ব হয় ॥ সদানন্দ পূর্ণামৃত কৃষ্ণ সন্মূর্ত্তি। রাধার পাথর জীউ এতাবতা কীর্ত্তি ॥ ইহাতে অধিক আর মহিমা কি হয়। রাধার অবরোপম অধরেই হয় ॥ বন্দ ইন্দু শিখর দি রাধার দর্শন। জিনিল দেখিয়া বিধি সবিস্ময় মন ॥ ওষ্ঠাধর দিয়া শীঘ্র ঝাঁপিলা দশন। নহিলে শ্বেতিম সব হইত ভুবন ॥ কুন্দের আকার কিবা হীরা দন্তবাজি। শিখর হইলা কৃষ্ণময় বিশ্ব ভজি ॥ রাধাদন্ত সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ সম। সদা কৃষ্ণাধর সেই করয়ে দংশন ॥ কিম্বা কৃষ্ণ ওষ্ঠে শোণ মাণ ভেদিবারে। রাধিকার দন্ত এই কাম টঙ্কবরে ॥ এই রাধা দন্ত পুক্তি অতি মনোরম। সদা চিত্তে স্ফুরে সেই ভাগ্যবান জন ॥ রাধিকার জিহ্বা মনি অরুণের হাতা। কৃষ্ণে সদা পরিবেশে সুধা রস গাথা ॥ সুনর্ম্ম সঙ্গীত কাব্য সদ্বাক্য বিলাস। যাহাতে করয়ে কৃষ্ণের সদা কর্ণোল্লাস ॥ কৃষ্ণের সংকীর্ত্তি হয়ে বিদগ্ধ নর্ত্তকী। রাধা কর্ণালয়ে বৈসে প্রবেশ খি ॥ তাঁর সূক্ষ্মারুণ পাটি বাহির অঞ্চলে। বাহিরে আছয়ে সেই প্রহেলিকাময়ে ॥ শব্দ অর্থ দুই শক্তি করেন বিস্তার।

রস অলঙ্কার বস্তু ধ্বনি পরকার॥ ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী পিকীপিক কণা যত। রাধিকার কণ্ঠধ্বনি স্থানে পড়ে কত॥ ন্দের কর্ণদ্বন্দ্ব রসাময় করে। ঐ যে রাধিকা বাক্য স্বরে॥ প্রেমাবলি ঘৃত নর্ম্ম স্মৃতাবলি তাতে। রসকা ম্মৃত কর্পূর মিশ্রতে॥ মিথ্যাময় ঈর্ষা তাতে মরিচ এইরূপ রসালয় কৃষ্ণে তৃপ্তি কৈল॥ রাধিকার হাস্য সু নদী সমান। কৃষ্ণ চিত্ত হংস যাতে খেলে অবিরাম। কি রাধা হাস্য সুধা শ্বেত রেখাবলি। কৃষ্ণ প্রাণ চাতকের স্থলী॥ কিম্বা কৃষ্ণ তৃণ অতি কল্পলতাগণ। রাধার হৃদয়ে কহে সেই বন সম॥ সেই লতা প্রফুল্লিত পুষ্প বহু হয়। রাধা হাস্য সঙ্গে সেই বাহিরে খসয়॥ রাধার বদন সুধা নদীর সমান। পঞ্চত অমৃত সুধা নদী মনোরম॥ সঙ্গীত অমৃত নদী বাহিনী যে হয়। সুগন্ধ অমৃত ধ্বনী তাহাই আছয়॥ হাস্য সুধানদী সহ একত্র মিলিয়া। কৃষ্ণ সুধার্ণবে সবে প্রবেশয়ে যাইয়া॥ রাই মুখচন্দ্র দেখি সুমেরু আকার। হাস্য সুধাধ্বনি যাতে করয়ে সঞ্চার॥ গন্ধ সুধানদী তাতে বাণী সুধা ধ্যান। সঙ্গীত জাহ্নবী সুধানর মন্দাকিনী॥ কৃষ্ণামৃতার্ণবে সব প্রবেশ করয়। যত সুধানদী আছে রাই মুখালয়॥ কৃষ্ণের নয়ন যাত্রা মঙ্গল কারণে। বিবিধ কৈল রাই মুখপদ্ম নিরমানে নয়ন খঞ্জন দোল তায়াতে পড়িল। নানা স্বর্ণকুণ্ডে দোল লাগিয়া বান্ধিল॥ কৃষ্ণ দৃষ্টি চকোরের প্রীতিরে লাগিয়া। রাই মুখচন্দ্র বিধি কৈল হর্ষ পাইয়া॥ নয়ন হরিণ দুই চঞ্চল দেখিল। স্বর্ণপাশ দিয়া নাসা দণ্ডেতে বান্ধিল॥ রাই মুখ উপমা চন্দ্র পদ্মে কিবা দিয়ে। সকলঙ্ক ক্ষয় চন্দ্র দিনে ম্লান হয়ে॥ চন্দ্র পদাঘাতে পদ্ম ম্লান অতিশয়। অতএব রাই মুখ উপমায় নয়॥ সদা পূর্ণ সুমণ্ডল মৃদু মনোরমা। অতএব রাই মুখ অতি অনুপমা॥ রাই গণ্ড যুগ যিনি সুবর্ণ দর্পণ। লাবণ্য অমৃত পূর্ণ কলস ভুবন॥ স্বর্ণ নদী প্রায দুই দোলয়ে সুসমা। সুবর্ণ তাড়ঙ্ক পদ্ম কলিকা উপমা॥ কস্তুরি রচিত

তাতে শৈবালক প্রায়। মকরী কুণ্ডক তাহে মকরী বেড়ায়। কৃষ্ণের চিত্তের তৃষ্ণা সকল হরয়ে। অতএব রাই গণ্ডে কি উপমা দিয়ে॥ কৃষ্ণের নয়ন যুগ মধুকর পুষ্টি। লাগি বিধি কৈল রাধা নয়ন সৃষ্টি॥ রাধার বদনামৃত লাবণ্যের ধ্বনি। লোচন উৎপল দুই প্রফুল্লিত মানি॥ গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র তাহার কিরণে। প্রফুল্ল নয়ন ইন্দীবর সর্ব্বক্ষণে॥ রাধার ললাট দেশ পিঞ্জর ভিতরি। কীরবাজ আছে তনু আবরণ করি॥ নানা জলে চঞ্চু তার বাহির হইল। বিম্বাধর দেখি তৃষ্ণা অধিক বাড়িল॥ রাধিকার ভ্রূধনু নাসাকাম বাণ। মুক্তাফল আছয়ে তাহার অনুপম॥ কৃষ্ণের ধৈর্য্যতা দৃঢ় কবচ কাটিয়া। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে বিলম্ব ত্যজিয়া॥ রাধিকার নাসা নহে মন্মথের তুণ। অধোমুখে রহে বৈছে তিলের কুসুম॥ মুখ-[illegible] হাস্য জলে বরিষয়। কৃষ্ণ চিত্ত মৃগ তাতে সতত বিস্ময়॥ দৃষ্টাঞ্জনাধরে মুক্তাগুঞ্জা হেলাইল। অবিদ্বান করি সব ঐছন কহিল॥ আমার মতেতে শুন অপূর্ব্ব কথন। কৃষ্ণ রাগ হৃদয়ে আছয়ে সর্ব্বক্ষণ। যখন বৈছন গুণ প্রকাশিত হয়। তখন সেই বর্ণ নাসা মুক্তায় ধরয়॥ সর্ব্বসার লঞা বিধি রাইর নয়ন। যুগল গাড়িল অতি মনোরম॥ গাড় হৈতে পৃথিবীতে পড়ে যেই শেষ। তাহাতে গাড়িল সৃষ্টি সার সে বিশেষ॥ ভ্রমর চকোর মৃগে আস্তোজাদি করি উৎপল সফরী আদি সৃষ্টি সারে ধরি॥ অঞ্জন লেপন যুগ নয়ন খঞ্জন। নবীন কুঞ্জের গর্ব্ব করয়ে ভঞ্জন। সফরী ভঞ্জন করে যাহার গমন। কৃষ্ণ মন সুখ সিন্ধু করয়ে রঞ্জন॥ রাধাকৃষ্ণ কর্ণে দেখি মকর কুণ্ডল। বিবাহ লাগিয়া তার হইল বিকল॥ রাধিকা বদন সুধা নদীর মাঝারে। নয়ন সফরী যুগ সদা নিত্য করে। চঞ্চল দেখিয়া বিধি ত্রাস পাইল মনে। পার্শ্বে কর্ণ জাল দিয়ে করয়ে রক্ষণে॥ রাই চক্ষু পদ্মালয় অলি প্রজাগণ। কটাক্ষ [illegible]তে করে গমনাগমন॥ রাধিকার ভ্রূলতা বিক্রান্তা সম। [illegible]পুষ্প যুগ তাতে অতি মনোরম॥ ললাট উপরে শোভা [illegible] কুন্তল। তলে শোভে কুরু সেই অতি মনোহর॥

রাহু যেন অর্দ্ধচন্দ্র গ্রাস করিয়াছে॥ দন্তের দলনে হেন মৃগী লাঞ্ছিয়াছে॥ রাধার ললাটে যেন নব চন্দ্র রেখা। তাহার তলেতে ভুরু কামানের রেখা॥ কাঞ্চন মাধবী দলে ভ্রমরার পুঞ্জ। বসিয়া আছয়ে যৈছে তৈছে মনোরঞ্জ॥ রাধার ললাটে বিধি লিখিল গোপনে। বাহিরে বেতক সেই সিন্দূরের সনে॥ সিঁথীতে সিন্দূরারুণ বস্ত্রাবৃত তাতে। তাম্র অর্ঘ্যপাত্র যেন মদন করিতে॥ রাধার কুন্তল যেন নিবিড় কানন। কৃষ্ণ চিত্ত হস্তী তাকে করিল গমন॥ সিথি পথে যাইতে তা গণ্ডের সিন্দূর। লাগিয়াছে পথে তাতে শোভে সে মধুর॥ রাধিকার মুখচন্দ্র কেশ অন্ধকার। অন্তরে অন্তরে ভয় আছয়ে দোঁহার। অন্ধকার নিজ সীমা লঙ্ঘনের ভয়ে। অলকা ভ্রমরা সৈন্য বৈসয়ে তাহারে॥ চন্দ্র নিজ কলা আগে দিল পাঠাইয়া। ললাটের ছলে তিহো আছয়ে বসিয়া॥ রাই মুখ পদ্ম মধু পান প্রতি আসে। অলিকা মধুর মালা বসিল হরিষে॥ নয়ন হরিণ কৃষ্ণের বন্ধন করিতে। মদন মৃগ যুগল জাল ফেলিল ধরিতে॥ রাধিকার মনে বৃত্তি কৃষ্ণ ভাব লতা। প্রেমামৃতে সিঞ্চে তাহা স্নেহের সংস্কৃতা॥ অতি সূক্ষ্ম হৈল সেই ভাব লতাচয়। কুন্দনের ছলে সদা শিরেতে ব্যাপয়॥ বৃন্দাবনেশ্বরী কেশ অতি মনোরম। চামর ময়ূর পুচ্ছ নহে তার সম॥ রাধার নয়ন মনে কৃষ্ণ অঙ্গ শোভা। কেশ ছলে শিরোপরে ধরে হঞা লোভা॥ কি কহিব রাধিকার বেণীর মহিমা। ত্রিবেণী করয়ে মাত্র কিঞ্চিৎ উপমা॥ রত্নাবলী সরস্বতী মুক্তা সুরধনী। নিজ কান্তি সূর্য্যসুতা বেণীতে ত্রিবেণী॥ বিলাস বিশ্রস্তকেশ রাধায় দেখিয়া। আপনার পিচ্ছশোভা নাকার করিয়া॥ চামরা পলাঞা গেল পর্ব্বত গহ্বরে। শিখণ্ডী প্রবেশ কৈল বনের ভিতরে॥

যথা রাগঃ। কুঙ্কুম সৌরভ জিনি, রাধা প্রতি রঙ্গ গণি, যেই গন্ধের লবে মানে হরি। নাভি ভ্রু কেশ আঁখি, মৃগমদা গুরু মাখি, নীলোৎপল গন্ধরাজ ভরি॥ বক্ষ বর্ণ নাসা

মুখ, কর পদ গন্ধ সুখ, অম্বুজ কর্পূর গন্ধ আদি। কক্ষ নখ শ্রেণী দেশ নিন্দিয়া সৌরভাশেষ, মলয়জ কেতকীতে সাধি॥ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ, করাখতে আহ্লাদন, শ্রীরাধিকা গুণের উদারে। রাধাতেই সব গুণ, যে নহে অলপ উন. রাধা তেঁই গুণের বিস্তারে॥ যতেক উপমা বলি, আছে সব সখীতে ভরি, মর্দ্দন কৈল শ্রীরাধার অঙ্গ। রাধার মাধুরী হেরি, অন্যান্য উল্লাস হরি, রহে অম্বু মাধুর্য্য তরঙ্গ॥ প্রেমের প্রমাণ নাহি, গুণে অনুপম তাহি; অসমোদ্ধ সৌন্দর্য্য রুচি শীল। তারুণ্য অদ্ভুত তম, অন্যে নাহি রাধা সম, যে রসে ভুলিল কৃষ্ণ ধীর॥ কোথা রাধা পতিব্রতা, ভুবনে বাখানে কথা. কোথা পর বধূ অপবাদে কোথা প্রেমাদ্রবময়ী, কোথা পরবশ রহি, বিঘ্নশঙ্কা আছে পরমাদে॥ কোথা উৎকণ্ঠিতা ধরি, কোথা কৃষ্ণ গুণ-মণি, নিত্যসঙ্গ অলব্দ বিশেষ। এই তিন গুন হিয়া, মুলের সহিত গিয়া, কাটে মোর না পাই উদ্দেশ॥ পতিব্রতা সার আর, প্রেমোদ্রেক পরকার, উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণ লাগি যত। গুণ গায় সব সখী, পর বধু পুষ্ট লেখী, এ যদুনন্দন দাস মত॥

কহ কৃষ্ণ প্রণয়নী অতিশয় কিবা। সখী কহে রাই বিনু অন্য না জানিবা॥ পুনঃ কহে বল দেখি গোবিন্দ প্রেয়সী অনুপম গুণ কার কেবা গুণরাশি॥ সখী কহে রাই বিনু অন্য কেন নহে। কৃষ্ণের যতেক সুখ রাধাতেই রহে॥ কেশ আছে সুকৌটীলা নয়নে চাপল্য। কুচযুগে নিষ্ঠুরত্ব বড়ই প্রবাল্য। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পুর্ত্তি মাত্র সমর্থ রাধিকা। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম গুণে সর্ব্বাধিকা। পুরুষের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নারী শ্রেষ্ঠ রাধা। বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে পূরী নিজ সাধা॥ দীক্ষা নাহি করে রাই শিক্ষা নাহি করে। গুরু মুখে শ্রবণ পঠন না আচরে॥ তথাপিহ ত্রিজগতে অবলার হন। রাধিকার স্থানে করে কলার শিক্ষণ। কলা রসসিন্ধু ধনী গোবিন্দ তোষণ॥ যাহাতে বিস্ময় পায় পতিব্রতাগণ॥ কৃষ্ণ লাগি নিজ কুলধর্ম্ম সে ত্যজিলা। কৃষ্ণ লাগি নারী ধর্ম্ম পতি তেয়াগিয়া॥ তথাপিহ

সতীগণ বাঞ্ছে রাধা রীত ॥ চিত্রশীল বিধ কৈলা রাধিকা চরিত শয়ন জাগয়ে কিবা নিদ্রাতে রাধার। মন বপু বাক্যন্দ্রিয় কৃষ্ণ-ময়ী যার ॥ সফরী কুরঙ্গী আর চকোর খঞ্জন। আম্ভোজ ভ্রমর আর নীলোৎপলগণ ॥ মদন বিশিখ আদি কতেক প্রকারে। কৃষ্ণ চিত্ত ধৈর্য্য যত এই সব হয়ে ॥ রাধিকার সাহজিক নয়ন নর্ত্তনে। হরে কৃষ্ণ চিত্ত আর এই সব জিনে ॥ চকোর চাতক আর সরোজিনী গর্ব্ব। সদা এক তনু আত্মা এই অতি খর্ব্ব ॥ শুন রাধে গোবিন্দে যে তুয়া এক তান। দেখি লুপ্ত হৈল তার যত গর্ব্ব মান ॥ শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলাশক্তি আর। সকল যুবতী শ্রেষ্ঠা সদ্গুণের সার। তিন হইতে শ্রীশক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা জানি। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা গোপাঙ্গনা মানি ॥ তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি সর্ব্ব যুথনাথা। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী সর্ব্বমতা ॥ হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধা সুবদনী। কৃষ্ণ তৃষ্ণা করে যারে দিবস রজনী ॥ চন্দ্রাবলী নিজ রূপ গুণ আদি যত। যত্নে প্রকটয়ে কৃষ্ণ রসের নিমিত্ত ॥ রাধিকার সহজিক প্রকট্য দেখিয়া। কৃষ্ণ আত্ম স্মৃতি হীন অন্য কেবা ইহা ॥ সর্ব্বগুণ খানি রাই দোষাদি বিহীন। এ কথা অসত্য মনে দেখি লাগে চিন ॥ কেশে সুকৌটীল্য লোল নয়ন যুগল। কুচযুগে কঠী-ণ্যতা আছে যে বিস্তার ॥ রাই নেত্রে চকোরিণী কৃষ্ণ মুখ চন্দ্র। হাস্য সুধাপান করে পাইয়া আনন্দ ॥ কৃষ্ণের নয়ন ভৃঙ্গ সতৃষ্ণ হইয়া। রাই পদ্মমুখে গিয়া রহয়ে পড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কাছে রাই যদি বিনাবেষে রয়। আনন্দ উৎফুল্ল ভাব অলঙ্কার ময় ॥ দেখি সব সখীগণ বহু সুখ পায়। কি কহিব সে আনন্দ কহিল না হয় ॥ রাধিকার আগে কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণচন্দ্র। দুই পাশে কৃষ্ণ অরিমুখে কৃষ্ণানন্দ। রাধা দুই দৃশ্যে কৃষ্ণ দুই গণ্ডে কৃষ্ণ। কুচে কৃষ্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণ বনান্তরে কৃষ্ণ ॥ হেঞি রাধা কৃষ্ণময়ী সর্ব্বত্র বিদিত। কৃষ্ণ প্রাণময়ী রাই বেদে গায় কথা ॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্য কাম জিনিলা সকলে। দেখিয়া কন্দর্প মনে হইলা বিহ্বলে ॥ অতএব কাম কিছু করিবারে

নারে। তেঞি কাম রাই তনু আরাধনা করে॥ প্রীতি মতি স্থানে রহে কৃষ্ণ জিনিবারে। জিনিয়া আপন মন সাফল্যতা করে। রাধিকার অঙ্গ যবে কৃষ্ণ পরশয়। দেখি স্বেদ অশ্রু কম্প রোমাঞ্চাদি হয়॥ কৃষ্ণ যবে রাধাধর মধুপান করে। সখীগণ নিজ মনে মত্ততা আচরে॥ বরীয়ান পুরুষ কৃষ্ণ সদ্‌-গুণের সার। নারী বরীয়সী রাই গুণে নাহি পার॥ অন্যোহন্য সঙ্গ বিধি করিলা যতনে। নিজ গুণ জ্ঞাত যশঃ করিতে নর্ত্তনে॥ কৃষ্ণ হৃদিমালা ধনী করিয়াছে গলে। কৃষ্ণ দিলা রাই নিজ রুচি মণিহারে॥ রাধাধর মধু কৃষ্ণ সুখে কৈলা পান। কৃষ্ণাধর পিয়া রাই দন্ত কৈলা দান॥ সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধগণ বাড়ে কৃষ্ণ সঙ্গে। নানা ভঙ্গি রঙ্গে অঙ্গ দৃশ্যের তরঙ্গে॥ * চিত্তে উল্লাস কত বাড়িল রাধার। রাই অন্য প্রায় নবীন আচার॥ সৌরভে পূরিত বিদিবিদীক সকল। কৌমুদ্য সৌন্দর্য্য মধুপূর্ণ নিরমল। হেন রাধা কমলিনী ছাড়ি কৃষ্ণ অলি। কণ্টক কেতকি বনে কেন ধায় চলি॥ মাধবে মাধবি ফুল্ল হরিষ বিলাস। মাধবি মাধব সহ করে হর্ষবাস॥ নিজ বৈদগধি প্রকট করিয়া। যোগ কৈল দুহা উল্লাস লাগিয়া॥ রাই শোভা দেখি বিধি বিস্মিত হইলা। নিজ সৃষ্টি নহে জানি লজ্জা বহু পাইলা॥ সব সার বস্তু লৈয়া রাইর সমান। সুরতি গঢ়ার নহে সম নিরমান॥ পূর্ব্ব সৃষ্টি সারগণ নিরর্থক হৈল। পুনর্ব্বার তাতে বিধি অতি লজ্জা পাইল॥ রাই মুখ দেখি বিধি গঢ়ে পদ্মচন্দ্র। বহু দোষ পূর্ণ চন্দ্র পান মন্দ॥ চন্দ্রে অঙ্ক মান দিয়া লেপন করিলা। পদ্ম অলি মসি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ লেপিলা॥ রাধিকার গুণ বৃন্দ গান করিবারে। অন্য কেবা যাতে হয় বাণী অগোচরে॥ এইরূপ সখীগণ রাধাঙ্গ বর্ণিলা। সহাস্য বদনে সালঙ্কার কাব্য কৈলা॥ নয়ন সঙ্কোচ বহু সঙ্কোচিত হৈলা। শুনি কৃষ্ণতনু মন তৃপ্তি হৈয়া গেলা॥ এইত কহিল রাধা শ্রীঅঙ্গ বর্ণন। ইহা যেই শুনে পায় গন্ধর্ব্বাচরণ॥ মধ্যাহ্নের লীলা কথা অমৃতের সার। কর্ণ মন তৃপ্ত করে এক

বিন্দু যার ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নিতাই নূতন। বিচারিতে মিলে প্রেম মহা মহাধন ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে এ যতুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাঙ্গ বর্ণনং নাম
একাদশ স্বর্গঃ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

—০—

অথাহবৃন্দাং ব্রজকাননেসৌ, পদম্বুজেবা
ব্রজকেন মুখ্যোঃ। নিবেদিতং ধড্‌ভরি-
হান্তি যত্তং সার্দ্ধং সমাকর্ণ্যয়তং সাথিতঃ ॥ ১২ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি। শক্তি কেহ যেন প্রভু তুয়া গুণ গাই ॥ জয় জয় শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণ। যেহো প্রকাশিল ব্রজলীলা রস ধন ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী জীব নাথ। জয় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্য রসের সাগর। জয় ব্রজবাসী যত সর্ব্ব গুণাধর ॥ জয় রাধাকৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দাঠাকুরাণী। সবার চরণ ধুলী শিরোধরে। আমি ॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সখী বৃন্দা সঙ্গে জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা বৃন্দের তরঙ্গে ॥ অতঃপর বৃন্দা রাধাকৃষ্ণের চরণে। নিবেদন করে তাহা শুন সর্ব্বজনে ॥ বৃন্দা কহে ছয় ঋতু বিনয় করিয়া। পাঠায়েছে রাধাকৃষ্ণ শুন মন দিয়া। সব সখী বৃন্দ মেলি কর অবধান। যৈছেন কহয়ে ছয় ঋতুর বিধান ॥ আমরা কিঙ্করী সব বহু যত্ন করি। সামগ্রী করিল সব বৃন্দাবন ভারি ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী যদি তাতে তুষ্ট করে। তবে সর্ব্ব সামগ্রী পূর্ণ কলেবরে ॥ ভৃত্যের কৌশল যদি ঠাকুরে দেখয়। তবে সে ভৃত্যের শ্রম সফলতা হয় ॥ আর শুন বৃন্দাবনে স্থির চরগণ। লীলা স্থান আছে যত তার নিবেদন ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী দোঁহে করুণা করিয়া। সাফল্য করহ শোভা দরশন দিয়া ॥ এই কালে সুবলের সঙ্গে বটু আইলা। আসিয়া কৃষ্ণের কিছু কহিতে লাগিলা ॥ বৃন্দাবনে প্রজা যত

কৃষ্ণ যে তোমার। নির্দ্ধন করিল রাই যত ছল সার॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভাবান যত ছিল। ফল পুষ্প আদি সখী সঙ্গে সব নিলা॥ এইত সময়ে নান্দীমুখ আগমন। পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ জানান॥ তখন সবারে আশীষ করি কহিতে লাগিলা। পৌর্ণমাসী মোরে এথা পাঠাইয়া দিলা॥ আত্ম মধ্যে দুই জনা কলহে কি ফল। সন্তোষের হানি রাজ্য ভর পূর্ণতর॥ আমার আজ্ঞায় দুহে সম্প্রীতি করিয়া। রাজ্য সুখে বহু অতি স্বচ্ছন্দ হইয়া॥ ইহা কহি পুনঃ মোরে কহে পৌর্ণমাসী। রাধাকৃষ্ণ দুহু যদি বিবাদে প্রবেশি॥ বৃন্দার সহিত তুমি বিচার করিয়া। প্রথমে কাহার দোষ কহত আসিয়া॥ শুনি নান্দি মুখী বাণী কৃষ্ণ তারে কহে। সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞান প্রীতি কৈছে হয়ে। সব সখী মেলি বন করিল নির্দ্ধন। শঠতা করিয়া বংশী করিল হরণ॥ কৃষ্ণ বাক্যে শুনি তবে কুন্দলতা বলে। দ্বন্দ্ব করি দুহে রাজাস্থানে গিয়াছিলে। বড় গর্ব্বকরি দুহে গেলা রাজস্থানে। রাজা কি করিল কহ সে সব কথনে॥ কৃষ্ণ কহে রাই লয়ে রাজস্থানে যায়ে। সমর্পণ কৈল তাঁরে একথা কহিয়ে॥ তোমার মনের দ্রব্য ইহা হরি করে। আত্ম দ্রব্য লও মোর দ্রব্য দেয় মোরে॥ এই কথা শুনি রাজা পুছিল ইহারে। ইহো ছল পাঠাইয়া কথা কহে তারে॥ বহু গোপ সঙ্গে বহু ধেনু চরাইয়া। কৃষ্ণ নষ্ট কৈল বন ফুল ফল লিয়া॥ আপনার অঙ্গ শোভা আমি বনে দিয়া। পুষ্ট কৈল সব বন দেখহ যাইয়া॥ এই মিথ্যা বাক্যে রাজা প্রতীত করিল। সাক্ষাতে দেখিল রাজা পক্ষপাত কৈল॥ দোষ সিদ্ধ ইহাতেই বিচার না কৈল। তোমা সবা নিকটেতে পাঠাইয়া দিল॥ কৃষ্ণ কথা শুনি তবে কুন্দলতা কহে। পক্ষপাত যদি রাই কৈল সর্ব্বথায়ে॥ তবে ইহার তারুণ্য রত্ন কেবা দণ্ড কৈল। ধন লয়ে কেবা ইহার চরণ রোধিল॥ কৃষ্ণ কহে রাজ ইঙ্গিত আমি যে পাইল। নিজ ধন লইতে আমি ইহাতে তাড়িল॥ দণ্ড করিবার কালে আমারে ধরিয়া। দণ্ড কৈলা

দেখ নখ চিহ্নাদি অর্পিয়া॥ ইহা শুনি নিতম্বিনী নং
বাণে। ভ্রুভঙ্গি কৌটিল্য করি বিন্ধে কৃষ্ণ মনে॥ গদগ
আসি বাণী করিলা রোদন। নীলপদ্ম কুন্দলতা আড়িলা
তবেত গোবিন্দ শিরো বেষ্টন হইতে। পত্রিকা খুলিয়
নান্দীমুখী হাতে॥ নান্দিমুখী মনে মনে লাগিলা পড়ি
সখীগণ কহে ব্যক্ত পড়হ ত্বরিতে॥ নান্দিমুখী পত্র
ডাকিয়া। সখিগণ কর্ণ পাতি শুনে মন দিয়া। নান্দি
বৃন্দা কুন্দলতিকা প্রভৃতি। কাম সার্ব্বভোম বাণী বি
অতি। বন প্রজাগণ ধন শীঘ্র লৈয়া। রাধাকৃষ্ণ বংশী
বুঝহ যাইয়া। এই পত্র শুনি সব সখিগণ মেলি।
পুছয়ে অতি হই কুতুহলী॥ শুনি রাই পিছে বিশাখা কহয়।
কিবা প্রশ্ন কর সবে বুঝিল না হয়॥ কাম রাজা আগে ইহো
পূর্ব্বে কহিয়াছে। নিজ অঙ্গ শোভা রাই বনে সপিয়াছে॥
ললিতা কহয়ে শুন কি কার্য্য কথায়। রাই অঙ্গ প্রতিবিম্ব
বন ব্রজ ময়॥ রাজস্থানে খল লোকে করিল লাগানি। কি
করিতে পারে রাজা আসিয়া আপনি॥ আপনার ব্রজ সবে
পালিব আপনি। ফল ফুল লৈয়া কার্য্য করিব যে জানি।
তবু যদি রাজা আজ্ঞা পালিতে উচিত। দেখ সবে বন যারে
রাইর পালিত॥ সাধ্বী ধর্ম্ম বিনাশয়ে যেই দুষ্ট বংশী।
ভাগ্যে যদি কভু তার লাগানি পাইয়ে। যমুনা ভিতরে দিয়া
সমুদ্রে ফেলয়ে॥ নান্দীমুখী কহে শুন রাইর বচন। নিজ
কান্তে বন পুষ্ট করিল নিয়ম॥ আগে সত্য মিথ্যা তার বুঝিয়া
বিচার। পাছে বুঝি বংশী ন্যায় যেমন আচার॥ শুনিয়া
ললিতা দেবী রাই আগে করি। অরণ্য বিহারে চলে সখিগণ
মেলি॥ ললিতা সুন্দরী কহে দেখ সখি মেলি। রাই অঙ্গ
কাম্যবন বেয়াপে সকলি॥ পশু পক্ষী তরু লতা পুষ্প ভূমি
জল। হেমবর্ণ গোদোত হইলা সকল। কৃষ্ণ আদি সখি
বৃন্দ সবে গৌর হৈলা। রাধিকার কান্তে সব গৌরবর্ণ কৈলা॥
দাখ সখি পুরস্কার নান্দিমুখ কহে। সব সত্য এই বৃকভানু

গুপ্তা কহে ॥ নিজ কান্তা দিয়া বন পেষণ করিলা। যা দেখি সবার নেত্রে উৎসব হইলা ॥ কৃষ্ণ কহে শুন ইহার কারণ আছয়ে। কুহক জানায়ে রাই মোর মনে লয়ে ॥ মন্দিরে যাইতে কান্তি সঙ্গে লৈয়া যায়। রাজ আগমন হৈলে পুনঃ সমর্পয় ॥ শুনি সব সখি হর্ষে উৎফুল্ল বয়নি। অন্যান্য কহে সব পরিহাস বাণি ॥ অতি গর্ব্ব করি বটু কৃষ্ণ আগে কৈলা। রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি সম্পূর্ণ হইলা ॥ মরকত মণি বর্ণে ব্যাপ্ত হৈল বন। দেখি বটু কহে অতি সহাস্য বচন। কন্দর্পের ভাগ্য গর্ব্ব দূর করিবারে। দুহার উজ্জ্বল কান্তি হৈলা একাকারে ॥ তাহা শুনি হাস্য মুখে ভৃঙ্গ বিদ্যা কহে। গৌরাঙ্গিকে কান্তে কৃষ্ণ কান্তি মিশ্র হয়ে ॥ মরকত মণি কান্তি সর্ব্বগণ কৈলা। গূঢ় অলঙ্কারে উদাহরণ অর্পিলা ॥ স্বহস্ত চালনে বৃন্দা যাইসে চলিয়া। সেই হাতে আছে বংশী যায় পরশিয়া ॥ বাজিতে লাগিল বংশী শুনি সখিগণ। তথাই আইলা সবে চকিত নয়ন ॥ সেইক্ষণে কুন্দলতা আসি বৃন্দা স্থানে। বংশী পায়ে হৃষ্ট হৈয়া লইয়া যতনে ॥ তবে সুধামুখী কহে শুন কুন্দলতা। বৃন্দা পাশে বাঁশী কৃষ্ণ রাখিলা সর্ব্বথা ॥ কদর্থনা দিলা আমা সবাকারে। এই কথা মিথ্যা নহে পুছহ বৃন্দারে ॥ না মানয়ে বৃন্দা যদি পুছ কোথা পাইলা। না কহয়ে যদি তবে বৃন্দা দণ্ডী হৈলা ॥ এত শুনি বৃন্দা কহে শুন সুবদনী। শৈবা করে বাড়ি বংশী কংকটি দিলা আনি। নান্দীমুখী আগে বংশী সপিলা আমারে। বিচারিয়া কহি এই বংশীকা বিচারে ॥ তবে কুন্দলতা বংশী দিলা কৃষ্ণ করে। বংশী পাইয়া সুখী হৈয়া বাজন আচারে ॥

যথা রাগঃ। আনন্দে মুরলি ধ্বনি, কৈলা যবে ব্রজমণি, প্রাণী মাত্র ধন্য হৈলা আন। ত্রিভুবনে বৈসে যত, সুন্দরি তরুণী কত, বংশী কাষ্ঠ কৈল তার প্রাণ ॥ সে ধ্বনি অনঙ্গ ঘুণ, তাহাতে লাগিল ঘুন, নাশ কৈলা নারী মন বাণ। যত স্থির চরগণ; উলটা ধরম বন; ছয় ঋতু বৈভব প্রকাশ।

অমৃতের কণাগণ, শ্রবণ মুরলী গান, স্থিরচর পাণী সিঞ্চে তায়। বংশীধ্বনি বাণ ধর্য্যা, অবলা হৃদয়ে যাইয়া, মাতাইয়া ধৈর্য্যতা ছাড়ায়॥ যতেক পুরুষগণে, কাম পীড়া হৈল মনে, কে তাতে অবলা জরকামা। পর্ব্বত হইল পাণি, শুনিয়া বেণুর ধ্বান, দশদিকে ঝরে তেজাগমা॥ পশু পক্ষী আদিগণ, তৃষ্ণায় পীড়িত মন, যাইয়া জল খাইতে না পারে। নিকটে আইল জল, তাহে পিতে নাহি বল, জড় হৈয়া আছয়ে নিচলে॥ যতেক নদীর নীর, স্রোতগণ হৈল স্থির, পাষাণ সমান ভেল তায়। হংস হংসীগণ তাতে, না পারে মৃণাল খাইতে, শৃঙ্খল লাগিল তার পায়॥ স্থগিত হইল বাত, ঘুরে সব বৃক্ষমাথ, পুষ্প ছলে হাসে বৃন্দাবন। এ যদুনন্দন কহে, কেমন ধৈরজ রহে, গান করে মদনমোহন॥

তবে বৃন্দাদেবী আসি দোঁহার অগ্রেতে। ছয় ঋতু বন শোভা লাগে দেখাইতে॥ স্তম্ভ স্তব্ধ কম্প আসি চরগণে হৈলা। স্থিরগণে অতিশয় কম্প উপজিলা॥ যতেক পাষাণ স্বেদ জল হৈয়া যায়। অস্পষ্ট ডাকয়ে পক্ষ গদাদিকাময়॥ অঙ্কুর পুলক সব লতা বৃক্ষময়। প্রণয় বিরসে বন সখী শেষ হয়॥ বাসন্তি বকুল আর অমোঘ মল্লিকা। যুথি নাগ সিরি-সাদি কেতকি অধিকা॥ জাতিপদ্ম লোধ্রমান আদি পুষ্পগণ। সুকুন্দ বন্ধুক আদিবনেরভূষণ॥প্রফুল্লমাধবিলতারসালে যোজনা। মল্লিকার লতা সব সিরিসে ঘটনা॥ যুথি লতাগণ উঠে কদম্ব তরুতে। জাতিলতা উঠে সপ্ত পুন্নাগ মিলিতে॥ প্রফুল্ল অম্লান দেখে পরিচর্য্যা করে এই মনে। ফল পুষ্প শ্রেণী পূর্ণ হৈয়া আছে বনে॥ কোকিল ভ্রমর আর চাষ পক্ষ কত। ধূম্রাট ডাহুক শিখি চাতকাদি যত। হংস সারস কির টিটপক্ষ করি হরিতাল ভারই আদি নানা রাগ ধরি॥ তোমা দোহাকার যশ গুণ গান করে। অতিশয় প্রেমে সবে রোদন আচরে॥ স্বশাখা মুকুল পত্র কুসুম অপার। হরিদ্বর্ণ কেহ আর পাণ্ডু বর্ণাকার॥ জালিকল কোন ফল পাকোন্মুখ হৈল। কেহ

ফল রসে পূর্ণ সুপক্ক হৈগেল ॥ এই মত ছয় ঋতু যত তরু-গণ। নিজ নিজ সামগ্রিতে করয়ে সেবন ॥ এই বৃন্দাবন ছয় ঋতু শোভা করি। মাধুর্য্য বৈভব যত আছে ধরি ধরি ॥ প্রণয়ে বিবশ বহু সন্তাবাদি লয়ে। সাক্ষাতে সেবয়ে দেখ সখা প্রায় হয়ে ॥ তোমরা আইলা গৃহে জানি বৃন্দাবন। বস্ত্র উড়াইয়া নাচে আনন্দিত মন ॥ কুসুম পরাগ উড়ে সেই পটটবাস। বৃক্ষলতা ছলে বায়ু নৃত্য পরকাশ ॥ পত্র শয্যা কৈল নানাবর্ণ পুষ্পবাসে। তাতে পদ ধরি যাবে মনে এই আশে ॥ দুহু মুখচন্দ্র দেখি চন্দ্রকান্তগলি। দ্রবীভূতা হইল জল পাদ্য অনুমানি ॥ দূর্ব্বার অঙ্কুর দোঁহে অর্ঘ্য নিবেদয়। আচমন দিলা অম্বু নদীতে যে হয় ॥ জাতিফল লবঙ্গ জয়িত্রী আদি করি। দুহু আগে দিতা এই বৃক্ষ সব ভরি ॥ মকরন্দ ঝরে পদ্ম পত্রে ঢাকা জল। শীতল অনিল বহে বহু পরিমল ॥ স্নান লাগি এই অতি স্নিগ্ধ জল দিলা! দুহু স্নান করিবারে ধরিয়া রাখিলা ॥ স্নান করাইয়া শুষ্ক বসন পরায়ে। নানা বর্ণ পত্র পুষ্প চিত্রাৎ শুক হয়ে ॥ দুহু অঙ্গ হয় যাণ কুঙ্কুম সমান। পুষ্প পত্র প্রতিবিম্ব বসন গেয়ান ॥ চন্দন অগুরু আর কুঙ্কুম কস্তুরী। বায়ু মন্দ মন্দ চলে গন্ধ ভার ভরি ॥ পুষ্পের পরাগ হয়ে গন্ধচূর্ণগণ। হরিয়ে আনিয়া করে দুঁহাঙ্গে অর্পণ ॥ বকুলের অৰ্দ্ধ গুচ্ছ মলি একাবলি। একাবলি। গোস্তন করিলা যুথি পুষ্পে হারাবলি ॥ কর্ণ অবতংস লাগি মালতীর ফুল। অম্লান গর্ভক আর কুন্দ অনুকূল ॥ নানা অলঙ্কার দিলা কুসুমে গাঁথিয়া। শত পুষ্প তুলসীদল মঞ্জরী রচিয়া ॥ দিব্য মালা দিল গলে অতি মনোহর। যাহাতে আছয়ে গন্ধ মাধুরী বিস্তর ॥ সৌরভে চঞ্চল অলি মালা ধূপগণ। প্রফুল্ল চম্পক পুষ্প সেই দীপ সম ॥ মিষ্টফল সব দিলা নৈবেদ্য কারণ। এইরূপে করাইলা দোহার ভোজন ॥ রম্ভা গর্ভে এই দেখ সুকর্পূর যত। লবঙ্গ এলাচি আদি তাহাতে সংযুত ॥ গুবাক সহিত পর্ণ চূর্ণাদ সহিতে। অপূর্ব্ব

তরুতে। লবঙ্গ উঠিয়ে দেখ বকুল বেষ্টিতে॥ কুব্জা বেড়ি
আছে দেখ কোবিদার যত। কেতকী বেড়িয়া উঠে চম্প
কোলি কত॥ হেম যূথি বেড়িয়াছে অশোক তরুতে।
কিংশুক শাল্মলি দুহু হৈয়েল একত্রে॥ বাসন্তী রসাল তরু
দেখ হের শোভা। [illegible] শ্রেণী দেখ কেশরেতে শোভা॥
অতিমুক্ত মাতমুক্ত নাম লব কত। মোক্ষ সাক্ষি আদি এই
বন শোভা যত॥ সে সব কারণে সবে জনম লভিলা। এই
লাগি এই বন সুখদাত্রী হৈলা। মদন শরের এই উৎপত্তির
স্থান। লতা বৃক্ষ সব [illegible] কারাগার নাম॥ ভৃঙ্গ সৈন্যগণ
বুলে প্রতিপুষ্প স্থানে। ভাল মন্দ পরীক্ষিয়া ধ্বনি ছলে
গানে॥ ভ্রমর ভ্রমরী এই কুলে। নিজ প্রতিবিম্ব ভৃঙ্গী
ভ্রমরে দেখিলে॥ নিজ প্রতিবিম্ব দেখি অন্য ভৃঙ্গী মানে।
তৃষ্ণার্ত্ত না পিয়ে মধু রোষ করি মনে॥ দেখহ কমলমণী [illegible]
বনগণ। মধু ছলে বাষ্প মোরে দেখ ফুটমান॥ ওষ্ঠ ভরি
রহে অতি সঙ্কোচ হইয়া। হাসে মোচা ছলে এই দন্ত বিক
শিয়া॥ ভৃঙ্গ ভৃঙ্গীগণ যত মণ্ডলী বান্ধিয়া। হল্লীসক কেলি
করে তরুণী হইয়া॥ নিজ নিজ ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ গোপনে রাখিলা
পদ্মবনে ভৃঙ্গগণ গমন করিলা॥ তার আগে বন ভাগ দেখি
বটু হাসি। কহে পরিহাস্য মনে অন্তর প্রকাশি॥ দেখ দেখ
বনেশ্বর রাধা দামোদর। নিদাঘ ঋতুর বন অতি মনোহর॥
তোমা দোঁহে দেখি সবে মহোৎসুকা হৈলা। সেবার কারণ
আছে সামগ্রী লইয়া॥ পশু পক্ষী আদি ছলে [illegible] বাজায়।
ভেরী বাদ্য ধুত্রাটক আনন্দে বজায়॥ [illegible] পক্ষী শব্দ যেন
ঝল্লরি সমান। পিকপক্ষী আদি এই [illegible] গান॥ চাস
পক্ষ শব্দ ছলে ডিণ্ডিম বাজায়। শারি [illegible] যতনে [illegible] শ্রবণ
করয়॥ ভক্ষ্যপান প্রায় দেখ নানা তরু নাচে। [illegible] দোঁহে
দেখি অতি আনন্দ পাইছে॥ পাটলী [illegible] আসন
বসিলা। শিরীষ কুসুম অবতংসে [illegible] দিলা॥ মল্লিকার
পুষ্প দিলা অঙ্গ আভরণ। এরূপে নিদাঘ ঋতু করয়ে সেবন॥

পক্ষী পলুরীব যাত্রী খিরা আদি করি। পক্কম পনস বিম্বরাবি ধরি॥ তোমা দোহা দেখি অতি আনন্দ পাইয়া। এই সব ফল দিলা ভক্ষণ লাগিয়া॥ সূর্য্যমণি বন্ধু তুমি সূর্য্যোর কিরণে। অতি উচ্চ স্থান তোমা মানি ভয় মনে॥ দেখ বৃক্ষলতা দিয়া আচ্ছাদন কৈল। পল্লব আনিল দ্বারে বীজন করিল॥ কদলীর বন দেখ দ্বিজাত্মজগণে। পত্র হস্ত দিয়া সব করয়ে লালনে॥ মোচাস্তন শ্রবে অতি স্নেহের কারণে। এইমত বৃক্ষ সব কৃষ্ণ উপকরণে॥ দীর্ঘ নাসা আগ্রে পিক চঞ্চু দিয়ে রহে। তাহা দেখি সখীগণ স্মেরমুখী হয়ে॥ প্রশস্ত মল্লিকা লতা তমাল বেড়িল। উল্লাসে চঞ্চল অলি মালা তাহা গেল॥ মণ্ডলী বন্ধনে অলি রহে চারিপাশে। দেখিয়া তমাল তরু পুচ্ছ ছলে হাসে॥ শুন কৃষ্ণ যেন তুমি গোপীগণ লঞা। হল্লী মকরন্দ কেলি কর সুখ পাঞা॥ এইমত বহু বাক্য রাধাকৃষ্ণ শুনি। হাসে সব সখী মেলি প্রফুল্লবয়নী॥ হেনই সময়ে তাহা বৃন্দা হর্ষমানি। শিরীষ কুসুম গুচ্ছ দিল কৃষ্ণে আনি। সেই লয়ে কৃষ্ণ উত্তংশ করিলা। এই মত রাধাকৃষ্ণ সে সুখে রহিলা॥ রাইর অলকাগণে পুষ্প রেণু ধরে। নিজ কর পদ্ম কৃষ্ণ তাহা দুর করে॥ রাধিকার নিজ বাহু মূল প্রসারণে। সংস্কার কৃষ্ণচূড়া অলকাদিগণে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়া তুয়া হৃদয় পরশে। আমার নিদান তাপ গেল দুর দেশে॥ নিদাঘের ভয়ে সত্য পলায়ন কবি। তুয়া কুচ শৈলে আছে অনুমান করি॥ দেখ প্রিয়ে চন্দ্রকান্ত মণি তারাগণে। বৃক্ষ মূল বর্দ্ধপক্ষী বৈসে প্রিয়াসনে॥ তুয়া যুগ শুভ্রকান্তি সুধায় নিশ্চয়। স্নান পান করি সব তপ কৈল ক্ষয়॥ নিজ কান্তা সঙ্গে পক্ষী সেতুবন্ধ শিরে। বিলাস করয়ে দেখ আনন্দ অন্তরে॥ সুবল কহয়ে দেখ বর্ষা ঋতু বন। বিদ্যুন্মেঘ মানি দোঁহে নাচে শিখিগণ॥ মল্লিকা কুসুম কোলে আছে অলিগণ। যুথে নিজ গন্ধ বেগে করে আকর্ষণ॥ বন সব এই দেখ বর্ষা ঋতু সম। যথেষ্ট ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী ঘন মেঘ যেন॥ আকাশ ভুবন দুই জলে প্লুত

হয়ে। নীপাঞ্জন বৃক্ষ পুষ্পে ব্যপ্ত হঞা রহে॥ আনন্দে করয়ে গান পিককুল যত। দাত্যুহ চাতক সব ডাকে অবিরত॥ টিট্যপক্ষী শব্দ করে কেকাকেকী ধ্বনি। হরিষে ডাকয়ে দেখ কত বক শ্রেণী॥ ভেক সব শব্দকরে অতি উচ্চতর॥ গলা পুষ্টিকরি ডাকে আনন্দ অন্তর॥ দেখ বর্ষা ঋতু আইল সখী বেশ ধরি। মেঘাবলি নীলবাস পরিহাস করি॥ বক পংক্তি ধরে অঙ্গে মুক্তাহার যেন। ইন্দ্রধনু অঙ্গে নিল অঙ্গ আভরণ। এইরূপে বেশ করি সেবা করিবারে। সামগ্রী লইয়া আইল দোহা সেবিবারে॥ কদম্ব কুসুম মালা গর্ভক কেশরে। কেতকী কুসুম দল কিরীট উপরে॥ রঙ্গনা টগর যুথি পুষ্প হারগণ। অর্জ্জুন কুসুম পদে কৈল সমর্পণ॥ তালফল জম্বুফল সুপক্ক খর্জ্জুর। উরোজ অলকা তুয়া প্রিয়াঙ্গুলি তুল॥ এ সব দেখহ আগে আনিয়া ধরিল। দেখি রাধাকৃষ্ণ চিত্তে আনন্দে বাড়িল॥ কেবা কৃষ্ণ বিনা জানে লীলা রসগণ কেবা লীলা স্থল জানে বিনা ব্রজজন॥ দাত্যুহ করয়ে এই ধ্বনি রাত্রি কিবা। কোথা বোবাকগাহ শব্দ করে কিবা॥ সদা কৃষ্ণ ঘন লীলা রস বহিময়। সদা বর্ষ ঋতু স্রবে সর্ব্ব সুখময়॥ তাহা বিনু কেবা মেঘ কখন বরিষে। বর্ষাকাল কেবা সেই রহে দুইমাসে॥ কেবা কেবা শব্দ ছলে যত ভেকগণ। বর্ষা ঋতু নিন্দে আর যত মেঘগণ॥ পুষ্পমধু স্রবে সেই জল বরিষয়। মধুকর পুষ্প সব মেঘাবলি ময়॥ আগে কদম্বের ঘাটি দুর্দ্দিনের প্রায়। ময়ূর ময়ূরী নাচে আনন্দে হিয়ায়॥ পিচ্ছে প্রসারণ কার ময়ূরী ডাকিয়া। নাচয় ময়ূর বহু হরিষ পাইয়া॥ কৃষ্ণ মেঘ সঙ্গে বিদ্যুলতা সুবদানি। বর্ষ ঋতু শোভা পূর্ণ পুষ্ট কৈল জানি॥ সখীগণ চক্ষু সব চাতক সমান॥ বহু প্রীতি পাইল লীলামৃত পান॥ এইত কহিল তিন ঋতুর কা। বসন্ত নিদাঘ আর বর্ষা মনোরম॥ প্রেয়সী সঙ্কেত কুঞ্জ করে নানা লীলা। ক্ষণেং করে কৃষ্ণ নব নব খেলা॥ মধ্যাহ্ন সময়ে এই লীলা মনোহর। যেই জন শুনে পায়

কিঙ্কিণী সারস ধ্বনি নীলোৎপল মালা॥ দেখ দোঁহাকার সেবা লাগি শরৎ আইলা। নানাম সামগ্রী এই যোগেত ধরিলা॥ অঙ্গনা সহিতে অলঙ্কারের কারণ। জাতি পুষ্প দেই আর কৈবর্ত্তাদি॥ রক্তোৎপল ইন্দীবর উভয়ে লাগিলা। কুঞ্জ গৃহে শয্যাপুষ্প সেফালি পাড়িলা॥ শরৎ সামগ্রী এই নিরমান করি। পথ নিরীক্ষণ করে দোঁহা মুখ হেরি॥ পুষ্প গন্ধ মল্লিকাতী তথা শ্বেত মন। কাশিয়ার ফুল শ্বেত চামর মোহন। কন্দর্পে উন্মত্ত যত বন বৃন্দে সঙ্গে। কন্দর্প বারণ বহে মনোহর রঙ্গে॥ অধিরে সারস ধ্বনি কিঙ্কিণী বাজায়। মরালাদি পক্ষীধ্বনি ঘণ্টা শব্দ হয়॥ এইরূপে হৈল শরৎ কালের বিজয়। দোঁহা সেবা লাগি এই মহোৎসুকা হয়॥ শরৎকাল হয় হেন এ লক্ষ্মীনাথ অঙ্গ। লাগিল কমলাকরে হংসকুল সঙ্গ॥ তাতে চক্রবাক অতি বিলাস করয়ে। এই রূপে বৃন্দলতা চলে সব হতে॥ পক্কাম্র ফল সবে গাছতলে সবে গেলা। তাহার উপরে শুক শারিকা দেখা দিলা॥ কলহ লাগিয়া আছে সে শুক শারিতে। সে দোঁহার কথা সবে লাগিল শুনিতে॥ শুক বলে শারী তুমি অন্য বনে যাহ। আমার বনেতে কেন তুমি ফল খাহ॥ বেদান্তাধ্যাপক দ্বিজ আমি সর্ব্বক্ষণ। নারী অপবশ ফল করিয়ে ভক্ষণ॥ বৃন্দাবনের তুষ্ট হয়ে দিল বন। দাসী হয়ে কর কেন এ ফল ভক্ষণ॥ শারী কহে এত কেনী তুমি [illegible]। রাধিকার বন এই না জান [illegible]॥ [illegible] পুরাণেতে বহে। স্মৃতি [illegible] হৈতে [illegible]॥ শুক কহে [illegible] বন [illegible]॥ [illegible] অকারণ। গোবিন্দে [illegible]। [illegible] ফল [illegible]॥ [illegible]। অরবিন্দ [illegible]॥ [illegible] অঙ্কুর। [illegible]॥ [illegible] অতি [illegible] মহা [illegible] ফল॥ গোপী ঠাকু

রাগা যেন নারিকেল ফল। বাহ্যমান অটী রাম্য প্রণয় বল্কল॥ সশস্য ভিতরে অতি রসময় জল। অতএব কেবা হবে গোপীকা সোনল॥ শুক কহে কৃষ্ণ হবে ইক্ষু খণ্ড সম। ধার্ষ্ট্য কৌটিল্য সর্ব্ব বাহ্যে রুক্ষা যেন॥ মান নিস্পীড়নী বিনা রস নাহি মিলে অতএব কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়ান্তরে॥ কৃষ্ণ তিল প্রায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণ সদা রহে। বাহিরে শঠতা মাত্র সকল আছয়ে॥ মাল্য নিস্পীড়নী বিনা রস নাহি হয়। অতএব কৃষ্ণ সম অন্য কেহ নয়॥ গোপী শ্রেণী দেখি যেন জবাপুষ্প হেন। সৌরভ নাহিক মাত্র উজ্জ্বল বরণ॥ হেন নীলোৎপল আভা মধুর কোমল। সুচারু সৌরভান্বিত সব মনোহর॥ শুনি শারী কহে শুকে পরিহাস করি। মৃঞ্জিষ্ঠার প্রায় রাগ আমার ঈশ্বরী॥ অন্তর বাহির সদা হয়ে এক রাগ। কে কহিতে পারে তারে এই রাইর সোহাগ॥ স্ফটিক মণির প্রায় তোমার ঈশ্বর। নব নব সঙ্গে রাগ বিভিন্ন অন্তর॥ শুক কহে কৃষ্ণ সম অন্য কেবা হয়। বনানলে জ্বালে কত দৈত্য কীটচয়॥ সপ্ত রাত্রি দিবা গিরি ধরে বাম করে। হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কিবা বরাবরি করে॥ শারী কহে ব্রজেশ্বর বিষ্ণু আরাধিল। বিষ্ণু নিজ ভুজ বল কৃষ্ণ সব দিল॥ সেই বলে মারে কৃষ্ণ দৈত্যোন্দ্রাদি গণ। কৃষ্ণ বধ কৈল কহে বুদ্ধি হীন জন॥ ব্রজেশ্বর পূজা পাইয়া গিরি তুষ্টা হইয়া। আপনে উঠিল ব্রজ রক্ষার লাগিয়া॥ তার তলে হস্ত কৃষ্ণ দিয়া মাত্র রহে। কৃষ্ণ উদ্ধারিল ব্রজ অজ্ঞ লোক কহে॥ শুক কহে কৃষ্ণ অঙ্গ সৌন্দর্য্য হইতে। তরুণীগণের ধৈর্য্য দলন বিদিতে॥ কৃষ্ণের লীলাতে কহে রমাদি স্তবন। কৃষ্ণ বল দেখ গিরি ধরে কন্দু সম॥ কৃষ্ণের নির্ম্মল গুণ পারাবার হেন। কৃষ্ণ শীলে সর্ব্বজন রঞ্জন প্রবীন। কৃষ্ণ কহে বিশ্বজন রক্ষা যে করয়। জগতে মোহন কৃষ্ণ কেবা সার হয়॥ শুনি সারি কহে রাধা প্রিলতাদি যত স্বরূপা সুশীলতা মর্ত্তকাদি কত॥ সজ্ঞান চাতুরী গুণ কবিতাদি সার। জগত মোহন কৃষ্ণ মোহিনি তাহার॥ রাধিকার

গুণে কৃষ্ণ সবশ করয়। সদা সেবা করি কৃষ্ণ রাইরে সেবয়॥ যদি সেবা সুখে কৃষ্ণ রাই না বসায়। আপন অধর তবে আপনে চাটয়॥ অলি যেন মল্লিকাতে গমন করিয়া। আপন অধর চাটে মধু না পাইয়া॥ শুক কহে কৃষ্ণ সঙ্গ আছয়ে রাধিকা। লুব্ধ হৈতে যেন সূর্য্য তাপয়ে অধিকা॥ কৃষ্ণ প্রীত সেবনের ঈশ্বরি সমান। বন প্রাপ্তি লাগি করে কল্যাণ ধেয়ান ঐছন চরিত্র কিছু বুঝান না যায়। শুনি শারি শুক কহে আনন্দ হিয়ায়॥ কৃষ্ণের আছয়ে দুতি বংশী তার নাম। সতী কুলধর্ম্ম যত সব করে আন॥ নদী শুম্ভ করে বিশ্ব আকর্ষণ করে। সর্ব্ব বিমোহিনি সেই জানয়ে সংসারে॥ শুক কহে বংশীকার মহিমা কে জানে। অন্য রাগ দুর করে পুরুষের গানে॥ অবলা হৃদয়ে ধ্বনি সুধাবৃষ্টি করে। কৃষ্ণের দয়িতা করি কৃষ্ণ পাশে ধরে॥ তবে কির শারিকা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে। নিজ নিজ গোষ্ঠে প্রশ্নোত্তর আলাপয়ে। শুক কহে এক হস্তে কেবা গিরিধরে। মহেন্দ্রের গর্ব্ব গিরি কেবা খর্ব্ব করে॥ কালিসর্প ফণাবৃন্দে অঙ্গে কেবা নাচে। বল দেখি এই গুণ কাহাতে বা আছে॥ শারি কহে কৃষ্ণ কাছে এই গুণগণ। কহিয়া পুছয়ে পুনঃ নিজেশ্বরি গুণ। বক্ষোজ পর্ব্বত দুই কাহার হৃদয়। গিরিবর তথিপুরি লীলা যে করয়॥ ভুজঙ্গ দমন চিত্ত ভুজঙ্গ উপরে। নৃত্য করে কেবা তাহা কহ শুক বরে॥ শুক কহে শ্রীরাধিকা বিনু নহে আন। পুনঃ পুছে শারীকারে শুক ভুণ্যবান॥ সদা মুক্তা অতি মুক্ত মধুকর সঙ্গে। জনম লভিল তারা কার সঙ্গে রঙ্গে॥ কহ দেখি শারি কহে কৃষ্ণ সঙ্গে রসে। কহি শুকে পুছি পুনঃ পাইয়া হরিষে॥ অস্ত্র লয়ে লগ্ন নারি দেখে কোন জন। সাধ্বী গণের করে কেবা সুকৃতি ভঞ্জন॥ স্ত্রীর বধ করে কেবা কেবা বৎ মারে। এত সব করি কেবা লজ্জা নাহি করে॥ শুক কহে এই কর্ম্ম করয়ে মুরারি। পুনঃ শুক পুছে কিছু কহি শারি॥ পুতনা মারিয়া কেবা মাতৃপদ দিল। বৎসক

রাধা যেন নারিকেল ফল। বাহ্যমান অটী রাম্য প্রণয় বল্কল॥ সশস্য ভিতরে অতি রসময় জল। অতএব কেবা হবে গোপীকা সোনল॥ শুক কহে কৃষ্ণ হবে ইক্ষু খণ্ড সম। ধাষ্ট্য কোটিলল্য সর্ব্ব বাহ্যে কৃষ্ণ যেন॥ মান নিষ্পীড়নী বিনা রস নাহি মিলে অতএব কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়ান্তরে॥ কৃষ্ণ তিল প্রায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণ সদা রহে। বাহিরে শঠতা মাত্র সকল আছয়ে॥ মাল্য নিষ্পীড়নী বিনা রস নাহি হয়। অতএব কৃষ্ণ সম অন্য কেহ নয়॥ গোপী শ্রেণী দেখি যেন জবাপুষ্প হেন। সৌরভ নাহিক মাত্র উজ্জল বরণ॥ হেন নীলোৎপল আভা মধুর কোমল। সুচারু সৌরভান্বিত সব মনোহর॥ শুনি শারী কহে শুকে পরিহাস করি। মুঞ্জিষ্ঠার প্রায় রাগ আমার ঈশ্বরী॥ অন্তর বাহির সদা হয়ে এক রাগ। কে কহিতে পারে তারে এই রাইর সোহাগ॥ স্ফটিক মণির প্রায় তোমার ঈশ্বর। নব নব সঙ্গে রাগ বিভিন্ন অন্তর॥ শুক কহে কৃষ্ণ সম অন্য কেবা হয়। বনানলে জ্বালে কত দৈত্য কীটচয়॥ সপ্ত রাত্রি দিবা গিরি ধরে বাম করে। হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কিবা বরাবরি করে॥ শারী কহে ব্রজেশ্বর বিষ্ণু আরাধিল। বিষ্ণু নিজ ভুজ বল কৃষ্ণ সব দিল॥ সেই বলে মারে কৃষ্ণ দৈত্যেন্দ্রাদি গণ। কৃষ্ণ বধ কৈল কহে বুদ্ধি হীন জন॥ ব্রজেশ্বর পূজা পাইয়া গিরি তুষ্টা হইয়া। আপনে উঠিল ব্রজ রক্ষার লাগিয়া॥ তার তলে হস্ত কৃষ্ণ দিয়া মাত্র রহে। কৃষ্ণ উদ্ধারিল ব্রজ অজ্ঞ লোক কহে॥ শুক কহে কৃষ্ণ অঙ্গ সৌন্দর্য্য হইতে। তরুণীগণের ধৈর্য্য দলন বিদিতে॥ কৃষ্ণের লীলাতে কহে রমাদি স্তবন। কৃষ্ণ বল দেখ গিরি ধরে কন্দু সম॥ কৃষ্ণের নির্ম্মল গুণ পারাবার হেন। কৃষ্ণ শীলে সর্ব্বজন রঞ্জন প্রবীন। কৃষ্ণ কহে বিশ্বজন রক্ষা যে করয়। জগতে মোহন কৃষ্ণ কেবা সার হয়॥ শুনি সারি কহে রাধা প্রিলতাদি যত স্বরূপা সুশীলতা মর্ত্তকাদি কত॥ সজ্ঞান চাতুরী গুণ কবিতার সার। জগত মোহন কৃষ্ণ মোহিনি তাহার॥ রাধিকার

গুণে কৃষ্ণ সবশ করয়। সদা সেবা করি কৃষ্ণ রাইরে সেবয়॥ যদি সেবা সুখে কৃষ্ণ রাই না বসায়। আপন অধর তবে আপনে চাটয়॥ অলি যেন মল্লিকান্তে গমন করিয়া। আপন অধর চাটে মধু না পাইয়া॥ শুক কহে কৃষ্ণ সঙ্গ আছয়ে রাধিকা। লুব্ধ হৈতে যেন সূর্য্য তাপয়ে অধিকা॥ কৃষ্ণ প্রীত সেবনের ঈশ্বরি সমান। বন প্রাপ্তি লাগি করে কল্যাণ ধেয়ান ঐছন চরিত্র কিছু বুঝান না যায়। শুনি শারি শুক কহে আনন্দ হিয়ায়॥ কৃষ্ণের আছয়ে দুতি বংশী তার নাম। সতী কুলধর্ম্ম যত সব করে আন॥ নদী স্তম্ভ করে বিশ্ব আকর্ষণ করে। সর্ব্ব বিমোহিনি সেই জানয়ে সংসারে॥ শুক কহে বংশীকার মহিমা কে জানে। অন্য রাগ দুর করে পুরুষের গানে॥ অবলা হৃদয়ে ধ্বনি সুধাবৃষ্টি করে। কৃষ্ণের দয়িতা করি কৃষ্ণ পাশে ধরে॥ তবে কির শারিকা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে। নিজ নিজ গোষ্ঠে প্রশ্নোত্তর আলাপয়ে। শুক কহে এক হস্তে কেবা গিরিধরে। মহেন্দ্রের গর্ব্ব গিরি কেবা খর্ব্ব করে॥ কালিসর্প ফণাবৃন্দে অঙ্গে কেবা নাচে। বল দেখি এই গুণ কাহাতে বা আছে॥ শারি কহে কৃষ্ণ কাছে এই গুণগণ। কহিয়া পুছয়ে পুনঃ নিজেশ্বরি গুণ। বক্ষোজ পর্ব্বত দুই কাহার হৃদয়। গিরিবর তথিপুরি লীলা যে করয়॥ ভুজঙ্গ দমন চিত্ত ভুজঙ্গ উপরে। নৃত্য করে কেবা তাহা কহ শুক বরে॥ শুক কহে শ্রীরাধিকা বিনু নহে আন। পুনঃ পুছে শারীকারে শুক তুণ্যবান॥ সদা মুক্তা অতি মুক্ত মধুকর সঙ্গে। জনম লভিল তারা কার সঙ্গে রঙ্গে॥ কহ দেখি শারি কহে কৃষ্ণ সঙ্গে রসে। কহি শুকে পুছি পুনঃ পাইয়া হরিষে॥ অঙ্গ লয়ে লয় নারি দেখে কোন জন। সাধ্বী গণের করে কেবা সুকৃতি ভঞ্জন॥ স্ত্রীর বধ করে কেবা কেবা বৃহ মারে। এত সব করি কেবা লজ্জা নাহি করে॥ শুক কহে এই কর্ম্ম করয়ে মুরারি। পুনঃ শুক পুছে কিছু কহি শারি নারি॥ পুতনা মারিয়া কেবা মাতৃপদ দিল। বৎসক

তাহা ছাড়ি কুন্দ পুষ্প মন্দির করয ॥ বাহু শুন্য [illegible] সূর্য্য
[illegible]নিতে নারিয়া। সূর্য্য প্রণয়িনি পদ্ম পোড়ায় [illegible]ন্যা ॥
জলে লগ্ন কন্যা বৃন্দ স্তনাকলিগণ। স্মৃতি করাইল [illegible]
কাগণ। পাকোন্মুখি হৈল এবে সেইত বদরি [illegible]
করাইছে এবে সেই স্তনাবলি ॥ তবে বৃন্দা আনে [illegible]
পুষ্প দুই। হরি করে সমর্পণ কৈল শীঘ্র ধাই ॥ [illegible]
কম্পে তাহা প্রিয়া অবতংশে রাই কৃষ্ণ কর্ণে কু[illegible]
হরিয়ে ॥ বৃন্দা কুন্দলতা আনি রাধাহস্তে দিল ॥ [illegible]
উৎপল বরণ হইল ॥ সেই মালা রাই লয়ে গলে দি[illegible]
ইন্দিবর মালা রুচি যে হইল ॥ পুনঃ সেই মালা [illegible]
কণ্ঠে দিল। চম্পক মাল্যের তুল্য তাহাতে হইল। [illegible] দেখি
বিশাখিকা আসিয়া কহয। কুন্দলতা প্রতি [illegible]
করয। দেখ এক পুষ্প অতি সরোম্মত্ত হৈয়া। বহু [illegible]
ক্রমে ক্রমে পিয়া ॥ তাহা শুনি চিত্রা কহে অ[illegible]
সৌভাগ্যে রমণ হইতে এক্টমত হয় ॥ [illegible] কন্যা প্র[illegible]
যৈছে ব্যবহার। তৈছেন [illegible] দেখিয়ে ইহার ॥
কুন্দলতা শুনি কহে শুন সখীগণ। আর যে অদ্ভুত দেখ অতি
বিলক্ষণ ॥ ভ্রমরীগণের পতি আছে নিজাশ্রিতে। নিজ [illegible]
বন্ধু জীব ছাড়িল তাহাকে ॥ সব বন্ধু জীব এক লতের ভ্রমরী।
তাহাকে পিবয়ে আসি ধৈর্য্য ত্যাগ করি ॥ চিত্রা কহে
সারগ্রাহী যত ভৃঙ্গীগণ। মধু মাত্র বৃত্তি কৃষ্ণ [illegible] ॥
পঞ্চ গানে গর্ব্বিত ভ্রমরী সকল। শুদ্ধ মধু যাহা [illegible]
আশক্তি প্রবল। তবে কৃষ্ণ রাধা প্রতি কহে হাস্য বাণী।
তোমার অতুল গুণ লক্ষ্মী গুণ জিনি ॥ লক্ষ্মী গর্ব্ব অভিমান
যারে কৈলা চুর। অন্য কেবা তার আগে আর সব দূর ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণি রাধা স্মেরদনি। সংলাপ করয়ে কৃষ্ণ স[illegible]
হর্ষ মানি ॥ শ্রীরাধিকা কহে সেই লক্ষ্মী তুয়া নারি। কৃষ্ণ
কহে তুমি লক্ষ্মী দেখহ বিচারি ॥ পুনঃ তারে রাই কহে গোপ
নারীগণ। কি লাগিয়া হৈল তারে লক্ষ্মীর গমন ॥ কৃষ্ণ কহে

গোপনারি পতি যেই জন। তারে যৈছে কৈলে তুমি লক্ষ্মীর রমণ॥ শুনি রাই কহে ব্যক্ত নারিত তোমারি। চাঞ্চল্য রাগের যাতে হও অধিকারি॥ কৃষ্ণ কহে সত্য বটে নারীর স্বভাব। তুয়া রূপ প্রাপ্ত আশা এই অনুভব॥ তবে রাই কহে বেনু নাদে আকর্ষিলে। যেই মৃগী তারে তুমি প্রিয়া যে করিলে॥ কৃষ্ণ কহে তোমা সব নয়ন তাহার। এইমত কারণে প্রিয়া মৃগী যে আমার॥ শুনি রাই কহে সূর্য্য কন্যা যে যমুনা। কান্তি গতি সম তুয়া রাঙ্গা। কৃষ্ণ কহে তুয়া সখী শ্যামার সমান। কান্তি হয়ে তেঞি মোর প্রিয় পরমাণ॥ পুনঃ রাই কহে তুয়া বক্ষে পুষ্পহার। ভ্রমরীর পাঁতি সেই রমণী তোমার। কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গী তুয়া অলকা সমান। এইত কারণে ভৃঙ্গী প্রিয়া মনে মান॥ তবে রাই কহে কৃষ্ণ নীলোৎ-পল দল। জিনিয়া কোমল তনু অতি মনোহর॥ সাত দিন কৈছে গিরি ধরিয়া রহিলে। কোমল হস্তেতে কৈছে সে ভার সহিলে॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া মুক্ত অতি সুকোমল। বক্ষে হের গিরি যুগ কৈছে সহে ভর॥ সুধামুখী কহে চন্দ্রাবলীর বিয়োগ। না হৃদয়ে কৈলে চন্দ্র রেখা যোগ॥ কৃষ্ণ কহে নখ পংক্তি চন্দ্র যে তোমার। হৃদয়ে ধরিল বাহ্য বিম্ব দেখ তার॥ শুনি রাই কহে লতা শ্রেণী মধু মতি। নয়ন ভ্রমর তুয়া তাতে সুখী অতি॥ কৃষ্ণ কহে তোমার অধর হাস্য সম। পত্র পুষ্প দেখি সুখ হয়ত নয়ন॥ সুবদনী কহে সখী ললিতা আমার। কুমার মাতার হেন সংগ্রাম সুমার॥ কৃষ্ণ কহে বচন সময়ে সেই সুর। কুমার বলেতে ভাগী যায় বহু দূর॥ মৃগমদ চিত্র তুয়া কুচের উপরে। স্বর্ণ পদ্মকলি তাতে যৈছে মধু করে॥ শুনি রাই কহে চিত্র পদা তুয়া বাণি। খড়্গ হৈতে তীক্ষ্ণ ধার মনে অনুমানি॥ তরুণী ইন্দ্রিয় হৃদি বাহির অন্তর। মূলের সহিতে কাটে কিবা ইহার পর॥ কৃষ্ণ কহে পিক গায় আপন হরিষে। পুত্রবতী মদনে পাড়ে পিকের কি দোষে॥ তবে রাই কহে এই তোমার বংশীকা। অধর্ম্ম

টয়ে ॥ যে জন দেখয়ে তার কামোদয় হয়। রাই কহে ইহা ইন্দুলেখাতে আছয় ॥ কৃষ্ণ কহে নৃত্য রঙ্গে কেবা সুখি করে। বড় দ্রুতগতি নৃত্যে আমাকে যে ধরে ॥ রাই কহে রঙ্গদেবি এ কার্য্য করয়। পুন্য কৃষ্ণ পুছে তারে হাসি রসময় ॥ পাশক খেলাতে হয় কে অতি নিপুণা। চম্বুক তরলে পণে করয়ে যোজনা ॥ জিনিলে আমার পণ না দেন ইচ্ছাতে। রাধিকা কহেন এই সুদেবী চরিতে ॥ কৃষ্ণ কহে অন্য জন সুখে কেবা সুখি। তার দুঃখে অতিশয় কেবা হয় দুঃখ ॥ নিজ সুখ দুঃখে হয় ব্যাথা নাহি করে। শ্রেষ্ঠ আরাধনা পর বৈষ্ণব আচরে ॥ কাহার এ ধর্ম্ম রাখে কহ বিচারিয়া। শুনি রাই কহে মোর সখিগণ ইহা ॥ এইরূপে কৃষ্ণ নানা পরিহাস ছলে। রাই সখি সঙ্গে বন পর্য্যটন করে ॥ কুচাধর স্পার্শে পুষ্প অর্পণ করয়ে। পরম আনন্দে বৃন্দাবন বিহরয়ে ॥ লতা পত্র ফলে কোকিল ফিরয়ে। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ তৈছে মত পায়ে ॥ কুণ্ডের উত্তরে কুঞ্জ সর্ব্ব সুখধাম। নানা লিলা করে কৃষ্ণ রাধা অনুপম ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিহার। রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখি নানা রস সার ॥ বিস্তারি করিতে ইহা নারয়ে অনন্ত। ক্ষুদ্রমতি আমি ইহা কি কহিব অন্ত ॥ গোবিন্দলীলামৃত কথা সমুদ্র পাথার। সে তত সাতারে শক্তি আছে যত বার ॥ বুদ্ধি বল হীন মোর না জানি সাতার। এক কণা পরশিল পূর্ণ হইবার ॥ দোষ না লইবে প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি। কোন রূপে মাত্র রাধাকৃষ্ণ গুণ গাই ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোহরে। শুন ইথে সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত যেই করে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাঙ্গ বর্ণনো নাম
ত্রয়োদশ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

—০—

অথালিবর্গাননসৌরভাদ্ভুত ভাবিম্মুখাজেষু পত-
ন্নিষারিতঃ। নিনীন্দ রাধা বদনম্বুজং রুবং তদ্‌গন্ধ
মত্তং পরিতোলিরক্ষিত।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জ
গৌর ভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্য রঘুনাথ। জ
শ্রীগোপাল ভট্য দাস রঘুনাথ॥ জয় জয় জয় শ্রীজীব গোস্বা
ঠাকুর। জয় জয় বৃন্দাদেবী জয় ব্রজপুর॥ জয় জয় রাধাকৃ
লীলা রসসিন্ধু। ত্রিভুবন ভাসাইল যার এক বিন্দু॥ কহি
অপূর্ব্ব কথা মধ্যাহ্ন সময়ে। বিহার করয়ে কৃষ্ণ নানা রসময়ে
ললিতা নন্দদা কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা। মুখাব্জ সৌরভে বহু
ভ্রমর ধাইলা॥ যত্ন করি সখিগণে তাহা দুর করে। রাই মুখ
পদ্মে ভৃঙ্গ যাঞা সব পড়ে॥ কি কহিব রাই মুখ পদ্ম নিরমল।
লাখে লাখে ভৃঙ্গ তারে বেড়িল সকল॥ তাহাতে ত্রাসিত
ধনী নেত্রান্ত ধুনায়। পাণি পদ্ম দিয়া সেই ভ্রমর দেখায়॥
কি কহিব কঙ্কণের ঝনৎকার ধ্বনি। কি কহিব বসন ভ্রম্ভমে
স্বহস্ত চালনি॥ এই রূপে ভৃঙ্গ ধ্বনি যদি দুর কৈল। পরি
মল লুব্ধ অলি পুনঃ যে বেড়িল॥ তার ভয়ে পাই কৃষ্ণ বস্ত্রের
অঞ্চলে মুখপদ্ম ঢাকি থাকে কৃষ্ণ স্পর্শ ছলে॥ দেখি সব সখিগণ
হরিষ পাইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ ভয়
না করিহ মধুসূদন করিয়া। পদ্মাবলি নিকটে গেল উৎকণ্ঠিত
হঞা॥ নিবারিল সবে তারে যতন করিয়া। শঠতা ছাড়িল
এবে নিশ্চয় করিয়া॥ প্রেমধনে পূর্ণ ধনী সৌভাগ্য পূরিত।
অত্যন্ত প্রণয় মনে অন্ধ ভেল চিত॥ নিকটে আছয়ে কৃষ্ণ
দেখিতে না পায়॥ কৃষ্ণের সন্ধান রাই করয়ে হিয়ায়॥ তবে
কৃষ্ণ দেখে রাই এরূপ চেষ্টিতে। সখিরে নিষেধ কৈল নয়ন
ইঙ্গিতে॥ কৃষ্ণ পক্ষ হৈলা তবে সব সখিগণ। রাধিকার
প্রেম চেষ্টা দেখয়ে তখন॥ প্রেম বৈচিত্ত্য চেষ্টা হইল রাধায়।
তাহাতে বিভ্রম সেই নাহি তার পায়॥ কান্ত আমি যেন ত
কাহো স্থানে গেলা। এই ভাব চিত্তে যেমত লইলা॥ কৃষ্ণ

হয়ে ধনিষ্ঠাকে পুছয়ে তখন। কহ দেখি কৃষ্ণ কোথা গেলেন এখন॥ কপটে নাটীকা নাট গেলা কোন স্থানে। তেঁহো কহে তুয়া লাগি গেলা পুষ্প বনে॥ শুনি রাই কহে তুমি মিথ্যা যে কহিলে। সেই দৃষ্ট গেলা তবে পদ্মানীর স্থলে॥ ধনিষ্ঠা কহয়ে তবে ভাল সে হইল! তুয়া মুখ রুচি পদ্মাবলী কেতকী জিনিল॥ এত শুনি রাই কহে তুয়া দোষ নাই। কটু স্তুতি বাক্যে আমি সবিশ্বাস যাই॥ শুনিলাম শৈব্যাবনে করিলা গমন। মূর্খতা করিয়া তবু কৈলা আগমন॥ ধনিষ্ঠা হয়েন মোর হৃদয় সমান। বঞ্চনা কয়য়ে মোরে না বুঝি বিধান॥ কৃষ্ণ মোরে দেখা দিয়া মোর প্রিয়বনে। বিলাস করয়ে সেই চন্দ্রাবলী সনে॥ মোর প্রিয় কুঞ্জ কুঞ্জে পদ্মাবলী আনিয়া। আমা আনাইল তারে নিভৃতে থুইয়া॥ মিথ্যা আলাপন কৈল ধৃষ্ট আমা সনে। এবে আমা ছাড়ি গেলা পদ্মানীর স্থানে॥ কেমনে সহিব ইহা সহনে না যায়। মুহূ-র্ত্তেতে দেখা দিয়া তার স্থানে যায়॥ ললিতা কহয়ে এই কৃষ্ণের ধৃষ্টতা। আমি পুনঃ পুনঃ ইহা জানি যে সর্ব্বথা॥ তুমিত সরলা ইহা কভু দেখ নাই। এথা প্রয়োজন নাই আইস গৃহে যাই॥ এত কহ শ্রীরাধার হস্তেতে ধরিয়া। গহোন্মুখী হইলেন তাঁরে আকর্ষিয়া॥ তবে কৃষ্ণ বিরহের ভয় ধ্বনি পাইলা। দীনার্ত্ত হইয়া কিছু কহিতে লাগিলা॥ শুন সখী এই মোর চিত্তবড় বাম। দোষ নাহি শুনে কৃষ্ণের শুনে গুণগ্রাম॥ এতাদৃশ কৈল কৃষ্ণ দেখহ সাক্ষাতে॥ তথাপিহ ভ্রমে চিত্ত অতি উৎকণ্ঠাতে॥ শুনিয়া ললিতা কহে নারী অভিলাস। অন্তরে লালসা বাহ্যে নহে পরকাশ॥ ষাটী দিনে ধান্য যেন অন্তরে পাকায়। বাহিরে তাহার পক্ক লক্ষিত না হয়॥ শুনিয়া কহয়ে তারে রাধা সুবদনী। ত্যাগ কর নারী গণ নীতি দুঃসবাণী॥ কর্ণ ব্যথা পায় যাতে তাহা কেবা শুনি। কৃষ্ণ অদর্শনে দেহে না রহে পরাণী॥ ফুল্লে হৃদয়ে মোর স্ফুরে সব তনু। শরীর হইল মোর প্রাণ হীন জন॥ যত কিছু

গর্ব্ব মোর সব যাক দূরে। মহিমা যতেক মোর যাক দিগন্তরে। লজ্জা সুধৈর্য্যতা যত সব থাকি ছাড়ি। সুনহ ললিতা তোরে বন্দনা যে করি॥ হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখাও আমারে। এত কহি ধনী ধরে ললিতার করে॥ সুনিয়া ললিতা কহে তুমি সে সরলা। রমণী লম্পট কৃষ্ণ ধৃষ্ট পূর্ণমালা॥ তোমার চাপল্য এই অনুপম কাব। না দেখিয়ে এছে অন্য রমণী সমাজ॥ কৃষ্ণ যদি দেখে ঐছে চাপল্য তোমার। করিবে অতিশয় বঞ্চনা প্রকার॥ একে আমি সেই কৃষ্ণ ধৃষ্টের চরিতে। হত বুদ্ধি পুনঃ কেনে লাগিলা হাসিতে॥ এত সুনি রাই কহে ইহাতে হইতে। অধিক বঞ্চনা কিবা আছে পৃথিবীতে॥ যাহা দিয়া শঠে মোরে কদর্থিবে আর। এই কালে কৃষ্ণ দেখে আগে আপনার। কান্তা আলিঙ্গন করি যেন কৃষ্ণ আইলা। সম্মুখী সম্মুখী দুহুঁ দুহু যেন হইলা। নিজ প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ অঙ্গেতে দেখিয়া। বিমুখী হইলা পদ্মা সখিত্ব মানিয়া॥ নির্ণয় জানিতে লজ্জা ঈর্ষা যে হইল। অতি ক্রোধভরে ধনী কাঁপিতে লাগিল॥ তাবে দেখি কৃষ্ণ কুন্দলতা নিরীক্ষয়। আমাকে দেখিয়ে ধনী দৃষ্টে এই কয়॥ কৃষ্ণের ইঙ্গিতে কুন্দলতা কহে তারে। এখনি চেষ্টিত হৈল কৃষ্ণ দেখিবারে॥ কৃষ্ণ আইলা দেখি কেন্দে উৎসাহ ত্যাজিলা বিমুখী হইয়া কেনে কাঁপিতে লাগিলা॥ সুনি রাই কহে কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে কেবা। দেখিতে না পাও চক্ষু মুদি আছ কিবা॥ যাহা দেখাবার তরে আমারে আনিলা॥ ধৃষ্ট নৃত্য দেখি যাতে বহু সুখ পাইলা॥ সুনি কৃষ্ণ কহে তুমি যাহা মনে কৈলে। সেই নহে এই দেখ আশ্চর্য্য চপলে॥ কহে সুনি রাধে ... র হও সহচরি। বনদেবী নাম মোর হও বনচারি॥ এই কথা কহি মনে আলিঙ্গন কৈল। কত ভঙ্গী করি মুখে চুম্বনাদি দিলা॥ নিজ বিদ্যাবলে বক্ষে পৃষ্ঠে লগ্ন হৈলা। ছাড়াইতে নারি মোর বেড়িয়ে রহিলা॥ প্রার্থনা করয়ে কত তবু না ছাড়য়। অত্যন্ত কামার্থ এই মোর মনে লয়॥ তুয়া নিজ সখি হয় নিষেধ ইহারে। বলে ধনী

বস্ত্র অঞ্চলে বান্ধিলা। কিঙ্কিণী শৃঙ্খলা দিয়া দৃঢ়বন্ধ কৈলা। কাম উদ্দীপন নর্ম্ম গান আরম্ভিলা। কৃষ্ণেরে সিঞ্চন করি আর রক্ষা কৈলা॥ গন্ধ চূর্ণ সবে কৃষ্ণ উপরেতে ডারে। পুষ্পের কন্দুকগণ ডারে প্রেম ভরে॥ মৃদু যন্ত্র কুপি সব ডারেন প্রকাশে সুগন্ধি সলিলযন্ত্র দিয়া মুক্তকরে। শ্রীরাধিকা অতি প্রেম কাযে। সিঞ্চন করিলা কৃষ্ণ রসময় রাজে।

যথা রাগঃ। গোবিন্দের বাম অংশে, পুষ্পধনু অবতংসে তাহাতে ঘটনা পুষ্পবাণ। বামহস্ত পদ্মতলে, মণি পিচকারি ধরে, ভুষা পরে সোণা দশবাণ। সূক্ষ্ম শুক বাস পরে তুণ বন্দে বংশী ধরে, পট্টিতা অঞ্চলে গন্ধচুণ। পিচকাই গন্ধ জল উভরায় কাণ্ডপর সুবাসিক্ত কৈল যাইয়া পূর্ণ॥ আশ্চর্য্য যন্ত্রের কথা, শুন রসময় গাথা, এক মুখে নিকসয়ে ধারা। বাহ্য এক শত ধারা, আকাশে এক সহস্র ধারা, পড়িবার কালে লক্ষ ধারা। কোটি ধারা হয়ে পড়ে, সব কান্তা গণে পড়ে, সিঞ্চে সব প্রিয়া এই মতে। যত শিশি ভরা গন্ধ, চূর্ণ বহুপর [illegible] ডারে পৃথিবীতে॥ কুপা ভাঙ্গি গোলি পড়ে, গোপাঙ্গনা অঙ্গ ধরে, সেই গোলা হয় [illegible]। কুঙ্কুমের কণা মাঝে, মৃগমদ বিন্দু সাজে, তা সবার অঙ্গে নহে ভন। সুবর্ণ লতাতে যেন, ফুটিয়াছে পুষ্পগণ, তাতে শোভিয়াছে অলিগণ। গোপাঙ্গনা অতি অঙ্গে, এই মত শোভা রঙ্গে, বিশেষিয়া না যায় বর্ণন॥ কুঙ্কুমের পিচকাই, করতলে লয়ে রাই, কৃষ্ণ অঙ্গে দিলা গন্ধ ধারা। ব্যাপ্ত হৈল কৃষ্ণ অঙ্গ, সেই জল বিন্দু বৃন্দ, নভস্থলে চন্দ্রবিম্ব পারা॥ রাই মৃদু মন্দ হাসি, গন্ধ চুণ যত শিশি, নিক্ষেপ করিল পৃথিবীতে। চাকান খসিল তার কৃষ্ণ অঙ্গে সেই কাল, তাঁর গেল গন্ধ পরিমিত॥ নানা বর্ণ গন্ধচুর্ণ, পৃথিবীতে হৈল পূর্ণ আকাশ ভরিল অষ্ট দিশা। গন্ধজল বৃষ্টি তাতে চিত্র চন্দ্রাতপ মতে, খেলে মৃগী দৃশা॥ কৃষ্ণ গন্ধ পদ্ম লয়ে, রাই অঙ্গে দিল ধায়ে, স্পর্শে পুলকিত ভেল অঙ্গ। প্রেমের কুন্দল হয়, কিছুই নিশ্চয় নয়, কৃষ্ণ সঙ্গে রাইর এ রঙ্গ। হেন

কালেসখি আসি, ঢালে গন্ধ জল রাশি; তাতে কৃষ্ণ অঙ্গ পূর্ণ হৈল। এই রূপে সব সখী, গোবিন্দের ঢাকি, গন্ধ জালে তনু পুরাইল। তাতে কৃষ্ণ ব্যাস্ত হয়ে, কুচস্পর্শে কারো যায়ে, কারো মুখে চুম্ব দেই বলে। রাই ক্ষেপে গন্ধ চুর্ণ, কৃষ্ণের উপরে পূর্ণ, পুনঃ পুনঃ ধৈরজ্ঞ না ধরে। দেখি কৃষ্ণ তারে ধরি, হিয়ার উপরে করি, বাহু পাশে সে তনু বান্ধিল। তা দেখিয়া সখি যত, হৈলা কাণ্ড পাটাবৃত; কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্ছিত পূরিল ॥ কন্দর্পের পরিহাস, মন্ত্র বাণ পর কাশ, কটাক্ষে বিন্ধয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া। সেই বাণে বিদ্ধ হিয়া; যত যত কৃষ্ণপ্রিয়া, রহে কাম বিবশ হইয়া ॥ তবে তার কৃষ্ণ প্রতি, মৃদু মন্দ হাসি অতি, অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ কৈল। সে বাণে ব্যাকুল হরি, পুনঃ বাণ করে ধরি, এইরূপে দুহু বিদ্ধ হৈল ॥ পৃথিবীতে জলধর, ধরি নব কলেবর সৌদামিনি সেচে অন্ধজলে। বিজলি সহিতে ফিরে, গন্ধজল বৃষ্টী করে, অতি চিত্র মেঘের উপরে ॥ বৃন্দা আদি সখিগণ, নেত্র নদী অনুক্ষণ, এই লীলামৃতে পূর্ণ হয়ে। এই মতে নানা লীলা, করে কৃষ্ণ সখি মেলা, এ যদুনন্দন দাস গায়ে ॥

এইরূপে ক্রীড়া কৃষ্ণ কৈল বহুক্ষণ। দোলাম্বুজ দেবী আইলা সঙ্গে সখীগণ ॥ বৃন্দা কুন্দলতা প্রতি দৃগিঙ্গিত কৈলা। সহায় করহ দুহে এই জানাইলা ॥ এত কহি অলক্ষিতে রাই কর হৈতে। পিচকাই লয়ে কৃষ্ণ উঠে হিন্দোলীতে ॥ কৃষ্ণ তুণ্ডে বান্ধে ছিল বংশী অলক্ষিতে। রাধিকা লইল তাহা আনন্দ সহিতে ॥ তাহা দেখি কুন্দলতা কহেন হাসিয়া। সুকুট্যীন বংশী রাধে কি কায ছুইয়া ॥ কৃষ্ণ তুমি পিচকাই দেখ তৎকাল নারীধন সপরশ রঙ্গে নহে ভাল ॥ শুনি তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ নিজ বাম করে। পিচকাই দেন বংশী অন্য করে ধরে ॥ বংশীর সহিতে ধরে রাধিকার হস্ত। তাহাতেই হইলা ধনী অত্যন্ত নিরস্ত। এই কালে বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহা মেলি। অনুৎসুক ধনী দোলা আভয়ণ করি ॥ হিন্দোলার মধ্যে কৃষ্ণ বৈসে প্রিয়া লয়ে। সখীগণ গায় তলে হরষিত হয়ে ॥ হিন্দোলার কাছে

দোলারোহণ কৈল বহু মণ্ডলী হইয়া ॥ বাম পাশে প্রিয়া কৃষ্ণের সখী দোল চালে। যেখানে দেখিল এক অতি মনোহরে। দুই গোপাঙ্গনা মধ্যে কৃষ্ণ বৈছে রাসে। হিন্দোলার মধ্যে তৈছে হৈল পরকাশে ॥ স্বর্ণ পর্ব্বত যদি বাতাসে চালয়ে। প্রফুল্ল তমাল তরু তাহাতে উঠয়ে ॥ তাহা বেড়ি স্বর্ণলতা প্রফুল্ল উঠয়ে। লতাকে বেষ্টিত যদি তমাল রহয় ॥ এইরূপে মণ্ডলী বান্ধে সদা যদি চলে। তবে গোপী কৃষ্ণ দোলে উপমা এস্থলে ॥ তাবত ললিতা আর বিশাখাদিগণ। সবেই নাম্বিলা রহে শ্রীরাধার মন ॥ তলে আসি সেই দোলা পুনঃ যে দোলায় ব্যাকুলা হইয়া রাই চঞ্চল্যতাময় ॥ গাঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণে ধরিয়া রহিলা। সখীগণ হাস্যে কৃষ্ণ তৎকালীন নাম্বিলা ॥ কৃষ্ণ মেঘে গোপাঙ্গনা বিজুলি বেষ্টিত। নানা লীলামৃতে করে ভুবন সিঞ্চিত ॥ বৃন্দা কুন্দলতাদি সবার নয়ন। পান করে তৃষ্ণা হরে অতি মনোরম ॥ দোলা লীলা খেলা এই বৃন্দাবন মাঝে। রাধাকৃষ্ণ সখি সঙ্গে যে আনন্দে [illegible] জে ॥ অতঃপর কৃষ্ণ সবে সখীগণ সঙ্গে। মধুপানে কুট্টিম আসি বৈসে মহারঙ্গে ॥ অত্যন্ত শীতল স্থল ছায়া মনোরম। বিশ্রাম করে তাহা শ্রম নিবারণ ॥ পদ্মদৃশা সব বৈসে কৃষ্ণ দুই পাশে। ব্যাপ্ত হইয়া বৈসে আগে মণ্ডলী বিশেষে ॥ রত্নহার যেন আছে কৃষ্ণ কণ্ঠ দেশে। নীল রত্ন তায়ক তাতে বৈছেন বিশেষে ॥ সুচম্পা চামর ব্যর করে কেন সুখী ॥ সরোজ সিঞ্চিয়া বা[illegible] করে অ[illegible] সখী ॥ কন্দর্পের রুচি যিনি দোঁহা মুখচন্দ্র। কেলিশ্রান্ত হয়ে আছে নয়ন আনন্দ ॥ কোন সখী পাদপদ্ম সম্বাহন করে। এই রূপে দোঁহার শ্রম সবে কৈল দূরে ॥ মধুপাত্র পূর্ণ বৃন্দা করিয়া সাজনি। [illegible] কালে ধরে তোহেঁ দোহা আগে আ[illegible] ॥ রাধা কৃষ্ণ [illegible] সেই পাত্র মাঝে। নীল স্বর্ণ পদ্ম দেখে তাহাতে [illegible] ॥ এতেক পদ্মেতে দুই [illegible] নাচায়। অকস্মাৎ [illegible] এই লয় ॥ রা[illegible] মত্ত ভৃঙ্গী লুব্ধ হৈল [illegible] আসিলীলা পা[illegible] ॥ [illegible] নয়ন

দুই মত্ত অলিরাজ। তৎকাল পড়িল যাঞা স্বর্ণপদ্ম মাঝ॥ মধুর দর্পণ মুখ চষক হইয়া। মুখের সৌন্দর্য্য মধু নেত্র অলি হৈলা॥ সর্ব্বেন্দ্রিয় নেত্র অন্য অঙ্গ জড় হৈলা। দোঁহা প্রতি অঙ্গে আসি পুলক ভরিলা॥ কন্দর্প মত্ততাচিত্ত হৈল দুই জন। মধুপান ক্রিয়া কালে এই সব ঘটনা॥ দেখি কুন্দলতা তবে কহয়ে আসিয়া। মুখপদ্ম মধু পান কৈলা মিত্র দিয়া॥ নেত্রোৎপল মুখপদ্মে মধু বসাইয়া। এবে পানকর মধু জিহ্বা আস্বাদিয়া॥ তবে কৃষ্ণ মধু পাত্র কান্ত মুখ্যন্তিকে। লঞা কহে মধু পান করহ রাধিকে॥ দোখ রাই লজ্জা পাঞা বক্রমুখী হৈলা। কৃষ্ণকর পাত্র নিজ করেতে লইলা॥ বসন অঞ্চলে ধনী বদন ঢাকিয়া। কিঞ্চিৎ আঘ্রাণ মাত্র লইলা দেখিয়া॥ কৃষ্ণাধর সুবাসের লাগি সুবদনী। পুনঃ কৃষ্ণ হস্তে দিল মধু পাত্র খানি॥ কৃষ্ণের আনন্দ হৈল সে মধু পাইলা। পান কর মধু অতি সস্পৃহা করিলা॥ প্রিয়াটবী লতারক্ষে উদ্ভাবিত মধু। বসাইল তাহা দিয়া প্রিয়াধর সিধু। প্রিয় সখীগণ কৈল নর্ম্ম সুবাসিতে প্রিয়া মধু পান করে প্রিয়ার অর্পিতে॥ তবে কৃষ্ণ মধু পাত্র দিল রাই হাতে। পান করে ধনী মখ বত্র আস্বাদিতে॥ দয়িতাগণে স্নিগ্ধ মধু দারও অর্পিতে দয়িতাধর সুবাসিত পিয়েত দয়িতে॥ রাধাকৃষ্ণ ধর শেষ মধু পাত্রে ছিল। বৃন্দা তাহা লঞা আর দিয়া পূরাইল॥ সব সখী আগে বৃন্দা সে পাত্র ধরিল। সখীগণ সেই মধু পান আরম্ভিল॥ কৃষ্ণ নিজাচিত্রে বিদ্যা তাহা প্রকাশিল। সবার নিকটে যাঞা আগে পান কৈল॥ সখীগণে জ্ঞান এই কৃষ্ণ আগে আসি। পান কৈল মোর আগে মোর পাশে বসি॥ কেবল নিশ্চয় রূপে সব সখী জানে। কৃষ্ণ আসি পিয়ে মধু প্রিয়া যে আপনে॥ পানে মধু বিঘূর্ণিত শোন দৃষ্টি কোণ। গণে নিমীলিত কৈল যাদবের মন॥ হাস্য চন্দ্রকান্তি সব অধ শঙ্কাবে। কহিল না হয় সেই শোভা অনুভবে॥ কৃষ্ণনেত্র ভিঙ্গ সেই সৌন্দর্য্য মাধ্বীক। ক্রেন করয়ে সুখ পাইয়া অধিক

ব্রজাঙ্গনা মন তৃষ্ণা পরিপূর্ণ কাযে। কৃষ্ণমুখ মধু পানে নেত্র জিহ্বা সাজে॥ কন্দর্প লাবাক আর মধুপান কৈল। মুখপদ্ম মধ্বীবর মধুমত্ত কৈল॥ বিবিধ প্রকারে মধু বৃন্দা আনে আর। রাধাকৃষ্ণ করে পান সখী পরিবার॥ তাঁরা পান করে মধু দেখে বৃন্দা আদি। সেপান মাধুরী কার নেত্র উনমাদ॥ পরিবর্ত্ত মধু পান পানে ওষ্ঠাধর। সদত অধর পান মধুর যোগ্য॥ কন্দর্পের মধু যত তৃষ্ণাতে ভরিল। নিশ্চয় নাহিক কত তারা কিবা পান কৈল॥ মাধবাগমন কাবে মদন উদয়। তিতে মধু পানে মন প্রমাদ করয়॥ মাধবাঙ্গ স্পর্শ জন্য কত মধু পিযে। ব্যাকুলা হইলা তাতে বরাঙ্গনা চযে॥ সম্ভালিতে নারে তবু বস্ত্র ভুয়া খসে। কারণ নাহিক সবে অট্ট হাসে॥ অপ্রশ্নোত্তর করে প্রলাপ অকারণে। বরভোগণেরজন্ম বারুণীর পানে॥ নিধুবনের পূর্ব্বে প্রিয়াগণের এ কায। শিথীল গমন শ্বাস সুকেশ সুসাজ॥ বচন স্খলন মধু মদের কারণ। কৃষ্ণ প্রতি সহায় করয়ে এই গণ॥ কেশ বাস বাক্য গতি সব শ্লথ হৈল। নেত্রান্ত অরুণাম্বুজ দুই প্রকাশিল॥ বদন সৌভাগ্য নর্ম্ম উক্তি ব্যক্ত তাতে। দৃষ্টী ভ্রমি হৈল্ল করে চন্দ্র তার তাতে॥ মধুমদ হৈতে যত ব্রজাঙ্গনাগণে। যত কৌতুক সব কৃষ্ণ সুখের কারণে॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি রাগ কৃষ্ণ প্রতি যত। নারীর স্বভাব লজ্জা করয়ে গোপিত॥ মধুর মত্তকা টোপ সহিতে নারিল। নেত্রোৎপল সেই রাগ বাহির হইল॥ নবীন কিশোর কেহ নব মধুপানে। মাদ্রোদ্রেকে প্রান্ত নেত্র প্রকাশে তখনে॥ লল ললিতে পাপ পদ্ম শ্রীরাধাচাতে। সসস সকল মমমণ্ডল ভ্রমাইত॥ বিবি বিবিপিন মম মহী সহিত। গগগ গগন কে ললল লাম্বতে॥ বিকচ অম্ভোজ জিনি মুখপদ্মগণ। তার পরিমলে ভৃঙ্গ করে আকর্ষণ॥ মধু আর অধর মধু পানের হইতে। উদ্ধতা কন্দর্প মদে লোল কৈল চিত্তে॥ কৃষ্ণ চিত্র লোল নেত্র রক্তোৎপল জিনি। ললনা বিনাসে চিত্ত করয়ে বাঞ্ছান॥ পদ্ম মধু পানে যেন তৃষ্ণা অলিগণে। ঐছেন বাড়য়ে তৃষ্ণা কৃষ্ণ প্রিয়া মনে॥

জয় গদাধর গৌর প্রাণধন রাশি॥ জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রসময়। ব্রজাঙ্গনা বৃন্দা যত সব জয় জয়॥ বৈষ্ণব গোসাঞিগ পদে করিয়া প্রণাম। যৈছে তৈছে করি যত কৃষ্ণলীলা গান। এইরূপে কৃষ্ণ আইলা সে কুঞ্জ হইতে অশোক পল্লব গুচ্ছ কর্ণাবতংসেতে॥ করে ধরে নূতন অশোক গুচ্ছ আর। এই রূপে প্রবেশ কৃষ্ণ করিল তৎকাল॥ বৃন্দাদেবী দৃগঙ্গিত করি দেখাইল। নিকুঞ্জ সরোজ সরোজ অতি উৎকণ্ঠাতে পাইল। রাধা সুরধনী পাইলা সব সখী যে মরালি॥ লোচন পুষ্কর কৃষ্ণ রাধা মাধুরিমা। পান করে পুনঃ পুনঃ তৃপ্ত নাহি ক্ষমা। কঞ্চুক শৈবাল দূরে কৈল নিজ করে। নীবিবন্ধ নলিন্যাদি হইল চঞ্চল॥ অথ শ্রীরাধিকা তন্দ্রানিমীলিত আঁখি। কৃষ্ণ আগমন প্রাপ্তি স্বপনেতে দেখি॥ মত্ত হঞা নীবি কুচ আকর্ষণ করে। বাম্য প্রলাপ করি তাঁরে যেন বারে॥ আমি আমি আমাতে পরশ না কর। কি কি কি বিধান তুমি করিতে ইচ্ছা ধর॥ শয়ন করিতে মদ দেহ যে আমারে। ঘুর্ণনা নয়ন নিদ্রা আকর্ষিল মোরে॥ রোদন মিশালে হাস্য গদগদ বাণী। স্পষ্টবর্ণ নহে করে ধরে কৃষ্ণ পাণি॥ স্বপ্নে এইমত ধনী করিতে লাগিলা। জাগরণে দেখে কৃষ্ণ নিকটে আইলা॥ কন্দর্প মধুতে ভেল ধনী উন্মাদিতা। চক্ষু মেলিবারে নারে হৈলা নিমীলিতা। স্বপ্নে বা জাগয়ে ধনী সচেতন হইল। দেখিতে কৃষ্ণের চিত্তে আনন্দ বাড়িল। স্মরযুদ্ধে বাম্য গর্জ্জে ধনী সৈন্যগণ। উন্মত্ত অচ্যুত জিনি করে আক্রমণ॥ কাঞ্চীনূপুর দোঁখে ভয়ে মঞ্জরী যুগল। অধরে হুঙ্কার করে ধনি কোলাহল॥ গ্রীবা গ্রহণ যবে করিলা মুরারি। ব্যগ্র কণ্ঠধ্বনি ধনি বহুবিধ করি॥ সুকাকুতি প্রার্থনা কত করুণা সঞ্চার। কৃষ্ণ চিত্তে সুখ যাতে হইল অপার॥ কৃষ্ণ নিজ ভুজগদা দিয়া যে নগর। ধনী বাম্য দুর্গে- ভেদ গেল বাম্যস্থল॥ কৃষ্ণের অধর নখ দন্তরার পাণি। উরু বাহু মুখ এই সৈন্যের সাজনি॥ সাজিয়া ধনির তনু ধরি লুট কৈল। কঞ্চুপরি যত ধন এক না রাখিল॥ ধনি কুচকুম্ভে ছিল

তারুণ্য রতন। নখ খান্তি দিঞা তাহা করিল গ্রহণ॥ গড় রত জানি সেই গর্ত্ত যে করিয়া। লইল তারুণ্য ধন কর নখ দিয়া রাইর অধরে ক্ষত কৈল দন্ত দিয়া। অধর অমৃত নিল চুম্ব করিয়া॥ বাহু বাম্পিড়নে বক্ষ স্পর্শ রত্ন নিল। নিজ ক কুন্তলাদি গ্রহণ করিল॥ চুম্বকাখ্য রত্ন নিল নিজাধারে দিয়া সেই স্থলে রাখে কৃষ্ণ গোপন করিয়া॥ দেখি রাই রত্ন লুট কৈল যবে। ধৃষ্ট সেনাগণ পতি সঙ্গে সাজে ধনি তবে॥ লজ্জা ধন তবে আর মুখামৃত যত। ক্রোধি হৈলা দন্ত সেনাপতি কত॥ আপন পৌরুষ ধনি কৃষ্ণে দেখাইতে। আ মণ কৈল তারে অত্যন্ত ত্বরাতে॥ কাঞ্চধ্বনি উচ্চ শব্দে দুন্দুভি বাজায় সিৎকার আদি সেই সিংহনাদ হয়॥ কান্তাকে আক্র আর ধনী যে হইলা। উত্তংস উত্তুট দুই দুই নাচিতে লাগিল। অজিত জিনিল করি আনন্দ পাইয়া। মুক্তাবলি নাচে অতি চপল হইয়া॥ হৃদয় অধর রত্ন কৃষ্ণ যত নিল। নিভৃত গো করি খালি যে রাখিল॥ রাধিকার দন্ত নখ খান্ত আদি দি সব রত্ন নিল তাহা খনন করিয়া॥ লরলক্তি হরি দিল দেখি ফল। নিজ নিরন্তর যত নাশায় সকল॥ রাধিকার মুখ চপল উপরে। আছয় চপল অতি দুঃখে নেত্রে নীরে॥ মুখপদ্ম কোষ মধু যে আছয়। তাহার নয়ন আলি রক্ষা করয়। তাহা লুটিবার মনে রহে মহাবীর। তৎকালে তার আগে হয়ে রহে স্থির॥ কৃষ্ণ নেত্র দুই বীর শ্রেষ্ঠ অনুমানি রাধিকার নেত্র বীর ভয় পাইল জানি॥ নেত্রে সৈন্য বীর ভঙ্গ দিল যাব। সর্ব্বাঙ্গের সৈন্য পাছে ভঙ্গ দিল তার॥ শ্রম জল ভাব নি ললাট উপরে। চঞ্চল অলকাগণ হইল বিস্তারে। নিতম্ব নিস্পন্দ কুচযুগ শ্বাসে চলে। কেশ কাঞ্চি নিবন্ধন হ শিখিলে॥ নয়ন অলস হৈল ভুজ দ্বন্দ্ব মন্দ। পরাভূত হবে সেই কৃষ্ণের আনন্দ॥ কন্দর্প রাজার ধনী নির্দ্দেশ পাইয়া কৃষ্ণ আকর্ষিল নিজ পৌরুষ জানিয়া॥ আপনেই আকস্মাৎ ভঙ্গ দিলা রণে। ইহাতে বিচিত্র নহে শুনাই কারণে॥ পুরুষ

রসেতে নহে অবলার সিদ্ধি। অতএব যে অবলা অবলাই বিধি শ্রমজল কণা স্নিগ্ধ স্পিন্দ মুরারি। গলিত বসনে ভুসা জল্পে তম্বে অতি॥ কৃষ্ণের হৃদয় অঙ্গপতিত হইলা। এই রূপে রাই চক্ষু মুদিয়া ছিলা॥ নবমেঘ মধ্যে যেন স্থির তাড়িল্লতা। কুসুম শয়নে আছে মদন মোহিতা॥ নিশ্বাসে উদর ধানির চঞ্চল হইয়া। পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণোদর পরশে যাইয়া॥ আনন্দ জড়তা কিবা হয়েছে তাহার। সেবার কারণে জাগাইতে বার বার॥ সেইত কারণে ধনি তনুর মাধুরী। দর্শন স্পর্শন ইচ্ছা হইল মুরারি॥ রাধিকার গ্লানি ভয় সেবার কারণে। আগমন কৈল কৃষ্ণ ইচ্ছা সখীগণে॥ দোঁহা সঙ্গে সন্ধি করি কৃষ্ণ উঠি যবে। স্বহস্ত অম্বুজ প্রেম প্রিয়া তনু সেবে॥ শ্রমজল মাজি কেশালকা সম্বরিল। ধনি শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসিল॥ তবে বিধুমুখী কৃষ্ণ প্রার্থনা করিয়া। কহয়ে করহ বেশ অলঙ্কার দিয়া॥ সব সখীগণ হাস্য রসের কারণে। কৃষ্ণ নাহি করে বেশ সুখ দেনগণে॥ পুনঃ আমোদেতে কৃষ্ণ নাহি করে বেশ লাগ। নিষেধ করে রাই শয়নসানুরাগী॥ কৃষ্ণ পানিশঙ্খ ধনি পরশ পাইয়া। কহয়ে এমত কথা অযাচক হৈয়া॥ তোমাকে প্রার্থনা কিবা বেশ লাগ কৈল। ব্যথ শ্রম ত্যজ বেশ সুখদ রাহল॥ অলঙ্কার ভার লাগে সহিতে না পারি। অবসর ক্ষণে দেহ শয়ন যে করি॥ উদঘূর্ণাহে দুঃখে পাই কি কায ভূষাতে। শুনি প্রিয়াবাণী কৃষ্ণ লাগিলা কহিতে॥ সহাস্য ক্রন্দন সহ রাই মুখবাণী। অস্পষ্ট বচন পান কৈল ব্রজমণি॥ তাহা হইতে মন্মথ উদয় হইল। মত্ত হয়ে হাসে চিত্তে বিস্ময় জন্মিল॥ সেবাপরা সখি যারা সেবা মাত্র সুখ। সেবার সময় লাগি হৈয়াছে উন্মুখ॥ বাহিরে আছয়ে সেবা উপচার লৈয়া। কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশনা সময় জানিয়া॥ কেহত তাম্বুল দেহ কেহ গন্ধ-ধারা। কেহ গন্ধ দেই কেহ দেহ পুষ্পমালা॥ কেহ পাদ সম্বা হই মৃদু মন্দ মন্দ। কেহত বীজন করে শীতল সুগন্ধ॥ এই রূপে সেবা করে সখি সেবা পরে। প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে নানা

সেবা করে॥ তবে দুহু রতিরণ শ্রম গেল দূরে। বসিলেন রাধাকৃষ্ণ হরিষ অন্তরে॥ তবে রাই কৃষ্ণ কহে নয়ন ইঙ্গিতে। নিকুঞ্জ শয়নে সখি আনহ ত্বরিতে॥ সখী বিনু কোন সুখ উদয় না করে। সুমদ বিহ্বলে আছে আনহ তাহারে॥ মর্ম্মে অনুৎসুক কৃষ্ণ রাই পুনঃ কহে। চলিলেন কৃষ্ণ তাহা রমণ ইচ্ছায়ে॥ মত্ত হস্তি যেন পদ্ম বনে চলি যায়। এই মত চলে কৃষ্ণ আনন্দ হিয়ায়॥ মনেতে করয়ে আগে যাব কার ঠাই। ললিতা বিশাখা কিবা চিত্রাস্থানে যাই॥ এই রূপে ভাবনা কৃষ্ণ করিতে করিতে এক কালে প্রবেশিল সকল কুঞ্জেতে॥ জীব দেহ যেন আত্মা অনন্ত আছয়ে। এই মত সখি পাশে ব্যাপি কৃষ্ণ রহে॥ যেমন রাইর হৈল স্বপ্ন জাগরণে। তেমনি হৈল লীলা সব সখী সনে॥ সখি মল্ল কৃষ্ণ পাত্রী মল্ল চন্দ্র সনে। কন্দর্পের যুদ্ধ হৈল বিবিধ বিধানে॥ অথ সে রাইরে কুঞ্জে দেবে সখিগণ। ক্ষণেক বিশ্রামে করি বাহির গমন॥ আপন নিজ কুঞ্জ তারে যাচের সমীপে। মণির কুট্টিমে আসি হৈল উপনীতে॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি বেশ্যান করিল। রাভরণ চিহ্ন আদি সব আচ্ছাদিল॥ তথাপি কন্দর্প যুদ্ধে বিনশিত তনু। যত্ন স্থলে মাজিলেহো চিহ্ন রহে জনু॥ নিজ সাথ প্রতি ধনী সরোষ প্রণয়ে। বিস্ফুর ভুরু লজ্জা নানা মতে হয়ে॥ অলসে বিশ্লথ ভূষা স্খলস গমন। অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি রহে এই মন॥ সব কুঞ্জ হৈতে যত সখীগণ আইলা। রাধিকার সঙ্গে আসি সবাই মিলিলা॥ কৃষ্ণ কুঞ্জ হৈতে তবে বাহিরে আইলা। সুবল বটুকে সঙ্গে করিয়া আনিলা॥ কান্তা দূরে মুখ দেখি হাসিতে হাসিতে। তাঁহার নিকটে আইলা সখীর সহিতে॥ তবু কুন্দলতা বৃন্দাদেবী যে আইলা। ভোগ চিহ্ন দেখি নানা পরিহাস কৈলা॥ নানা নর্ম্ম কথা কহি ব্রজঙ্গনাগণে। ধন্যা কুন্দলতা কৈল লজ্জা বিভরণে॥ কৃষ্ণ রতি লীলামৃত সিন্ধু সুগভীর। সতত দুরবগাহ প্রেমগাঢ় ধীর॥ প্রণয়ণা লোকের হয় আস্বাদ বিরল। তটস্থান্ত করিলে সে ভাগ্য যে প্রবল॥

যথা রাগঃ। কোলেবৃক্ত মঞ্জুকেশ, লোটানি গ্রীবান্ত দেশ বান্ধে বাস অতি দৃঢ় করি। নবঘন শুক্লবাস, পরে সবে মনোল্লাস, ভুষা রাখে সখি স্থান ধরি॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি, নব ঘন পুঞ্জ ভ্রান্তি, [illegible] চন্দ্রাংশু জিনি ছটা॥ নয়ন প্রভাত পদ্ম, সকল আনন্দ সদ্ম, সে কটাক্ষ কামবাণ [illegible]॥ দেখি শ্রম শান্তি কাজে, জলখেলা রঙ্গে সাজে, লোল হৈল কৃষ্ণচন্দ্র মন। রাই কর পদ্ম ধরি, কুণ্ড জলে নামে হরি, সঙ্গে নামে সব সখিগণ॥ যেন মত্ত হস্তী বসে, সঙ্কেত করিণীগণে, বহু শ্রমে নামে নদী জলে॥ নিজ সুখে খেলা করে, যাতে শ্রম যায় দূরে, কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা তেন চলে॥ গোপীনের উৎপল, মুখ পদ্ম নিরমল, কুচ চক্রবাক মনোহর। তনু বাহু মৃণালিকা, অলকা মধুপা-[illegible], হাস্য কুমুদিনী মনোহর। কৃষ্ণ চক্ষু মত্তগজ, দেখি গোপাঙ্গনা ব্রজ; প্রীতি তত্ত্ব নদী করি মানে। কেহ তটে তীরে থাকি বলে কৃষ্ণ ধরি তারে আনে॥ সেখানে লইয়া হাসে, তবে কত শোভা খসে, থরহরি কাঁপে তার অঙ্গ। জানু জলে কেহ স্থিতি; কেহ উরু জলে রাতি, নাভি সম জল কেহ রঙ্গ॥ কৃষ্ণ দেই জল রাশি, সবার বদনে হাসি, সূক্ষ্ম বস্ত্র তিতি লাগে গায়॥ অঙ্গের সৌষ্ঠব ধুলী, লাবণ্য তরঙ্গ শালি, কৃষ্ণ মত্ত হস্তী বদ্ধ তায়॥ তৈছে কৃষ্ণ তনু শোভা সুধাধর [illegible] শোভা লাবণ্য তরঙ্গণ বহে। গোপাঙ্গনা চক্ষু যত, করুণার ঘটা কত, নিমগণ হইয়া যে রহে। কৃষ্ণে নাভি জলে থাক, গোপাঙ্গনা ডাকি ডাকি, আকর্ষয়ে অতি হর্ষ ভরে। তারা কৃষ্ণে হর্ষ করে শীতে আর্ত্তি কম্পে ছলে; রোদন মিশায়ে হাস্য করে॥ শ্বেতপদ্ম, রক্ত পদ্ম, নীল পদ্ম, হেমপদ্ম, রক্ত উৎপলগণ আর কুমুদিনি নীলোৎপল মধুর পরিমল, কুণ্ড জলে কৃষ্ণের বিহার॥ বৃন্দা আর নান্দীমুখ: বনিতাদি হয়ে সুখি, দেখি রহে ঘাটের কুটিমে রাই জয় জয় বোলে, নানা পুষ্প বৃষ্টি করে, পরম আনন্দ গায়ে মনে॥ বটু আর কুন্দলতা সুবল সংঘাত তথা, তীরে রহে অন্য কুটিমে [illegible] সদা করে, কৃষ্ণ জয় জয় বোলে, চিত্তে

মধুর ভাষে, নাপিড়হ গোবিন্দ কাতর ॥ কেশ চড়া
…লে, পুষ্পমাল্য ছিন্ন ভেলল ললাটে তিলক লুকাইল।
…য় কুণ্ডল রাজ; কৌস্তুভ পাইল লাজ; গণ্ডে তুয়া স্মরণ
…॥ জলযুদ্ধে জয়াজয়; যেমন যাহার হয়; দেখি তাঁরে সব
…গণ। তৈছে করে পরিহাস; কহে রসময় ভাষ, যাহা শুনি
…য় শ্রবণ ॥ তবে কৃষ্ণ ধরাধরি; বলে আকর্ষণ করি; লয়ে
…া কণ্টসম জলে। কভু জলে মগ্ন করি; কভু বা উপরে
ধরে; হেমপদ্ম যেন করি করে ॥ সুবাহু মৃণাল দিয়া, ধনী
আনন্দিত হিয়া, কৃষ্ণকণ্ঠ যতনে ধরয়। …পদ্ম ঝাঁপে কেশে
রাধিকা পদ্মিনী ভাসে হার করে ধরে উৎক…য়। অর্থসব
সখীগণে, লুকায়ে হেমাম্বুজ বনে, মুখপদ্মে মিশাইয়া রহে।
তাহা দেখি কহে ধনী, অন্য সহ বজমণি, সখীগণ কোন স্থানে
হয়ে ॥ শুন কৃষ্ণ কণ্ঠ জলে, রাইরে …ইয়া চলে, অন্বেষয়ে সখী
পদ্মাবনে। এই কালে লুকাবে রাই, হেমাম্বুজ বনে যাই,
মিসাইল মুখ পদ্ম সনে ॥ অথ কৃষ্ণ সখীগণ করি ফিরে অন্বে-
ষণ, যাহা দেখি হেমাম্বুজ বনে…ম। পদ্মগণ পাশে, নীল উৎ-
পল ভাসে, তার পাশে শৈবালকগণ ॥ শশীমুখ নেত্রকেশ,
নীভিতা…র সেই দেশ, বাই কৃষ্ণ চুম্বে পদ্মগণে। তৃষ্ণার্ত ভ্রমর
গণ, অতি উৎকণ্ঠিত মন মধুপান লালসার মনে ॥ গোপীমুখ
কাছে যবে, কৃষ্ণ মুখ যায় তবে, মুখপদ্ম বুড়ি রহে তারা। এক
কালে সবাসনে, হয়ে নানা কাম রণে,বহে কত প্রেমরস ধারা ॥
কভু কৃষ্ণ রাই মুখে, মুখ দেন নিজ সুখে, চুম্ব দেই রস মধু
লোলে। গোপী কুচ আস্ফালনে, লোলজল পদ্মগণে, উড়ে
কত ষট্পদ বিভোলে ॥ গোপী শ্রমে কৃষ্ণ অঙ্গ, তাহা দেখি
কৃষ্ণচন্দ্র, কঙ্কণ বলয়া খসে জানি। মৃণাল কঙ্কণগণ; হয়ে হর-
ষিত মন; দিল গোপাঙ্গনা প্রতিপাণি ॥ কুচেতে কুমুদবন,
মৃণাল … অঙ্কুরে, হংসগণ পদ্মবনভরে। চক্রবাক নীলো
পল, …উজ্জ্বল, অনুপম শোভা মনোহরে ॥ …
হা … নয়ন সতী, উরোজ উন্নত মনোহর

কৃষ্ণ কান্তিগণে, অঙ্গ সত্য আলাপনে, কুণ্ড জল শ্বেতারুণ শ্যাম নিরমল গুণী সঙ্গে, নির্ম্মল করয়ে রঙ্গে, স্নিগ্ধ জল ভেল অনুপম ॥ এইরূপে নানা রঙ্গে. কৃষ্ণ খেলে প্রিয়া সঙ্গে, জল লীলা করি উঠে তীরে। এ যদুনন্দন কহে, জলকেলি সুধাময়ে, শুন ইতে কর্ণ লোভ ভবে ॥

পয়ার। এইরূপে কৃষ্ণ জল বিহার করিয়া। উঠীল কুণ্ডের তীরে পদ্মিনী সিঞ্চিয়া ॥ যেন শত হস্তী শুণ্ডে জল উকারিলা। অজবন সিঞ্চি উঠে উপরে আসিয়া ॥ সেবাপরা সখী কৃষ্ণের অঙ্গে প্রিয়া যত। উর্দ্ধর্ত্তন গন্ধ তৈলে অঙ্গে সেবে কত ॥ স্নান করাইল প্রেম বহু হর্ষ পাঞা। সবেই উঠীল তীরে আনন্দিত হৈয়া ॥ গৌরাঙ্গিয় অঙ্গে শুক্ল বসন লাগয়ে। জলধারা সব অঙ্গে বাহিয়া পড়য়ে ॥ হেমাচল ক্ষুদ্র শৃঙ্গে প্রেমা মগ্ন হৈয়া। শারদ অম্বুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাঞা ॥ কৃষ্ণের বিচিত্র বেশ জলধারা বহে। শিখর উপরে মুক্তা একাবলি রহে ॥ ঐছে কৃষ্ণ শোভা দেখ ব্রজাঙ্গনাগণ। এত বিলম্বিত নহে তৃষ্ণা নিবর্ত্তন ॥ স্বপ্নেতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ নব বিলোকন। ভাগ্যে বিঘ্ন হীন দোহে হইল সঙ্গম ॥ মধুরিমামৃত যদি বহু পান কৈলা। দ্বিগুণ তৃষার্ত্ত তবু ব্রজাঙ্গনা ভেল ॥ ব্রজাঙ্গনা দরশনে কৃষ্ণ অঙ্গে ভাব। ভাগ্যবতী সুখ আদি বহু হৈল লাভ ॥ তথাপিহ গোপাঙ্গনা কত স্বর ভঙ্গ। মাধুর্য্য দেখিয়া বাড়ে সুখাব্ধি তরঙ্গ ॥ বিতস্তি প্রমাণ মাত্র কৃষ্ণ মধ্যদেশ। যার শোভা দান লেহে কৈল নানা ক্লেশ ॥ একথা ব্রজাঙ্গনা রসনা সঙ্গে বিলসিল। চিত্ত নাহে তথাপি তৃপ্তি নাহি হৈল ॥ সক্ষ্ম জলবাসে দুহু কেশ মর্জ্জিল। সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র সবে পরিধান কৈল ॥ কৃষ্ণ২ প্রিয়া আর সখীগণ সঙ্গে। শ্রীরত্নমন্দিরে দ্রুত আইলা বহু রঙ্গে ॥ সে মন্দির মধ্যে রত্ন কুট্টিম আছয়। কুসুমরচিত বহু ভূষা তাহা হয় ॥ শ্রীরাধিকা নিজ সখীগণ লৈয়া সঙ্গে। পরিপাটি করি বেশ করে কৃষ্ণ অঙ্গে ॥ ধূপাগুরু গন্ধ কেশ আগে শুকাইল রত্ন কাকাই দিয়া শোধন করিল ॥ উর্দ্ধ করি

চূড়া কেশ চূড়া বানাইল। শ্যাম ভূধার্ণবে নবঘন কি উঠীল। মূল্যে স্থলে আগে অতি সুসূক্ষ করিয়া। মল্লিকা গভক বে... মূল তার দিয়া॥ জাতি পুষ্প যুথি পুষ্প রঙ্গল বকুল। স্বর্ণ যূ... গুচ্ছ পত্র দিলেন অতুল॥ কেতকীর দল আর চম্পকা... যত। মত্তশিখী পুচ্ছ চূড়া উপরে শোভিত॥ গুঞ্জ মালা ম... মালা দিলা দুই পাশে। ক্রমে উর্দ্ধে বেড়ি পিচ্ছাও পরশে॥ হৃষ্টহঞা সখীগণ লঞা সুবদনী। চূড়া বানাইল যেন জগত মোহিনী॥ সেচূড়া দর্শনে সব ব্রজাঙ্গনাগণ। লাগিয়া রহয়ে আঁখি না হয় নির্গম॥ অঙ্গনা হৃদয়ে যেই করে পরবেশ পুনঃ নাহি বাহিরায় ছাড়ি হৃদ্দেশ॥ যে চূড়ার ছায়া দেখি নয়নে শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রমণ করয়ে হঞা নয়ন সতৃষ্ণ॥ আশ্চর্য্য কৃষ্ণের এই চূড়ায় বিলাস। দিয়া নিজ রুচি করে জগত উল্লাস॥ কুঙ্কুম তিলক দিল ললাটে সুসমে। পূর্ণ শশী প্রায় করে ললিতা রচনে॥ মধ্যে মৃগমদ বিন্দু অতি মনোরম। চৌদিগে চন্দন বিন্দু করিয়া ঘর্ষন। ললনা হৃদয়ে যেন খণ্ডন করিতে। কন্দর্পের স্বর্ণচক্র কৈল উপনীতে॥ কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গে চিত্র কুঙ্কুম রচিত। চিত্র বেশ শাত কৈল সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত॥ ...ণ্যের উর্দ্ধি যেন বিজুলি ঝলকে। রাসে কৃষ্ণ গোপী যেন এক হয়ে থাকে॥ নবঘন জিনে তনু চিত্রাচিত্র করে। মিত্রে গাত্রে চিত্র খেলে অতি মনোহরে॥ সে চিত্র মদন ব্যাধি জাল বিস্তারিয়া। সখা দৃষ্টি খঞ্জরীট বন্ধ লাগি রয়॥ নানা সুগন্ধি পুষ্পগণের ভূষণে। পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদিগণে। পুষ্পের কুণ্ডল হার কঙ্কণ মঞ্জরী। কিঙ্কিণী অঙ্গদ আদি সগুন নবরা॥ যত আভরণ দিয়া বেশ কৈল অঙ্গে। ...স হইল কন্দর্প পাশ দৃষ্টি মৃগী বন্ধে॥ তবেত রাধিকা কান্তা ...রত হঞা। পুষ্প আভরণ বেশ কৈল সুখ পাঞা॥ সখী ... অন্যে বেশ সবে কৈল। সেবাশরী সখীগণ সব সম্বরিল॥ তবে বৃন্দাদেবী তারে সম্যক যুক্তিমে। দেখায় আ... কর্ণ সামগ্রীরগণে॥ পলাশের পত্র আর শালপত্রগণ। ...পত্র

বকুলাদি অতি মনোরম॥ কুণ্ডীথালি পাত্র সব ধরে সারি সারি। কতেক সামগ্রী তাহা গণিতে না পারি॥ শুভ্রবস্ত্র শুভ্র পত্র আসন উপরে। বসিলেন কৃষ্ণ তাহা আনন্দ অন্তরে॥ সুবল বাসল বামে বটু যে দক্ষিণ। পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখী গণে॥ সখীগণে আনি আনি সামগ্রী যোগায়। পরিবেশে সুধামুখী আনন্দ হিয়ায়॥ শ্বেত রক্ত হার পীতবর্ণ নারিকেল। অশস্য শ্লথ শস্য দৃঢ় শস্য জল॥ বাকলা ঘুচায়ে দিল শঙ্খ বর্ণাকৃতি। মুখকরা নারিকেল দেই হর্ষ মতি॥ কৃষ্ণ তার জল পান করিল সকল। তাহা ভাঙ্গি পুনঃ শাস খীর মনোহর। নানা বর্ণ আম্র নানাবিধ পক্ক ভেদ। নানা বধে দেয় তাহা নাহি পরিচ্ছেদ॥ অল্পপক্ক আম্র আটী বল্কল ঘুচাঞা। খণ্ড খণ্ড করি দিল চর্ব্বণ লাগিয়া॥ কিছু ঘন রস আম্র আটি কল কল সহিতে। মুখ করি দিল তাহা আটি তেয়াগিতে॥ ভক্ষণ করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে। ওষ্ঠেতে অর্পণ করে রসের বিশেষে॥ পাকা আম্র রসে পূর্ণ মুখেতে কাটিয়া। দিলেন মধুর আম্র খায়েন চুষিয়া॥ তবেত কণ্টকী ফল কোর আটি হীন। সুবর্ণ উৎপল চাপা কোষকের চিহ্ন॥ পূর্ণ রস অতি মিষ্ট কৃষ্ণ তাহা খায়ে। রাই পরিবেশে সব আনন্দ হিয়াযে॥ পক্ক পিলু দ্রাক্ষ আর সুপক্ক খর্জ্জুর। তাল শ্রীফল জম্বু কমলা প্রচুর॥ কদলী বদরী আর লকুচাদি যত। নানা ভেল ফল সব কে কহিবে কত॥ শৃঙ্গাটক তালমজ্জি ক্ষিরা দৃত ফল। শালুক কোমল পদ্ম বীজ মনোহর॥ পদ্মের মৃণাল শাস পিয়ালের ফল। নানান প্রকার বীজ বাক্য অগোচর। ক্ষীর সর চিনি পাকে পকান্ন করিয়া। শ্রীরাধিকা আনে যাহা ঘরে বানাইয়া॥ নারেঙ্গ আকার বৃক্ষ ছোলঙ্গ আকার। অনেক আনিল সেই বহু ফলাকার॥ ফল পুষ্প যুক্ত বৃক্ষ শর্করায় পাকে। নির্ম্মাণ করিয়া আনে কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে॥ আম বিল্ল দাড়িম্বাদি নারিকেল তরু। নারঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ পুষ্প কলে ভুরু। পকানের এই সব বৃক্ষাদি আনিল। এই সব খাইয়া কৃষ্ণ হরিষ পাইল। চন্দ্রকান্তি

গঙ্গাজল আদি লাড়ুগণে। কৃষ্ণ পরেমআহ্লাদ করে যার গুণে শর্করা কর্পূর লবঙ্গ এলাচি মরিচে। স্থূল সম্ভালিকা পি বহু আনিয়াছে॥ পনস আম্রের রস মধুর সহিতে। চিনিপা কৈল বহু কর্পূর তাহাতে॥ অমৃত কেলি কর্পূর কেলি ন লাড়ুগণ। আনি কৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ॥ ক্রমে শ্রী বিকা পরিবেশন করয়ে। কটু কভু প্রশংসয়ে কভু বা নিন্দয়ে মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহণে। তাহা দেখি সখা অত্যন্ত হাসয়ে॥ নর্ম্মহাস্য রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল। কর্পূর বাসিত জল গাহা পান কৈল॥ আচমন কৈল জল দেয় সখী গণ। খড়িকা খাইয়া খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন॥ সূক্ষ্ম বসে মুখ মার্জ্জন করিল। এইরূপে কৃষ্ণ কুঞ্জ ভোজন হইল॥ অম্বুজ মন্দির মধ্যে গোবিন্দ আইলা। কুসুম শয্যাতে আসি শয়ন করিলা॥ তবেত তুলসী নিজ সখীগণ লইয়া। কৃষ্ণ সেবা করে অতি হরষিত হইয়া॥ কেহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম সম্বাহন করে। কেহ বা তাম্বুল দেয় বদন ভিতরে॥ ব্যজন করয়ে কেহ আনন্দ হৃদয়ে। দরশ পরশ সুখ সাধবয়ে গায়ে॥ বটুকে সুবল খায় তাম্বুল বিটিকা। পদ্মকাক্ষ কুটিমে বার অলস অধিকা॥ শীতল শয্যাতে যাঞা করিল শয়ন। তবে শ্রীরাধিকা দেবী লয়ে নিজগণ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন করিতে। বসিলেন বৃন্দাদেবী লাগে পরিবেশিতে॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে বৃন্দা হর্ষ মেলি। পরিবেশে সবে নম্র নানা রস কেলি॥ ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈল। শ্রীপদ্ম মন্দির মধ্যে প্রবেশ হইলা॥ শয্যাতে বসিয়া তবে রাই সুবদনে সখী মধ্য বসিলে রমণীর মণি॥ তাম্বুল চর্ব্বিত কৃষ্ণ দিল তুল সীরে। বাটি দিলা নান্দি কুন্দলতা ধনিষ্ঠারে॥ তবেত সখী বৃন্দা শ্রীরূপ মঞ্জরী। সেবাপরা সখী লঞা ভোজন আচরি॥ উবরিয়া ছিল যত কৃষ্ণাদি ভোজনে। সেই সব দ্রব্য করিল ভক্ষণে॥ ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈল সখীগণ সঙ্গে পুনঃ কুট্টিমে আইল॥ নান্দিমুখী কুন্দলতা আদি যত

গণ। সবে যাঞা কুট্টিমাতে করিল শয়ন॥ সেবা পরা সখি-গণে তাম্বূল চর্ব্বিত। শ্রীরাধিকা নিল অতি হয়ে হরষিত॥ বৃন্দাকে বিটিকা দিল তাহা যে লইয়া। মন্দিরে বাহিরে আইল হরষিত হৈয়া॥ ওথা কৃষ্ণ হাসি রাই কৈল আকর্ষণ। রাই অতি সলজ্জিতা সুহাস্য বদন॥ যত্নে কৃষ্ণ নিজ মুখ তাম্বূল চর্ব্বিত। রাধিকার বদনেতে করিল অর্পিত। এইরূপ শুয়াইল তারে নিজ পাশে। শয়ন করিল দোঁহে হাস্য পরিহাসে॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী মুখ্য সখিগণ লয়ে। পদ সম্বাহন আর ব্যজন করয়ে। এইরূপ ক্ষণেক দুহুঁ নিদ্রা সুখ কৈল। অনেক আনন্দে দোঁহে শয়নে রহিল॥ এইত কহিল কৃষ্ণের জল লীলাগণে। মধ্যাহ্ন সময়ে সেই করে সখিসনে॥ সংক্ষেপে কহিল মাত্র দিক দরশন। যেই ইহা শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ॥ এই সব রহস্য যদি পাষণ্ড না শুনে। তবে অতিশয় সুখ উপজয়ে মনে॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পায় করি নিবেদন। পাষণ্ডী না শুনে যেন গূঢ় লীলাগণ॥ রসময় কথা এই গোবিন্দ রচিত। অমৃত হইতে পরামৃত নবীনাদ্যামত॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন দাস কহে গোবিন্দ চরিত॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে জললীলা বন্যভোজনং নাম পঞ্চদশঃ স্বর্গঃ॥ ১৫॥

—০—

অথ ক্ষণান্তৌ প্রতিলব্ধবোধ, বৃথায় তল্পোপরি সন্নিবিষ্টৌ।
পূর্ব্বং প্রবুদ্ধৈঃ প্রসন্ন ক্ষ্য; যথু সাখভ্যাং সহতৎ সমাপঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী জীবনাথ॥ জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্ট মহাশয়। জয় শ্রীরঘুনাথ দাস প্রেমের আলয়॥ অন্ধ প্রায় হয় মোর চিত্তের গমন। কৃপা করি দেহ অবলম্বন কারণ॥ মধ্যাহ্ন ব্যাপিকা শয়ন হইতে। ক্ষণেকে উঠিয়া যেহেন্দ্র বেশ

শয্যাতে ॥ পূর্ব্বেই জাগিয়া আছেন সব সখিগণ। যার যে স্থানে সেই বৈসে করি ক্রম ॥ বৃন্দাদেবী আইলা দুই শুকশারী লইয়া। পড়াইল দুহা বাল্যে স্বশিষ্য করিয়া॥ কালো মঙ্গল নাম হয়ত দোঁহার। বিদ্যা বিশারদ দুই সর্ব্ব বিদ্যা পার ॥ অনর্গ পড়য়ে দুহু অত্যন্ত সুস্বরে। জয় বৃন্দাবনেশ্বর কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥ জয় বৃন্দাবনেশ্বরি জয় সখিগণে, কৃপা কর সবে মোরে প্রসন্ন নয়নে ॥ বৃন্দারে ইঙ্গিতে কৈলা রাই সুবদনি। বৃন্দা বিজ্ঞা আদেশয়ে দুহু তাহা জানি ॥ পরকীয় শারী হবে বৃন্দাদেবী কৈল। পড়িতে লাগিলা দোঁহে আনন্দ আইল। আমি হীন গুণ গণে অতিশয় হীন ॥ কবিতাহ নহে যদি মধুর প্রবীণ ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণাগুণ। আস্বাদন করিবেন অতি হর্ষ মনে॥ ব্যাধ ঘরে অস্ত্র থাকে মৃগাদি কাটয়। পরশে পরশমণি লৌহ স্বর্ণ হয় ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণে গুণে। আস্বাদন করিবেন অতি হর্ষ মনে॥ মহত্ত ভুবন করে সে হেম হইয়া। সুখ নাহি পায় কিয়ে মণ্ডল করিয়া। চক্র অর্দ্ধচন্দ্র যব অষ্টকোন তাতে। ত্রিকোন অম্বর মৎস্য কলস সহিতে॥ শঙ্খ গোষ্পদ ব্রজে স্বস্তি ধেনুকে। অঙ্কুশ অম্ভোজ ধ্বজ মনি উর্দ্ধরেখে॥ পক্ব জম্বুফল আদি লক্ষ লক্ষগণে। জয়কৃষ্ণ পাদপদ্ম যুগ মনোরমে॥

যথা রাগঃ। কৃষ্ণ পদতলে কথা, শ্রবণ পরশ মাত্র, অন্য অন্য সব তৃষ্ণা নাশে। কৃষ্ণ পদ ধ্যান কৈলে, সকল সম্পদ মিলে; না বাধয়ে বিপদের লেশে ॥ কৃষ্ণ পদ দরশনে, চমক লাগয়ে মনে দেখিয়া ও মাধুর্য্য সুসমা। সর্ব্বেন্দ্রিয় আহ্লাদিত সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয় ঐছে কৃষ্ণ পদ মধুরিমা॥ কৃষ্ণপদ পরশনে সব দুঃখ যায় দূরে সুখসিন্ধু করয়ে উদয়। এই কৃষ্ণ পদতলে কোটি চন্দ্র সুশীতল প্রাপ্ত লাগি মোর বাঞ্ছা হয় ॥ কৃষ্ণ পদ যুগ হয়, সৌভাগ্য মন্দিরময় সদ্গুণ সম্পত্তি যত আর। প্রকৃত। প্রকৃতে হয় কৃষ্ণপদ লালায়িত ধ্যান মাত্রে মিলে সব সার ॥ কৃষ্ণ কারি উপাসনা কারে করে

কত রনা শীলা চিন্তামণি সম ভেল। ধরণা হইল কাম ধেনুবর অনুপাম বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ হৈল॥ তারা সব প্রাণী-জনে অভিষ্ট করয়ে দানে হেন পদ কেবা না বাঞ্ছা। এই কৃষ্ণ পদতল শ্লথ অতি সুশীতল পাইতে মোর মন বাঞ্ছা হয়॥ কৃষ্ণের চরণ শোভা পদ্মগণ করে লোভা মধু হয় লাবণ্য তাহার। যত পদাঙ্গুলিগণ হয় পদ্মপত্র সম গোপী চক্ষু ভৃঙ্গ সুকাপার॥ নখর নিকর যত পদ্মের কেশর মত সৌরভ তরঙ্গ সদা বহে। এই কৃষ্ণচন্দ্র পায়ে সদা যেন মতি রয়ে; কখন বিচ্ছেদ যেন নহে॥ কৃষ্ণগুণ পদতলে পঞ্চেন্দ্রি-য়াহ্লাদ করে রক্তোৎপল পদ্ম নহে সমা। পদ নখাকল গুণে দাতা কল্প বৃক্ষ জিনে অতএব নাহি পদোপমা॥ সকল অভিষ্ট দেই আইয়ে ত্রিবেণী যেই সে বৈসয়ে কৃষ্ণের চরণে। পদ প্রয়াগের তলে অরুণ বরুণ ছলে সরস্বতি করয়ে স্তবনে। পদ নখ শ্বেত কাতি নিরমল গঙ্গা ভাতি তাহার উপরে শ্যামরুচি। সেই যে যমুনা হয়ে অতি সুখে নিবসয়ে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বমতে শুচি॥ গোবিন্দ চরণে হার অন্ধ কার গর্ব্বময়ী সে ভয়ে অরুণ পলাইয়া। পদতলে রহে আসি অতি ভয় পাইলা শশী নখে পড়ে দশ খান হঞা॥ কলোক্তি শারিকা তবে বৃন্দা আজ্ঞা পাইয়া এবে জিহ্বা রঙ্গ ভূমি বসাইতে। কৃষ্ণের চরণ গুণ হয়ে আনন্দিত মন বর্ণিয়া লাগিলা বার্ণতে॥ গোপাঙ্গনা হস্তে হবে কৃষ্ণ পদ রহে তবে শোভা হয় নালপদ্ম সম। যবে কুচকুম্ভে ধরে অশোক পল্লব বরে দেখি শোভা অতি অনুপম॥ হৃদয়ে ধরয়ে যবে রক্তোৎ পল হয় তবে সেই কৃষ্ণ পদ অরবিন্দ। কমল নয়ন পরে দেখিলে খুচায় তারে নয়নে লাগিয়া রহে ধন্দ॥ চন্দ্র ইন্দীবর আর চন্দন কর্পূর সব নলিন চন্দন সিক্ত গন্ধ। কৃষ্ণের চরণ-তলে এই সব গুণছলে এহেন না হয় পর বন্ধু। রাই কুচ সঙ্গ হৈলে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে আতশয় হইতে চঞ্চল রাই কর ঢলঢল রাই কুচ সুলালত কুঙ্কুম চর্চিত ঢল-ঢল॥

শোভার সমূহ বৈসে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেশে সুমঙ্গল সুন্দর আলয়। এই পদ সবাহন সদা বাঞ্ছা মোর মন এ যদুনন্দন দাস কব॥

পয়ার। তবে শ্রীরাধিকা পুনঃ নয়ন ইঙ্গিতে। শুক শারী চাকে কহে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণিতে॥ কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন সুধা মধুর চরিতে। সখীগণে কর্ণ পূর্ণ করে পুনঃ রীতে॥ তবে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে হর্ষে শুক শারী। রাধিকার কর্ণদ্বয় রসায়ন করি॥ কৃষ্ণের চরণ দুটী বর্ণন চিকণ। বিলাসে করয়ে তনু লাবণ্যনুগণ॥ যমুনা তরঙ্গ যেন ইন্দীবর কলি। অর্দ্ধোদয় যেন তেন শোভা মনোহারি॥ কিম্বা কৃষ্ণ পাদপদ্ম তমাল পুটীকা। লাবণ্য মধুতে পূর্ণ হইল অধিকা॥ ললন নয়না মলি জিহ্বার অগ্রেতে। অলপ লেহ্য করি মত্ত সদা বিঘূর্ণতে॥ শুক বাক্য শুনি শারী বর্ণে পুনর্ব্বার কটু বাক্য কহে অতি অপূর্ব্ব সঞ্চার। কৃষ্ণ পদ দুটী চলে বিবিধ বিধান। নল সুদাড়িম্ব দুই কৈল নির্মাণ॥ রাধিকা নয়ন কিবা মৃগের পুত্তিকা। কারণে রচিল বুঝি করি স্তুপকতা॥ কৃষ্ণ পদ স্পর্শে যেই রাচিদ্বয় হয়। সে মাধুর্য্য করে চিত্তে চমৎকারময়॥ রাধিকার মন বৃত্তি পক্ষি কুমারিকা। বাসিবার তার লঘু কন্দর্প কন্দুকা॥ শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাচলে বিবিধ ঘটনা। ভুবন ভরিল মূল গন্ধের যোটনা। যুবতী জনের চিত্ত পীড়ার কারণে। নিল প্রস্তারের রাশি কৈল নিরমাণে॥ কিবা মরকত মণি রম্ভা স্তম্ভ জিনি। বহয়ে মাধুর্য্য অতি সুন্দর লাবণি॥ পাপ বিঘাতয়ে কৃষ্ণ জঙ্ঘা যুগল। তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল॥ গোকুল যুবতীগণ ধৈর্য্য সেনা যত। নাশ করিবারে সদা কন্দর্প উমত্ত॥ কৃষ্ণ জানুচলে লঘু পরিঘা যুগল। তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল॥ কৃষ্ণ দেহ কান্তি যেন যমুনার ধারা। লাবণ্য অমৃত তার তরঙ্গে পারা॥ চলন কটাক্ষ যেন হংস শব্দ মানি। অতএব যমুনার দুই ধারা জানি॥ কৃষ্ণ জঙ্ঘা যুগ অন্য অন্য বিলোকনে। সৌষ্ঠব দেখিয়া লোভ বাড়য়ে মিলনে॥ বেণু লয়ে যবে কৃষ্ণ

স্বাদন করয় ॥ তবে দোঁহ আলিঙ্গনে আনন্দিত হয় ॥ হরি জানু দুই শোভা মাধুর্য্য আসন। লাবণ্য লতার কি এ উৎসব কারণ ॥ কি এ শোভ লক্ষ্মী ভূষা পেটারি যুগল। হরি জানু দুই হয় অতি মনোহর ॥ গোবিন্দের উরুদ্বয় অতি সুললিত। তাতে জানু যুগমাণ সম্পুট চরিত ॥ গোপাঙ্গনাগণ চিত্র চিন্তা মণি গণি। রাখিবার লাগি কৈল অপূর্ব্ব গঠনি ॥ হরি পদ প্রসারণ কুঞ্চণ করিতে। বলি নহে এই মাংস অতি সুললিতে ॥ রাই কর পদ্ম জানু সঘন বলিতে। হরি জানু শোভা পূর্ণ সা। রহে চিত্তে ॥ হরি উরুদ্বয় অতি সুললিত। পান সুচকন অধ বক্রতা ললিত ॥ কন্দর্প বর্দ্ধন বৃন্দ নর্ত্তের বন্দ। সুলাবণ্য কেলি সুধা সগ নব ছন্দ ॥ এই হার উরু দুই আমার হৃদয়ে। বিঘ্ন নাশ করি যেন বদ্ধ স্ফূর্ত্তি হয়ে ॥ নীলমণি স্তম্ভযুগ কিবা এই হয়। ব্রহ্মাণ্ড মন্দির বর সদাই ধরয় ॥ কন্দপ যজ্ঞের শ্রুব কিবা এই হয়। কিবা স্ত্রীর চিত্ত করি বদ্ধ স্তম্ভদ্বয় ॥ ওহে মহে হয়ে হরির উরু মনোহর। উপমা দিবার নাহি চিত্তে অগোচর ॥ হরির নিতম্ব উরু অঞ্জনের স্থলে। নীলরম্ভা অধোমুখি হয়ে উরু চলে ॥ ললনা নয়ন কির পুষ্টির কারণে. অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফল অতি মনোরমে ॥ উলটা কদলী গর্ব্ব ভর বিদারয়ে। আশ্চর্য্য সুশ্লিষ্ট শোভা হরি উরুদ্বয়ে ॥ মত্তহস্তি যেন মদ মর্দ্দন করয়ে। ঐছন সুষমা মর্দ্দ নাদি হয়ে ॥ রাধিকা করত সেবা সদাই করয়। হেন হরি উরুদ্বয় কি উপমা হয় ॥ কি কহিব শ্রীহরির শ্রীশ্রোণি মণ্ডল। পারসর উচ্চ অতি সুশ্লিষ্ট সুন্দর ॥ কাম নাট অবদের হয়ে বাসস্থল। ব্রজাঙ্গনা শোভা বাড়ে অতুল। কোন বিধি নিব হৈতে ঐছে হরি শরীর। বিলাস করয়ে নব তমাল সুধির শ্রেণী তলে নীলরত্ন চারাতে বান্ধিল। লাবণ্য জলেতে সেই চারা পূর্ণ হৈল ॥ কিঙ্কিণি মরালীগণ তাতে খেলা করে। ঐছন দেখিয়া হরি স্বশ্রেণী মণ্ডলে ॥ রাই চিত্ত রাজহরি অঙ্গ সিংহাসনে। সতত বয়সে বিধি তাহা কারণে ॥ শ্রোণি চলে নীল বস্ত্র সুন্দর করিয়া।

সুচন্দ্র বাশিল কৈল হেলন লাগিয়া॥ হরি নাভি স্থল কুন্দ কুঙ্কুরন্দ নাম। তাহাতে লাবন্য সুধা নদীর বন্ধান॥ ব্রজঙ্গনা নয়ন সফরি মহানন্দে। কোল করে সদা তহে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে রাধা ঠাকুরাণী চিত্ত মৃগেন্দ্র কন্দরে। প্রণাম করিয়ে আমি হার কন্দরে॥ হার নাভি স্থলে যেই চক্ররেখা হয়। তার মধ্যস্থল ব্যক্ত নাম শোভাময়। নাভি নদি কাছে যেই পুলিন সমান॥ রাধা চিত্ত নীলাঙ্গ হংস মনোমান। নিজ বৃত্তি অনেক অদ্ভুত নটী লৈয়া॥ সদাবাস বিহরয়ে হৃষ্ট হৈয়া। নাভি লোমাবলী নেলো হরি উত্তান। সুধাকূপে আসি আসি করে জলপান॥ ব্রজঙ্গনাগণের ইন্দ্রিয়গণ যত। তৃষ্ণাও জানিয়া বিধি বর্ত্ত নির্মিত॥ দেখিয়া হরির মধ্য দেশের সুসমা। সিংহ মানি মন্য করে সে কীর্তি গণনা॥ পলাইল সেই হিমালয়ের গহ্বরে। কি কহিব হরি মধ্যদেশে মনোহরে॥ হার নাভি হৃদয়েতে বাই গম্ভীর। লাবণ্যের বন্য ভ্রম তরঙ্গ নদির॥ তৃষা ও গোপিকা চিত্ত করিগণ তাহে। নিমগন হয়ে আছে উঠিতে ধরয়ে॥ শ্রীহরি বিগ্রহ নব তমাল তাহাতে। সুনাভি কোটর শোভা মকরন্দ তাতে॥ তাহে শোভে ব্রজঙ্গনা নেত্রভৃঙ্গীগণ। প্রবিষ্ট হইল পুনঃ না হৈলা নির্গম॥ সেই রসে মগ্ন হয়ে তাহাই রহিলা। লাবণ্য মধুতে মত্ত বাহির নহিলা॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে জন্ম হইল গঙ্গার। বলিলতা দেখি গর্ব্ব হইল যমুনার। কৃষ্ণপাদ পদ্মোপরি করিব বসাত। ত্রিবলি হইল তিন ধারা শুক্লাতি॥ ব্রজঙ্গনা নেত্র ভঙ্গী বাণ অলিগণ। কৃষ্ণ নাভি পদ্মমধু করিল ভক্ষণ॥ কৃষ্ণের উদর পদ্মপত্রে আসি বৈসে। লোমাবলি চলে কিবা পরম হরিষে॥ কৃষ্ণের উদর শোভা পদ্মপত্রে জিনি। অশ্বত্থ পত্রের শোভা কি কাযে মাখানি॥ কৃষ্ণ ললাট পরিমা কহেন নয়। সর্ব্বলোক নেত্র অলি যাকে আকর্ষয়॥ লোম শ্রেণী কালি নাগ কিবা তাহা কাহ। কৃষ্ণের উদয় ত্রিভুবন শোভা যাহ॥ তমালের নবদল কস্তুরি লেপনে সৌরভ মন্দিরে কৃষ্ণ তুন্দ তারে জিনে

অতি পুষ্ট নহে তুষ্ট অনুমানি। ভ্রমি লক্ষ ভৃঙ্গগণ যাহা তেই জিনি॥ নাভি হ্রদ হৈতে অসি রসের প্রবাহে। রোমাবলি ছলে হৃদি ইঙ্গিত হয়ে॥ অঙ্গ চক্র দুই পাশে মধ্য নিম্ন যার। সেই কৃষ্ণোদরে মন রহুক আমার॥ কৃষ্ণের উদর ছোট নদীর সমান। রাধিকার চিত্ত মীন যে খানে বিশ্রাম॥ রাই চক্ষু সফরিকা সদাই বিলসে। কিঙ্কিণী সারস পাণী সুখদ তটদেশে॥ লোমাবলি হৃদে জল লাবণ্য অমৃতে। ত্রিবলিকা সূক্ষ্ম উর্মি বিরাজিত তাতে॥ নাভিপদ্ম বিলসয়ে অতি মনোহর কৃষ্ণের উদরোপমা দিতে নাহি স্থান॥ কৃষ্ণ দুই পার্শ্ব হয়ে প্রকাণ্ড নাগর। রাই পার্শ্ব নাগরীর বল্লভ সুন্দর॥ প্রেয়সীর স্পর্শ লাগি সদা সমুৎসুকা। সুবর্ত্তুল স্নিগ্ধ মৃদু হয়েত অধিকা॥ কৃষ্ণ বাম অঙ্গে হয়ে রমার স্বরূপ। দক্ষিণ শ্রীবৎস অঙ্গে অত্যন্ত অনুপ॥ কণ্ঠেতে কৌস্তুভ হেম শৃঙ্খলে বিরাজে। সদাই বিলাস করে বনমালা মাঝে॥ কৃষ্ণ বক্ষস্থলে উচ্চ অতি পরিসরে। বল্লভীগণের সব সুখময় স্থলে॥ রাধিকার চিত্ত রাজ সুপীঠ আসনে, সদা বসি রহে নীলমণি সিংহাসনে॥ ত্রৈলোক্য যুবতী মন হরণ মাধুরী। বিরাজ করয়ে বক্ষস্থলে যে মুরারী॥ মুক্তাবলি তাতে যেন সুবদনি। তনুরোম শ্রেণী সেই ভানুসুতা মানি॥ বক্ষের তরল কান্তি যেন সরস্বতী। সঙ্গীত মঙ্গল করে সব ত্রিজগতী॥ বক্ষ স্থলে নহে কৃষ্ণের যেন তীর্থ রাজ্যে। প্রণাম করিয়ে বক্ষস্থল সবসাজে॥ বাহুস্তম্ভে কান্তিডোরে বন্ধন করিল। বক্ষের লাবণ্য দোলা নীলমণি হৈল॥ আশ্রান্ত দোলান করে রতি সিংহকাম। কিবা দিব কৃষ্ণ বক্ষস্থলের উপম॥ কৃষ্ণ বক্ষে শ্রীবৎসাঙ্ক পাশ্বে কুণ্ডলিকা। লাবণ্যের জাল তাতে শোভায় অধিকা। হেন বুঝি কাম ব্যাধ জাল বিস্তারয়। গোপাঙ্গনাগণ চক্ষু খঞ্জন বাঁধয়॥ শ্রীকৃষ্ণ বক্ষেত লাঞ্ছন চন্দ্রিকা আছয়। লক্ষ্মী শ্রীবৎস অঙ্ক পাশ্বে ক্ষীণ হয়॥ হেন বুঝি রাধিকার চিত্র কোষালয়। যুবতী রতন ধন তথি মধ্যে রয়॥ বক্ষস্থলে নীলমণি কপাট সোসর। চন্দ্রিকা কুলুপ

ছিল অতি মনোহর ॥ গোপাঙ্গনা চিত্ত বাঞ্ছা পূর্ণের কারণ তমাল কল্প তরু সুন্দর গঠন ॥ সতীগণ সাধ্বীগর্ব্ব নকা নাশিতে। বাহুযুগ হলে কাম পরিঘ নির্ম্মিতে ॥ কৃষ্ণ বাহু নহে এই গোপাঙ্গনা গণে। হৃদয় কুণ্ডল গণ কুণ্ডন কিরণে। ইন্দ্র নীলমণির কি কুশল অর্গলা। রাই চিত্রালয় রত্ন কপাট আর্পলা ॥ কিবা রাই চিত্ত শুক পুঞ্জরের দণ্ড। কি কহি কৃষ্ণ বহু অত্যন্ত প্রচণ্ড ॥ অতি দীর্ঘ বাহু যুগ লাবণ্য উছলে। অতিশয় নবপুষ্ট সর্ব্ব চিত্ত হরে ॥ লক্ষী বিশ্ব রমণীর বাঞ্ছনীয় শোভা। পীনস্তনী হৃদয়ের সর্ব্ব সুখ লোভা ॥ এই কৃষ্ণ ভুজ যুগ মোর মন মাঝে। সদা স্ফূর্ত্তি হও মোর এই বাঞ্ছা কাযে ॥ তরুণিমা মধু ফুল্ল কৃষ্ণ তনু বনে। সুধিরিকা কাম গজ কৈল প্রবেশনে ॥ তার দুই শুণ্ড ভুজ ছলে জানুপরি। সদাই চলয়ে শোভা পল্লব মাধুরি ॥ কৃষ্ণ বাহু ছলে বিধি স্তম্ভ দুই কৈল। তাহার মাধুরী দোলা নীলরত্ন হইল ॥ লক্ষী আদি করি যত অঙ্গ নারগণ। মতি দোইতে কিবা করিল গঠন ॥ কবি-গণ কহে গোপী ধৈর্য্য নাশিবারে। কামরাজ আসি কৃষ্ণ দেহ যজ্ঞ করে। নীলমণি শ্রাব বাহু ছলে নিরমিল। আমার মতেতে কিছু আর চিত্ত হইল ॥ প্রলয় উজ্জ্বল রস সমুদ্র হইতে। আশ্চর্য্য প্রবাহ দুই হইল নিগতে ॥ কৃষ্ণ করতলে শঙ্খ অর্দ্ধ চন্দ্রাংশে। যব গদাছত্র ধ্বজ আদি সবিশেষে ॥ পদ্মছলে ধনু ধুপ স্বস্তিকাদি করি। ব্রজ খড়্গ খট বৃক্ষ মীন বান ভারি ॥ পুরুষ উত্তম কৃষ্ণ লক্ষণ অঙ্কিত। করতল নানা রেখা অঙ্গুলী কহিত ॥ কোমল স্বভাব কৃষ্ণ হস্ততলে মনে। কর্কশ হইল মহা পুরুষ লক্ষনে ॥ বোন কবিগণ কহে এইত কারণ। সত্য নাহয় যত তাহার বচন ॥ কিম্বা গোপীগণ স্তব কমটি কোঠোরে। মর্দ্দন করিতে হস্ত হইল কঠোরে ॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি কাম শরে জর জর। বিশল্যকরণৌষধি কৃষ্ণ কলেবর ॥ রাই কুচ রস রসপূর্ণ সুবর্ণ কলস। কৃষ্ণ করতল

হয় সুপদ্ম বিশেষ॥ পদ্মের উপরে থাকে পূর্ণ চন্দ্রগণ। কামাঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ মুকুট সাজন॥ প্রতি দল শিরে যদি এইমত রহে। তবে কৃষ্ণ করপদ্ম করি যোজনায়ে॥ কৃষ্ণস্কন্ধ বৃষযুগ নিন্দি উচ্চতরে। উত্তম পুরুষ চিহ্ন বর্ণে কবিবারে॥ মোর মান শ্রীরাধিকা সুবাহু মৃণালে। সতত মিলায়ে সখী হয়ে উচ্চতরে॥ কৃষ্ণ বহু অংশে দুই উন্নত দেখিয়া। হেন বুঝি কণ্ঠ শোভা দেখি লোভা হয়ে॥ এইত বারণ সদা উদ্ গ্রবিকা হঞা। দেখয়ে কৌস্তুভ শোভা মস্তক তুলিয়া॥ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে উর্দ্ধ সুবিস্তৃত অতি। অধঃক্রমে কার্য্য রক্ত হবে সর্ব্বমতি॥ মাধুর্য্য রাজার কি যে সুন্দর আসন। নীলমণি ধরে কিবা হইল রচন॥ লাবণ্যের পুরু রহে অলপ নির্য্যাস মাঝে। মৃগী দৃশা নেত্র ইষ্ট তৃষ্ণা তুষ্ট রাজে॥ এই কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে স্তবন করিয়ে। যেন মন সদা মোর তাহাই রহয়ে॥ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে যুলে স্থূল মনোহর। ত্রিভুবন জনমিয়ে আনন্দ কন্দর॥ উর্দ্ধ ক্রমে অলপ কার্য্য দেখিতে সুন্দর। যে দেখয়ে তাহা সেই কাম মনোহর॥ আপন মাধুর্য্য সিংহ স্কন্ধ দর্প হয়ে। কেশজুট বিলাসয়ে খট্টিমা সুন্দরে॥ সুবর্ণ কনাতে এই মুকুন্দ কুন্দর। যে শোভা দেখিয়া কাম হয়ত বিকল॥ ইন্দ্র নীলমণি কম্বু কত কণ্ঠদেশ। পিক শিশু বাণীনাদ নিন্দি স্বরাশেষ॥ কণ্ঠে তিন রেখা হয় অতি মনোহর। ত্রিভুবন জন নেত্র আনন্দ কন্দর॥ নব নব নিজ কান্তি বসন শোভিত। যাহাতে হরয়ে কত রমণীর চিত্ত॥ কৃষ্ণ কণ্ঠ হয় লীলা অক্ষর সুরধনী। যাতে বিলসয়ে হংস হে কৌস্তুভ মণি॥ লাবণ্যের নদী বহে নর্ম্মনদী আর। সুন্দর কবিতা নদীগণ নদী সার॥ কণ্ঠপ্রভৃতি দেশে ইহা সদাই নিঃসবে। কৃষ্ণ কণ্ঠ দেশ বন্ধু আসার। অস্তরে কৃষ্ণ নাসা হনু আর ওষ্ঠাধর শোভে। সুকণ্ঠ চিবুক শোভে পদ্মদল হয়ে॥ দন্তাদি হয় পদ্ম কেশের সমান। হাস্য পদ্ম মধুগন্ধ অতি অনুপাম। [illegible]

ভ্রমরীর পাঁতি। জিহ্বা যেন অম্বুজের কর্ণিকার ভাঁতি॥ অতএব কৃষ্ণমুখ পদ্ম মনোরমে। সদাই হউক স্ফূর্ত্তি আমার মরমে॥ নিকলঙ্ক হরি মুখচন্দ্র মনোহর। কলঙ্ক থুইল ব্রজঙ্গনার উপর॥ কু কবি কহয়ে এই বৃথাবাক্যরসে। আমার মনেতে কিছু বিশেষ আইসে॥ সহজ নির্ম্মল সেই আশ্রয় করয়। নিজ তুল্য করে তারে এই মনে লয়॥ চন্দ্রের উপর যদি বান্ধুল থাকয়ে। দর্পণ কুন্দরে কেলি খঞ্জন নাচয়ে॥ তিলের কুসুম অর্দ্ধ হয় কামধনু। লোল অলি মালা আর নিষ্কলঙ্ক তনু॥ পূর্ণচন্দ্র থাকে যদি এসব বিধান। তবে হায় মুখচন্দ্র দিলেতে উপম॥ শ্রীহরি চিবুকে স্থল মোহন বন্ধান। চন্দ্রকান্তে নীলোৎপল দলের সমান॥ জননী লাবণ্যে বালো অঙ্গুলি সহিত। অল্প নিম্ন মধ্যে ভেলকরি অনুমতি॥ চিবুকের তলে দুই অঙ্গুলী যে দিয়া। অল্প উচ্চ কৈল অতি শোভার লাগিয়া॥ লাবণ্যের বন্য হরি চিবুকে উছলে। মনোজ্ঞ চিবুক শোভা কে কহিতে পারে। শ্রবণ চিবুক মল পরম সুন্দর। হরি হনু যুগ্ম সন্নিবেশ মনোহর॥ মাধুর্য্য জনের হরে মনে। বিহঙ্গগণের রাখে করিয়া বন্ধনে॥ অল্প দীর্ঘ বিস্তারিত হনু মনোরম। মুখবিম্ব অনুকুল অত্যন্ত সুসম॥ হরির শ্রবণ দুই অতি সুকোমল। আকার সৌষ্ঠবে জিনে শস্কুলি অনল॥ সুন্দর রচন হয়ে বিষ্টরা ভজনি। নিজ অংশু জালে গিলে সর্ব্ব নেত্র মণি॥ মকর কুণ্ডল তার মণ্ডন সুসমা। দেখিয়া অখিল চিত্ত দিতে নারে ক্ষমা॥ ভূষণে ভরে অল্প দীর্ঘ বর্ণ তার। বিধুঙ্গা দৃষ্টি মীম মনোজের জাল॥ গোপী মীন হরিণীর বন্ধন কারনে। কন্দর্প ব্যাধের জাল লয় মোর মনে॥ কিম্বা শ্রীরাধিকা চক্ষু খঞ্জন বন্ধনে। মদনের পাশ কর্ণ বন্ধ লয় মনে॥ রাধিকার পরিহাস সগর্ব্ব নিন্দন। গদগদ বচনামৃত অতি রসায়ন॥ কৃষ্ণবর্ণ তাহা পান করিতে চঞ্চল। সুরুচি সুশ্লিষ্ট সৌভা তরুণ অন্তর॥ আমার হৃদয়ে হরি কর্ণ যুগ শোভা। সদাস্ফূর্ত্তি করু চিত্ত আতিশয় লোভা॥ শ্রীহরির গণ্ড দুই পূর্ণ

চন্দ্র মণি। অত্যন্ত সুশ্লিষ্ট শোভা কহিতে না জানি॥ রাধা ধরামৃত পূর্ণ রসায়ন শোকে। পুষ্টিতা করিল অতি দেখ পরতেকে॥ মকর কুণ্ডল নাচে তার রঙ্গ স্থান। আশ্চর্য্য গণ্ডের শোভা অতি অনুপম। ইন্দ্র নীল মনিগণ দর্পনের গর্ব্ব। গণ্ডের লাবন্য কৈল তাহা অতি খর্ব্ব॥ হরি মুখে দুই ধারা সুক্কতান নাম। মধুরিমামৃত নদী আবর্ত্তান ঠাম॥ দশন কিরণে শিক্ক শোভা অনুপম। নবীন পল্লব যেন দুগ্ধ ধৌত সম॥ হরি ওষ্ঠোপরিশ্বাস নির্গমের স্থলে। অল্প নিম্ন হৈল সেই অতি মনোহরে॥ শ্যাম্ব অরুণিমা যাহা মিলন হইল। অল্প উচ্চ ওষ্ঠ তাহা মাধুর্য্য ভরিল॥ অল্প উন্নত দীর্ঘ মনোহর সীমা। বন্ধুকে জিনিয়া মধ্যে অতি অনুপমা॥ হরিধর মঞ্জুবিম্ব বন্ধুক জিনিয়া। মধ্যে অল্প রেখা হয় মনোমোহনিয়া॥ তাহার দর্শনে যত অন্য রাগগণ। হরয়ে স্বভাব এই অতি বিলক্ষণ॥ নিজামৃতে সুবাসিত বংশিকা করয়। সুক্ষ্ম দীর্ঘ শব্দে বিশ্ব চিত্ত আকর্ষয়॥ ব্রজের রমণীগণের সর্ব্বস্ব পেটারি। রাধিকার প্রাণ সিধু চষক মাধুরী॥ দশনের চিহ্ন তাতে আছয়ে সুচিহ্ন। কৃষ্ণাধর ওষ্ঠ চিত্তে অহুনিশি দিন॥ হরির দশন জিনি কুঞ্জ কাল বৃন্দ। আকার সৌষ্ঠব অতি মনোহর চন্দ॥ শিখিবর্হা মুক্তা শোভা অতি অভিমান। দন্তকান্তি লেশ মাত্রে করয়ে খণ্ডন॥ যুবতী অধর বিম্ব দংশন কারণে। হরির দশন শুক মুখের সমানে॥ প্রিয়ার অধর বিম্ব সদা অস্বাদনে। পক্ব স্বদাড়িম্ব বীজ সম দন্তগণে॥ রাধার ধার স্বর্ণ মণি ভেদের কারণে। হরির দশন নেত্র কামটঙ্ক বাণে॥ ঐছে হরি দন্তগণ মাধুর্য্যের সার। সদাই স্ফুরুক এই হৃদয়ে আমার॥ শ্রীহরির মুখচন্দ্র শুভ্রাংশু কৌমুদী। প্রণয়িগণের মন শ্রম নাশা বধি॥ রাধিকার প্রেম অতি সমুদ্র গভীর। হরি মুখচন্দ্র হাস্যে উছলে অস্থির॥ আপনার সুপ্রসন্ন কলিকা হইতে। অত্যন্ত আনন্দ পায় বিশ্বলোক চিত্তে॥ লক্ষ্মী আদি করি যত নিতম্বনাগণ। হাস্যাখ্যপদ্ম গন্ধ বাহয়ে মথন॥ গোপাঙ্গনা নেত্র ভৃঙ্গ নদী

পান করে। আপন মাধুরী বংশী স্থলে যেই ধরে॥ হরি মুখাম্বুজ হাস্য মকরন্দ। আমার হৃদয়ে সদা আনন্দ॥ হরি জিহ্বারসকবি মণি জন্ম স্থান। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে প্রধান। বিশ্বজনে মষ্টিরস দেন সর্ব্বক্ষণে। যথার্থ নাম রাধাধর পানে॥ হরির বচনে হয়ে রসালা উৎপন্ন। প্রেতামৃত হাস্য মধু হইল মিলন॥ সনর্ম্ম অক্ষর তাতে সংযোগ করিল। শব্দ অর্থ দুই শাক্ত কর্পূর বাসিল॥ কন্দর্প তাপ যত ব্রজাঙ্গনাগণে। এইত রসালা করে সে তাপ শমনে॥ সর্ববিশ্ব সন্তপণ করে হরি বাণী। জয় হরি বাণী সুধা সগর্ব্ব দমনী। হরির নাসিকা যেন ইন্দ্র নীলমণি॥ তিলের কুসুম অধোমুখে আছে জানি। সেই নীলমণি জিনি শুক চঞ্চুঠাম। নাসা ছলে কাষ্ঠবাণ কৈল নিরমাণ॥ অতি উচ্চ অগ্রভাগ নাসা মনোহরে। সদা যেন স্ফূর্ত্তি হয় আমার অন্তরে॥ হরির নয়নদ্বয় চন্দ্রকান্ত মণি। গুণিতে ঘটনা কৈল ইন্দ্র নীলমণি॥ অত্যন্ত সুন্দর তারা বিধি নিরমাণ। শ্বেতপদ্ম কোষ যুরে ভ্রমে রাম ঠাম॥ নয়ন অত্যন্ত শোভা অরুণ প্রবল। চতুর্দ্দিকে শ্বেত মধ্যে শ্যামলতা তরল॥ কামের কন্দুক অতি চিত্র নিরমাণ। তাহাতে তাড়বে সর্ব্ব গোপাঙ্গনা মান॥ লাবণ্যের সার সুধা বৈসে কৃষ্ণ আঁখি। কারণ্য অমৃত সর বাঞ্ছা সম দেখি॥ কন্দর্পের ভাবামৃত কিবা বন্যচয়। জগত প্লাবিত কৈলা সর্ব্বানন্দ ময়॥ কৃষ্ণের নয়ন অতি দীর্ঘ সুবিপুলে। অত্যন্ত চিকন শোন কোন মনোহরে॥ সুস্নিগ্ধ সুপিন ঘন পক্ষ সুচঞ্চলে। তারুণ্যের সার মদ ঘূর্ণন মন্থরে॥ এই কৃষ্ণ নেত্র যুগ আমার হৃদয়ে। সদা স্ফূর্ত্তি হয় সর্ব্ব লীলা রসময়ে॥ কি কহিব গোবিন্দের লোচন কটাক্ষ॥ সাধ্বী মর্ম্ম দৃঢ় মর্ম্ম ভেদে মহাদক্ষ॥ কামের সুতীক্ষ্ণ বামাজনি দর্প যার। হেন কৃষ্ণ কটাক্ষের গম্ভীর সঞ্চার॥ সন্ত দরিদ্র গোষ্ঠি স্বপ্নে নাহি জানে। হেন বাঞ্ছা পূর্ণ করে কটাক্ষের দানে॥ কৃষ্ণের ভ্রূলতা অতি কুকৌটিলা বান। বিদ্ধ করে যেই স্নিগ্ধ

যুবতীর প্রাণ॥ যুবতীগণের চিত্ত চঞ্চল হরিণী। বিন্দিয়া ঘুরায় যেই এ দিন রজনি। সেই কৃষ্ণ ভ্রূলতার কীর্ত্তি অতিশয়। কন্দর্প ধনুকে যেই তৃণতা করয়॥ কৃষ্ণের ললাটে কৃষ্ণাষ্টমি শশী জিনি। ভ্রূলতা অলকা দুই পার্শ্বেতে সাজনি॥ গিরিধাতু চিত্র চারু কাশ্মির তিলেক। কাম যন্ত্রাভিধ নামে মোহয়ে অলিকে॥ রাই মন হরিণীর বন্ধন লাগিয়া। কিরণের জাল কাম বিস্তারিল লঞা॥ অলকা মধুপ মালা কৃষ্ণ ভালো পরে। অতি সুললিত শোভা সর্ব্ব মনোহরে॥ অঙ্গনা নয়ন মিন বন্ধন কারণে। কন্দর্প কৈবর্ত্ত জাল কৈল প্রসারণে॥ গোবিন্দের কেশ শোভা অতি দীর্ঘতর। অত্যন্ত চিকন করে ভ্রমরা গঞ্জর॥ অতি সূক্ষ্ম সুকুঞ্চিত ঘনাগ্র সোসর। কস্তুরিকা নীলোৎপল গন্ধ মনোহর॥ কন্দর্প চামর নীলধ্বজ শোভা হরে। কৃষ্ণের কুন্তল সদা স্ফুরুক অন্তরে॥ চূড়া অর্দ্ধযুত বেণী জুটের বনান। সে সময়ে রচিত সেই বেশ বন্ধান॥ যে কেশে রাধিকা চিত্তে অমৃত সমানে। সেই কৃষ্ণ বেশ বহু মোর মনে॥ কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সুধা সমুদ্র জিনিয়া। পারাবার শূন্য তাহা বর্ণন যে ইহা॥ নানান ভূষণে করে যে অঙ্গ ভূষণে। সে শোভা করয়ে জগৎ দৃশাদি সেচনে॥ সহস্র বদনে অঙ্গ বর্ণন না হয়। হেন কৃষ্ণ মাধুর্য্যাঙ্গ সুমাধুর্য্যময়। এই রূপে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে শুক শারি। কণ্ঠে দক্ষাদিকা আসি বাক্য রুদ্ধ করি॥ তার বাক্য সুধার্ণবে মগ্ন ভেল চিত্তে। ক্ষণেক সবার চিত্তে হইল স্থিরিতে॥ এইত কহিল কৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সর্ব্ব বেদ সার। সদা আস্বাদয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রাণ যার॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন দাস কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন নাম ষোড়শ স্বর্গঃ॥ ১৬॥

—•—

শ্রীরাধায়া প্রেরিতয়াথ বৃন্দা সংলালিত শ্রান্ত মূলাগ তোহয়ং। দৃষ্টশ্চ কৃষ্ণস্যগুণানুবর্ণনে সশারিকঃ প্রাহ সভাং নন্দয়ন॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাধীর। জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত ঈশ্বর॥ জয় সনাতন প্রিয় রূপের জীবন! জয় জয় রঘুনাথ প্রিয় স্বরূপ নয়ন॥ জয় প্রভু অদোষ দরশী কৃপা ... এই কৃপা কর যে তোমাতে মতি হয়॥ রাধার প্রেরণে ... শুয়াকে হইয়া। সুস্থির করিলা তারে লালন করিয়া॥ ... গুণ বর্ণিবারে পুনঃ নিবেশিলা। আজ্ঞা গুণ ধর্ণি সবা ... কৈলা॥ শুক কহে কৃষ্ণ গুণ সমুদ্র গম্ভির। অবগাহ্য ... কবি মহ মহাধির॥ অত্যন্ত বরাক আমি কি বর্ণিতে জানি॥ জিহ্বাতে লেহন মাত্র চেষ্টা অনুমানি॥ যৈছেন লাঙ্গ ... সুপক্ক সুন্দরে। লুব্ধ কীর তাতে চঞ্চু অপিয়া ঠোকরে॥ ... ধরিতে হস্ত প্রসারণ করি। সুমেরু ভঙ্গিতে চাহি ... উপরি॥ মাহর্ণব সন্তরণে পার ইচ্ছা হয়। তৈছে কৃষ্ণ ... কাহি কিলজ্জ বিসয়॥ যে জিহ্বাতে কৃষ্ণ গুণ কথা পরশিল। সেই জিহ্বা অন্য বার্তা পরশ ত্যজিল॥ যে কোকিল রসালের মুকুল ভুঞ্জয়ে। সেনা কি কখন নিম্ব কলি বাঞ্ছয়ে॥ ... ব্রজপতি আগে গর্গ মহামুনি। কহিয়াছে কৃষ্ণ গুণ কহি... না জানি॥ মহত্ত্ব গাম্ভির্য্য আদি বহু গুণাগুণ। এই গুণ গান... কিছু লভে নারায়ণ॥ অনন্ত মহিমা গুণ অনন্ত বিস্তার। ... কেবা আছে যেই অন্ত করে তাঁর॥ স্বভক্তে বাৎসল্য আর প্রে... বশ্যতা। বহুত পালন করে ব্রান্তি মনোন্নিতা॥ ঐছন অ... গুণ সংখ্যা নাহি পার। ঐছে এক গুণ কেহ নারে বর্ণিবার। কৃষ্ণ রূপ ভুবনের ভূষণ করয়ে। নবীন কিশোর বয় মধ্য ... রহে॥ কৃষ্ণ বল দেখি গিরি ধরে কন্দু প্রায়। কি কহিব কৃষ্ণ সুশিলতা অতিশয়॥ কৃষ্ণের লীলাতে জগ মোহন করয়ে। ঐছে কৃষ্ণ দাতা ভক্তে আত্ম সমর্পয়ে॥ অখিল প্লাবিত হয় গোবিন্দ দয়াতে। কি কহিব কৃষ্ণ কান্তি বিশ্ব বিশোধিতে

হেন কৃষ্ণ গুণ গণ ভুবন ভিতরে। কে আছয়ে হেন যেই বর্ণি-
বারে পারে ॥ গোপাঙ্গনাগণ নিজ কিশোর বয়েস। যত গুণ
যত শোভা যত অঙ্গ বেশ ।। যতেক মাধুর্য্য আর কন্দর্পের
লীলা। দৈবগ্ধী উজ্জল রস চাপল্য অখিলা ॥ গোপেন্দ্র নন্দনে
তারা কৈল সমর্পণ। অঙ্গীকার কৈল হরি সাকল্য কারণ ॥
কৃষ্ণের অখিল অঙ্গে মৃগমদ রস। নীলোৎপল লিপ্ত গন্ধ
জিনিয়া সরস ॥ কৃষ্ণ কক্ষ ভুরু শ্রোণি কেশ পরিমল। জিনিলা
অগুরু পারিজাত উৎপল ॥ নাভি বক্ষ করপদ্ম নয়ন সুগন্ধ।
কর্পূর লেপিত পদ্ম গন্ধ করে অন্ধ ॥ সৌরভ অমৃত ঊর্ম্মি
বহে কৃষ্ণ অঙ্গে। জগত প্লাবিত হয় যাহার তরঙ্গে ॥ কৃষ্ণ
গুণগণে গোপাঙ্গনা মন হরে। গোপাঙ্গনা গণ প্রেমাপ্লুতাশয়া
তবে ॥ সেই মন হরে কৃষ্ণের চিতেন্দ্রিয়গণ। গোপাঙ্গনা বশ
কৃষ্ণ এইত কারণ ॥ বংশীধ্বনি করি কৃষ্ণ গোপনারী হরে।
গোপনারী হরি রাস মহোৎসব করে ॥ রাস মহোৎসবে নিজ
বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল। সকল জগতে সেই লীলা প্রকাশিল ॥ ব্রজে
ন্দ্রের কোলে যবে হয়ে মুরারি। নিলোৎপল দল মালা কো-
মূল্য বিস্তারি ॥ এইত গোবিন্দ অঙ্গের যত গুণগন। সহস্র
বদনে সদা না হয় গণন ॥ কৃষ্ণোদরে বিশ্ব দেখে ব্রজেশ্বরী
মাতা। গিরিবর ধরে করে যৈছে পদ্মপাতা ॥ সবে রাধা
মুখাম্বুজ দর্শন হইতে। যতেক আনন্দ হয় না পারি কহিতে ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য বন্যা ত অঙ্গ উছলে। রাই নিজ প্রতিবিম্ব তাহাকে
নেহালে ॥ আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি অন্য নারী গণি। বিভূতি
কম্পয়ে অঙ্গ সুনিশ্চয় জানি ॥ রাই রূপনাথ উক্ত কেহ নহে
জ্ঞান। অনন্যতা কৃষ্ণ চিত যাহাতে প্রমাণ ॥ অন্যাঙ্গনা প্রতি
হরি চিত নাহি যায়। পদ্মমধু লুব্ধ অলি লতাকে বাঞ্ছয় ॥
কৃষ্ণের নিচন্দ্র হয় অতি সুশীতল। চপল সমীর সর্ব্ব সহায়
সুন্দর ॥ সাধুজন সুনিরাম্বু নিধি সুগম্ভীর। কৃষ্ণ ঐছে স্বাভাবিক
প্রেমরস স্থির ॥ শ্রীহরি গম্ভীর স্থির মতি সদা হয়। কান্তিপূর্ণ
সুশীলতা বায়ু সুখময় ॥ অত্যন্ত সলজ্জা নির্ব্বিকার সদা

াই। শ্রীরাধা প্রণয় রসে বিকাশিত সেই॥ রাইর বদন যবে দেখয়ে মুরারি। সত্র ভ্রময়ে কাম চাপল্য বৈকাল॥ কৃষ্ণ গুণ দূরে শুনি লক্ষ্মী মন হরে। ব্রজঙ্গনা কেবা তাতে প্রণয়নি করে॥ ব্রজঙ্গনা কৃষ্ণ আরাধনা করে নিতি। আশ্চর্য্য সামগ্রি তার শুনহ পিরীতি॥ নিজ অঙ্গে শ্বেত পাদ্য অর্ঘ সুপুলকে। আচমন দিল অল্প উক্তি সুধাধিকে॥ নিজাঙ্গ সৌরগ্য যেই সেই গন্ধ সার। মন্দ হাস্য গণ পুষ্প বরিষে অপার॥ আলিঙ্গন লীলামৃত নৈবেদ্যাদি দিলা॥ সধাধর রসে সেই তাম্বূল অপিলা॥ ধিক লোকে কৃষ্ণ বহুবিধ মানে। ব্রজবাসী জন সবে নিজ বন্ধ জানে॥ অর্থ তৃষ্ণা অতিশয় যাহার আছয়। অর্থের ঈশ্বর হরি তার মনে লয়॥ বিপন্ন জনেতে কৃষ্ণ করুণার রাজে। যুবতীগণের স্থানে কন্দপ বিরাজে॥ বৈরিগণ স্থলে হরি কাল মূর্ত্তি হয়। সদ্ভক্ত জনেতে হরি সর্ব্বেশ্বর ময়॥ চণ্ডাল করয়ে যদি কৃষ্ণের ভজন। সেই জন হয়ে ভক্ত ব্রাহ্মণের সম॥ শ্রীকৃষ্ণের বিমুখ যদি হয়ে বিপ্রগণ। চণ্ডালের তুল্য তারে ত্যজি দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিগণ অতি নিরমল। কৃষ্ণ রুচি করে যেই ভুবন সকল॥ কৃষ্ণ প্রেম কভু হয় অমৃত সমান। প্রণয়ি জনেতে কভু বিষাধিক জ্ঞান॥ কৃষ্ণের বিরহে চন্দ্র হয়ে অগ্নি সমে। অগ্নিও অমৃত হয় হরির সঙ্গমে॥ পুতনাদি করি যত কৃষ্ণ বৈরিগণ। অদ্যাপি করিন্দ্র সব করয়ে গণন॥ হরি হাস্য করুণতা গুণগণ সঙ্গে। তাসবার গুণ সবে গান করে সঙ্গে॥ কোন ব্রজঙ্গনা দেখে যমুনা লহরি। তাহা দেখি হরি অঙ্গ অনুমান করি॥ অন্য সখি দেখি তাহা কহয়ে কাহারে। হরি অ[illegible] এই যমুনার ধারে॥ তিহ কহে এই দেখ [illegible]ষ্ণের বদন। সখি কহে মুখ নহে পদ্ম বিলক্ষণ॥ হরি চক্ষু [illegible] এই উৎপলের গণ। হরির অলকা নহে ভ্রমর সাজন॥ কেন সখি তুমা দৃষ্টি বার লুব্ধ হয়ে। হরি নহে রবিসূতা দেখহ [illegible]॥ যবে বংশিধ্বনি হরি আরম্ভ করয়ে। তবে ব্রজাঙ্গনা [illegible] মদন পশয়ে॥ নানান প্রকার জন্মে ব্রজাঙ্গনা মনে। [illegible]

ধ্বনি করে প্রবেশনে ॥ কন্দর্প উৎপত্তি করি ধৈর্য্যধন হরে। তবে লোক ভয় হয় ধর্ম্ম করে দূরে ॥ এইরূপে পতি কোলে হৈতে ব্রজাঙ্গনা। আকর্ষণ করে বংশি এ রূপে ঘটনা ॥ স্থির চরগণ কম্পে, স্তম্ভে নদী পানি। জয় যুক্ত হউ সে মুরলির ধ্বনি। গুণগন রসলীলা ঐশ্বর্য্যাদিগণ। অনেক আছয়ে কহি কহে কোন জন ॥ যে বসে সে বশ কিন্তু হরি সর্ব্বকর্ত্তা। নিশ্চয় জানিয়া কহে এই বার্ত্তা ॥ গোপাঙ্গনা প্রাণ হরি প্রণয়ে বিহ্বলা। বংশিকে কহয়ে সব হয়ে তক মেলা। শুনহে কঠীন বংশীধ্বনি ছল করি। গরল বরিষ কিবা অমৃত মাধুরি। রহেত জীবন রহু সুধারস পাঞা। অথবা পরাণ যাউ গরল ভক্ষিয়া ॥ রসামৃতে এক করি কেনে কর ধ্বনি। সহন্য বেদনা সদা পোড়ায়ে পরাণী ॥ কুবুদ্ধি অসুরগণ হরি নিন্দা করে। হেন গুণ যার আছে ধনে না বিচারে ॥ ভোগ বাঞ্ছা করে যেই সর্ব্ব ভোগ পায়। অর্থ লুব্ধ জনে দেই সর্ব্ব অর্থময় ॥ সুখের তৃষিত জনে সুখের স্বরূপ। আধিপত্য বাঞ্ছা করে জগতের ভুপ ॥ হেন হরি দ্বেষ করে যত গোপীগণ। দেখিতে উচিত নহে তাহার বদন ॥ হরি সহ বাস করি ব্রজাঙ্গনাগণ। প্রাতঃকালে গেলা সবে আপন ভবন ॥ রজনীর লিলা সব ভাবিত অন্তরে। বৃদ্ধা আগে দেখি সবে এই বোল বলে ॥ যেন হরি হস্ত নিজ ভুজ গিয়ে আছে। সেই স্থলে যেন বৃদ্ধাগণ আসিয়া ছ ॥ হরিকে কহয়ে শীঘ্র ছাড়হ আমারে। লোকযাত্রা হইল সবে যাব নিজ ঘরে ॥ সর্বগুণ গভীরতা গিরিধর ধীর। দুরে করি সব পীড়া সুখদ সুশীল। নবীন কিশোর বিশ্ব চিত্ত আঁখি চোর। সখী যুবতীর হৃদে মগ্ন অঙ্গ ভোর ॥ অসুর গণের প্রাণ হরিলে শ্রীহরি। বলে শচীপতি যজ্ঞ হরিল মুরারি ॥ ফণিপতি স্থান হরে নিজ বল হৈতে। সেই সব সুমঙ্গল হইল সভাতে ॥ রাধালয় হৈতে হরি আইলা প্রভাতে। অলংকার রসরঙ্গ ললাট চিহ্নেতে ॥ কুচজের মৃগমদ লাগয়ে বক্ষেতে। অঙ্গের মাধুরি হরি হইল [illegible]তে ॥ শুনিতে নিপুণাগণ চিহ্নেতে নারিল ॥

লাক্ষাপিরি ধাতুমতে বক্ষ জ্ঞান হৈল। রাইর মাধুর্য্য ... প্রণয় বাঢ়য়। অহর্নিশি এই মত বাঢ়ে দুই জন। দুঁহে ... কেহ তাতে নহে বিমুখন॥ এই রূপে দুহু সুখে কুঞ্জে ... সয়ে। সখীগণ সঙ্গে সদা আনন্দ হৃদয়ে॥ হরি পাদপদ্ম ... জিনি পদ্মগণ। কোটি চন্দ্র জিনি শোভা কৃষ্ণের বদন॥ ... ভুরু যেন হয় ভ্রমরার পাঁতি। কৃষ্ণের অধর যেন সু... ভাঁতি॥ চঞ্চল নয়ন যেন পদ্মে অলি ভাঁতি। কৃষ্ণের ... শুদ্ধ কুন্দকোলি পাঁতি॥ কৃষ্ণের বচন হয় অমৃত সমান। কৃষ্ণ হাস্য জ্যোৎস্না দ্যুতি দিয়তে উপম॥ কৃষ্ণ হস্ত নব ... জিনিয়া। নখগণ পূর্ণচন্দ্র তুল্য দেখসিয়া॥ কৃষ্ণ গণ্ডযুগ ... দর্পণের দ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নবঘন কাঁতি॥ অঙ্গনা নয়না কৃষ্ণ মুখপদ্ম মানে। ভ্রমরী তৃষিত যেন পদ্মমধু পানে॥ সাধু স্থানে কৃষ্ণ যেন চন্দ্র সুশীতল। প্রণয় জনেতে কৃষ্ণ ... সোসর॥ কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ সুধার আলয়। দৈত্যগণ স্থানে কৃষ্ণ বজ্র সম হয়॥ রমণী বৃন্দের স্থানে মদন সমান। দাতা কৃষ্ণ সম কেহ নাহি হয়ে আন॥ ঈশ্বরের মধ্যে কৃষ্ণ তুল্য কেহ নহে। কৃষ্ণের সমান লীলা কাহাতে না রহে॥ কৃষ্ণের সমান ত্রিভুবনে কেহ নাই। হরিণ নয়নী মুখ চুম্বয়ে সদাই॥ এই সব গুণ আছে যে কৃষ্ণ তনুতে। সেই কৃষ্ণ রক্ষা করু সকল জগতে॥ পঁচিশ প্রকার এই উপমারগণ। কৃষ্ণেরা কহিল এই যাতে সুখী মন॥ বৃন্দাবনে তরুলতা কৃষ্ণ সখি করে। ব্রজাঙ্গনা প্রা... নিজ অবসর ধরে। পুষ্প ছলে হস্তে স্তন ফল মনোহর। নবীন পল্লব যত সুন্দর অধর॥ কৃষ্ণ বংশী নারায়ণের পিচ্ছ ... যেই যৈছে বাঞ্ছা তারে তৈছে করে কৃপা॥ যোগেশ্বর ... যোগে সিদ্ধ মনোরমা। উপাসকগন বিষ্ণু ভক্তি সিদ্ধি করিমা ... হর তীর্থ অমৃতের ধারা সুমাধুরী। কৌমুদী হইতে ... আছে বেশভারি॥ গঙ্গা যেন পবিত্র করয়ে সর্ব্বজনে। ঐছে হরির পাদ পদ এ তিন ভুবনে॥ নাহিক হরির অঙ্গের উপমা সুসম। মাধুর্য্য তনু নাহি কার সীমা॥ মাধুরি হইতে ...

নাহি ওর। গুণগণ হইতে শীল সুন্দর উজের॥ কৃষ্ণকান্তা বলি প্রেম প্লুত বিনাশয়। কান্তা বলি প্রাপ্তি হরি বিদগ্ধতা হয়॥ বিদগ্ধতা হৈতে রসজ্ঞতার উদ্গম। রসজ্ঞতা হৈতে সর্ব্ব বিলাসানুপম॥ সবলাদি কার যত হরি সখিগণ। বিচিত্র সখ্যতা তার শুনহ কারণ॥ হরির নিগুড় তৃষ্ণা জানিয়া যতনে। কুঞ্জ শয্যায় কান্তা আনি করায় সঙ্গমে॥ ধন্য বৃন্দাবন স্থল যাতে হরি নীতি। বিলাস করয়ে সব সংহতি॥ প্রতি গিরি কুঞ্জ প্রতি পুলিন নিকুঞ্জে। স্বচ্ছন্দে বিহরে হরি সর্ব্ব মনো-রঞ্জে॥ পুলিন্দী কর্ণের হরি অদর্শন হৈতে। কন্দর্পের ব্যাধি পূর্ণ হৈল তার চিতে। হরিপাদ কান্তা কুচ কুঙ্কুম লাগিল। সেই সে কুঙ্কুম পঙ্ক তৃণেতে ভরিল॥ সেইত কুঙ্কুম তার লেপয়ে হৃদয়ে। তার স্পর্শে তা সবার ব্যাধি দূর হয়ে॥ কৃষ্ণ বধ যত যত দৈত্যগণে। তার পত্নী রাণ্ডী সব পুলীন্দা সনে॥ গোবর্দ্ধনে রহে হরি লীলার সময়। দেখিলা আনন্দে হরি স্তবন করয়॥ বৈরীগণ পত্নী সহ সুখ পাইল মনে। কহে সবে লাভ হৈল পতির মরণে॥ সে সব অসুর কংস মদ বাড়াইল। এখন না জানি তারা কোন স্থানে গেল॥ এইরূপে হরিগুণ অনন্ত অপার। নানা লীলা মহিমার কে কহিবে আর॥ তার আর কণা মাত্র পরশ করিয়ে। শুদ্ধতা করিবে মাত্র নিজ বাক্যচয়ে॥ এইরূপে শুক শারী হরি গুণগণ। বর্ণনা সমুদ্র মাঝে করিল মার্জ্জন॥ প্রফুল্লিত তনু মন আনন্দে হিলোলে। শুক পায়ে রাধাকৃষ্ণ গুণ পুনঃ বলে॥

যথা রাগঃ। নাবাম্বুদ জিনি দ্যুতি, দলিত অঞ্জন কাঁতি, ইন্দ্র নীলমণি জিনি তনু। পিতাম্বর পরিধান, বিজুরি কুঙ্কুম ঠাম, সূর্য্যোদয় যেন প্রাতে জম্বু॥ সখি হে সমধুর মূরতি গোবিন্দ। সদা মন্দ২ হাসি, উপরে আনিয়া বাসি, সুশীতল জিনি চন্দ্র॥ ধ্রু॥ কর্পূর চাঁদনগর, আরো কত বিলেপন, প্রতি তনু শোভায়ে মুরারি। হরির বদন কান্তি, গর্ব্ব হরে পদ্ম চাঁদ, রাকে কত মাধুরি॥ মকর কুণ্ডল গণ্ডে, তাণ্ডব করায়ে

রঙ্গে, বাঢ়য়ে বাল্লবি গুঢ় ভার। প্রেম রত্ন আভরণ, বন্ধুরে সখীগণ, তাহাতে মানয়ে বহু লাভ॥ লোকপাস ভুবনি কাল সৃষ্টি অবিরত, গৌরব রাখয়ে বিপ্রগণে। নিত্য নব্য বেশ; মনোহর কলি দেশ, নর্ম্ম কেলি মিত্র বৃন্দাবনে॥ ইন্দ্র নন্দন, গুণ জিনি বৃন্দাবন, সদা হরি যাতে বিলসয়ে। ইন্দ্র নাশিলা গর্ব্ব, কালি মদ কৈল খর্ব্ব, বলে কংস সবংশে খাতয়ে॥ আত্ম কেলী বিষ্টি করি, ভকত চাতকা বলি, তুষ্ট করে প্রতি ক্ষণে২। বীর্য্য শীল লীলা যত, আত্ম খোষ দাসী কত, আনন্দিত করে জনে জনে॥ কুঞ্জ রস কেলীগণ, সুধা কবি নির্ম্মঞ্জন, রাধিকা তোষণ করে যাতে। করে নানা পরিহাস, রাধা সহচরি পাশ, সখিগণ সন্তোষ করিতে॥ হরি প্রেম শীল কেলী, শুকীর্ত্তি মোহন মেলি, বিশ্ব চিত্ত চন্দন সমানে। করি রাস কেলি খেলা, নিল শুদ্ধ ভক্তি মেলা, দেখাইল শুদ্ধ ভক্তগণে॥ রূপ বেশ চিত্রঠাম, মন্মথ মন্মথ নাম, বহয়ে লাবণ্য রূপ রাশি। আপন নয়ন কোণে, যত ব্রজঙ্গনাগণে, ভাব বৃন্দ হৃদি পরকাশি॥ রাই পুষ্প উঠাইতে, হরি তারে পরশিতে, ভূষিত হৃদয় হয়ে যায়। রাই প্রেম বাম্য মুখ; শুরম্য মনে শুখ, দেখি হরি কোটি শুখ পায়॥ রাই বক্ষঃ শুচন্দনে, হরি অঙ্গ বিলেপনে, যে আনন্দ তার নাহি ওরে। বল্লবেশ শুনন্দন, চরণ কমল ধন, দাস্য দান করহ আমারে॥ শ্রীরাধিকা শুখবল্লভ, লক্ষ্মী আদি শুদল্লভ, যেই ইহা সদা পান করে। রাধাকৃষ্ণ সদানন্দ, বৃন্দাবনে সখীবৃন্দ, সঙ্গে দোহে পাদ সেবা করে॥ অনন্ত মহিমা গুণ, রূপেতে না হয় ঊন, কেবা পারে করিতে বর্ণন। মদিগ ত্র দেখাইতে, কিছু প্রকাশিল ইথে, কহে দাস এ যদুনন্দন॥

পূর্ণযথা। স্বর্ণ পদ্ম কুঙ্কুমাক্ত, খর্ব্বহারি গৌরী ভক্ত, গৌরচন্দ্র গন্ধে রাধিকা। কর্পূ রাজ গন্ধ বৃন্দ; কান্তি রাগ মন্দ গন্ধ, গোবিন্দ বাসিত শুরাধিকা॥ বন্দো [illegible] রূপ [illegible]। [illegible] ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যত লক্ষ্মীগণ কাছে [illegible] পাদ [illegible]

কর্ণে ॥ ধ্রু ॥ চন্দন উৎপল চন্দ্র, কর্পূর শীতল ছন্দ, জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী। হরি আত্ম স্পর্শ দেই, কামতাপ বিনাসই, কৃষ্ণ সখী করে শুবদনী ॥ বিশ্ব সতী বন্দ্যারমা, সে নহে যাহার সমা, রূপ নব্য যৌবন সম্পদ। শীলততি মনোহরা সুশীল অধিক তরা, নাশে কৃষ্ণ কাম তাপ সদা ॥ রবে নৃত্য সুসঙ্গতা, নর্ম্ম কলা সুপণ্ডিতা, প্রেমরস রূপ যে অধিকা। সদ্‌গুণাদি সুমণ্ডিতা, বিশ্বনব্য সুযোজিতা, গোপী বৃন্দ নিয়োজে অধিকা ॥ স্বেদ কম্প কণ্টকাদি, অশ্রু হর্ষ গদ্‌গাদি: বর্য বাম্য ভার বিভূষিতা। নানা রত্ন আভরণ, প্রতি অঙ্গে বিধারণ, কৃষ্ণ নেত্রে করয়ে তুষ্টিতা ॥ কৃষ্ণ বৃত্তি সর্ব্বক্ষণে, সৈন্য সচাপল্য গণে, ভাব বৃন্দ রহয়ে মোহিতা। যত্ন লব্ধ কৃষ্ণ অঙ্গ, নানান বিলাস রঙ্গ, করি শীঘ্র না হয় নির্গতা ॥ এইত রাধিকা গুণ, যেবা গায় অনুক্ষণ, সেই জন পায় সে চরণ। শৈলজাদি নারী গণ দুর্লভ যে সব ধন, রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবন ॥ সঙ্গে সব সখী গণ, রাধাকৃষ্ণ সুসেবন, কর যেবা করয়ে শ্রবণ। বৃন্দাবন মাঝে রহে, এ যদুনন্দন দাস কহে, হয়ে দোঁহা দাসের ভাজন ॥

শুক শারী মুখে এই কৃষ্ণে গুণমালা। বর্ণন শুনিয়া সবে আনন্দ পাইলা ॥ আনন্দ সমুদ্র মাঝে মগন হইলা। বিস্ময় পাইয়া মনে ক্ষণেক রহিলা ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা রসময়। সদা পান করে যেই ভাগ্যবান হয় ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ গুণ বর্ণনং নাম সপ্তদশ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

[illegible] [illegible]তেশ্বরী করি [illegible]দয়ে বৎসলাকরে।
[illegible] [illegible]লিরত্ত্বী [illegible] [illegible] [illegible]।

জয় [illegible] চৈতন্য [illegible]। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় [illegible] জয় [illegible] জয় জয়

শ্রীরঘুনাথ ভট্টের চরণ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তগণ সুখ রঘুজয় নাথ শ্রীজীব জীবনাথ ॥ জয় বৃন্দা ঠাকুরাণী জয় ব্রজবাসী। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সদা সুধারাশি ॥ জয় ব্রজাঙ্গনাগণ রাধা সখীবৃন্দ। সবে প্রেমদাতা রাধাকৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব ॥ অতঃপর প্রীতি হঞা রাধা সুবদনী। লালন করয়ে শুকে লয়ে নিজ পানি ॥ তৈছে হরি শারীপক্ষ লয়ে নিজ করে। বাৎসল্যাদি করি দুহু পড়ায়ে দোহারে ॥ কীর লয়ে প্রথমে পড়ায় শুবদনী। সবার আনন্দ হৈল যেই কথা শুনি ॥

যথা রাগঃ। পড় কীরাবীর, বীর নারদাভ তনু, যার গিরিন্দ্র ধরিল রসরাজে। সদা যেই কুঞ্জতীরে, মনোহর শুক-টিরে; বিলসয়ে শুমোহন রাজে ॥ কুহু রস কল্পতরু শ্যাম। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত, কুলবতী উনমত, ব্রজনারী কলঙ্কের ঠাম ॥ এ সদ্গুণ মণি মূল্য, তরণী মাদক পুর, শুমধুর মধুর অধরে। শুন্দর শেখর বর, শুচি রস শুসাগর, ব্রজকুল নন্দন নাগরে ॥ অঘবক শকটক, ভব ভয় বিনাশক, কমলজ পদ হরে পদে। চরণ কমল দল, প্রণত শরণ ফল, পত্ত খগ জয়২ নাদে ॥ শুন্দর নূপুর ধ্বান; কলহং সধ্বনি জিনি, সর্ব্বগুণ গম্ভীর মুরারি। মুরারি গণের বীর, পর্ব্বত ধারণ ধীর, হীরা হারে কণ্ঠের মাধুরী ॥ বিহরে কালিন্দী জলে, তাতি রস শুকল্লোলে শুমত্ত রাবণ রসরাজে। রমণী করিণী সঙ্গে, মোহন বিলাস রঙ্গে, নিরকুঞ্জ মন্দির বিরাজে বিলাস অমৃত সিন্ধু তরঙ্গের এক বিন্দু, ত্রিভুবন পরশে মাতায়। চঞ্চল কুণ্ডল যুগ, সে গোবিন্দ পদ-যুগ, চিত্ত কীর নিত্য রসকায় ॥ কহ হরি শুধাসার, সর্ব্ব শুধু মায়াগার ব্রজ নারীগণ প্রাণ সম। এ যদুনন্দন মনে যতন করিয়া পণে, তেঞি লাগি ভুয়া এত ভ্রম ॥

পুন যথা রাগঃ। কৃষ্ণ কহে শুন শারী, স্তব কর মনোহারি বাধিজ বরণী ধনী রাধে। জগন্নারী গর্ব্বহারি, পুণদাত্রী শুকুমারী হরি প্রিয়া সাধে কৃষ্ণ সাধে ॥ সখী যে সকল রমণী মাণ রাই। প্রিয়াগণ কত মোর, তাহাতে নহিল ওর, সবা

হৈতে যেই অধিকাই ॥ ধ্রু ॥ শুনাগরী সখাবিকে কৃষ্ণ চিত্ত মুরালিকে কহ শারী ধনী তুহু ধন্য। ত্রিজগত্তরুণী শ্রেণী, কলা শিক্ষ শিষ্যামণি, ভুবন ভরিল যশবন্যা ॥ সব গুণমণি খনি, প্রেম সুধামনি ধনী, ত্রিভুবন মধ্যে সাধ্বী বন্দ্যা। ভুবন পূজিতা ধনী, বৃন্দাবন রাজরাণী, লক্ষ্মী জিনি স্বয়ং লক্ষ্মী চন্দ্রা ॥ সর্ব্ব সল্লক্ষ্মণময়ী, শুসদ্গুণ শ্যসঙ্করী, অন্যে প্রণয়িনী নির্মান আক্ষিত কমল বশ, হেন প্রেম শুধারস, স্বয়ং লক্ষ্মী যার বন্ধ কন্যা ॥ রাসে নৃত্য বেশ হাস সংলাদি গুণারস প্রেম নব্য রূপ ভব্য ধনী। বল্লবীগণের ঈশ, নাগরেন্দ্র অহনিশ পূরে বাঞ্ছা রাধা গুণমনি ॥ ধরাধর ধারী ধর ধুন্ধের বর বর রাধির রাধার অধরে। নিতম্বর ধারি ধরি নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করি, অনুক্ষন স্থাবর অন্তরে ॥ কুঞ্জ তীরে তীর নিতি করিতে এক ব্র স্থিতি ভ্রমে হরি রাইর লাগিয়া। তীরে তীরে গান করে না পাইল প্রাণ পুড়ে পড় শারী এ সব কহিয়া ॥ কহ রাই হরি প্রাণ রাই হরির তুনয়ন রাই কৃষ্ণ গলে চম্পক মালা। ধ্রু যত্নুনন্দন দাস মনে কহে এই নহে আনে যাতে রস শুরঙ্গ ধরিলা ॥

কৃষ্ণ হস্ত হৈতে সার রাই করে গেলা। তৈছে শুক হরি হস্তে যাইয়া পড়িলা ॥ তবে রাই পুনর্ব্বার শারীকে পড়ায়। শুনি সখী সখাময় সর্ব্ব শুখ পায় ॥ পড় শারী কৃষ্ণ লীলা অতি নিরমলে। চন্দন কয়কা হীরাচন্দ্র মোগ করে ॥ তামাল নিন্দ অলি অঙ্গ ভাস। রূপজিনি মকরন্দ শুপদ্ম বিকাশ ॥ নর্ত্তক গোকুল চন্দ্র কীর্ত্তি বংশীবুনে। জর্জ্জর করিল হৃদি বংশ নারী গণে ॥ সখীর চিত্তে যেন শয়ালীর ধ্বনি। শুনিয়া উন্মত্ত হয় মানিয়া নিধ্বনি ॥ শুশীল বনিতা যত গোপনারীগণে। নিরস্ত্র সংসয়ে যেন মুরলীর গানে ॥ শুন শারী তারে শুব কর সাবধানে। মঙ্গল হইবে সব যাহার স্তবনে ॥ তবে কৃষ্ণ কহে কীব পড় সাবধানে। যাতে শুখী হয় মন সর্ব্বজনে শুনে ॥ কৃষ্ণের অগ্রেতে সব গোপ সাধ্বীগণ। চিকুর সহিতে

তাহা শুন সুনয়নী, দান পেলে মনোমানি, কৃষ্ণ পাশা সে দানে বান্ধিলা। পাশ বান্ধি হানে ধনী, কহয়ে জিনিল আমি, দেখিয়া ললিতা সুখী হৈলা॥ কৃষ্ণ হার লৈতে ধনী, পাসরয়ে নিজ পানি, কৃষ্ণ কর বারে নিজ করে। বটু কুন্দলতা সনে সুবল আর সখীগণে, হাস্য সহ বদাবদি করে॥ বৃন্দা নন্দীমুখী মাঝে কহে মধ্যাহ্নের কাযে অন্য চিত্তে কিছু দেখি নাই। সাম্য হয় দুই জনে, হার বহু দুহু স্থানে, পুনঃ খেল কলহ ঘুচাই॥ চতুর্থে রাখিলা পূর্ণ নিজ সহচরিগণ, রাধিকার জয় অনুমানি। বটু সশঙ্কিত হিয়া, চালে পাশা শঙ্কা পাঞা, গোবিন্দের হীন দান জানি॥ জিনিল জিনিল কহি, এক কৈল পাশা, দুই দেখি রোষ কৈলা সখীগণে। বটুকে রন্ধন কাযে, সব সখীগণ সাজে, অত্যন্ত কলহ বটু সনে॥ পাশা বহু হরি কহে, চালিতে কলহ হয়ে, প্রবৃত্ত হওত খেলা দায়। কিবা ফেল তুমি দান, আমি পেলি মনোমান, দান মধ্যে জয় পরাজয়॥ বিত্ত দুই চারি, দশ বামঞ্চাদি করি, এই পঞ্চ দান যে তোমার। পাচতি চৌপঞ্চ আর, সদাদোয়া হারি সার, ছতা আড়া বিসমা আমার॥ যে দান পড়য়ে এবে, যেই জন তবে, তত অঙ্গ সে জন লইবে। এই মত পণ করি; খেলা আরম্ভিল হরি, ভ্রমে এই পণ কৈলা সবে॥ রাই কেলাইলা দান, পাড়িল সে দশ নাম, দেখি হাসে সব সখীগণ। বিষম্নের প্রায় হার, কহে রাধ মুখে হেরি জিনিলেত লও নিজ পণ॥ বাহু বাহু কর এক, বুকে বুকে পরতেক, করে কর অধরে অধর। গণ্ডে গণ্ডে এক কর, মোর ওষ্ঠে ওষ্ঠ ধর, মুখে মুখ কর আপনার॥ এত শুনি হাসি ধনী কুন্দলতা প্রতি বাণী কহে শুন সখি কুন্দলতা। খেলাতে জিনিলা আমি; নিজ দ্রব্য লও তুমি, করি নিজ সখের সফলতা॥ তবে হরি পেল দান, পড়িল চৌপঞ্চ নাম, হরসিত কুন্দলতা কহে। হরি জয় পেল পায়ে; মহা মহৎ সুখ হৈয়ে, অতি গর্ব্ববাণী প্রকাশয়ে॥ নয়ন যুগল আর, কপোল যুগলে ভাল; কুচযুগ দন্ত বাস মুখে॥ নিজাধর ওষ্ঠ দিয়া, এই অঙ্গে পরশিয়া, নিজ

পণ লও তুমি সুখে ॥ রাধিকার দশ দান, আছে কু[illegible]তোমার, ললিতা কহয়ে তাহা জানি। চৌরঙ্গ তোমার দা[illegible] শুন হরি মনোমান, কুন্দলতা স্থানে লও তুমি ॥ তবে যে [illegible] পাছে হবে পরতেক, কোন দানে শোধ দিব তায়। [illegible] হাসি সখীগণ কুন্দলতা আনমন, এইমত নানা রঙ্গ হয় ॥ [illegible] লতা বলে, ললিতা কপোল মূলে, সেই দান রাখিয়া [illegible] শুন হরি যত্নকরি, আপন অধর ধরি, নিজ পণ লও বা[illegible] তুমি ॥ শুনি কুন্দলতা রাণী, হরষিত ব্রজমণি, ললিতা চু[illegible] হৈলা ॥ হেনকালে হাসি ধনী, সুদর্শ বামঙ্ক রাণী, কহিল পাশটী ফেলাইলা ॥ শুনি কৃষ্ণ ছল কলি, যে আজ্ঞা তোমারে বলি, বামগণ্ডে ললিতা দংশয়। বিধু মুখী ললিতা আ[illegible] সেই কুন্দলতা প্রতি, ক্রোধিত হইয়া অতিশয় ॥ তবে কৃষ্ণ রাই প্রতি, কহেন আনন্দ মতি, খেলাতে জিনিল দেও পণ। [illegible] বলি নিজ মুখে, ধরি রাই মুখ সুখে, অতিশয় করেন চুম্বন ॥ চঞ্চল নয়ন ধনী; ভৎসে গদগদ বাণী সস্মিত রোদন মিশ তাতে। কুটিল ভুরুর ভঙ্গী; কৃষ্ণ তাহা দেখি রঙ্গী; নিবারে ধনী কৃষ্ণ কর হাতে। নানান প্রবন্ধ করি; পাশা খেলি শ্রীহরি পরম প্রেয়সী করি সঙ্গে। হাস পরিহাস রসে অদ্ভুত সাগরে ভাসে, এ যদুনন্দন দাস কহে রঙ্গে ॥

এই রূপে কৃষ্ণ পাশা খেলে প্রিয়া সনে। সুক্ষ কীর শারী আইলা হেনই সময়ে। আসি কহে জটিলার আগমন হৈল। জটিলা নামে সবে শঙ্কা বহু পাইল ॥ নমাভিধ কুঞ্জে সবে শীঘ্র চলি আইলা ॥ কুন্দলতা সেইখানে গোবিন্দ রাখিলা ॥ রাই লয়ে গাই। সূর্য মন্দির ভিতরে। পশ্চাৎ আসিয়া তথা জটিলা উত্তরে ॥ আসি [illegible] প্রতি কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে বিপ্র না মিলে এখানে ॥ সবে এক বিপ্র তাতে [illegible] [illegible] করিয়া লইয়া [illegible] নিমন্ত্রণ ॥ গর্গ শিষ্য এক আইলা মথুরা হইতে। [illegible] সূর্য পূজার পণ্ডিতে। কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণসনে ধেনু [illegible] কুণ্ডে আইলা সবে

স্নান করিবারে॥ প্রার্থনা করিয়া তারে আনিবার কালে। বটু তারে কটু কহি আসিতে না দিলে॥ তোমার কটুতা কথা পথে শুনাইল। এইত কারণে বিপ্র এথা না আইল॥ বৃন্দা কহে এবে তেহ আছে কোন স্থানে। কুন্দলতা কহে ফিরে শ্যামকুণ্ড বনে॥ পুন বৃন্দা কহে যায়ে আম যত্ন করি। তেঁহো কহে না আইসে তুয়া দোষ বলি। তবে বৃন্দা যত্ন করি ধনিষ্ঠারে বলে। একা না আইসে তবে আনহ দোহারে। মিস্টান্ন ভোজন বহু দক্ষিণ সহিয়া। আনহ তাহারে মধুমঙ্গলে লইয়া॥ এই রূপে বৃন্দা যদি দুই তিন বার। যত্ন করি কহিলেন্ত বটু আনিবার॥ শুনিয়া ধনিষ্ঠা শীঘ্র গমন করিলা। ব্রহ্মদেশে বেদমূর্তি কৃষ্ণ লয়ে আইলা॥ বটু সঙ্গে করি যদি গোবিন্দ আইলা বৃন্দা নানা পূজা তার অনেক করিলা॥ তিঁহো তাঁরে আশীর্ব্বাদ অনেক করিলা। পুত্রবধূ ধেনুগণ মঙ্গল কাহলা॥ পূজারম্ভে কৃষ্ণ তবে পুছে বৃন্দা স্থানে। কি নাম বঁধুর তাহা কহত আপনে॥ বৃন্দা কহে রাধা নাম বিখ্যাত ইহার। শুনি কৃষ্ণ মনে অতি হৈল চমৎকার॥ কৃষ্ণ কহে এনো হয় সেই গুণবতী। যাহার সতীত্ব রস ভুবন খেয়াতি॥ মথুরা নগরে শুনি শুন গ্রাম যার। ধন্য তুমি বৃন্দা হেন বধূ সে তোমার॥ এত কহি রাই প্রতি কহেন মুরারি। শিরাবৃত বস্ত্রে মিত্র পূজা নাহি করি॥ কুন্দলতা রাই শিরের বস্ত্র নামাইলা। শোভা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গে পুলক ভরিলা॥ কহে নারী না পরশি যাজ্ঞিক লাগিয়া। বরণ করহ আমা কুশাগ্র ছুঁইয়া॥ জগত মঙ্গল গোত্র মোর উচ্চারহ। শুচি বিপ্রবর শুচি পুনর্ব্বার কহ। তুমি বিশ্বকর্ম্মা পুরোহিত যে আহার। মিত্রপূজা কর্মে কৈনু বরণ তোমার॥ তবে কহ ভাস্বৎ অতুলি অন্ধকার অনুরাগী লাগি তাহা করহ সংহার॥ আগে মিত্র পদ্মিনীর সুবান্ধব তুমি। তোমার চরণদ্বয়ে প্রণমিয়ে আমি॥ এই মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিয়া। নমস্কার কর নানা মিত্রের বলিয়া॥ তবে কহে গৌরীশ্বেক তব পূজাচরি। পূর্ণ কর বাঞ্ছা আমি অভিলাষা

করি। স্তুতি বেদ পাঠ করে সে মঙ্গলে। পূজা পূর্ণ [illegible]
রাই প্রতি কিছু বলে॥ গোপতি যজ্ঞের পূর্ণ হইল তোমার
নিজ গোত্র পুরোহিত অর্পণা বিচার॥ আমাকেত গোদাধনি
দেহ বহু করি। এত শুনি বৃন্দা আনি দিব্য পাত্রে ভরি
রাধিকার স্বর্ণাঙ্গুরি নৈবেদ্যের সঙ্গে। আনন্দে দক্ষিণা দি
ষ্ণ বহু রঙ্গে॥ বৃন্দাভুক্তি দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। কি ক
নৈবেদ্য স্বর্ণ অঙ্গুরী লইয়া॥ একান্ত বৈষ্ণব আমি অন্য [illegible]
শেষ। ভক্ষণ না করি ইহা জানিহ বিশেষ॥ শুক্ল বৃত্তি ক[illegible]
অন্য বর্ণনা করিয়ে। গর্গ মুনির শিষ্য আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়ে॥
জ্যোতিষ সামুদ্রিক জানি আ নয় সকল। ব্রজবাসী প্রতি মোর
দাক্ষিণ্য কেবল॥ তবে ত জটিলা গুণ শুনিয়া তাহার। কুন্দ-
লতার কর্ণ লাগি পুছয়ে বিচার॥ তবে কুন্দলতা আসি কহে
কৃষ্ণ কাছে। বধূ হস্ত দেখি ফল বল বৃদ্ধা যাচে॥ কৃষ্ণ কহে
আমি কভু যুবতীর অঙ্গ। দর্শন না করি এই আছয়ে নির্ব্বন্ধ॥
তথাপিহ তোমা সবার আগ্রহ লাগিয়া। দূরে হৈতে দেখ
তুমি হস্ত ধার গিয়া॥ তবে কুন্দলতা রাই হস্ত প্রসারিল।
দেখি কৃষ্ণের কম্প অশ্রু পুলক হইল॥ অত্যন্ত বিস্ময় হয়
আচ্ছাদন করি। কহে স্বয়ং লক্ষ্মী চিহ্ন সকলি ইহারি॥ ইঁহে
যবে যারে হয় প্রসন্ন নয়ান। সব সম্পত্তি তবে হয় বিদ্যমান॥
যেখানে রহয়ে এই বধূ যে তোমার। সেখানে সম্পত্তি সব
মঙ্গল সঞ্চার॥ কি নাম তোমার পুত্রের কহত নিশ্চয়ে বৃদ্ধা
কহে অভিমন্যু নাম তার হয়॥ তার নাম শুনি কৃষ্ণ গণনা
করিলা। গণনা করিয়া অতি চিন্তিত হইলা॥ তুয়া পুত্র আয়ু
মধ্যে বহু বিশেষ। আছয়ে দেখিল আমি [illegible]॥
এই সাধ্বী প্রভাবেতে বিঘ্ন নাহি হয়। এত শুনি বৃদ্ধা চিতে
আনন্দ বাড়য়॥ রাই রত্ন সম ত্রুবা মূল্য নাহি তার। [illegible]
পাইয়া ধরে অগ্রেতে তাহার॥ এইত সময়ে [illegible]
আইয়া। চল বিশ্বকর্ম্মা তোমা কৃষ্ণ বোলাইয়া॥ [illegible]
ফল আদি ভোজন লাগিয়া। তোমার অপেক্ষা করে [illegible]

লইয়া ॥ তিহে কহে অন্য জল অন্ন না খাইয়ে। ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ভোজন করিয়ে ॥ গর্গ কন্যা আমা আজি নিমন্ত্রণ কৈল। শীঘ্র তথা যাব এই নির্ণয় কহিল ॥ শুন বটু লও তুমি নৈবিদ্যাদি যত। শুনিতেই বটু মনে হৈলা হরষিত ॥ বৃন্দাকে কহেন শাস্ত্র বাচন দক্ষিণা। আমাকেত দেহ নিত্রে তুমি যজ্ঞপূর্ণা ॥ শুনি বৃন্দা নিজ হেমাঙ্গুরী তারে দিলা। তাহা পায়ে নিজ বক্ষ বাহু বাজাইলা ॥ নৈবেদ্য লইয়া নিজ অঞ্চলে বান্ধিলা। বৃন্দার প্রার্থনায় কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ দক্ষিণা না নিলে নহে ব্রতের পূর্ণতা। কৃপা করি লও তুমি দক্ষিণা সর্ব্বথা ॥ তোমার না রহে কায় দিবে অন্য দ্বিজে। না লইলে ব্রতি নীল অমঙ্গল ভজে ॥ এত শুনি হাসি সেই শ্রীমধু মঙ্গল। অঞ্চলে বান্ধিয়া দুই মুদ্রিকা সুন্দর ॥ কৃষ্ণ নিদেশয়ে তারে কহে যত দোষ। আমার সকল দাও কহে অসন্তোষ ॥ তবে ত [illegible] কহে মান্য করি। যবে আইস মোর ভাগ্য ব্রজপুরী ॥ সূর্য্য পূজাইবে তিনি আমার বধুরে। অনেক দক্ষিণা দিব বলিব তোমারে ॥ এত কহি বৃন্দা কৃষ্ণে প্রণাম করিলা। বটুতে প্রণমি সুখে গৃহেতে চলিলা ॥ রাধিকা সুন্দরী সব সখীগণ লইয়া। চলিলা আপন গৃহে বিমনা হইয়া ॥ ললিতার সঙ্গে কথা আলাপন ছলে। গ্রীবা ফিরাইলা কৃষ্ণ মুখপানে নেহালে ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়ে কৃষ্ণ মুখাব্জ মাধুরী। তৃপ্ত নহে তৃষ্ণা বাড়ে নয়ন চকোরী ॥ রাই তনু হেম ঘাট অতি মনোহরা। পূর্ণ কৈলা স্নিগ্ধ দুধ কৃষ্ণ রসলীলা ॥ তাহা দেখি সখীগণ সুনয়ন বৃন্দ। জড়ায়ে ন[illegible]ন চিত্তে পরম আনন্দ ॥ সেই রাই তনু এবে গোবিন্দ বিহারে। বিরস বিবর্ণা দেখি সখী তাপ পায়ে ॥ রাধিকার সঙ্গ চন্দ্রে গোবিন্দের তনু। প্রফুল্ল হইল নীল উৎপল জনু ॥ এবে রাই বিচ্ছেদার্ক উদয় হইল। সেই কৃষ্ণ অনুক্ষণে ম্লান হইয় গেল ॥ ঐছে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে বিনয় হইয়া। সখীগণ মাঝে শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া ॥ সখীগণ ধায়ে আসি কৃষ্ণ পরশয়। আমি আগে ইল বলি স্ফুট [illegible] কয় ॥ সখা কহে গেলা আমা সবাকে

ছাড়িয়া। বহু দুঃখ পাই সবে তোমা না দেখিয়া॥ তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ সহনে না যায়। ব্যক্ত কঠিন্যতা তুয়া হিয়ায়॥ অত্যন্ত বৈকল্য পায়ে তোমা অন্বেষিতে। উদ্যোগ মাত্র লাগিল করিতে॥ হেনই সময়ে তুমি আইলা। আসিয়া কৌমুল্য প্রেম প্রকাশ করিলা॥ মধ্যে কৃষ্ণ মধ্যাহ্ন বিলাস। দুর্বিগাহ সুধাসিন্ধু লীলা লাস॥ পরাবার শূন্য সর্ব্ব রসময় লীলা। শ্রীরূপানুগ্রহ যে কিছু আনিলা। মোর ভাগ্য তার কণা তটেত থাকিয়া। মোর ভাগ্য তার কণা তটেত থাকিয়া। পরশ করিল আত্ম পবিত্র লাগিয়া॥ এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিলাস। গোবিন্দলীলামৃতে যাহা হইল প্রকাশ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের হরি সঙ্গে স্থিতি। সাক্ষাতে দেখিয়া লীলা বিস্তারিলা অতি॥ তাঁহার চরণদ্বয় করিবে বন্দনা। তাঁর পায়ে বহু মোর অপরাধ ঘটনা॥ সমাপ্ত করিল এই মধ্যাহ্ন বিলাস। ইহা যেই শুনে তার সর্ব্বতাপ নাশ॥

তথাহি। শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ সেবা ফলে;
ভট্টে শ্রীরঘুনাথ দাস কৃতিনা শ্রীজীব সঙ্গোদগতে।
কার্য্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বরজে গোবিন্দলীলামৃতে,
সর্গোহষ্টাদশ সংখ্যা এবনিরগান্মধ্যাহ্ন লীলাময়॥

গোবিন্দ চরিতামৃত শ্রবণে মধুর। সদা আস্বাদয়ে যার ভাগ্য পুঞ্জ পুর॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। যদুনন্দন দাস কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পাশক খেলা সূর্য্য পূজাদি বর্ণনং নামঃ অষ্টাদশ স্বর্গঃ॥ ১৮॥

—০—

তথাহি। শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে ক্লিপ্তনা নোপহারা, সুস্নাতাং রম্য বেশং প্রিয়মুখ কমলালোক পূর্ণ প্রমোদাং। কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচরিতং ধেনু বৃন্দৈর্ব

স্বসৈঃ শ্রীরাধা লোক তুপ্তং পিতৃখমিলিতং মাতৃমিষ্টিং স্মরামি॥

জয় জয় শ্রীহরি চৈতন্য দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয় জয়॥ জয় রূপেশ্বর জয় সনাতন প্রাণ। তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥ দুর্ব্বাসনা দুর্গতি দীন মুঞি চরাচর। তোমা বিনু ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর॥ কৃপাকর দয়ানিধি লইনু শরণ। তোমা না ভজিনু মুঞি বড়ই অধম। এবে কহ অপরাহ্ণ লীলা রসক্রম। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসীগণ॥

যথা রাগঃ। তবে রাই সখী মেলা বিমনা গৃহেতে আইলা; উপহার কৈল হরি লাগি। অপরাহ্নে স্নান কৈলা অঙ্গ বেশ বনাইলা হরি মুখ দেখি গেল আসি॥ পরম আনন্দ ভরে বনপথ নাহি হেরে আগুবাড়ি দেখিল গোবিন্দে। নয়নে নিমিষ পড়ে তাতে বিধি নিন্দা করে এইরূপে বাড়িল আনন্দে। হরি অপরাহ্ণ কালে ধেনু মিত্র লৈয়া চলে ব্রজবাসী করিবারে সুখী। সখা সঙ্গে নানা রঙ্গ নানাবিধ ছন্দ শৃঙ্গ বেণু সাজে পাখা শিখি॥ রাধিকার মুখ দেখি আনন্দে ভরিল আঁখি অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে। পিতা আদি গুরুজনে কৈল বহু লালন অনেক লালিতা মাতাগণে॥ এই অপরাহ্ণ লীলা সূত্রে অতি মনোহরা স্মরণ করিয়া হিয়ামাঝে। ইহার বিস্তর কহি সংক্ষেপার্থ রসময়ী কহিতে না উঠে শঙ্কা লাজ॥

সব সখীগণ যদি কৃষ্ণ লাগি পাইলা। আপন স্বভাব সবে প্রকাশ করিলা॥ শৃঙ্গদল বেণু বীণা সব সখা লৈল। নানান লাবণ্য বেশ হরি সেবা কৈল॥ সালাপানুলাপ কেহ প্রলাপ কয়য়ে। কেহ বিপ্র লাভ করে সংলাপাদি ময়ে॥ কেহ সুপ্রলাপ করে কেহ বিলপয়ে। কেহ আলাপন করে আনন্দ হৃদয়ে॥ অস্পষ্ট কহয়ে কেহ নিবৃত্ত ভাসিতে। কেহ মিথ্যা কহে অন্যে প্রিয় সত্বরিতে॥ উপালম্ভ কহে কেহ উৎকণ্ঠা বচন। কেহ স্তুতি গর্ব্ব করে কেহত নিন্দন॥ গূঢ় বাক্য পরিহাসে কহে অন্য জন। কেহ প্রহেলিকা কহে সুন্দর বচন॥ কেহ চিত্র বাক্যে কহে সমস্যাদি দান। কেহত সমস্যা পুরে

দিয়েত প্রমাণ ॥ এইরূপে সখীগণ হাসয়ে হাসায়। দেখি ... বলরাম অতি সুখ পায় ॥ শ্রীমধুমঙ্গল নিজ উত্তরি ... নৈবেদ্য বান্ধিয়া রাখে করিয়া গোপনে ॥ যেন চৌর্য্যধন ... রাখে যত্ন করি। দেখি প্রশ্ন করে রাম অতি কুতূহলী। ... বটু তোমার বসনে কিবা হয়ে। বটু কহে দিবাকর নৈবেদ্য আছয়ে ॥ পুনঃ পুছে বলরাম পাইলা কোন স্থানে। বটু কহে দিল মোরে সব যজমানে ॥ পুনঃ হাসি রাম পুছে কোন যজমান বটু কহে সব ব্রজ কত নিব নাম ॥ আজি শুভবার হয় সূর্য্যের বাসর। পুজা করি কতজন পাইল কত বর ॥ পুনঃ রাম কহে খোল দেখি কিবা হরে! বটু কহে লুভি সখা বলিতে নারিয়ে ॥ সখীগণে কিছু দেহ পুনঃ রাম কহে। আপনেও কিছু খাও এই বিধি হয়ে। বটু কহে ইহা আমি দিতে না পারয়ে ॥ আপনি খাইব ইহা বৃথা বহু হরে ॥ রাম কহে কাড়ি লঞা খাইব সবাই। বটু কহে তার মোর ভয় জ্ঞান নাই ॥ তোমারেই ভয় জ্ঞান না করিয়ে আমি। সর্ব্ব বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি বিচারিলে জানি ॥ শুনি সখা প্রতি রাম ইঙ্গিত করিল। সব সখীগণ আসি বটুরে বেড়িলা ॥ বিনয় করিলা আগে যাচয়ে তাহারে। অবজ্ঞা করিয়া বটু কর্ণে নাহি করে ॥ কেহ কেহ বটু পৃষ্ঠে দেশেতে যাইয়া। দুই নেত্র আচ্ছাদিল দুই হস্ত দিয়া ॥ কোন সখা বস্ত্র সহ নৈবেদ্য লইয়া। সুবর্ণ ... লঞা যতনে রাখিলা ॥ এইরূপে লুঠ পুট কৈল সখাগণ। কেহ পাছে যাঞা কাছে করিল মোচন ॥ কেহ আগে আসি কোঁচা খসাইয়া ফেলে। কেহ পাশে আসি পাগ মিল নিজ বলে ॥ কেহ আসি কেশ বন্ধ খসাইল তার। কেহ বেণু নিল যষ্টি নিল কেহ আর ॥ সব দ্রব্য লইয়া সবে সব দ্রব্য লইয়া সবে ধাইয়া পলায়। ... লয় ... ছুইয়া ... রোদন করয়ে উচ্চ ... ন করয়ে ... হে ... সেই ক্ষণ। ...

যুদ্ধ কৈল কারো সনে। বাহু যুদ্ধ করে কারো সঙ্গেত যতনে॥ তবে হরি আলিঙ্গন করিয়া তাহারে। নিরস্ত করিল আর যত যত সহচরে॥ বেণু যষ্টিবস্ত্র আদি সব দিয়াইল। মুদ্রিকা না পাঞা বটু অতি দুঃখি হৈল॥ রোষ করি সখীগণ শাপে অতিশয়। ব্রহ্মস্ব হরিয়া নিলে মহাপাপীচয়॥ সুবর্ণ মুদ্রিকা মোর চুরি করি নিলা। মোরে না ছুইহ কেহ অপবিত্র হৈলা॥ এই ব্রজে যাঞা আমি তোমা সবাকারে। প্রায়শ্চিত্ত করিবারে কহিব সবারে॥ এত কহি দ্রুত যায় ফুকার করিয়া। নিরস্ত করিলা রাম তাহারে ধরিয়া॥ তবে বটু রাম প্রতি কহিতে লাগিলা। এইত পাপের এবে তুমি কর্ত্তা হৈলা॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি করি যাবৎ পর্য্যন্ত। না ছুইব তুয়া তনু তাবৎ পর্য্যন্ত॥ এইরূপে নানা লীলা সখী গণ সঙ্গে। করে হরি প্রতি তরুতলে মহা রঙ্গ॥ আপরাহ্ন কালে সব ধেনুবণ লৈয়া। ব্রজে বলে স্থির চরণ করিয়া॥ বৃন্দাবন হৈতে হরি ব্রজে যাইয়াছে। আসিয়া ত্বরা হৈল উৎকণ্ঠা অন্তরে॥ তবে হরি দেখে সব ধবলীগণ। চরে সব ধেনু গিয়া অতি দুর বন॥ একত্র করিতে কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিতা হৈয়া। বংশীধ্বনি করেসব ধেনুনাম লৈয়া হরিণী রঙ্গিণী পদ্মা পদ্মগন্ধা আর। চমরী খঞ্জনী রম্ভা কজ্জলাক্ষী সার॥ ভ্রমরী সুনদা সন্দা মুনন্দাদি নাম। সবলি মারলী পালী ধত্রা কন্যাখ্যান॥ পিষঙ্গীধবলি গঙ্গা ভৃঙ্গি মনোরমা। বংশীপ্রিয় সুকালিন্দী হংসী আর শ্যামা কুরঙ্গী কোপিলা গোদাবরী ইন্দু প্রভা। ত্রিবেণি যমুনা শোণা শ্রেণি অতি শোভা॥ চন্দ্রাবলী সুনর্ম্মদা আদি ধেনুগণ। হিহি হিহি শব্দে কৃষ্ণ করেন আহ্বানে॥ ধেনুগণ মনে হরি আছে পাছে মোর। এই লাগি হর্ষ ধেনু চরে নিরন্তর॥ বেণগানে জানে এবে কৃষ্ণ আছে দুরে। তৃণে তৃপ্ত হঞা আছে সবার উদরে॥ দুগ্ধ পূর্ণ স্তন গণ কম্বলের ভার। উর্দ্ধমুখ রহে পুচ্ছ উর্দ্ধ কর্ণ আর॥ প্রণয় মন্থর শীঘ্র গমন হুঙ্কারে। তৃণের কবল সঙ্গে

দশনাগ্রে ধরে ॥ এইরূপে কৃষ্ণপাশে আইলা ধেনুগণ। বেঁ
গোবিন্দ তাহা কে করু গণন ॥ গণের অধ্যক্ষ গঙ্গা আনি
যত। গোবিন্দ সৌন্দর্য্য নেত্র পিয়ে অবিরত। কৃষ্ণ অঙ্গ
লয় নাস উর্দ্ধ করি। অঙ্গের অঙ্গ পরশয়ে হর্ষ চিত্ত
জিহ্বাতে হেলন করে কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী। রহিলা হুঙ্কারে যন
বৎসর আবরি ॥ তার স্নেহ বশ হৈয়া নিজ হস্ততলে। সাধে সব
ধেনু তনু কুঞ্জয়ন করে ॥ অতিশয় প্রেমে কৃষ্ণ হর্ষ পরা য়া।
কহেন গোবিন্দ তারে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ শুন মাতামহগণ তৃণে
উদর ভরিল। দেখ দিন গেল এবে অপরাহ্ন হৈল ॥ ক্ষুধাতে
পীড়িত বৎস সকল তোমার। চল এবে ব্রজে যাই যে বিচার॥
এই রূপে কৃষ্ণ স্নেহ বিহ্বল হইয়া বিচ্ছেদ করায় সখা যতন
করিয়া ॥ ব্রজ পথমুখ কৈলা সব ধেনগণ। নানা ভেদ হৈয়া
চলে ধেনু ঘনে ঘন ॥ কোন ধেনু কণ্ঠে ঘণ্টা তাহাতে কিঙ্কিণী।
যুথ অসংগণ্য সেই চলে কার ধ্বনি ॥ ডাহিনে চলয়ে ধেনু
সুপংক্তি করিয়া। বামে চলে মহিষাদি সে শোভা দেখিয়া ॥
স্বর্গলোক সব চিত্তে ভ্রান্ত হৈয়া গেল মন্দাকিনী যমুনার
প্রভাব মানিল ॥ ধেনু বৃন্দ মন্দ করয়ে গমন। বেণু গীত গান
হয় সুধা বরিষণ। চঞ্চল অলকাগণে রেণু সব ভরে। দেখিতে
কাহার হৃদি আনন্দ না করে ॥ যাতে সখা নাহি সে পথ পথ
নহে সে সখাকে কিবা সেই বিলাসজ্ঞ নহে ॥ সে বিলাসে
কিবা যাকে পরিহাস উন। সেই কর্ম্মে কিবা যাতে কৃষ্ণ সুখ
ন্যূন। বেণুগান করি মিত্র সঙ্গে চলি যায়। ধাত্রোঃ প্রতি
বৃক্ষতলে রয়েগায় ॥ রহি রহি কেলীসুখ দেয় বহুতর। দিয়া
দিয়া পূনঃ হয় গমন তৎপর ॥ ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
বৃন্দ। উপদেব গণ আর যতেক মুনীন্দ্র ॥ কেহ পুষ্প বৃষ্টি কেহ
প্রণতি করয়ে। কেহ নৃত্য করে কেহ গান বিস্তারিয়ে ॥ কেহ
পুষ্পবৃষ্টী করে কেহ বাদ্য বায়। পথে পথে কৃষ্ণ পূজা করি
সবে যায় ॥ তাহার লাগিয়া কৃষ্ণ স্বচ্ছন্দ বিহার। করিতে সঙ্কোচ
পায় সঙ্গে সহচর ॥ সকরুণ দৃষ্টি হাস্য সহ কৃষ্ণ মুখে। দর্শন

লাগিয়া স্তব করে সব মুখে ॥

যথা রাগঃ। প্রণনহ যশোদাসুত, হার গলে অদ্ভুত, গুণসণ উত্তম আলয়। অপার করুণাসিন্ধু, অতিশয়দিন বন্ধু বিহার করয়ে রসময় ॥ দাতা কল্পতরুবর, খলশ্রেণি প্রাণ হর; নির্ব্বিকার সুন্দর শরীরে। অনন্ত নিকুঞ্জ স্থানে; প্রকাশয়ে সুখধামে; নিত্যই বসন্ত সেবা করে ॥ সখা সনে প্রতী কর; কুন্দসম দন্তধর; মুখাম্বুজে সুধাময় হাস। আমায়ে করুণা কর; শুন ওহে মুরহর; কৃপাদৃষ্টি কর পরকাশ ॥ দিনান্তে নিশান্ত বনে; কর গমনাগমনে; বিস্তারয়ে মহাগণে। দুষ্টে কালরূপ তুমি; শিষ্টশান্ত শীত ভূমি;প্রণতি করি তোমার চরণে। সুবের্ণ সুবেণ শীল; সশাঙ্ক সুকুল নীল; সুকেশ মনোহরে। সুবেশ চরিত্রনাট; সুবিত্র সহিত ঠাট; প্রণাম করিয়ে মহীতলে ॥ অঘারি সুন্দর ধীর; বক অরি মহাবীর; ইন্দু গর্ব্ব কৈল তুমি চুর। গিরিধর বর যারে; নিদানে শঙ্কর তারে অপার বিহারে নাহি ওর ॥ প্রবীণ অশুরমার; গোষ্ঠি মহিমাধর; প্রতিষ্ঠাতে ভরিল ভুবন। তুমি প্রভু সৃটি সার বলিষ্ঠ ধনিষ্ঠ আর; গুরুগণে কে করে গমন ॥ গরিষ্ঠে সুমেরু সম, পটু হৈতে পটুতম, সুচরিত্র তীর্থ পরিত্রায়। খলারি ছেদক হরি, ভবাব্ধি তারণ তরী, সজ্জন হৃদয় সুখময় ॥ নাশ সব দ্বেষীগণ, সুমিত্র প্রণত জন, বিচিত্র প্রভাব কেবা জানে। গোধ। চারণ রঙ্গি, সুমিত্র করিয়া সঙ্গী নানা লিলা করহ সৃজন ॥ [illegible] রাখিতে মন, খল কৈল [illegible], কৃপা দৃষ্টী [illegible] প্রতি। এই রূপে দেবগণ; [illegible] লা অতি ॥ কৃপা দৃষ্টী কৈল [illegible] করিয়া দেবগণ। এ যদুনন্দন [illegible] করে দরশন ॥

দেবগণ [illegible] পরিহাস করে সবে অতি হর্ষ [illegible] নারায়ণে। তোহো নিজ বল দিলা [illegible] কৃষ্ণ এথা অসুর মারয়। কৃষ্ণ [illegible] দেবগণ [illegible] এই রূপে হাসি

হাসি সখীগণ যত। দেবস্তার আকার চেষ্টা করে কত ॥ এই
কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সখীগণ নানা খেলা করি চলে সঙ্গেতে গোধ
এথা শ্রীরাধিকা দেবি সখিগণ লঞা। আপন মন্দির ম
বসিলা আসিয়া ॥ দাসীগণ সেবা করি শ্রম দুর কৈ
এইরূপে ক্ষণ এক বিশ্রামে রহিলা ॥ সায়ং মিশা ভোগ
লড়ুকাদিগণ। কৃষ্ণ লাগি করেধনি করিয়া যতন ॥ নিজ
লঞা করে পক্কান্নাদিগণ। অপূর্ব্ব বীটিকা সজ্জ করিল
মাস চুর্ণকদলক সাস নারিকেল। মরিচোর ঘন দুগ্ধ ক
জাতি ফল ॥ এই সব এক করি ঘৃতপক্ক কৈলা। পুনঃ খণ্ড
পাককরি তাহা উ াইলা ॥ কটক অত্যন্ত কেলি আখ্যান ই
অতিশয় কৃষ্ণ স্পৃহা ইহা খাইবার ॥ চালু চুর্ণ দধি মরীচ চিনি
স্তানে দিলা। নারিকেল কমল সাস তাহাতে ধরিলা ॥ লবঙ্গ
এলাচি জাতি ফল এককার। অমৃত কদলী ফল মৃদগর চুর্ণ ধরি
এই সব এক স্থানে ফেণিত করিয়া। উঠাইল ভাল ঘৃত পক্ক
বিচারিয়া ॥ পুনঃ তাহা পোলাইলমধুরউগরে। পুনঃ তাহা
পলাইল গাঢ় দুধ পুরে ॥ অনেক কর্পূর তাতে দিল যত্ন করি।
সুন্দর ব বে নাম সে কর্পূর কেলি ॥ কৃষ্ণ প্রিয় এই বড়া অতি
মনে হরে। অমৃত জিনিয়া যার স্বাদু মিষ্ট তরে ॥ নারিকেল
সাস ার চ ু ণ কার। লবঙ্গ মরিচ জাতি ফল তাতে ধরি ॥
চিনি সঙ্গে ক ল ে এ সব পিসিয়া। রম্ভা এলাচি সব একত্র
করিয়া ॥ ত ক করি ইহা যত্ন উঠাইল। অনঙ্গ গুটিকা
নাম বিচিত্র ে ॥ অ িপ্রিত করি কৃষ্ণ ইহা অঙ্গীকরে।
এইত কারণ যত্ন বানায়ে ইহারে ॥ কদলি মরিচ দুধ খণ্ড
জাতিফল। গোধূম পক্কেতে সব কৈল এক স্থল ॥ নবীন মধু
অপিল তাহাতে। আশ্চর্য্য বটক হৈল পদ্ম গুণ যাতে ॥ অমৃত
বিলাস নাম বটক হইল। কৃষ্ণ প্রীতি লাগি ধনি ইহা বানাইল॥
নানান্ পায়স করি রাধা সুবদনি। আপনার বুদ্ধে কৈল বটক
যোজনি ॥ অমৃত নিন্দিয়া কৃষ্ণ তৃষিতা যাহারে।
এই লাগি রাই নিজ হস্ত সর্জ্জ করে। গোকুলে প্রসিদ্ধা এই

সবা প্রীত করে। মধু পান প্রায় কৃষ্ণ ভোজন আচারে ॥ লবঙ্গ কর্পূর মরিচ শর্করা নিচয়ে নারিকেল সাস আর ক্ষীর সরময়ে ॥ আশ্চর্য্য ইহার স্বাদু অমৃত নিন্দয়ে। চিনি পাকে কৈলা গঙ্গাজল লাড় হয়ে ॥ কর্পূর মরিচ আর লবঙ্গ শর্করা। নারিকেল সাস ক্ষীর সবে তার ধরিলা ॥ মৃদু লাজা দুধ সব একত্রকরিলা। শর পুপি নাম হৈল চিনি পাকে কৈলা ॥ তবে স্নানকৈল আনি বৃষভানু সুতা। অরুণ বসন ধরে চন্দনে চর্চিতা ॥ কপালে সিন্দুর শোভে তিলক চিত্রিতা। মৃগমদ বিন্দুধরে চিবুকে ললিতা ॥ বদ্ধবেণী সমালিনী তাম্বুল বদনী। কুসুম চিকুরা ধনি নাসা অগ্রেমণি ॥ নিবি সুসূত্রিনি আর কজ্জল নয়না। কুসুম উত্তংশ করে লীলা পদ্ম ধর্মী ॥ পদদ্বয়ে যাবক শোভয়ে মনোরমা। ষোড়শ শিঙ্গার এই অত্যন্ত সুসমা ॥ দিব্য চূড়ামণি শোভে ললাট উপরে। নিলমনি বল আদি শোভে দুই করে ॥ শ্রবণে চক্রিকা শোভে সলকা সহিতে। সুবর্ণ কুন্দর কাঞ্চি কঙ্কণ শোভিতে ॥ মঞ্জির কটক পদাঙ্গুরী মনোরম। পদক অঙ্গদ গ্রীবা হেলনি রতন ॥ মণিহারা মুদ্রকাদি নানা আভরণ। ধরিয়া লইয়া রাই কৃষ্ণ তৃষ্ণ মন ॥ সখিগণ তৈছে স্নান ভূষা আদি পরি। চন্দ্রশালা অট্টালিকা আরোহণ করি ॥ গোবিন্দ গমনে পথে নয়ন ধরিলা। কৃষ্ণ দরশন লাগি উৎকণ্ঠা বাড়িলা কৃষ্ণ মেঘ আগমন সমন জানিয়া। বাল্লকী চাতকগণ হরষিত হৈয়া ॥ চন্দ্রশীলা জলরন্ধ্র চক্ষু নেত্র দিয়া। রহিলা একান্ত হৈয়া পথ নিরক্ষিয়া ॥ গোপাঙ্গনা গণ মুখ চন্দ্রের মণ্ডল। উৎকণ্ঠাতে উঠে যাঞা চন্দ্রশালা পর ॥ তেঞি সে যথার্থ নাম ব্রজে চন্দ্রলালা। যাহাতে উদয় গোপী মুখচন্দ্র মালা ॥ তথা ব্রজেশ্বরী দেখে অপরাহ্ন হৈল। কৃষ্ণ আসিবেন করি উৎসাহ বাড়িল ॥ স্নেহ পরপ্লিতা হৈলা গোবিন্দ কারণে। রন্ধনের ত্বরা করে ভক্ষান্ন সাধনে ॥ নন্দনের পত্নি হয় অতুল নাম তার। রোহিনীর সঙ্গেদিল শাক করিবার ॥ ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই শাক কন্দমূল। ফলাদিক করি কত ব্যঞ্জন প্রচুর ॥

ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র হঞা কহে বাড়িয়ালে। ছয় ঋতু উৎপন্ন যে সবে আনি ধরে॥ ছয় ঋতু সেবা করে শাক সুখীগণ। ব্রজবাসী লোক জানি বাড়িয়াল কারণ॥ শাকমূল ফলে করে কাং পুরিত। অর্দ্ধেক রাখিল প্রাতে ভোজন নিমিত্ত॥ স শাক লাগি আর অর্দ্ধেক রাখিলা। দাসী গণ সব দ্রব্য সংস্কার করিলা॥ নারিকেল পক আম্র দিল দাসিগণ। সংস্কার করি রাখে কৃষ্ণের কারণ॥ দুই হাভ দাস দাসী সব নিয়োজিয়া। ব্রজেশ্বীর ব্যগ্র কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া॥ যাত্রি আদি করি ব্রজাঙ্গনাগণে। সঙ্গে লৈয়া ব্রজশ্বরী অশ্রু দুনয়নে॥ তিতিয়ে স্তনে দুগ্ধ শ্রবে অতি। পুরদ্বারে গেলা সবে কা সংহতি॥ সূর্য্য অস্তাচল গেলা দেখি ব্রজেশ্বর। কৃষ্ণ দর্শনে তৃষ্ণা বাড়িল অন্তর॥ নিজ নেত্রে অর্পে যথা গোধূলী উড়ে। বেণু ধ্বনি স্থানে নিজ শ্রবণ রাখয়ে॥ এই রূপে আত্ম সঙ্গ সাঙ্গ ব্রজেশ্বর। গোশালা আইলা অতি হরিষ অন্তরে॥ উচ্চ স্থানে রহে ব্রজবাসী গৃহে পায়। গোরজের জাল বলি দেখা পায়॥ তথা কৃষ্ণ নিজ সখা সঙ্গেত হরিষে। পুষ্প অঙ্গে পরে আনন্দ বিশেষে॥ নানা পরিহাস কথা কহিতে শুনিতে। ব্রজের নিকটে বন আইলা ত্বরিতে॥ নদি ধারে পরিসর মনোহর। তাঁহা বেণু শব্দে রাখে গোধন সকল॥ যূথে ধেনু সব পৃথক করিয়া। জলপান করাইল আনন্দিত হৈয়া॥ নানা রত্ন মণি মালা নিজ হৃদি গাঝে। তাতে কৃষ্ণ ধেনুগণ যুথে পর নিজে॥ সংখ্যা পূর্ণ হয় যদি তবে সুখ পায়। যং ন্যূনে বেণু শব্দে তারে আকর্ষয়॥ ধেনু সঙ্গে কৃষ্ণ নিজ সখা লৈয়া। গোকুলে চলিলা সবে বেণু বাজাইয়া॥

যথা রাগঃ। গোধূলি ধূসর গায়, বন্য গুঞ্জ মালা তা চঞ্চল অলকা পিচ্ছ কেশ। দল ষষ্টি শৃঙ্গ বেণু, সর্ব্বত্রে লাগে রেণু, অদ্ভুত সবে যোগ বেশ॥ আইসে কৃষ্ণ গোকুল ভুবনে। সখাগণ করি সঙ্গে, অনেক করিলা রঙ্গে, আগে করি সব ধেনুগণে॥ ধ্রু॥ কৃষ্ণের নয়ন জোর, বিপুল শ্র

তাহাতে চাপল্য অরুণিমা। মনোহর পদ্ম তাতে; তাহাতে যুবতী মাতে; সে শোভার নাহিক উপমা॥ ভ্রমণ করিতে বন; তাত হইয়াছে শ্রম; অঙ্গ কান্ত্যামৃত বরিষণে। সিক্ত কৈল সর্ব্বজন; নয়ন চকোর গণ; তৃপ্ত হৈয়া তাহা করে পানে॥ মুখাব্জ মাধুরী সীমা; তাতে শ্রম জলকনা; গণ্ডে নাচে মকর কুণ্ডল। মুখেতে অমৃত লেশ; ভুষায় গোকুল দেশ; কুন্দফুলে ভরে ব্রজস্থল॥ বংশীধ্বনি সুমাধুরী; যুয়ায় গোকুল নারী, ব্রজ সিঞ্চে অমৃতের কণা। আপন বিচ্ছেদানলে; পোড়াইয়া ব্রজ স্থলে; দেখি হৈল অনেক করুণা। কৃষ্ণ জলধর মালা; বরিষয়ে ধারা; দশ দিশে মুরলীর গান। শুনি সব ব্রজবাসী; আনন্দ সাগরে ভাসি; সুধা রসে করিলা সিনান॥ কৃষ্ণ আগমন রাজ; সখা সেনাপতি সাজ; শৃঙ্গ বংশী কোলাহল হৈল। সুরভিগণের বেণু; ধ্বজচয় সঙ্গে জনু; আসি যবে দুর দেখা দিল॥ ব্রজের বিরহরাজ; দস্যু সম যার কাজ; দেখি শুনি বহু শঙ্কা পাইল। তানব দীনদা চিন্তা; ভয়োদ্বেগ শুজড়তা; সেনাপতি লঞা পলাইল॥মেঘমালা ধূলি জাল;বংশী গানামৃত সার; হাম্বা রব শব্দগণ তার। বর্ষা কৃষ্ণ আগমন; দেখি যত ব্রজজন; ধায়ে সব চাতকের জাল॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; তার দাস দাস প্রভু; তাব কন্যা শ্রীল হেমতা। তাঁর পাদপদ্ম আশ; এ যদুনন্দন দাস; গায় কৃষ্ণ আগমন গাঁথা॥

ব্রজেন্দ্র ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃবর্গ লৈয়া ব্রজেশ্বরী যাত্রি গণে সঙ্কেত করিয়া॥ তৎকাল আইলা দোঁহে বাহু পসারিয়া। কোলে কৈলা কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হইয়া॥ শ্রীরোহিণী দেবী আইলেন ঠাকুরাণী। রন্ধনে আছিল কৃষ্ণ আগমন জানি॥ পাক স্থানে দাসিগণে রক্ষক রাখিয়া। দোঁহা কৈল আশীর্ব্বাদ মহানন্দ পাঞা॥ বংশীনাদ হৈতে হৈল মদন উদ্দীপিত। ব্রজবধূ বদনার গদ গদ পূরিত॥ বস্ত্র নাহি সম্বরয়ে [illegible] [illegible]না। গৃহে হইতে যায় পাঞা মদন কদনা॥ কৃষ্ণ চন্দ্রভানু যবে উদয় হইলা। ব্রজাঙ্গনা নেত্রোৎপল প্রফুল্ল হৈগেলা। [illegible] সন্ধ্যা

মুখে হাসি কুমুদিনী গণ! অঙ্গে স্বেদ ভবে সেই চন্দ্রকা সম॥ বিরহ তাপিত প্রাণ শীতল হইলা। এইরূপে ব্রজজ আনন্দ বাড়িলা॥ পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ চিত্র উদয় করিলা। ব্রজ যুবত মুখপদ্ম বিকশিলা॥ আরতি বিয়োগ চিন্তা যুক পলাইল তনু চক্রবাকি স্থানে প্রাণ কোক আইল॥ গোপাঙ্গনাগণ ভূষিতাল মালা। কৃষ্ণ মুখপদ্ম কান্তি মধু লুব্ধ ভেলা॥ ল প্রতিকূল বায়ু লঙ্ঘন করিয়া। কৃষ্ণ মুখপদ্মে পড়ে আনন্দিত হৈয়া॥ লতা ওত করি ব্রজবল্লবীরগণ। হরষিতা হ দেখে গোবিন্দ বদন॥ তা সবায় মুখ কৃষ্ণ পদ্ম করি মানে। অতিলোভি হৈল কৃষ্ণ তাহার দর্শনে॥ লজ্জা বলবতি বায়ু ভ্রমিতে ভ্রমিতে। নেত্রভৃঙ্গ পড়ে যাঞা সে মুখ পদ্মেতে॥ কৃষ্ণ মুখ পদ্ম দেখি যত গোপিগণে। নয়ন জুড়াঞা রহে আনন্দ ভবনে॥ কৃষ্ণ সঙ্গ বায়ু পরশ পাইল। তাহার পরেশ গোপীর অঙ্গ জুড়াইল॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরসিল নাসা আনন্দিতা। বংশীদান হয়ে সব শ্রবণ নন্দিতা॥ সেই বংশীধ্বনি সুধা আস্বাদ করিতে। জিহ্বাতে পুষ্ঠিতা হৈল মাধুর্য্য সহিতে॥ এই রূপে পঞ্চেন্দ্রিয় সব গোপীগণে। পুষ্ঠিতা করিল কৃষ্ণচন্দ্র আগমনে॥ রাধিকার অপাঙ্গ মন্দ বলোকন বানে। ঐছন হইলা কৃষ্ণ বিদ্ধ মম স্থানে॥ অন্যাঙ্গন শ্রেণী কত কটাক্ষ করয়ে। তৈছন ব্যাকুল কৃষ্ণ তাহাতে না হরে॥ রাধিকার মুখচন্দ্র হাস্যামৃত রসে। যত সুখ পান কৃষ্ণ দরশন বিশেষে॥ অন্যাঙ্গনা মুখচন্দ্রে হাস্যামৃত করে। তত সুখ কৃষ্ণ চিত্তে উদয় না করে॥ গোধন লইলা কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশে। গোপাঙ্গনা সর্ব্বেন্দ্রিয় হরষে বিশেষে॥ তথা ব্রজেশ্বর আর ব্রজেশ্বরী মাতা। দেখিয়া আইলা কৃষ্ণ মঙ্গল বনিতা জীবনের প্রাণ যে যোগয়াছিল দূরে। তিহো আইল নিধি প্রায় করি করে কোলে॥ চুম্বন করয়ে বহু হৃদয়ে ধরয়ে কত মুখ পদ্ম আনন্দে হেরয়ে॥ ঘ্রাণ লয়ে কভু কৃষ্ণ মস্তক উপরে। এই রূপে মাতা লালে গোবিন্দেরে॥ কৃষ্ণচূড় শিখি পুচ্ছ অলকাদি গণে। গোধূলি লাগিয়া আছে সুন্দর

বদনে॥ মাতা পিতা নিজ বস্ত্র অঞ্চ লইয়া তুর করে সেই। ধুলি তাহাতে পুছিয়া॥ স্তনে দুগ্ধ শ্রবে চক্ষু নির বরিষণে তাহাতে করিল কৃষ্ণ অঙ্গ প্রক্ষালনে॥ এই মত পিতা মাতা আনন্দিত হৈয়া। লালয়ে গোবিন্দ তনু স্নেহময় হিয়া॥ পিতা আদি লোক কৃষ্ণে মিলন করিলা। প্রভাতে যেমন তেং এমথ হইলা॥ কিন্তু প্রাতে দেখি কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ভয়ে। সন্ধ্যার মিলনে হয় সর্ব্বানন্দ ময়ে॥ গোআল সন্তাল কৈল গবালয়ে লঞা। অস্তাচলে যৈছে সূর্য্য প্রবেশয়ে যাঞা॥ যতে বকনা গাভী পৃথক আলয়ে। দেবর্ষি ভিন্ন রাখে যত গাভীচয়ে॥ নবীন প্রসুতা গাভী আর ঋতুগণে। তাহা ভিন্নং ভিন্ন রাখে লঞা অন্য স্থানে॥ বৃষগণ ভিন্ন রাখে বৎসতর আর। বণ্ডগণ ভিন্ন রাখে মহিষ অপার॥ এইরূপে কৃষ্ণ ধেনু লালন করয়ে। গোদোহন করাইতে ইচ্ছা বহু হয়ে॥ তবে মাতা পিতা পুনঃং পুনঃ যত্ন করি। কহে ব্রজেশ্বর অতি স্নেহ চিত্ত ভরি॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করু সব ধেনুগণ। বৎসগণ দুগ্ধ পান করু একক্ষণ॥ আমি এইখানে আছি গোগণ লইয়া। গো দোহন করাইব ক্ষণেক রাহিয়া॥ অরণ্য ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়াছে দোহে গৃহের গমন কর মাতাদি আলয়ে॥ স্নান করি রসালাদি ভোজন করিয়া। [illegible] সে আসব [illegible] স্নিগ্ধ হইয়া॥ কৃষ্ণ আকর্ষণ করি বটু কহে [illegible]। [illegible] পীড়া করে দুঃখে পাই আমি॥ বলকৃষ্ণ গৃহে যাই ভোজন করিয়া। প্রাণ রক্ষা কর আগে স্নিগ্ধ জল খায়্যা॥ ব্র[illegible] [illegible] অগ্রহ কহিলা। পুনঃ পুনঃ ব্রজেশ্বরী কহিতে [illegible] [illegible] সখা সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নি[illegible]লয়ে। [illegible] [illegible] [illegible] হৃদয়ে। তবে কৃষ্ণ সখাগণের বস্ত্র মা[illegible] [illegible]থে ব্রজেশ্বরী স্থানে করিয়া সাবন॥ নিজং পুত্র সঙ্গে [illegible] গেল ঘরে। আনন্দেতে গেলা সবে আপন মন্দিরে॥ [illegible] ব্রজেশ্বরী রান কৃষ্ণ লয়ে আইলা। বটু কেহ যত্ন করি সঙ্গে[illegible] আনিলা। তবেত রোহিনী নিজ পাদ প্রক্ষালিয়া। [illegible] লয়্যা সঙ্গে [illegible] চলিলা॥

কৃষ্ণচন্দ্র আইলা যদি গোকুল নগরে। ব্রজের বিরহ তাপ দূর গেল দূরে ॥ দর্শন বিচ্ছেদে আর্ত্তি চিন্তা বিষ হৈয়া। রাধিকা গৃহে গেলা সখিগণ লঞা ॥ ব্রজজন সব যদি পুনঃ কৃষ্ণ পাইল। অপুত্রক গৃহে যেন পুত্র উপজিলা ॥ কিবা অধিনির ধন মহাবৃষ্টি হৈলা। দাবানলে যেন সুধা বরিষিলা ॥ আচম্বিতে এই সব হৈল যৈছে সুখ। তৈছে সুখ কৃষ্ণপায়ে যত ব্রজলোক ॥ অপরাহ্ন লীলা কৈল সংক্ষেপ কথন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত শুন তর্ক ছাড়ি। অপূর্ব্ব কথা পরম মাধুরী ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। এ যদুনন্দন কহে অপরাহ্ন বিলাস ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে অপরাহ্ন লীলা বর্ণনং নাম

ঊনবিংশতি সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

তথাহি। সায়ং রাধাস্বসখ্যানি জয়মণকৃতি প্রেষিতামেক ভোজ্যং সখ্যানীতে শশেষানমুদিতে হৃদং তাঞ্চ ব্রজেন্দুং। সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননী লালিতং প্রাপ্ত গোষ্ঠং, নির্ব্যূঢ়োসলিদেহং স্বগৃহম মুহুর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় নিত্যানন্দ প্রাণ অদ্বৈতের বন্ধু ॥ জয় সনাতন প্রিয় রূপ প্রাণ জয়। হেন কৃপা কর যেন তোমাতে মতি হয় ॥ দারুণ সংসার সিন্ধু বিষানল ম ইহারে ধরিলে ধরে প্রাণ কোথা রয় ॥ তোমাকেহ পাসরায় হেন সে দুরন্ত। অ মি আমি কহি যাতে হয় ভববন্ধ ॥ এই কৃপা মাগো যেন তোমা না পাসরো। যে যেখানে সে যেতন কেহ নাহি মরো ॥ আমা বড় পাপি নাহি এ তিন ভুবনে। কৃপা করি কৃপা সিন্ধু দেহ দরশনে ॥

যথা রাগঃ। সায়ংকালে সুধামুখি; অন্তরে হইলা সুখী, আপনার সখীগণ লৈয়া। গোবিন্দের কারণ, নানা উপহারগণ, পাঠাইলা যতন করিয়া ॥ তারা ব্রজেশ্বরীকে দিয়া, গোবিন্দেরে

খাওয়াইয়া, শেষ লইয়া আইলা স্বাই স্থানে। রাই কৃষ্ণ শেষ পাইয়া; নিজ সখীগণ লৈয়া সুখে কৈল অমৃত ভোজনে॥ কৃষ্ণ করে স্নায়ং সিনান,রম্য বেশ মনোরম,ব্রজেশ্বরী করেন লালন। আম্র নারিকেল যত আর পক্কানাদি কত, ভুঞ্জি কৈল গোষ্ঠের গমন॥ করে গো দোহন লীলা নানান কৌতুক খেলা, পুনঃ আইলা আপনার গৃহে। পয়মান্ন ব্যঞ্জন ভূঞ্জে, পিতা মাতা মনোরঞ্জে, লীলা স্মরয়ে নিয়াযে।

অতঃপর ব্রজেশ্বরী রামকৃষ্ণলঞা। বসাইল স্নানবেদী উপর আনিয়া॥ নিযুক্ত করিলা দাস সে দোহা সেবনে। ধনিষ্ঠাকে ডাকি কিছু কহেন বচনে॥ রাধিকার স্থানে তুমি অতি শীঘ্র যাঞা। লাড়ুকাদি চাহি আন গোবিন্দ লাগিয়া॥ কন্যামদ তাতে স্বাদু বহুতর। প্রার্থনা করিয়া তাহা আনহ সত্বর॥ যাহার ভক্ষণে সদা আয়ু বৃদ্ধি হয়। পরম রুচিতে কৃষ্ণ তাহা আস্বাদয়॥ ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পাঞা দেবী অধিষ্ঠিকা। শীঘ্র গেলা যেই স্থানে আছেন রাধিকা॥ মাগিলা অমৃতলাড়ু গোবিন্দ লাগিয়া। তিহো পাঠাইতে ছিলা নিজ সখী দিয়া। হেনকালে মাল তাঁর হৈল আগমন। বৃন্দা পাঠাইলা তারে কহিতে কথন॥ রজনী বিলাসে কুঞ্জ সঙ্কেত করিলা। শ্রীগোবিন্দ নাম লহ তারে জানাইলা॥ তবে শ্রীরাধিকা ভক্ষ সামগ্রীরগণে। ভিন্ন ভিন্ন কৈলানব্য মৃত্তিকা ভাজনে॥ পৃথক বসনে তাহা আচ্ছাদন কৈলা। বিব্য বারকোষে লঞা সে সব ধরিলা। তাহার উপরে শুক্লবাসে আচ্ছাদিলা। কস্তুরী তুলসী দিয়া তাহা পাঠাইলা॥ তাম্বুল বটিকা দিল ধনিষ্ঠিকা করে। সঙ্কেত কুঞ্জের কথা কহিল তাহারে॥ তারা সব সেই দ্রব্য লইয়া আইলা। ব্রজেশ্বরী কাছে লঞা সমার্পণ কৈলা। দ্রব্য দেখি ব্রজেশ্বরী মহাসুখ পাইল॥ ব্রজেশ্বরী তাহা ভিন্নং পাত্রে কৈল॥ নিজালয়ে যে যে দ্রব্য [illegible] কৈল ব্রজেশ্বরী। বিষ্ণুসেবা লাগি রাখে ভিন্ন পাত্রে ধরি [illegible] [illegible]নে সেই দ্রব্য ধরিয়া রাখিলা। শালগ্রাম সেবা লা[illegible] [illegible]রিলা॥ ওথা কৃষ্ণচন্দ্র অঙ্গ ক্ষালন করিলা।

শালগ্রাম সেবা পূজা করে বটু যাঞা। সন্ধ্যা আরত্রিক [illegible] নিষ্টান্নাদি দিয়া॥ তবে ব্রজেশ্বরী সেই সেই নৈবেদ্যাদি [illegible]। ব্রজেশ্বরী স্থানে দেন করিয়া যতন। পক্কান্ন ঐক্ষর পুষ্প মাল্য [illegible] চন্দন। গন্ধবীড়া আদি কবি নানা প্রকারণ॥ তাদা পরে ব্র[illegible]শ্বর সবা সঙ্গে করি। ভক্ষণ কারসা শ্রদ্ধা বিশেষ আচরি॥ [illegible] লঞা ইষ্ট গোষ্ঠি ক্ষণেক করিলা। বন্ধু লোকগণ সব [illegible]তে চলিন্দা॥ কৃষ্ণ ছাড়ি যইতে কাবো ইচ্ছা নাহি হয়। ম[illegible]প্রেম কৃষ্ণ পাশে রাখে সব যায়॥ ওথা সে রন্ধন গৃহে প্রস্তু হইল। ভোজন কারণে তবে সবা বোলাইল॥ ভ্রাতৃ পুত্র সুভদ্রাদি নিতি আহ্বানায়। কৃষ্ণ সুখ লাগি তারে সদা নিমন্ত্রয়ে। কোন দিন ব্রজেশ্বর নিজ সহোদরে॥ ভোজান কারণে তারে নিমন্ত্রণ করে॥ সেই দিন ব্রজেশ্বরী সবা নিমন্ত্রিলা। বটু দ্বারে তাসবারে আহ্বান করিলা। তুঙ্গী পিবরী যাত্রী বকুলাদি আর। ব[illegible]গণে আনাইলা লেখা নাহি তার॥ সবারে আনিলা বটুবরে ব্রজেশ্বরী। ভোজনে বসিলা পাদ প্রক্ষালন করি॥ দক্ষিণে অগ্রজ বামে অনুজ বসিলা। ব্রজেশ্বর মধ্যে রাম কৃষ্ণ আগে কৈলা॥ সুভদ্রাদি বালে বসিলা ভোজনে। বটুঃ বাল[illegible] বলরামের দক্ষিণে॥ সুভদ্রের মাতা হয় তুঙ্গী তার না[illegible]। জননীর জ্ঞানে তেই পরিবেশন কাম॥ ব্রজেশ্বরী তাহাকেত কহে যত্ন করে রোহিণীকে কহে তেঁহে সক্রম আচার॥ [illegible] আগে দেওয়াইল তবে নিজ পতি। তবেত দেবর দেন অতি শুদ্ধমতি॥ তবে দেয়াইল তেহো সব পুত্রগণে। এইরূপে রোহিণীকা করে পরিবেশনে॥ হেমবর্ণ হতে শাক ব্যঞ্জন কিঞ্চিত। অতি সচিকন অতি সৌরভে পুরিত॥ হেমপাত্র করি পাত্র ধাতুর উপরে। [illegible]মলাদ্য ব্যঞ্জনাদি তাতে লৈয়া ধরে॥ ছয় রস [illegible] [illegible] বাটিকা [illegible] পুয়া দিলেন পৃথক॥ [illegible] [illegible] ব্রজেশ্বরী রোহিণীকে [illegible] [illegible] দেয়ায়। কৃষ্ণ [illegible]

শিখারিণী মণ্ডিত রসাল। ঘন দধি বহু সিদ্ধি তাতে করি মেলা॥ পানা আম্র রস আদি ব্রজেশ্বরী লঞা। ক্রম করি পরিবেশে আনন্দিত হৈয়া॥ মাতা পিতা আদি করি যত যত জনে। পরম অগ্রহ করে কৃষ্ণের ভোজনে॥ মোনাবাক্য নেত্র সবে প্রকাশ করয়ে। সনস্ত ভুঞ্জয়ে কৃষ্ণ এই মনে হয়ে॥ অতি গাঢ় প্রেমচিত্ত দ্রালত হইয়া। স্নেহ বাষ্প ছলে বহে নয়ন ভরিয়া॥ শত শতাগ্রহ করি ভোজন করায়। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায়॥ মাতা গুঢ়রূপে করে আগ্রহ বিস্তর। বটু নর্ম্ম করে তাতে গাম্ভীর্য্য অন্তর॥ তবু প্রাতে হরি যৈছে ভোজন করিলা। সায়ংকালে ভোজনেত ব্যত্ততা হইল॥ পিতা জ্যেষ্ঠ খুড়া সনে একত্র ভোজন। স্বচ্ছন্দিত নহে যদি নর্ম্ম আলাপন॥ মাতাও আলয়ে যদি স্বচ্ছন্দে না কৈল। তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইল॥ একত্র ভোজন কৈল সবাকে লইয়া। তাহাতেই সুখী হরি আনন্দিত হিয়া॥ প্রাতঃকালে হৈতে সায়ংকালে ভোজনে। কোটি সুখ পাইল হরি স্নেহ আচরণে॥ ব্রজবধূ মুখচন্দ্র হাস্য মনোহর। দেখি তৃপ্ত হৈল সবার নয়ন অন্তর॥ কৃষ্ণ বাণী সুধাবিন্দু কর্ণ পান কৈল। হরি অঙ্গ গন্ধ সবার নাসা পূর্ণ হৈল॥ মাধুর্য্য অমৃতাস্বাদে জিহ্বা পূর্ণ হৈল। পঞ্চেন্দ্রিয় কৃষ্ণ চিত্ত সবার পুরিল॥ ভোজন করিয়া তবে জল পান কৈল। আচমন করি মুখ মার্জ্জন করিয়া॥ তবে কৃষ্ণ যাঞা রত্ন পালঙ্ক উপরে। বিশ্রাম করিলা সব দাস সেবা করে॥ অট্টালী উপরে কৃষ্ণ করিলা শয়ন। দাসগণে সেবে দিয়া তাম্বুল বীজন॥ অট্টালী উদয়াচলে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র। উদয় উদয় হৈল জ্যোতি জ্যোৎস্না দীপ্ত চন্দ্র॥ রাধিকাহো নিজ সখী বৃন্দ সঙ্গে লৈয়া। নিজ অট্টালয়ে মুখ গবাক্ষ ধরিয়া। দেখি গোবিন্দের মুখচন্দ্রের সুষমা। নয়ন চকোরদ্বয়ে নাহি হয়ে ক্ষমা॥ পুনঃ২ পিয়ে সুধা নয়ন চকোরী। শূন্য অঙ্গ হৈল চিত্ত কৃষ্ণ মুখে ধরি॥ সদ্ভাগ্যেরগণ যবে উদয় করয়। সর্ব্বত্রেই সুর্ব্বক্ষণ সুফল ধরয়ে॥ কৃষ্ণ যৈছে অট্টালিকা গবাক্ষে আননে॥

সম্মান আচরি॥ যদ্যপিহ গুণিগণ গোবিন্দ দর্শনে। পূর্ণ তৃ
হয়নন ধন তৃষ্ণা হীনে॥ তথাপি লইয়া সব আচার লাগিয়া
কৃষ্ণ মুখচন্দ্র হাস্য জ্যোৎস্না সুধাময়। পান করে সর্ব্ব লো
চকোর নিচয়॥ অশ্রুধারা ছলে সদা রমণ করয়। দুরূহ প্রেমে
গতি তবু তৃপ্ত নহে॥ ওথা ব্রজেশ্বরী দাস রক্তক পাঠায়।
ব্রজেশ্বরে কহি কৃষ্ণে আনহ এথায়॥ তবে সে রক্তক ত
কহে ব্রজেশ্বরে। ব্রজেশ্বরী চাহে পুত্র দেখিবার তরে।
তাহা শুনি ব্রজেশ্বর আগ্রহ করিয়া। পাঠাইলা গোবিন্দের
শ্বাত্বিক হইয়া॥ কৃষ্ণ হাসি সুধাদৃষ্টি সবাক করিলা। বিচ্ছেদে
কাতর লোক স্নিগ্ধ সম্ভাষিলা॥ তবে কৃষ্ণ আইল নিজ মাতার
মন্দিরে। মিত্র বৃন্দ সঙ্গে আর শ্রীমধুমঙ্গলে॥ চন্দ্রকান্ত মণি
বেদি সুন্দর মাজ্জন। তাহাতে বসিলা ল'ঞা নিজ জন॥ কিছু
উষ্ণ ঘন দুগ্ধ শর্করা কর্পূরে। মাতা আনি দিল তাহা কৃষ্ণ পান
করে॥ অতি স্নেহে মাতা স্তনে দুগ্ধ শ্রবয়। নয়নে বহয়ে নীর
বদন তিতয়॥ বিপ্রগণ সবে গেলা নিজালয়। রোহিণী জননী
আসি কৃষ্ণেরে লালয়॥ শয্যালয়ে আসি কৃষ্ণ করান শয়ন।
হলধর গেলা শীঘ্র আপন ভবন॥ বটু যে শয়ন কৈল যাঞা
নিজ স্থানে। দাসগণ করে ওথা গোবিন্দ সেবনে। স্বচ্ছন্দ
শয়নে যদি কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা। তবে নিজালয়ে মাতা শয়নে
চলিলা॥ গমন সময়ে দাসগণে পুনঃ বলে। সদাই বিকল
চিত্ত কৃষ্ণ স্নেহ ভয়ে॥ বাছা সব এই কার্য্য তোমারা করিবে।
কৃষ্ণ নিদ্রা বাদিগণে সদাই বাড়িব॥ বন বিহরনে আর বৎসাদি
চরণে। শ্রান্ত হৈয়া আছে বাছা করিলা শয়নে॥ প্রাতঃকালাবধি
যৈছে সুখে নিদ্রা যায়। এই কার্য্যে যুক্ত সব রাজ্যে সদায়॥
এত কহি তেঁহো গেলা শয়ন করিতে। দাসগণ কৃষ্ণ সেব করে
হরষিতে। অথা সে রাধিকা নামে অট্টালি হইতে। দেখে
পূর্ণচন্দ্র শোভা হঞাছে বিদিতে॥ কৃষ্ণ প্রাপ্ত লাগি তৃষ্ণা
বাড়িল অন্তর। সঙ্কেত নিকুঞ্জ যাইতে করেন বিচার॥ সখীগণ
ত্বরা করে বেশাদি করিতে তবে সখীগণ বেশ করয়ে তাহাতে॥

অতি সূক্ষ্ম শুক্ল বাস পরিধাণ কৈলা। কর্পুর চন্দন পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা॥ মুক্তা আভরণ পরে মল্লিকার মালা। যত্ন করি নূপুর কিঙ্কিণী মূক কৈলা॥ নিজ সম সখিগণে বেশাদি করিয়া। সঙ্কেত নিকুঞ্জে চলে কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ কৃষ্ণ পক্ষে যবে ধনা করে অভিসার। শ্যাম বেশ তবে ধনা করে অঙ্গীকার॥ মৃগমদ লিপ্ত অঙ্গে নীলবাস পরে। কালাগুরু তিলক চিত্রমাল্য উৎপলে॥ নীলমণি রত্নগণ আভরণ ধরে। এইরূপে সখী সঙ্গে অভিসার করে॥

যথারাগঃ॥ দেখিয়া উজ্জ্বার রীতি, চিত্ত মন্মথ জাতি, সঙ্গে সমবয়া সখীগণে। কৃষ্ণ অভিসার কাযে, চলিলা সঙ্কেত কুঞ্জে, রাধা সুধাসখী বৃন্দাবনে॥ সখী হে দেখ দেখ রাই অভিসার। চান্দের কীরণ তনু, ভুলিয়া চলিলা জনু, চিনিতে শকতি হয় কার॥ ধ্রু॥ বয়ন কিশোরী ধনি, তপত কাঞ্চন, জিনি, বরণ সবন সিত সাজে। কৃষ্ণ প্রেম ভরে ধনি, মন্থর গমন জানি, তাহা হেরি গজপায়ে লাজে॥ প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ; প্রতিবিম্ব অনুপম, ঝলকয়ে যেন সৌদামিনী। পদযুগ যাহা ধরে, কত কত রুহ ভরে, হাসিতে খসয়ে মণি জানি॥ কঙ্কণ ঝঙ্কণ কাযে, মনোমথ পায়ে লাজে, নয়ন খুঞ্জন মনোহরে। যেখানে নয়ন পড়ে, কুবলয় বন ভরে কটাক্ষে বরিয়ে কামশরে॥ তরু ছায়া যাহা হেরে, লোক অনুমান করে, ভীত হৈয়া লম্ফ২ যায়। বংশীবট তটস্থলে, সখী সব আসি মিলে, ব্রজভূমি সেবন করয়॥ হৃদয় কমলোপরি, রাইর চরণ ধরি, যমুনার তটে লৈয়া গেলা। জানুদগ্ধ জল ভাব, হর্ষে ধনী হৈল পার, পার হৈয়া সঙ্কেত পাইলা॥ জয় প্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীগোপাল ভট্ট ধন্য জয়২ আচার্য্য ঠাকুর। গোর প্রভু জয় জয়, শ্রীঠাকুর মহাশয়, মহাশয়; যত্ন আর উচ্ছিষ্ট কুকুর॥

শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন আখ্যান তাহার। কৃষ্ণের সংযোগ পীঠ সদা সুখাগার॥ সর্ব্বোত্তম অঙ্গ সেই বৃন্দাবন স্থানে। কূর্ম্ম পৃষ্ঠ সম নত উচ্চ মনোরমে॥ দশ শতদল পদ্ম তুল্য সেই

স্থান। কৃষ্ণগণ দল যার কঞ্জ মনোম কিঞ্জক তাহাতে। মণি গৃহ কর্ণিকার উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগ। অনুরাগ॥ শাল তমাল আর অশ্বত্থেরগণ। নারিকেল বন॥ পিয়াল কুদ্দাল আর শ্রীফল তুফল। কু দধিফল উদ্দাল সরল॥ তিলক নকুচ পীত শালবন জম্বুল সুপ্লাক্ষ স্থল পলাশ বিস্তার॥ গ্রালব গম্ভিন আর গোলিঠাদি করি। মধুবষ্টি মবুল কণ্টকি ফল ভরি॥ কদম্ব কুতর্মন বৃক্ষ দ্রুকেলিম নাম। মঞ্জুল বঞ্জুল বৃক্ষ গোলি অনুপাম॥ বঞ্জুল মঞ্জুলগণ দ্রুমোৎপল আর। কর্পাবান দেব ব। কল্প বৃক্ষ বাঞ্ছিতাদি অনেক ভরিলা। অপাবি পারিজাত বনে পূর্ণ হৈলা॥ মন্দারস বৃক্ষ আর বঙ্কদার নাম। সন্তানক সম্মদ তালুক অনুপাম॥ শ্রীহরি চন্দন নাম গোবিন্দ শরীর। যাহার চন্দন ব্যাপ্ত স্নিগ্ধ যার শীল॥ মহা দাতা বৃক্ষগণ বেষ্টিত হইরা। কম্প লতা উঠিয়াছে শুন মন দিয়া॥ মাধবী মল্লিকা আর হেম যূথী লতা। জাতি যূথি আর নব মালতী শোভিতা॥ মল্লিকা অপরাজিতা আর গু। বিম্বলতা কুব্জা আদি আছে বহু লতা॥ লবঙ্গ অশোককুন্দ আমালত গণ। দ্রাক্ষা নাগবল্লি আর বনজানুপম॥ বৃক্ষলতাগণ সব কল্পবৃক্ষ সম। কৃষ্ণ গোপীগণের সে অভীষ্ট পূরণ॥ পুষ্পবতী স্রগ লিকা স্পৃষ্টি রঙ্গসা। কুমারী প্রবলতা মুগ্ধ যে সরসা॥ পূর্ব্বদিনে কৃষ্ণ সনে গোপাঙ্গনাগণ। বিহার করিতে হৈল শ্যামল বরণ॥ শ্যামলতা ছলে তারা রহে স্তব্ধ হৈয়া। স্থাবর হইলা এবে জঙ্গম হইয়া॥ কৃষ্ণ অবলোকনে সহচরী দাসীগণ। শুষ্ক কণ্টকিতা গুল্মলতা মনোরম॥ শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলাময় শক্তি আর। কৃষ্ণ সেবা লাগি লোভ বাড়িল অপার॥ বহু পুণ্যে স্থাবরতা বৃন্দাবনে হৈলা। যাবি ধাত্রি তুলসীতে আত্ম প্রকাশিলা॥ সরস্বতী দুর্গা আদি গোবিন্দ দর্শনে। অতি তৃষ্ণা হৈল তারা রহে বৃন্দাবনে॥ সোমবল্লি

হরিতবর্ণ হেলোতে রহিলা। পরম আনন্দে সবে স্থাবর ভৈগেলা॥ অনেক পক্ষিগণ কৃষ্ণে সুখ দিতে। জলে স্থলে রহে সবে স্থির বহুমতে॥ পঞ্চ পংক্ষ শুক্লপক্ষে এদিন রজনী। প্রফুল্লিতা হৈয়া রহে স্থাবর না জানি॥ শরালী আছয়ে জলে স্থলে বহুতর॥ ঋষিগণ জলে স্থলে হয়ে স্থিরচর॥ কৃষ্ণ তুষ্টী লাগি কুঞ্জ কমলা পূজিত। কমলা আছয়ে তাঁবে কমলা বেষ্টিত॥ রক্তাক্ষ রক্তকে আছে রক্তাক্ষ নিচয়ে। কলিতা হান বৃক্ষ আর কলিতা পুরিত। ভয়ঙ্কর প্রাণী হীন সদা প্রাণী ভীত॥ বিহীন খর্জ্জুর আর পলাশ প্রবাল। কি অপূর্ব্ব শোভা সেই কনকের চিহ্ন॥ কনকে রচিত ভুমি কনক কনকে। কনক কনক আর বেষ্টীত কনকে॥ ক্রমুক ক্রমুক আর ক্রমুক বিস্তারে॥ জঙ্গম প্রিয়ক আর প্রিয়ক জঙ্গমে। স্থাবরে প্রিয়ক আর অতি মনোরমে॥ জঙ্গমে ময়ুর আর স্থাবর ময়ূরে। বিহীন বকুল আর পুর্ণ সুবকুল॥ তমাল বিহিন আর তমাল আছয়। দ্রুমে বিদ্রুমে সব নহি বিস্তারয়॥ কৃষ্ণসারা কৃষ্ণসারা রুরুভি রুরুভি। শম্বর ব্যাপ্ত শব্দ চিত্তে লোভি॥ রোহির প্রিয় স্থলে ব্যাপ্ত হৈল। হরিতাল ভার ইন্তক শব্দে বেয়াপিল॥ বৎসর গালব আর শান্দিল্যাদিমুনি। সেই পক্ষ শব্দ তার করে বেদধ্বনি॥ বৃক্ষমূলে চারা আর কুটিমারগণ। চারিকোণে ছয় কোণ বাহু অষ্ট কোন॥ মণ্ডল আকার কোণ কুটিমারগণ। বিবিধ মণিতে চিত্র সোপণ সাজন॥ গলা সম উচ্চ কেহ কেহ নাহি সম। কাহু নাভি শ্রেণি উরু কাহু জানুসম॥ নীল রক্ত বদ্ধ মণি কোন স্থকুটিমা। চন্দ্রকান্ত মণি চারা তাহাতে ঘটনা॥ কোন খানে চন্দ্রকান্ত মণির কুটিমা। নীল রক্ত মণিরচারা তাহা অনুপমা॥ হেন বৃক্ষে নীলমণি লতিকা উঠয়। নীলমণি বৃক্ষে হেমলতা বিলসয়॥ স্ফটিক মণির লতা প্রবাল তরুতে। স্ফটিকের বৃক্ষে পদ্মরাগের বৃন্তেতে॥ মরকত বৃক্ষে লতা চন্দ্রকান্তমণি। প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা সুন্দ সাজনি॥ ইন্দ্র নীলমনি ভুমে হেম বৃক্ষ হয়। প্রবালের বৃক্ষ ভুমি স্ফাটিকে আছয়॥

স্বর্ণ ভুমে স্ফটিকের বৃক্ষ মনোহর। নীলমণি বৃক্ষাচ্ছন্ন ধ র উপর॥ মরকত মণি ভুমে পদ্মরাগ মণি। বৃক্ষ মনোহর ব কু শাখার সাজনি॥ বৃক্ষগণে হেমস্কন্ধ ডাল শ্বেতমণি। প ডালগণ তাতে সাজে নীলমণি॥ মরকত মণি পত্র পা ম প্রবাল। স্ফটিক কুসুম স্থূল মুক্তাফল মাল॥ অন্য বৃক্ষ ঐছে উলটা ঘটনা। বিস্তার করিতে গ্রন্থ বাহুল্য রচনা॥ উ বৃক্ষগণ ফলে সর্ব্ব বাঞ্ছা পূরে। আশ্চর্য্য ফলের কথা স ি আকারে॥ কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণের রমণী নিচয়। বস্ত্র অং ার গন্ধপূর্ণ তাতে হয়॥সহজ স্বভাব তার পুষ্প যত হয়।মাল্যা ি পুষ্প সব মনোহর ময়॥ কলস বহয়ে কুষ্মাণ্ড ভূমির সমান। কৃষ্ণ লীলোচিত বস্তু রহে মধ্যে স্থান॥ কুঞ্জগণ শোভা হয়ে অতি মনোহরে। অষ্টদিগে বৃক্ষশাখা প্রশাখা উপরে॥ শাখা শাখা মিলি হৈল মণ্ডপ আকার। চতুর্দিকে লতা হয় ভিত্তি মনোহর। অত্যন্ত নিবিড় লতা কুসুম পূরিত। ভ্রমর ঝঙ্কারে তথা কোকিলের গীত॥ অতি ঘনপত্র বৃক্ষশাখার উপরে। পত্র পুষ্প ফল চিত্র আচ্ছাদন করে॥ তাহার উপরে ভুমি মণি বিরচিত। তাহাতে কুসুম শয্যা সুগন্ধি পূরিত॥ উপরেত চন্দ্রাতপ নামা চিত্র তাতে। আভরণগণ আছে রতন রচিতে॥ উপধান মধুপান তাম্বুল ভজন। জলপাত্র গন্ধ পাত্র মুকুর ব্যজন। সিন্দুর অঞ্জন পাত্র সমস্ত আছয়। মণিময় গেহ তুল্য কুঞ্জগণ হয়॥ হিন্দোলিকা আছে নানা মণিতে রচিতে। চিত্র বস্ত্র চিত পুষ্প তাহাতে নির্ম্মিতে॥ কল্পবৃক্ষ শাখা শাখাএকত্র মিলন। কৃষ্ণ তাতেকেলি করে লৈয়া প্রিয়গণ॥ কপোত পরবিত কোকি-লাদিগণ। হরিতাল পিঙ্গল আর টিট্টি ভানুপম॥ ময়ুর চকোর আর চাতক পূরিত। চাসপক্ষী নারীপক্ষী বার্ত্তক সহিত॥ শুক শারী পক্ষী আর চাতকাদি যত। কলিঙ্গ তিত্তির পদাঙুষ্ঠ আদি কত। কোকদাত্যূহ দ াটিভ আদি পক্ষিগণ। সুশব্দ বিলাস করে অতি মনোহর॥ তার মধ্যে হেমস্থল অতি পরিসর। চতুর্দিকে কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জ মণ্ডল॥ তার মধ্যে চিন্তামণি মণি আলো

কল্পবৃক্ষ কোণে মনি কুটিমা নিচয়॥ মন্দির চৌপাশে শোভে শোন ললিত। চারিকোণে কল্পবৃক্ষ সকল পুষ্পিত॥ মন্দিরের মাঝে হেম সিংহাসন আছে। তাতে সিংহগণ চিত্র ভাল সাজিয়াছে॥ সিংহ অঙ্গ কান্তি যেন পাথার নিচয়। আছে দুই পায়ে সব অঙ্গ ভার হয়॥ পাছে দুই পদ আছে কুঞ্চন করিয়া। সূর্য্যকান্তি অঙ্গনে মাণিক্যে রচিয়া॥ উর্দ্ধকর্ণ উর্দ্ধতে পুচ্ছ শটাতিক পিষ। রত্ন সিংহাসন দেই গোবিন্দে হুমিষ॥ আকাশে উড়িয়া যবে এমতি দেখিয়ে। চারিকোণে সিংহাসন আশ্চর্য্য শোভয়ে॥ অষ্টপত্র পদ্ম তুল্য সেই সিংহাসন। চতুর্দ্দিগে মণি শোভে কেশরের সম॥ কর্ণিকার হয়ে রত্ন খ্যার আকার। সুচেল তুলিতে তাহা রচিয়াছে ভাল॥ মন্দিরের কাছে ছোট রত্নালয় আছে। অষ্টকল্প বৃক্ষ লতা তাতে বেড়ি আছে॥ এইরূপ অষ্টদিগে মন্দির বেষ্টিত। কহনে না যায় শোভা উপমা রহিত॥ লতাযুক্ত কল্পবৃক্ষ তাহার বাহিরে। কুঞ্জগণ আছে যেন মণ্ডলী প্রকারে॥ এইরূপে শ্রীমন্দির বেড়িয়া২। কুঞ্জের মণ্ডলী আছে দ্বিগুণ করিয়া॥ দ্বিগুণিত সংখ্যা চারি মণ্ডলী আছয়। অপূর্ব্ব তাহার শোভা কহিলে না হয়॥ তাহার বাহিরে হেমস্থলা মনোরম। সুন্যস্থলময় সেই দীপ্ত অনুপম॥ মৃগপক্ষীগণ রত্ন বিচিত্র তাহাতে। স্ত্রী পুরুষ ভাব উদ্দীপনা হয় জাতে॥ তাহার বাহিরে হয় কদলীর বন। মণ্ডলী বন্ধনে স্থল করে আবরণ॥ সফল শীতলপত্র নানাজাতি হয়। সমূল বকুলে সব কর্পূরাদিময়॥ তাহার বাহিরে বেড়া পুষ্পোদ্যান আর। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প বাড়ি বড়ই বিস্তার॥ তাহার বাহিরে বেড়া উপবন হয়। পুষ্প ফল ভরে সেই নম্র হৈয়া রয়॥ তার মধ্যে বৃন্দাদেবী কুঞ্জ দাসীগণ। সেবা গেহ বহু তাহা নানা প্রকরণ॥ বাহিরে বাহিরে ক্রমে লতাদি বেষ্টিত। বৃক্ষতলে ভিন্ন ভিন্ন চাতা যে রচিত॥ গুবাক মণ্ডলী বন তাহার বাহিরে। হস্ত পাগ্য নব ফল গুচ্ছ মনো হরে॥ চরিদ্বর্ণ রক্তবর্ণ ফল মনোরম। বৃক্ষ কণ্ঠে ফল শোভে সুমণ্ডলী ক্রম॥ তাহার বাহিরে [illegible] নারিকেল বন। [illegible] তাহার [illegible]

আপনে। গোপাঙ্গনা সনে নৃত্য চিহ্নিত ভুবনে ॥ উত্তরে যমুনা তার রম্য তীর হয়। নির্ঝর পুলিন তার চৌদিগে আছয় ॥ অষ্টাদিগে বৃক্ষলতা অমূল্য সহিতে। পুষ্পিত হইলা অলি করয়ে ঝঙ্কিতে ॥ পিক পিকী শব্দ করে তার শর করি। নাচয়ে আনন্দ ভরে ময়ূর ময়ূরী ॥ কোটিচন্দ্র দীপ্ত প্রায় স্থান মনোহর। রত্নের মন্দির আছে কল্পবৃক্ষ তলে ॥ গোপাল সিংহাসন আছে সিংহপীঠ তাতে, আগমাদি শাস্ত্রে কহে পূর্ণলীলা যাতে ॥ প্রিয়াগণ লয়ে কেলি করে সর্ব্বকাল। রহিল না হয় স্থল মহিমা অপার ॥ এইমত স্থলরাজ অতি পরিসরে। দেখিয়া রাধিকা সুখ বাড়য়ে অন্তরে ॥ কন্দর্প লীলার যোগ্য আনন্দ মন্দিরে। গোবিন্দ স্মারক সদা নিজ গুণ ধরে ॥ এথা বৃন্দাদেবী নিজ সখীবৃন্দ লৈয়া সামগ্রী রচনা করে আনন্দ পাইয়া। ভূষণ আদি যত কুঞ্জ সেবা হয়। রচনা করয়ে কুঞ্জ উপচারচয় ॥ রাধাকৃষ্ণ আগমন পথে নেত্র ধরে। অকস্মাৎ রাই তথা [illegible] হেনকালে ॥ অভ্যুত্থান করি বৃন্দা তৎকাল আইলা। [illegible] উতংস দুই আনন্দে সপিলা ॥ বনকুঞ্জ মঞ্জু শোভা দেখাবার মনে। লঞা গেলা শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাজ সদনে। বন শোভা তাতে চন্দ্র কিরণ রঞ্জিত। উদ্দীপনা দেখি রাই হৈলা বিভাবিত ॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি চিত্ত চঞ্চল হইলা। অতি যত্ন করি স্থির করিতে নারিলা ॥ বন শোভা উদ্দীপনা উৎকণ্ঠা ধনি মন। উৎফুল্লিত কৈল চিত্ত ভাব [illegible] ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি আশা লাগি পড়ে উৎকণ্ঠাতে [illegible] বায়ু চালয়ে নেত্রে ॥ প্রবেশ করবে রাই কুঞ্জ [illegible] নানা চিত্ত [illegible] আইসে বাহিরে ॥ পত্রের [illegible] করি রাই [illegible] ॥ [illegible] এইমত শ্রীরাধিকা হয়ে উৎকণ্ঠিতা ॥ [illegible] কৃষ্ণের বিলাসে। কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিলম্বাদি [illegible] করয়ে করয়ে নানা [illegible] করিয়া। [illegible] হরিষ [illegible] ॥ কথন ত্যজয়ে ত্যজয়ে [illegible] আলিঙ্গন; কথন

করয়ে ধনি শয্যার রচন॥ নিজ অঙ্গ কান্তি দেখি কভু নি হুয়ে। অকারণে ধনি কভু অনেক হাসয়ে॥ অল্পকালে ব মানে গোবিন্দ লাগিয়া। সব ভাবচয় আসি ধরে ধনি হিয়া॥ কৃ পাব করি ইচ্ছা বাড়ি গেল মনে। নানা বেশ নানা কথা কা নানা এমে॥ ওথং ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে শয়ন করাঞা। ব্রজে পাশে সুখে শুতিলা আসিয়া॥ দাসগণ এথা কৃষ্ণ সেবা ক করে; তাহা সবাকারে কৃষ্ণ পাঠাইলা ঘরে॥ শয়ন হই তবে উঠিলা গোবিন্দ। সম্মুখ দুয়ারে খিল দিল বায় ছ॥ কুঞ্জ গমনে অতি উৎকণ্ঠিত মন। পক্ষ দ্বার দিয়া শীঘ্র হই নির্গম। পূর্ব্বদ্বারে অনাচ্ছন্ন চন্দ্রের কিরণে। লোকজন করে গমনাগমনে॥ এইত কারণে কৃষ্ণ সে পথ ছাড়িয়া। বৃক্ষাবৃত পথে চলে বিচার করিয়া॥ গমন উদ্যমে পদদ্বয় ধরে ধরে। তবে ব্রজভূমি ধরে সুন্দর কমলে॥ মনোবেগ চন্দ্রোপিতরথে আরোহিলা। কুঞ্জালয়ে নাগরেন্দ্র তৎকাল চলিলা॥ জ্যোৎস্না পূর্ণস্থান পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া। যত্নে বৃক্ষছায় পথ লভিলা যাইয়া॥ তবে মনে বিচারয়ে কি কর্ম্ম হইল। তা সবার আগমন হয় কি না হয়। বিচারিতে কৃষ্ণ চিতে উৎকণ্ঠা বাড়য়॥ এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ লাগি উৎকণ্ঠিত। আচম্বিতে দেখে ধনী তমালে পাতা॥ পবনে দোলায় জ্যোৎস্না তাহাতে পড়িল। তাহা দেখি রাই মনে কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল॥ জ্যোৎস্না মানে হেম বাস তমাল শরীর। কৃষ্ণ আগমন লাগি হইল অস্থির॥ হাস্য করিবারে মনে কৌতুক হইলা। রত্নালয় মাঝে ধনী যঞা লুকাইল॥ সুবর্ণের ভিতি তথা প্রতিমার মাঝে। রত্ন প্রদীপাদিগণ তাতে ভাল সাজে॥ সেই প্রতিমার মাঝে বারা সুবদনী। লুকাঞা রহিল কৃষ্ণ আগমন জানি॥ এই ত সময়ে কৃষ্ণ বৃক্ষাচ্ছন্ন পথে। আসি উপস্থিত হৈলা সঙ্কেত কুঞ্জেতে॥ দেখি বৃন্দাদেবী আইলা কর্ণিকার দিলা অবতংসের লাগিয়া॥ মাধবী উদয় দেখিয়া। পুলক মুকুল জাল ভরে অলি লঞা। বাসমক

কম্প মলয় বাতাসে। হাস্য পুষ্প শ্বেত অঙ্গ পরম হরিষে॥ ভ্রমরের ধ্বনি হয় গদ্‌গদ বদন। অতি প্রীতি পাইলা প্রিয় আইলা হেনমন॥ এমনি রাধিকা নিজ সঙ্গিগণ সঙ্গে। গোবিন্দ দর্শনে হর্ষ ভাবের তরঙ্গে॥ মাধবী লতিকা দেখি গোবিন্দ মানসে। আনন্দ উদ্ধৃত্য ভাব অঙ্গে পরকাশে॥ কান্তাবলোকন লাগি নয়ন মানসে। চঞ্চল হইলা কৃষ্ণ অত্যন্ত হরিষে॥ সখিগণ দেখি প্রশ্ন করিতে লাগিলা। তোমার সাঙ্গনী রাই কহ কোথা গেলা॥ তারা সব কহে তেহো গৃহেতে রহিলা। কৃষ্ণ কহে তারে ছাড়ি সবে কেন আইলা॥ তারা সব কহে মিত্র পুজার কারণে। কুসুম তুলিতে এথা হইল আগমনে॥ কৃষ্ণ কহে তবে কেন তার অঙ্গ গন্ধ। সৌরভয়ে দেখ এই সকল দিগন্ত॥ তারা সব কহে তার অঙ্গের সহিতে। মো সবার অঙ্গ হৈল সৌরভ পুরিতে॥ সেই গন্ধ লাগে এবে তোমার নাসাতে। কৃষ্ণ কহে এই কথা মিথ্যা প্রতারিতে॥ তারা কহে মিথ্যা যদি ভালই হইল। দেখ কোন স্থানে তবে রাধিকা আইলা॥ কৃষ্ণ কহে তাহা বিনু তোমা সবাকার। আগমন সম্ভাবনা না হয় বিচার॥ চন্দ্র মূর্ত্তি বিনা কভু আকাশ উপরে। কিরণের গণ কিয়ে উদয় আচরে॥ সখিগণ কহে এই চন্দ্রাবলী নহে। বৃষভানুজার শ্রীউদয় করয়ে॥ এক দেশে রহি চন্দ্রাবলী [illegible] করে। তোমাকেহ দীপ্ত করে অন্য কোন স্থলে॥ এই রূপে সখিগণ পরিহাস করে। ওথা বৃন্দাদেবী নেত্র ইঙ্গিত আচরে॥ বৃন্দার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ জানিয়া তখনে। সুবর্ণ মন্দিরে গেলা প্রিয়া দরশনে॥ মন্দিরে প্রবেশ করি দেখেন মুরারি। সুবর্ণের কান্তে সব আছে গেহ ভরি॥ রাধিকাঙ্গ কান্তি সর্ব্ব কান্তি সঙ্গে মিলি। স্বর্ণ অদ্বৈত কান্তি হৈলা [illegible]॥ তাহাতে শ্যামাঙ্গ কান্তি মিশাল হইল। মরকত [illegible] সব উচ্ছলিল॥ প্রতিম নিকটে কৃষ্ণ অন্বেষ করয়ে। [illegible] দেখিবারে চিত অতি লোভ হয়ে॥ কৃষ্ণ দোষ কৃষ্ণ [illegible] রাধিকার হর্ষভাব হৈল। স্তব্ধ হৈয়া প্রতিমার

সঙ্গেই রহিল॥ রাধিকা দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতিমা মানে। প্রতিমা দেখিয়া মনে রাই অনুলয়ে॥ কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে ... লালসাদি হয়। তৎকাল বামতা সখি আসি আকর্ষ... পরম আনন্দে বহু ঢালে সুবদনী। সেই কালে বামভ... আসি রোগে ধনি॥ রাধিকা পরশে কৃষ্ণ ইচ্ছা যবে হৈ... অত্যন্ত হরিষ আসি স্তব্ধতা করিলা॥ তরেত লালসা... নির্বীর্য্য না হয়। প্রিয়া হস্ত ভদ্র তাতে আসিয়া ধরয়॥ গোবিন্দ পরশে রাই অঙ্গ পুলকিতা। প্রতি অঙ্গে কম্প জল নয়ন পুরিতা॥ বৈবর্ণ প্রস্বেদ জল নয়ন চঞ্চল। বক্রদৃষ্টি ভুরুযুগ কুটিল প্রবল॥ এইরূপে কৃষ্ণ কর হৈতে নিজ করে। আকর্ষণ করি ধনী লইল সত্বরে॥ রাধিকার হাস্যেমুখ নেত্রোন্ত অরুণা। কুটিল নয়ন অশ্রু কলাপক্ষ সীমা॥ হেলা উল্লাস আর চাপল্য দিগণ। মন্দস্মিত অদ্র ধনি যুগল নয়ন॥ কণ্ঠেতে অঞ্জন ধরি হুঙ্কারের সঙ্গে। ভৎসন করয়ে বহু হরষিত রঙ্গে॥ ... চন্দ্রমুখী মুখ এরূপ দেখি। গোবিন্দ হইলা সুখী পূর্ণানন্দ হিয়া॥ নাসা কর্ণ নেত্র জিহ্বা শরীরাদি করি। নিজ২ লব্ধে সবে বহু লোভে ভরি॥ রাধাকৃষ্ণ অন্যান্যে লুটে বহুরঙ্গে। ... করি লুটে রাধা আনন্দিত রঙ্গে॥ কামাঙ্কুশ অস্ত্র কৃষ্ণ হস্ত চোর ... রে। প্রবেশ করিলা রাইকঞ্চুকা ভিতরে॥ সর্প গতি হয়ে হেমঘট দুই ধরে। ধরিয়া লইতে রাই করে করবারে॥ এইমত সমস্ত লীলানন্দ সিন্ধু। নিমগন হৈল চিতে লুব্ধ ব্রজইন্দু। রাধিকার চিত তনু শিথিল হইল। সখি আসি দেখে কার বাম্য উপজিল হর্ষবাম্য ভাবে ধনি কুট্টিমা মন্দিরে। প্রবিষ্ট হইলা সখীগণের ভিতরে॥ রসের তরঙ্গ কৃষ্ণ ভাসিয়া ভাসিয়া। রাই ক... গেলা রাই রহে লুকাইয়া॥ সখির মিশালে ধনী লুকাইয়া যবে। সখীমধ্যে রাই কৃষ্ণ অন্বেষয়ে তবে॥ প্রণয়ে কোটিল্য নেত্র করে সখিগণ। অন্তর আনন্দ করে বাহির ভৎসন॥ এইরূপে চলে কৃষ্ণ রাই অন্বেষিতে। সখির তারণ্য বন ঘটে ভালমতে॥ যদ্যপিহ সখীগণ প্রণয়েির্ষ্যা করি। ...

গোবিন্দ হস্ত ধান্য আগে ধরি ॥ তথাপিহ কৃষ্ণ সুখ আনন্দ বাড়য়ে। অঙ্গনার বাম্য সুখ সিন্ধু বিস্তারয়ে ॥ এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের মিলন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ গোবিন্দলীলামৃতে আছে ইহার বিস্তার। যে কিছু লিখয়ে মাত্র সেই অনুসার ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সমুদ্র গভীর। সদাই বিহরে ইথে ভক্ত মহাধীর ॥ ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন। নিজ গুণে না দেখিবা মোর দোষগণ ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা যেই গায়। লোটাইয়া ধরো মুঞি তাঁর দুই পায় ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে সায়াহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত সায়াহ্ন বর্ণনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলনং নামঃ একবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ২১ ॥

—:০—

তথাপিহ। তাম্বুলকৌলঙ্কসংগৌ বহুপরিচর নৈর্বৃন্দ-রাধামানৌ,পানৈনর্ম প্রহেলীলপন স্নন নৈ রাসলাস্য। দিরংগৈঃ। প্রেষ্ঠালীভিল সিতৌরতিগত মন সৌম্বষ্ট মাধ্বী কপার্ণৌ, ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধাতরণৌ্য-ষ্কৃত্য বিস্তারিতাতৌ ॥ ১০ ॥ তাম্ব নৈগন্ধমাল্যৈর্ব্যজন হিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈ প্রেম্নসংসেব মানৌপ্রণয় সহচরি সঙ্করেনাপ্তশাতৌ বাচাকান্তৈবর্ণভিনিভৃতরতির রসৈঃ কুঞ্জসুপ্তানিসজ্ঞৌ রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসু মশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌস্মরামি ॥ ১১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোসাঞি দীননাথ। জয় জয় গদাধর ভক্তগণ নাথ ॥ তবে বৃন্দাদেবী আইলা নিজগণ সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ সখিবৃন্দ লৈয়া গেলা রংগে ॥ যমুনার তটে শিলাশালা মনোহর। পুর্ণচন্দ্র কান্তিগণ নিন্দে সেই স্থল ॥ কাঞ্চন দোলা আছে নিকটে তাহার। পুষ্প শয্যা [illegible]

শোভিয়াছে ভাল॥ তাহাতে বসিলা রাধাকৃষ্ণ সখীগণ শীতল সুগন্ধ মন্দ বহয়ে পবন॥ চিত্র পুষ্প আভরণ তাম্বু চন্দনে। ব্যঞ্জন সুগন্ধি দিয়া করেন সেবনে॥ রাধিকা গোবি আর যত সখীগণ। সেবাকরে বৃন্দাদেবি লৈয়া নিজজন। সজ্যোৎস্না রজনি বন কুসমে পুরিত। সুন্দর পুলিন প্রিয়া সুবেষ্টিত॥ দেখিয়া গোবিন্দ হৃদি আনন্দ বাড়িল। র বিলাসের লাগি বাঞ্ছা বহু হৈল॥ বৃন্দাবন বৃক্ষতলে সগ ন নর্ত্তন। সুচক্র ভ্রমণ পায় অনেক ভ্রমণ॥ হল্লিসক ধৃত্য আতে মনোহর। যুগ্ম নৃত্য গান হয় প্রকার বিস্তর॥ তাণ্ডব নৃত্যেতে আছে বহুত প্রবন্ধ। এক একজন নাচে করিলাস্য রঙ্গ॥ সেই২ মতে গান নিত্য নর্ম্ম আর। জল খেলা নর্ম্মলীলা রাস অঙ্গসার॥ সুমন্দ পবনে বৃক্ষলতিকা কাঁপয় পূচন্দ্র জ্যোৎস্না তাতে উজ্জলিত হয়॥ ময়ুর করয়ে গান করয়ে কোকিল। ভ্রমরা ঝঙ্কার বহে সুগন্দি সমীর॥ দেখি কৃষ্ণচিত্তে অতি আনন্দ বাড়িল। বন বিহরণ লাগি বাসনা হইল॥ নিজ বাঞ্ছা বংশী-গানে জানায়ে গোপীরে। কৃষ্ণ নাম গানে গোপি [illegible] করে॥ কৃষ্ণ বংশীগানে কহে শুন প্রিয়াগণ। চন্দ্রের [illegible] ভরে সব বৃন্দাবন॥ বিহার লাগিয়া চিত্ত বাসনা করয়ে। [illegible] শুনি কৃষ্ণ নাম গানে তারা কহে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ [illegible] কান্ত হে। নব হরিতে বৃন্দাবন সখী চিত্ত উৎ [illegible] [illegible] শুনি কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লঞা। নিজ শিক্ষা [illegible] দেখাইয়া॥ প্রতি বৃক্ষ প্রতি লতা প্রতি কুঞ্জে [illegible] শিখাইয়া ভ্রমি ভ্রমি ফিরে॥ সুমন্দ [illegible] [illegible] কাঁপে [illegible] সব অরণ্য নাচয়॥ সুমধুর [illegible] কুল গান। ভ্রমর ঝঙ্কারে [illegible] ময়ুর নর্ত্তন॥ [illegible] দেখি বৃন্দাবন। কৃষ্ণ চিত্তে বাঞ্ছা বাড়ে করিতে [illegible] মৃগপক্ষি ভৃঙ্গ তরুলতা। মূর্চ্ছা হৈতে উঠে যেন [illegible]॥ মাধুর্য্য অমৃত রসে সিনান করিলা। কৃষ্ণ [illegible] আনন্দিত ভেলা॥ পক্ষমৃগ চঞ্চরিক আগেতে [illegible]

স্থান কৃষ্ণ মান্য করে গিয়া ॥ চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ বলিত করিয়া ॥ হরি আগে শীঘ্র আইলা বায়ু গতি হৈয়া ॥ চন্দ্রকান্তে বৃন্দাবন গৌরবর্ণ হৈলা। গৌরাঙ্গির অঙ্গ কান্তি তাতে মিশাইলা ॥ স্বর্ণপাত্র স্বর্ণ যেমন প্রক্ষালন কৈল। এই মতি বনে ব্রজজনা ... হইল ॥ রাধিকার অঙ্গ দ্যুতি বৃন্দার সহিতে। মিলিলা গোবিন্দ অঙ্গ শ্যামসুর দ্যুতে ॥ চঞ্চ তামাল প্রাতপত্রগণ যেন। বালমল করে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ॥ তবে হরি প্রীত কর সবারে পুছয়ে। সুখে আছে পক্ষিগণ কহত নিশ্চয়ে। পালতা মৃগমৃগী মধুকরগণ। কুশলে আছত সবে কহত কথনন ॥ গোবিন্দ দেখিয়া বৃন্দাবন নৃত্য করে। পবনে চালায় পত্র পুষ্প আদি ছলে ॥ কোকিল ভ্রমরা ছলে করে মঞ্জু গান। নর্ত্তকীর প্রায় নাচে পায় বৃন্দাবন ॥ গোবিন্দ সংহতি হায় ভৃঙ্গ পুঞ্জগণে। অতি শ্রান্ত হৈল ভৃঙ্গ গমনাগমনে ॥ দেখিয়া মাধবী লতা নিজমধু পানে। কিশলয় বায়ু চলে করেন আহ্বানে। নিজ কুল কর্ম্ম গোপিগণ তেয়াগিয়া। গোবিন্দে আনন্দ দেন শিক্ষার লাগিয়া ॥ মালতির গন্ধে ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইয়া। প্রণাম করয়ে রঙ্গে সে সব কহিয়া ॥ মল্লিলতা ফলে বৈসে চপলা ভ্রমর। অনিলে চালয়ে তারপদ মনোহর ॥ যেমন কৃষ্ণ-হাস্য দেখি কটাক্ষের সঙ্গে। পরম আনন্দ ভরে কাঁপে সব অঙ্গে ॥ আপন নিকটে হরি দেখি লতাগণ। ... করি ... লয় পবন ॥ পক্ষীগণ শব্দ স্তুতি করয়ে বিস্তর। দেখিয়ে আনন্দ পায় গোবিন্দ অন্তর ॥ ... কুঞ্জে ... চিত্র অপার। নবদল ... বৈসে ... ॥ শব্দ ছলে তারা বহু স্তবন করয়ে। ... মেঘ জালি অঙ্গে ... বিদ্যুল্লতা ॥ ... নির সঙ্গতা। দেখিয়া ময়ুর আর ময়ুরী ... কেকাশব্দ করি নাচে পিচ্ছ প্রসারণে ॥ পক্ষীগণ শব্দ ... ভ্রমরা ঝাঙ্কৃতি। পুষ্পফলে পূর্ণ বন পরিমল অতি ॥ চন্দ্র ... ভরে মন্দ পবনে চলয়ে। বনশোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দ ... অশোক লতার পুষ্প অল্প বিকসিলা ॥

বৃষভানু সুতা তাহা ত্রোটন করিলা ॥ স্তবক যুগল কৃষ্ণ শ্রব ধরিলা। শশখ্যা প্রেম হস্ত কাঁপিতে লাগিলা ॥ আর দুই গুচ্ছ হস্তেতে ধরিয়া। মন্দ মন্দ হয়ে যান হরসিত হৈ প্রণয়জ সকলহ সদা কৃষ্ণ সঙ্গে। তার হস্ত পুষ্প গুচ্ছ হরে রঙ্গে। সেই গুচ্ছ লঞা রাই শ্রবণ যুগলে। হাসিয়া ধরিলা ধান বাঞ্ছা পুরে ॥ সিংহ মধ্যে গণ কণ্ঠধ্বনি সুমধুর। নিরমল গান সরস প্রচুর ॥ স্তব অপর্ণিচ্ছলে কৃষ্ণাঙ্গ পর অতি উৎকণ্ঠিতা ভেল নিভৃত বিলাসে ॥ কিলকিঞ্চিত বিব্বোক বিলাসে। ললিতালঙ্কার কৃষ্ণ পয়ান হরিষে ॥ ভ্রমর সকল ধ্বনি ছল উঠাইয়া। রাধাকৃষ্ণ গুণগান পুষ্প পরাইয়া ॥ চন্দ্র আর লতা তরু গুণের সংযোগে। কৃষ্ণ চন্দ্র গুণ গায় সখী অনুরাগে ॥ বর্ণ অর্থ বিপর্যয় রাধাকৃষ্ণ শোভা। পরম হরিষে সখীগণ চিত্ত লোভা ॥

যথা রাগঃ। উদয় করিলা শশী, শোভে অতি জ্যোৎস্না রাশি; জগত আহ্লাদশীল সার। প্রমোদ হৃদয়ে কাম, বাঢ়াইতে সুধা ধাম; রাধা অনুরাগ সুধাসার ॥ সখী হে রাই কানু বিলসয়ে রাসে। প্রতি তরুলতা ভনে, রাসে হিল্লোলে বুলে, গান নৃত্য পরিহাস রসে ॥ ধ্রু ॥ গোবিন্দ সুশীল অতি; আহ্লাদে ও বন তাতি বাড়য়ে যুবতি হৃদি কাম। বাধকা ললিতা সঙ্গ, বিলাস করয়ে রঙ্গে, সুশোভা অধিক কান্তি ধাম ॥ প্রফুল্ল নারীলতা, পুষ্পার্গেন বেষ্টিতা, বিরাজয়ে গহনের মাঝে। জ্যোৎস্না রজনী অতি বিরাজয়ে কান্তি ততি, তাতে বৃক্ষলতা পুষ্প সাজে। বন মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র, সঙ্গে নিতম্বিনী বৃন্দ, বিলসয়ে সজ্যোৎস্না রজনী। বসন্ত মাধবীলতা, সঙ্গে হৈল প্রফুল্লিতা, বিশ্ব চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধিনা ॥ মাধবের আলিঙ্গনে; মাধবী আনন্দ মনে, তাহাতে মাধব হরষিত। দেখিয়া দোঁহার শোভা, মদন অন্তরে লোভা, বিশ্বনেত্র করে আনন্দিত ॥ প্রফুল্ল মাধবী মাল, কাঞ্চন যূথিকা ভাল, প্রফুল্ল হইয়া বেড়ে তায়। দেখিয়া সুন্দর শোভা, পরিমলে হৈয়া লোভা, ভ্রমরী ঝঙ্কৃতি হঞা ধায় ॥

প্রফুল্ল গোবিন্দ অঙ্গ, রাধিকা প্রফুল্ল সঙ্গ, শোভা দেখি সব সখীগণ। আনন্দে মগন মন, গুণ গায় সখীগণ, সমর্পণ করে কায় মন॥ নব পদ্মগণ সঙ্গে, ভ্রমরা বিলাসে রঙ্গে, গান করে মদন নিদেশে। মধুপানে মত্ত হঞা, হৃদয় মদন লৈয়া, এইরূপে রজনী বিলাস॥ গোবিন্দ পদ্মিনী লৈয়া, মদন পুরিত হিয়া, রঙ্গে বিলাসয়ে সব রাতি। কর নানাবিধ গান, মনমথ মরুচ্ছান, আনন্দে তরয়ে সব মতি। রজনী রমণী বর, সব অন্ধকার হয়, দেখি পদ্ম কুমুদ বিকাশে। গগণ ভসতি ঘন, সিত জ্যোৎস্না সপুরণ, পরিমলে ভরি অলি ভাসে॥ দেখি বন শোভা ছন্দ, সঙ্গে করি কান্তা বৃন্দ, ভ্রমরা বেষ্ঠিত চারি পাশে। নানামত স্নান করি, এরূপে বিহারে হরি, আনন্দ সমুদ্রে সদা ভাসে॥ পাতি গাছতলে তলে, ভ্রমণ করিয়া বলে, তবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে। গেলা বংশীবট তলে, মণির কুট্টিমাতরে, গায় যদুনন্দন বিরলে॥

কৃষ্ণ দেখি যমুনার আনন্দ বাড়িল। নিজ শোভা দেখাইল কৃষ্ণ সুখ দিল॥ তরঙ্গ হইল ফেণা সেই হাস্য মানি। পক্ষীগণ ধ্বনি ছলে গমন প্রকাশিলা॥ যমুনার সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎকণ্ঠা বাড়িল। সরস উৎসব উর্ম্মি হস্ত প্রসারিল॥ লোল পদ্মগণ পদ্মগণ ছলে বদন চঞ্চল। নয়ন চঞ্চল ফুল্ল মালা উৎপল॥ কুম্ভীরের মুল হয় উচ্চ নাসা সম। গর্ত্তগণ যত হয় কর্ণ অনুপম॥ যমুনা পুলিন কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত। রমণ কারচণ তৃষ্ণা বাড়ি গেল চিত্ত। যমুনার পার হৈতে বাসনা হইলা॥ প্রিয়াবৃন্দ সঙ্গে কৃষ্ণ উঠিয়া চলিলা॥ জলের উপমে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দিতে। যমুনা প্রণাম করে তরঙ্গ হস্তেতে॥ পদ্মগণ আনি দেন কৃষ্ণ পাদযুগে। পুনঃ পুনঃ প্রবেশিয়া বন্দ অনুরাগে॥ কৃষ্ণ নিজ প্রিয়গণ সঙ্গে পার হৈতে। গমন শিক্ষার লাগি আইলা হংস তটে॥ হংসীগণ সঙ্গে হংসতট কাছে আস। মঞ্জুরীর ধ্বনি স্থানে ধ্বনি [illegible]॥ যমুনার সুখ হৈল কৃষ্ণ আগমনে। জলের [illegible] জলনে॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি জলে উচ্চ

গমন। ক্ষীণতা করিল অতি হরিষিত মন॥ জানুসম জল সকল যমুনা। শুনগন্দস্ব জল বহে নিঝর পুলনা॥ হয়ে সুখে কৃষ্ণ পুলিনে উঠিয়া। কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্গে রমণে হৈলা॥ নয়নে নয়ন মেলা অকুতের সঙ্গে। হাস্যমুখে পরিহাস করে রঙ্গে॥ আলিঙ্গন করি মুখে চুম্বন করয়ে। পিয়াসে কুচযুগে নখাপায়ে॥ দোহে দোহা অঙ্গে অঙ্গ হইতে। অনঙ্গ বিলাস তৃষ্ণা বাড়ি গেল চিত্তে॥ তবে প্রিয়াগণ সঙ্কেত করিয়া। রাসচক্র পুলিনেতে আইল হৈয়া॥ সে চক্র উপরে কৃষ্ণ মরণ লাগিয়া। আরোহণ কৈলা হরি প্রিয়াগণ লৈয়া॥ উর্দ্ধ হস্ত উচ্চ মেলি চক্রের উপরে। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ নানানা লীলা করে॥ দোঁহা মধ্যে করি আর যত সখীগণ। ত্রিমণ্ডল হয়ে বাদ্যক্রমে আচরণ॥ তমাল তরুতে যেন স্বর্ণলতা বেড়া। বান্ধিয়াছে মুলে যেন সুবর্ণের চারা॥ অংশে অংশে দিল দুহুঁ দুহুঁ ভুজলতা। নৃত্য করে নিতম্বিনী পদের চালনা। নানান বৈদগ্ধী গতি নাহিক তুলনা॥ জ্যোতিশ্চক্র যৈছে ভ্রম কভু শীঘ্রগতি। কভু মধ্য গতি চলে কভু নন্দ গতি॥ ঐছে হল্লিসক নৃত্য করে কৃষ্ণ প্রিয়া। সব সখীগণ মেলি ভুজে বন্দ হৈয়া॥ কভু কৃষ্ণ ললিতা বিশাখা মধ্যে যাঞা। অংশে বাহু অর্পি নাচে আনন্দ পাইয়া॥ গান করে কৃষ্ণ আর গাওয়ায় সবারে। আপনি নাচয়ে আর নাচায়ে প্রিয়ারে॥ অতি শীঘ্রগতি হয় পদের চালনে। দুই দুই মধ্যে কৃষ্ণ এই রূপে ভ্রমে॥ বহু স্বর্ণলতা মাঝে নাচয়ে তামাল। এইরূপ দেখে কৃষ্ণ সঙ্গে গোপাজাল॥ আলাত চক্রের প্রায় গমন মুরারি। সবে জানে কৃষ্ণ আছে নিকটে আমারি॥ বহু বিস্তারিত এক মণ্ডলী করিয়া। তার মাঝে নাচে কৃষ্ণ চক্র ভ্রমী হইয়া। আপনার নিজ শক্তি তাহা প্রকাশিলা॥ দুই দুই গোপাঙ্গনা মাঝে নৃত্য কৈলা॥ সর্ব্ব গোপাঙ্গনা গণ দুই দুই মিলনে। নাম্বিলেন চক্র হৈতে বিলাসান্য মনে॥ নাম্বিয়া আইলা পুনঃ মণ্ডলী বন্ধন। অনেক

জাতি গান প্রকাশিলা। বাইস প্রকার স্বর আলাপন কৈলা সুতান ধরিয়া উন পঞ্চাশ প্রকার। একুইশ প্রকার মূর্চ্ছা করি সঞ্চার। গমন প্রকাশে ভেদ দশ মত আর। ডাক আদি ব ভেদ গানের সঞ্চার॥ রূপকাদি কৈল শুদ্ধ শালগাদি করি। ত্রিবিধ প্রকারে কৈল সুজাত সঞ্চারি॥ সপ্ত স্বর হয় ও সম্পূর্ণ বিধান। ষট স্বর ষাড়ব করি বলি যার নাম॥ পঞ্চ স্বর ঔড়বাংশু ভেদ করি গানে। এইরূপে ত্রিধা হয় স্বরের বিধানে॥ মল্লার কর্ণাট নাট নাম সুকেদার। কামোদ ভৈরবী রাগ দেশাগ গান্ধার॥ বসন্ত মালব রামকেলী সুগুর্জরী। গৌরী গণ্ডরিক রাগ ভুরি অশোবরী॥ বেণাবলী মারহাটা মঙ্গল গুর্জরা। দেশবদাড়ী আর সুপঠ মঞ্জরী॥ মাগধী কৌশিকী পালি ললিতা সিন্ধুড়া। এইত রাগিনী গান করে মনোহরা॥ সুশীরতা তাল ঘনা লুব্ধ বাদ্যগণে। বৃন্দা আনি ক্রমে দেন বাজন সংক্রমে॥ মুদ্রঙ্গ ডমরু ডম্প মডডুক্ক খমকা। মন্দিরা মুরলী বংশী সুন্দর পালিকা॥ বিপঞ্চ মহতী বীণা সুকর তালিকা। কচ্ছপী সুন্দর আর শুক বিলাসিকা॥ রুদ্র বীণা তম্বুর আর সুস্বর মণ্ডলী। বাজান সকল যন্ত্র কৃষ্ণ প্রিয়া মেলী। হস্তক করয়ে দেখি অতি বিলক্ষণ। যাহা দেখি মুরছিত হয় ত্রিভুবন॥ পতাকা ত্রিপতাকাদি আর হংস মুখ। মৃগশির সম আর কাতারির মুখ॥ শুক মুখ সাড়াসি খটমুখ আর। সুরি মুখ অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মকোষাকার॥ সর্প মুখ আদি করি হস্তক প্রকার। নর্ত্তনে দেখায় করি লালনে সঞ্চার॥ বহু বিধ তাল ধ্রুব লক্ষণাদিগণ। মঞ্জু লক্ষনক অন্যে অতি বিলক্ষণ॥ গ্রহাদি ত্রিবিধ হয় অতি অনুপম। সমা গোপুচ্ছিকা স্রোত বহু মনোরম॥ ত্রিবিধ নব এব গতি দ্রুত মধ্য শেষ। নিঃশব্দ শব্দ দ্বিধারব সুবিশেষ। মান দুই শত হয় বর্দ্ধ নাহি মান। এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গে প্রিয়াগণ গান॥ তচ্চৎ পুষ্ট চাটপুট রূপকাদিগণ। গজ লীলা এক তাল সিংহ নন্দন॥ নিরূপা আদি করি তাল বিলক্ষ কতেক লিখিব ইহা না যায় লিখন॥ অজড় রূপা আদি ম

আর সম্পত্তি পুটিকে। পিকবর স্খলন কুবর সুপুটুকে॥ ইন্ডটী উদ্ঘট্য আর দর্পরাজ নাম। কোলাহল শচী প্রিয় রঙ্গ বিদ্যা ধাম॥ বানকানুকূল সব বঙ্কণ বিধান। রঙ্গাঙ্ক কন্দর্প আরসর্পিতানন্দন॥ পার্ব্বতী লোচন আর চূড়ামণি জয়। কতেক কহিল যত গান বাদ্য হয়॥ সকল করয়ে কৃষ্ণ সঙ্গে প্রিয়াগণ। আনন্দ সমুদ্রে মাঝে করিয়ে মার্জ্জন॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত অর্থের সাগর। সতত সাতার যার যত আছে বল॥ ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন। তোমার চরণে মোর একান্ত শরণ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এযদুনন্দন কহে শ্রীরাস বিলাস।

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত শ্রীরাসলীলা বর্ণনে
দ্বাবিংশতিতম সর্গ॥ ২০॥

—:০:—

তথাহি। অথ প্রবন্ধ গানংস নানাতালৈঃ পৃথিগিধঃ।
তর্ত্ত মারভতেত্রাভি বিদগ্ধাভি সনস্ত॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্র নন্দন। জয়২ শচীসুত ভুবন পাবন॥ জয় শ্যামদেহ কান্তি গৌরবর্ণাবৃত। জয় রাধাকান্তি ভাব বিলাস দি কত॥ জয় সনাতন প্রিয় জয় রূপ প্রাণ। জয় রঘুনাথ দাস কোটি প্রাণ সম॥ জয় রঘুনাথ ভট্য পরম দয়াল। জয় জয় জীব তুল্য করুণাবতার॥ কৃপা কর দীনবন্ধু লইনু শরণ। যাতে হৈতে পাই প্রভু তুয়া প্রেম ধন॥ এবে কহো গোবিন্দবরে বিলাসনক্রম। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসী গণ॥ অতঃপর কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লৈয়া। গান তান নৃত্য করে কল্পনা করিয়া॥ রাই নিতম্বিনী যবে নর্ত্তন করয়ে। শ্রীকৃষ্ণ ললিতা লয়ে গান আচরয়ে॥ চিত্রা আদি২ করি যত সখীগণ। তাল ধরে তাতে সবে অতি বিলক্ষণ॥ বৃন্দা আদিগণ সবে দর্শন করয়ে। সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ পূর্ণানন্দেতে ভরয়ে॥ কৃষ্ণ যবে একা নৃত করেন হরষে। রাধা সুধানু গান করেন হরিষে॥ অত্যন্ত দুরূহ লতাগণ ধরে যবে আশ্চর্য্য

চপলী। কিবা সেই হাস্য সুধা মদন বৈকলী ॥ কিবা সে কঙ্কণ ধ্বনি নুপুর বাজনী। কিবা সে কিঙ্কিণী ধ্বনি বলয় বাজনি ॥ এই রূপে কহে তাল ধরিবারে কালে। সে কণ্ঠে ধ্বনি শুনি কোকিল বিকলে ॥

থৈথৈ থোথো দিক তিত্রিগথৈথো তথৈথো তথৈথা। দৃমিদৃমিদৃমি ধোধোধো মৃদঙ্গাদি বাদ্যেকণ কণ কণ বীণ শব্দ মিশ্রেবিশাখা। লুণ্ঠিত ঝনন ঝংকার্য্যলঙ্কার জলাদৃগতি দৃগতিদৃগ থৈথো তথোথোত্রবীণা ॥ ইতি ॥

এইরূপে বিশাখিকা কৈল নৃত্য রঙ্গ। এই তাল ধরি নাচে নানা অঙ্গ ভঙ্গ ॥ আর কোন সখীনৃত্যে নাম্বিলা তখন। কিঙ্কিনি নূপুর আর বাজায় কঙ্কণ ॥ হস্তের ঢুলন আর পদের চালন। করিয়া কহয়ে এই তাল বিলক্ষণ ॥

থৈয়া তথৈয়া তথথৈ তথৈতা ॥

তার নৃত্য অবসানে আর কেহ নাচে। পদের চালমি হস্ত যুগচালে পাছে ॥ নূপুর কিঙ্কিণি সহ কঙ্কণের ধ্বনি। তালের উথানে সুমধুর বাণে ॥

থৈথৈথৈথৈথৈতথৈ তথৈত।

তার নৃত্য দেখি অন্য সখি সুখ পাঞা। নৃত্য করে এই সব তাল উচ্চারিয়া ॥

থৈ আ থৈ আ তথতথথৈয়া থৈথৈথৈয়াতি গড়তিথৈয়া। তবে কোন সখী নৃত্য করিতে লাগিলা। তার নৃত্য দেখি কৃষ্ণ হরষিত হৈলা ॥ তবে কৃষ্ণ গান করে নর্তন সঞ্চারে। কিবা সে গানের গতি কিবা কণ্ঠস্বরে ॥

অআঙ্গিআতি আআতি আঙ্গিতি আআআতি আআতি আআ। আঅন্যোন্যস্মাজলাঙ্গনং নটাদব পুলিনং রাধিকে পশ্য আবে। আ আঙ্গি আতি আআ নটতিচ বিপিনং [illegible] হংয়া। আআ আত্রত্রি কৃষ্ণঃ পুনরিহনিমদন [illegible] ন নর্ত্ত ॥

[illegible] কহে পূর্ণ জ্যোৎস্না পুলিনে ভরিল। দেখ রাধে নৃত্য

আরম্ভ করিল ॥ আর দেখ বন সব নৃত্য করে রঙ্গে। চালায় নাচে অলিগণ সঙ্গে ॥ তবে রাই হাসি কহে নাচিতে অতি মনোহর তথা গান রস রীতে ॥ দেখ কৃষ্ণ তুয়া চন্দ্রকুণ্ড যিনি। হংসী ক্ষীর হীরা গর্ব্ব করয়ে হরিণী ॥

আই অ আ ঈ অতি প্রিয়হাস্যশ্চন্দ্রতিকুন্দতি হংসতি আরে। ক্ষীরতি হীরতি হারতি আরে আঈ অ আঈ অতি নিত্যতি রাধা ॥

রাস মধ্যে বাজে বহু মুরুজেরগণ। অধিক অধিক নি করয়ে সঘন ॥ রাসে বহু সুখ পাঞা এ সব বচনে। করে যত সব সুরঙ্গনাগণে ॥ বীণাবাদ যন্ত্র তাল ধারণ। অন্যোন্য নীচে তাল ধরে অন্য জন ॥ সকল অঙ্গনাগণ নাচ নৃত্য রসে। অবিষ্ট হইলা নীবি বক্ষ কাদি খসে ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ সেই নিত্য মাঝে যাঞা। নাবি রেণু কঞ্চুকাদি বান্ধে সুখে পাঞা ॥ নানা শব্দে বন্ধে গান সৃজন করয়ে। সারিগম পধনাদি স্বর আলাপয়ে ॥ শুদ্ধ আর যত সঙ্কীর্ণাদি সব করি। সহস্র প্রকার গান বলিতে না পারি ॥ গীত পদ উপদেশী ভেদ বহুতর। কে কহিতে পারে তার বিস্তর ॥ তত ঘনশীঘন বাদি শব্দ প্রচুর। কঙ্কণ কিঙ্কিণি আর নূপুর ॥ আর চারি বাদ্য ভেল তাহাতে মিশাল। পঞ্চম হইল ধ্বনি তুমুল বিশাল ॥ সুখে গান করে সব ব্রজাঙ্গনাগণে। অভিনয় করে হস্তের চালনে ॥ পদাব্জ যুগলে তাল মনোহরে। গ্রীবা কটি বিধুনন তাল মত করে ॥ তা দেখি গোবিন্দ চিত অতি বিদ্ধ হৈল। মনসিজ সুখে রসে আরো বাড়ে ॥ নয়ন দোলন গতি দক্ষিণ বামে। তারকা কটাক্ষ গতি অতি মনোরমে ॥ সে সব অঙ্গের শোভা সে হাস্য মাধুরী। নাচে কৃষ্ণ সুখ পাঞা কটাক্ষাদ ধরি ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ অধিক চিত হৈল। মনসিজ সুরসে আরতি বাঢ়িল ॥ শ্রুতি গমকাদি আর মূর্চ্ছাগান। এক স্বরে এক হঞা করেন গায়ন ॥ অংশ মিশ্র জাতি প্রভৃতি গমকাদি যত। কেহ স্বর আলাপ

কতং মত ॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ অতি সাধু২ বলে। তাহা শুনি অন্য জন তৈছন আচরে ॥ কৃষ্ণ তারে তৈছে কৈল সম্মান বহুত। এইরূপে গান গায় করিয়া আকুত ॥ ছালিক্যাদি নৃত্য তবে রাধা আরম্ভিলা। সে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণ অতি তুষ্ট হৈলা ॥ তৎকাল যাইয়া তারে আলিঙ্গন কৈলা। সেই ছলে নিজ অঙ্গ তায় সমর্পিলা। প্রিয়া গান কার বংশী বাজান মুরারি। দেখয়ে রাধিকা মুখ কটাক্ষ আচরী ॥ গান করে নানা মর্ম্ম বিস্তার করিয়া। তাহা শুনি অ'ওলাইলা প্রিয়াগণ হিয়া ॥ তালের স্খলন হবে এমন সময়ে। নাগরেন্দ্র নেত্র পত্রে দেখান তাহারে ॥ স্খলন সময়ে ভাল সম্ভালন কৈলা। দেখিয়া গোবিন্দ চিত্তে আনন্দ বাড়িলা ॥ যবে কৃষ্ণ নৃত্য করে তবে নিতম্বিনী। সুস্বর করিয়া করে মহতীর ধ্বনি ॥ তৈছে কৃষ্ণ তাল ভঙ্গ হইবার কালে। রাই নেত্রপথে তাল করেন সামভালে ॥ রাধাকৃষ্ণ অন্যান্য গান নৃত্য রসে। সহায় করেন সদা আনন্দ বিশেষে ॥ তৈছন সহায় অন্য সখি হৈতে নহে। দোহার বৈদগ্ধ গুণ দোহাতে রহে ॥ তাল অবসানে কৃষ্ণ পদ্মহস্ত দিয়া। প্রিয়া বক্ষস্থলে ধরে আনন্দ পাইয়া ॥ রাধিকাহো তুষ্ট হৈয়া নিজ বাম করে। প্রণয় সরোষে কৃষ্ণ হস্ত করে দূরে ॥ জানুদ্বয় মহীতলে আলম্ব করিয়া। শূন্যে রহে নিজ বাহুদ্বয় প্রসারিয়া ॥ ঘুরয়ে অত্যন্ত বেগে অতি মনোহর। কন্দর্প কাঞ্চন চাকি যেন ঘন ঘুরে ॥ লীলাতে করেন তবে গমন গমন। কভু বাহু প্রসারয়ে কভু বা কুঞ্চন ॥ অন্যান্য অঙ্গ হস্তে সদা পরশয়ে। এইত দুষ্কর নৃত্য অনেক করয়ে ॥ কেহ এক হস্তে মহী নিলেন ধরিয়া। উলটি পড়য়ে নিজ অঙ্গ ফিরাইয়া ॥ তাহা দেখি কেহ কেহ বিনাবলম্বনে। শূন্যে অঙ্গ ফিরাইয়া করেন নর্ত্তনে ॥ তাহা দেখি কেহ কেহ উত্তানিত হৈয়া। [illegible] বাহু পদে অঙ্গ ভার দিয়া ॥ স্বর্ণলতা ধনু যেন চ[illegible] নহিতে। ক্ষীণ মধ্যে মুর করে [illegible] এইমতে ॥ কেহ নৃত্য করে তাল ধরে। গান করে। [illegible] কলাই মাত্র একত্র বাজয়ে ॥ কভু দুই

বাজে আর কভু বাজে তিন। যখন যৈছন তার তৈছে বাজন॥ কভু বা নিঃশব্দে রহে কভু নাহি করে। ঐছে তার পদ চালন আচরে॥ তাহা দেখি সুখী হৈল সব গুণীচয় সাধু সাধু বলে সবে তাহারে পূজয়॥ গীত বাদ্য নৃত্য আদি আছয়। ব্রহ্মা শিব আদি গণে সাক্ষাতে যে হয়॥ বৈকুণ্ঠলোকে বিষ্ণুরূপগণ। তাহার বিদিত যত সগান ব্রজের ললনাগণ নৃত্যকী হইতে। সে সব দেখিলা মণ্ডলীতে॥ গান নৃত্য বাদ্যগণ জন্ম ব্রজস্থলে। যথা যেন কেন তথা পুরে॥ রাস রসসাগরে গোবিন্দ সময়। ব্রজাঙ্গনা বৃন্দা পাশে নাচিয়া বলয়॥ এক যুবতী দেখি আগে চুম্ব দেয় অঙ্কেতে মিলয়ে আঁখি আঁখিতে মিলায়॥ কার ওষ্ঠাধর পান করেন হরিষে। কার কুচে নখার্পয়ে আনন্দ বিশেষে অতর্কিতে কার কুচ করে আকর্ষণ। এইরূপে নাগরেন্দ্র করেন ভ্রমণ॥ আপনি করেন গান গাওয়ায়ে অন্যেরে। আপনি নাচেন কৃষ্ণ নাচান প্রিয়ারে॥ প্রিয় বৃন্দ গানে নৃত্য শ্লাঘা করি হাসে। প্রিয়াগণ শ্লাঘ্য কেন নিজ নৃত্য গানে॥ আপনি বাজায় যন্ত্র সুখি করে প্রিয়া। প্রিয়া যন্ত্র বাদ্যে সুখ পায় নিজ হিয়া॥ কার অংশে বাহু দিয়া কৃষ্ণ আকর্ষয়ে। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপয়॥ পুনঃ আলিঙ্গিয়া তারে চুম্বন করয়ে। স্থির সৌদামিনী যেন জলধর রহে॥ তার অঙ্গে পুলকাশ্রু কম্প উপজিল। তাহাতে গোবিন্দ মনে মহাসুখ হৈল॥ নর্তন করিতে শ্রম হৈয়াছে তাহার। ঘর্ম্মের অঙ্কুর ভাল কপোলে সঞ্চার॥ বৃন্দ স্নেহে সেই সব শ্রম দূরে গেল। ভাবময় ভূষা সব অঙ্গে পরাইল॥ রাস নৃত্য অবসানে রাধাঙ্গ মাধুরী। দেখিয়া গোবিন্দ আঁখি পুলক না ছাড়ি॥ শিথিল হইল বাস কেশ বেণী হারে। শ্রম জলকনা ভাল কপোল বিশেষে॥ শ্বাসে নাচে কুচযুগ অতি মনোহর। অলস তরল অঙ্গে তাহাতে সুন্দর॥ অঙ্গ মল রুচি দেখিয়া গোবিন্দ। সে মাধুরী হেরে অঙ্গে পায় আনন্দ॥ পদ্ম গর্ব্ব খর্ব্ব করে গোবিন্দ নয়ন।

কুণ্ডল কর্ণে করয়ে নর্ত্তন ॥ চর্ব্বিত তাম্বুল নিজ বদন হইতে। রাধা নৃত্য সুখে দিলা মুখে মুখার্পিতে ॥ নিজাঙ্গ পরশ দিয়া প্রিয়ার শরীরে। অন্যান্য পরশে অঙ্গ পুলকাদি ভরে ॥ স্বেদাদি হইল সুখ মোহ অনু মানি। এইরূপে সব শ্রম পলায় আপনি ॥ কোটি চন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণ করতলে। সে হস্ত পরশে শ্রম তাপ গেল দূরে ॥ তথাপিহ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ নিজকরে। প্রিয়ামুখ মাজে দয়া ভরল অন্তরে ॥ প্রিয়া শ্রম গেলা সুখ হইলা দ্বিগুণে। এইরূপে কৃষ্ণ দয়া সমুদ্রে মগনে ॥ তেহ নিজ সুসখ্যতা বাঢ়ান আনন্দে। নিজ পাটাঞ্চলে মাজে কৃষ্ণ মুখ চান্দে ॥ কৃষ্ণ তৈছে নিজ পট বস্ত্রাঞ্চল লৈয়া। রাই মুখ মাজে সুসখ্য তা প্রকাশিয়া ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সংগ হয় বিলাস সাগর। আনন্দ তরংগ তাতে বহয়ে বিস্তর ॥ তজ্জন অলসে রাই মগন হইলা। কেশ পাশমালা খসে তাহা না জানিলা ॥ এইরূপ সব রাস নৃত্যাদি বিলাস। তাহা সবা সনে হৈয়া কৃষ্ণ রসোল্লাস ॥ অন্য জন স্নিগ্ধ নহে এ রাস বিলাস। ব্রজঙ্গনা সঙ্গে মাত্র করেন বিলাস ॥ কৃষ্ণ তা সবার সঙ্গে রতিলীলা। করিতে বাসনা হৈলা বৃন্দা তাজানিলা ॥ পক্কফল সব আর পুষ্প মধুগণ। কত মণি পাত্র তাতে করিল। পুরণ ॥ মণি পাত্রে ভরি তাহা বৃন্দাদেবী আনে। দিল লৈয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ দয়িতার স্থানে ॥ তাহা নিজ শক্তি কৃষ্ণ প্রকাশ করিলা। প্রত্যাঙ্গনাদ্বয় মধ্যে বিস্ফূর্ত্তি হইলা ॥ আপন আধরামৃতে মধু বাসাইলা। হাসিহ পান করি তারে পিয়াইলা ॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে যত ব্রজনারী। ব্যাকুলা হইয়া অঙ্গ ধরিতে না পারি ॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে অনুশিষ্ট হৈলা। পুলিনান্ত কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ প্রবেশিলা। কন্দর্প মাধ্বীক মদে তৈছে সখীগণ। বিহ্বল হইলা [illegible] নয়ন ॥ ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জে বৃন্দা সখীবৃন্দ লৈয়া। শোয়াইলা পুষ্পশয্যা উপরে আনিয়া ॥ তথা রাধাকৃষ্ণ লীলা বৈল বহুরঙ্গে। [illegible] ভর্ত্তৃকাবস্থা রাই পাইলা যাতে ॥ বিলাস [illegible] কৃষ্ণ প্রিয়া সঙ্গে করি। কুঞ্জের বাহিরে আইলা [illegible] ॥ তবে সুমুখী কহে ব্যঙ্গ কৃষ্ণ [illegible]

যথা সখী আছে শুতি ॥ তবে কৃষ্ণ সখী সঙ্গে প্রতি কুঞ্জে যা
বিলাস করিল। মনোরথ পুরাইয়া ॥ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা রাধা স
পাইলা। অলক্ষিতে কৃষ্ণ কুঞ্জে বাহিরে আইলা ॥ হাসিতে
অঙ্গ আচ্ছাদিয়া। রাইর নিকটে রহে লজ্জিত হইয়া ॥
দেখি ধনী ছলে নম্রমুখ করি। কহিতে লাগিল কিছু লোল
হেরি। যেইত নায়ক তেঁহো আছেন এখানে। তোম সবা
অঙ্গে কেন রতি চিহ্নগণে ॥ বৃন্দা আমি বৃন্দ এখা ছলে
কৌতুকে। মিথ্যা নহে এই কথা তুহহ বৃন্দাকে ॥ তাহা শুনি
কৃষ্ণ হাসি কহিতে লাগিলা। প্রতি কুঞ্জে মূর্ত্তি মোর আছয়ে
উজ্জ্বল ॥ রতি নৃত্য রসের নায়ক সেই হয়। সবারে শিখায়
রতি কৃষ্ণ রসময় ॥ রাধাকৃষ্ণ ভঙ্গী কথা শুনি সখীগণ। প্রণয়
ঈর্ষাতে কহে প্রবোধ বচন ॥ কৃষ্ণ প্রতি আগে কহে রতি
হর্ষচিতে। তুমি অন্য গুরু কর নর্ত্তন শিখিতে ॥ শিষ্য হয়ে
বাঞ্ছা কয় শিষ্যাদি করিতে। হেন রূপে শিষ্য কভু না উচিতে ॥
যার যার যেই গুরু বাসনা যে হয়ে। সেই তার স্থান যাঞা
উপদেশ লয়ে ॥ বাঞ্ছা নাহি আর কেহ বলে শিষ্য কয়ে। শাস্ত্রে
কহে সখীগণ। তারে কহি রাই প্রতি কহয়ে তখন ॥ কুলাঙ্গনা
ধর্ম্মগণ তুমি কি না জান। অতি শুদ্ধমতি হয় যষ্ঠ সতীগণ ॥
তথাপি আপন ভোগ ভুজঙ্গে করিয়া। নিজ সম করে সবা তারে
পাঠাইয়া ॥ এইরূপে নর্ম্ম সব কথা সব সংগে। কহিয়া চলেন
কৃষ্ণ অতিশয় রঙ্গে ॥ গোপাঙ্গনা সঙ্গে করি জল কেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ মূর্ত্তি করি প্রিয়া করণীর সঙ্গে ॥ সকল বিহার শ্রম দূর
করিবারে। সবেই নামিলা গিয়া যমুনার জলে ॥ উরুদ্বয় জল
মহার নাভী জল। কাহা বক্ষদয় জল অতি নিরমল ॥ কৃষ্ণ সবা
আকর্ষিয়া সেই সেই জলে। প্রিয়াগণ জল সেচে গোবিন্দ
উপরে ॥ একাত্রকি যুদ্ধ কাহার পঞ্চ মেলি। কাহা সপ্ত গোপ
গণা কৃষ্ণ জলকেলি ॥ নানা লীলাগণ তাহা বিস্তার করিলা।
অন্যান্য চিত্তে বহু আনন্দ বাড়িল ॥ কৃষ্ণ কহে রজনীতে
চক্রবাকগণ। প্রফুল্ল পদ্মেতে রহে ভ্রমর নিকর ॥ কৃষ্ণ ভঙ্গী

কথা শুনি গোপাংগনাগণ। নিজ বাহু দিয়া বক্ষ করে আবরণ॥ শসঙ্কিত হৈয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া। তৎকাল ঝাপয়ে মুখ ঈষৎ হাসিয়া॥ রাধিকা নয়ন জিনে সফরী যুগল। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অত্যন্ত তরল॥ যাঞা কৃষ্ণ রাই লৈয়া কৈলা আলিঙ্গন। প্রকাশে সখ্যতা দোহু নয়নে নয়ন॥ কমলে কমল যুদ্ধ করে সখীগণ। নিজ কর কমলেতে ধরি পদ্মগণ॥ দুর হৈতে কৃষ্ণ তাহা করে বিলোকন। জিনিয়া লইয়া সবে গোবিন্দ বদন॥ দুই তিন পক ছয় সপ্ত অষ্ট জনে। সবা লৈয়া কৃষ্ণ হৈলা মণ্ডলী বন্ধনে॥ জল মণ্ডক বাদ্য বায় সবে করতলে। এই এই রূপে কৃষ্ণ বিহারাদি করে॥ অংগ বিলেপন যত চন্দনাদি হয়। সব ধোয়া গেল স্তন কুঙ্কুমাদিময়॥ নেত্র বিবঞ্জন হৈল বসন খসিল। হার মালঃ মগ্ন নীবিগুণ শ্লথ হৈল॥ ঘনরসে মগ্ন সবেই কিছুই না জানে। বাস ভূষা শ্লথ আর যত আলেপনে॥ সূক্ষ্মবাস তিতে ব লাগিয়াছে গায়। তাহে সব অঙ্গ যেন অনাবৃত হয়॥ গোপাঙ্গনা শোভাগণ উছলিলা। দেখিয়া গোবিন্দ চিত্তে বহু লাভ হৈলা॥ অঙ্গনীর বক্ষে শ্বেত চন্দনেরচয়। যমুনার জলে তার ধারা সদা বয়॥ গঙ্গা আসি যেন যমুনাতে প্রবেশিলা। ভিন্ন ধারা হয়ে যেন পৃথক চলিলা॥ নানা কেলী সৌভাগ তা ম্বন কারণ। গঙ্গা আইলা অনুমানি কৃষ্ণ পরশানে॥ এইরূপে কৃষ্ণ কৈলা জলেতে বিহার। লইলা আইলা কৃষ্ণ পরিবার॥ সখীগণ লাঝে কেশে অঙ্গমনোহরে। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিবা কূলে॥ তবে বৃন্দাদেবী সবা অঙ্গে কৃষ্ণ লৈয়া। হেম মণ্ডপে আইলা আনন্দ পাইয়া॥ তার পূর্ব্বে আছে মণি কুটিম সুন্দর। সঙ্গ লৈয়া গেলা পুষ্প শয্যার উপর॥ সেখানে আছয়ে মণি সম্পুট অনেক। যার যে সম্পুট তার নাম পরতেক॥ নিজ নিজ নাম দেখি সম্পুট লইলা। সম্পুট খুলিয়া বেশ করিতে লাগিলা॥ স্নরক্ষাণে সেই সম্পুট জনমে। বৃন্দ আনি দিলা সেই রত্ন আভরণে॥ চিত্র আভরণ গন্ধ স্যন্দনে। তাম্বুল কর্পূর নানা বর্ণক অঞ্জনে॥ রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত রত্নের পেটারি। তাতে বত

ভূষণ আগে আনি ধরি ॥ গোবিন্দ উজ্জ্বল রস মূর্তি অশোষ।
 পরিণত মূর্ত্তি রাধিকাদি সকল ॥ এক আত্মা দেহ
 হয়। সমরূপ সমগুণ সম কালাময় ॥ দোহাঁর প্রতি
 উদ্বর্ত্তক। অরূণা অমৃতে স্নান করে দুইজন ॥
 সতে ভেল উজ্জ্বল বরণ। দোঁহা প্রতি প্রেম সৌন্দর্য্য কর ॥
 সাত্ত্বিকেতে দোঁহে অঙ্গ সুচিত্রিত। স্তব্ধ আদি করি
 নির্ম্মিত ॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি প্রভু কার।
 কত ভাব দোঁহা মত আর ॥ নানা ভাব অলঙ্কার
 রয়। তার আগে কিবা মানি ভূষণের চয় ॥ মধ্যে অত
 য়া সরে ভূষা পরে। সখীগণ সবে অন্যে অন্যেতে বেশ করে ॥
 ই রূপ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। ভূষণ পরিলা সবে নিজ নিজ
 ঙ্গে ॥ অনন্ত গুটিকা আর অমৃত বিলাস। দুগ্ধ লড্ডুকাদি
 আমি ধেয়ে কৃষ্ণ পাশ ॥ এ সব সামগ্রী গৃহে হৈতে রাই আনে।
 তাহা যে আছিল রূপ মঞ্জরী স্থানে ॥ রাধিকা ইংগিতে তাহা
 আনি তেঁহ দিলা। বৃন্দাদেবী রস ফল নিয়া যোগাইল ॥
 প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন করিলা। ভোজন করিয়া তাহ
 আচন কৈলা ॥ তবে শিলাকোল করে কন্দি ভিতরে।
 আর মুক্ত বহে যমুনা আনিলে ॥ কোটি চন্দ্র জিনি স্থল
 সুশীত। কোটি সূর্য্যাংশু রত্ন পরম উজ্জ্বলা ॥ কন্দর্পের কো
 রসে পরম আলয়। অগুরু ধূমাতে বহে সৌরভ্যাতিশয়
 রত্নের পালঙ্ক তাতে হংস তুলি সাজে। বৃন্দহীন পুষ্পতা
 উপরে বিরাজে ॥ পুনঃ সূক্ষ্ম শুক্ল বাসে আবৃত করিলা।
 বালিশ দোহে উপরে ধরিলা ॥ তাতে আনি রাধাকৃষ্ণ
 করিলা। কে কহিতে পারে তাহা যে শোভা হইলা ॥
 দুই পাশে রত্ন বাটা দুইহয়। ললিতা বিশাখা আসি তাহা
 বৈসয় ॥ কৃষ্ণ নিজ মুখ পদ্ম তাম্বুল চর্বিত। রাধিকা
 দেন শ্রীমুখ মিলিত ॥ ললিতা বিশাখা দুহু তাম্বুল
 দুই মুখ দরশনে অতি প্রফুল্লিতা ॥ শ্রীরূপ
 সম্বাহন। কেহ কন্যাগণ করে সপ্রেম বীজন।

তাম্বুল বহনে। এইরূপে ক্ষণ এক করেন শয়নে॥ তবে হৈতে তারা বাহিরে আইলা। নিজ নিজ পুষ্প সেজে করিলা॥ কল্পবৃক্ষ লতা কুঞ্জে আ। যত জন। সবেই য়া তাহা করেন শয়ন॥ শ্রীরূপমঞ্জরী মুখ্য সেবা পরা সুখী। করিলা কুঞ্জে সেজেহয়ে সুখী॥ সেইলীলা গেহ বাহে মা আছয়। তাহাতে শয়ন কৈলা লয়ে সখী চয়॥ রাধাকৃষ্ণ মৃত ফল মনোহর। ভক্ত আস্বাদয়ে ব্রজ কি বিষয় ফল॥ ফল সখী ভাব বিনু নাহি মিলে। সখী বিনু কার ইহা হ অধিকারে॥

যথা রাগঃ। বৃন্দাবনে রাধা সঙ্গে, গোবিন্দ বিলাস রঙ্গে, অনন্ত লীলা গণে। নব নব ক্ষণে ক্ষণে সুমঙ্গল নেত্র মনে; স মাত্র দিগ দরশনে॥ শ্রীরূপ লিখিত দিশা, দশ শ্লোকে নিশা, রাধাকৃষ্ণ কেলি মনোহর। তাহা আমি বিস্তারিল; ত্তে যাহা উপজিল, বিস্তারিতে লীলা বহুতর॥ রাগধ্বসাদিক নে; সেবা যে গ্য বিতু মনে শুনে ইহা করিবে স্মরণে। স্মরণে ন্দ মনে, বিপু কন রসায়নে; অতি লোভে মিলয়ে সেবনে॥ রূপ, শ্রীরঘুনাথ; পাদপদ্মভজনাথ; কৃষ্ণদাস সেই মধু আশ। গোবিন্দলীলামৃত সার, গ্রন্থ কৈল সুবিস্তার; সুমাধুর্য্য অমৃত রাশ। এ শব্দ যে করে পান; হৃদি তৃষ্ণা অবিরাম, পুনঃ পুনঃ ডয়ে আরতি। ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ ভজো রাধাকৃষ্ণ লীলা সেই, গুণে ধরিতে শকতি॥ বৃন্দাবন বিলাসিনী; কুমুদিনী বৃন্দ মণি, উরে করুণা করি। তার মন বাঞ্ছা যত, পূর্ণ করু বিরত; এলীলা সেবা লয়ে শুনিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পা, রবৃন্দ মধুকর, শ্রীরূপ মধুপ সেবা কলে। শ্রীরঘুনাথ ভটবশে, হু ভেল স্মরণ করে, গোবিন্দ লীলামৃত কাব্য সার। ত্রয়োবিং তি সর্গে, সম্পূর্ণ হইলে পরে, বিস্তারিতে অনন্ত অপার করি হা পড়ি আছে, তবু কৃষ্ণলীলা গাও, হাসিবেন বৈষ্ণব কু। আই হাস্য মোর ত্রাণ; যাতে সঁপিয়াছে প্রাণ

লজ্জা সব গেল দূরে ॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত; অমৃত পরামৃত; যেহ ইহা সদা করে পান। তাহার চরণ ধুলী মস্তকে করি তার পদতলে করি পান ॥ চৈতন্য দাস শ্রীশ্রীনিবাস, আচার্য্যজা শ্রীল হেমলতা। তাঁর পাদপদ্ম এ যদুনন্দন দাস, অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা।

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ব্রজানন্দ ॥ জয় জয় ব্রজানন্দ আনন্দ ॥ শ্রীরাধামাধব রাধা দামোদর। জয় গান্ধর্ব্বি রাস বিলাসী ব্রজললনা নাগর। জয় রাস বিলাসিনী শেখর ॥ জয় নন্দসুত জয় বৃষভানুসুত। জয়ব্রজঙ্গনা শ্রীললিতা ॥ জয় বিশাখিকা জয় রাধা সখীবন্দ। শ্রী গোপাল জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ। জয় বৃন্দাবন জয় ব্র গণ। শ্রীগোপীনাথ জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ রাধিকা মাধ নিত্য সুখানন্দ। জয় রাধাকৃষ্ণলীলা সর্ব্বানন্দ কন্দ ॥ শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ; লিখিল গোবিন্দ লীলা আ হৈয়া ॥ এইত কহিল লীলা গোবিন্দ বিলাস। নিতি লীলা সর্ব্ব সুখবাস ॥ রজনী দিবসে এই লীলার সাগর। আছেন কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ॥ শ্রীকৃষ্ণ দাস গোসাই ক দয়াবান। কৃপা করি লীলা প্রকাশিল অনুরাগ ॥ চরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া। জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত নিগুঢ় ভাণ্ডার। তাহা উঘাড়িয়া দি কৃপা তোমার ॥ কৃষ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে। নিগুঢ় কথা কৈলা প্রকটনে ॥ তিনি অল্পতে ভাসাইল ভুবন। তোমার চরণে তেহ করিয়ে স্তবন ॥ তোমার করো দণ্ডবৎ নতি। মোর অপরাধ না লইবে শুদ্ধমতি ম তোমার মর্ম্ম কি লিখিনু কথা। পাছে তাতে মোর হবে দোষ মাত্র ॥ তোমার গম্ভীর বুদ্ধি সমুদ্র অপার। মুই তা জানিব অতি তুচ্ছ ছার ॥ সেই গ্রন্থ আগে করি লেখ লীলা। তাহাই লিখিনু যাহা চিত্তে উপজিলা ॥ শুন শুন গোসাই কবিরাজ ঠাকুর। কিবল তোমার আমি উ

ন্দর ॥ দোষ না লইও মোর অদর্শনার গুণে। আমার লিখন শুকের পাঠানে ॥ জয় জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি। র কৃপাতে এবে কৃষ্ণলীলা গাই। রাধাকৃষ্ণ পাপদ্ম সেবা নে এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত সায়হ্ন লীলাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ২৩ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতং।